যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

৩য় খণ্ড

মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

(৩য় খণ্ড)

(হাদীস নং ১০০১-১৫০০)

য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ
এবং
উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

(৩য় খণ্ড)

মূল :

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ :

আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয্যামান

লীসান্স- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

এম, এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

web : www.tawheedpublications.com/

email : tawheedpp@gmail.com

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ (৩য় খণ্ড)

আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ : আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বদীউয্‌যামান

প্রকাশনায় :

তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

ইমেল : tawheedpp@gmail.com

ওয়েব : www.tawheedpublications.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী (রমাযান)

মূল্য : ৩৮০/= (তিনশত আশি টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-8766-16-4

মুদ্রণ : **হেরা প্রিন্টার্স.** হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান :

১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ফোন : ০২৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ১০৭১১৬৪৬৩৯৬

২। ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

৩। প্রিন্স মেডিকেল স্টোর, চাড়ারগোপ, কালির বাজার, নারায়গঞ্জ
ফোন : ৭৬১৩৩৮৩

রাজশাহীতে : ওয়াহিদীয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার, মাদরাসা মার্কেটের সামনে

মোবাইল : ০১৯২২৫৮৯৬৪৫,০১৭৩০৯৩৪৩২৫|

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

বর্তমান সমাজে বহু লোক আছে যারা এমন কিছু কর্ম বা আমল সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এবাদাত মনে করে উপকারে আসবে ভেবে করে থাকেন যেগুলোর সমর্থনে কোন সহীহ্ দলীল পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদেরকে যখন এ সম্পর্কে বলা হয়, অবহিত করা হয় তখন তারা নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে থাকেন। অতএব আমরা সহীহ্ হাদীস এবং সহীহ্ দলীলের অনুসরণ না করে বানোয়াট, খুবই দুর্বল ও দুর্বল হাদীস এবং দলীলহীন মতের অনুসরণ করার পেছনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি ঃ

(১) দলীল নাই তাতে কী হয়েছে নিষেধ তো করা হয়নি।

(২) আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যারা মনে করেন যে, হাদীস দুর্বল বা বানোয়াট হলে কি হবে, হাদীস তো।

(৩) আবার অনেকে আছেন যারা বলে থাকেন যে, আপনারা সব কিছুতেই বিদ‘আত বিদ‘আত করেন। আপনারা জানেন না যে, এগুলো বিদ‘আতে হাসানাহ্ (ভালো বিদ‘আত)।

(৪) আরেক শ্রেণীর লোক আছে যারা বলেন যে, তাহলে কি সব বড় বড় আলেমরা ভুল করে আসছেন? বড় বড় মাসজিদে এরূপ এরূপ কর্ম করা হচ্ছে, তারা কি ভুল করছেন? তারা কি বুঝেন না?

(৫) আবার এক শ্রেণীর আলেম আছেন যারা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ফাতাওয়া দেয়ার সময় বলে থাকেন যে, শারী‘য়াতের মধ্যে এর সমর্থনে কিছু নেই। তবে সামাজিকতার খাতিরে অনেক এলাকায় করা হয়ে থাকে। ফলে সামাজিকতা রক্ষার্থে করা হলে করা যেতে পারে! কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন না যে, সামাজিকতা রক্ষার্থে কোন আমল সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা অথবা নিজে বা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হবে এ বিশ্বাসে কিছু করাকেই শারী‘য়াতের পরিভাষায় বিদ‘আত বলা হয়েছে। যার পরিণতি জাহান্নাম।

(৬) আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা দলীল ভিত্তিক সমাধান প্রদানকারী আলেমদের সম্পর্কে অন্যদেরকে বলেন ঃ আরে উনি বা উনারা তো ওয়াহাবী, লা-মাযহাবী (মাযহাব মানে না)। তাদের অনুসরণ করা যাবে না।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার এবং সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বিমুখ করার এটিও একটি হাতিয়ার। কোন সন্দেহ নেই ওয়াহাবী বলাটা এক ধরনের গালি। যা দ্বারা বুঝানো হয় যে, এরা নিকৃষ্ট আর খুবই খারাপ প্রকৃতির মানুষ আর এ কারণেই এদের অনুসরণ করা যাবে না।

(৭) আরেক শ্রেণীর লোক এমনকি কিছু আলেমও আছেন যারা কোন প্রকার দলীল-প্রমাণের তোয়াক্কা না করে বলে থাকেন বা অযুহাত দাঁড় করিয়ে থাকেন যে, আপনি যা বলছেন সেটা তো আমাদের মাযহাব নয়। আমাদের মাযহাবে এরূপ নেই। অথচ এ শ্রেণীর লোকও একটু ভেবে দেখেন না যে, আমরা যার অন্ধ অনুসরণ করছি তিনি (ইমাম) নিজেও এরূপ অন্ধ অনুসরণ করেননি। বরং তিনি সহীহ্ দলীলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

এ কথা যারা বলেন তাদের উদ্দেশ্যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে, তাহলে আপনারা মাযহাবের অনুসরণ করতে গিয়ে নাবী (ﷺ) এর সহীহ্ হাদীস বা সুন্নাহ্ বিরোধী আমল করাকে জায়েয মনে করছেন? আপনাদের নিকট মাযহাব হচ্ছে রসূল (ﷺ) এর সহীহ্ হাদীসের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও বড়! যার ফলে হাদীস ত্যাগ করা যাবে কিন্তু মাযহাব ত্যাগ করা যাবে না! অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে যদিও সে মাযহাবের সিদ্ধান্ত সহীহ্ হাদীস বিরোধী হয়! সবারই আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

এ শ্রেণীর লোক সাথে সাথে আরেকটি কথা বলে থাকেন ঃ ইমামগণ জ্ঞান-গরীমায় সর্বাপেক্ষা বড় ছিলেন। এ কারণে আমরা তাদের অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু এরূপ কথার মধ্যে অতিভক্তির আলামত সুস্পষ্ট। যা সত্যকে উপেক্ষা করার একটি বুলি মাত্র। কারণ অতিভক্তি যেরূপ নিন্দনীয়, শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সেরূপ দোষণীয়ও বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

অর্থাৎ, বল, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (সূরা মায়েদাহ্ ঃ ৭৭)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ...﴾

অর্থাৎ, ওহে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না, ... ।

(সূরা নিসা ঃ ১৭১)

এ ছাড়া স্বীকার করি আর না করি এরূপ কথা বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদার সাথে জড়িত হতে উৎসাহিত করে। যেমন 'এ ধরনের ইমামের কি ভুল হতে পারে।' মানে তিনি যেন নিষ্পাপ ছিলেন। [নাবীদের ন্যায়]। অথচ নাবী ও রসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ ভুলের উর্দ্ধে নন। এছাড়া আমরা কি ভেবে দেখেছি, ইমামদের কথাকে সহীহ্ হাদীস বিরোধী হলেও কোন দলীলের ভিত্তিতে অনুসরণীয় বলছি? আর আমরা কি একটু ভেবে দেখেছি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ভাবার্থ সম্পর্কে ঃ

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

অর্থাৎ, "বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' ।"

(সূরা আলু ইমরান ঃ ৩১)

পাঠকবৃন্দ! মাযহাবের কোন সিদ্ধান্ত সহীহ্ হাদীস বা সহীহ্ দলীল বিরোধী কিংবা দলীলহীন হওয়া সত্ত্বেও তার অনুসরণ করলে আল্লাহ্ ভালো বাসবেন এরূপ দলীল কারো নিকট আছে কি? নিশ্চয় নেই, তাহলে কাকে খুশি করার জন্য আর কার ভালোবাসা লাভের জন্য এরূপ অন্ধভক্তি!? অথচ এরূপ অন্ধভক্তির কারণেই যুগে যুগে সমাজে শির্ক চালু হয়েছে এবং বর্তমানেও চলছে।

আবার সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর লোককে বলতে শোনা যায় এবং কিছু কিছু কিতাবের মধ্যে লেখা হয় ঃ মযহাব মানা হচ্ছে ফরয। কিন্তু তারা চিন্তা করলেন না যে, রসূল (ﷺ)এর মৃত্যুর বহু পরে ইমামগণ জন্ম গ্রহণ করলেন যেমন ইমাম আবূ হানীফা ৮০ হিজরীতে আর অন্যরা আরো পরে আর মাযহাব চালু হলো তাদেরও মৃত্যুর কয়েকশ বছর পরে। অতএব আল্লাহ্ তা'য়ালা কার মাধ্যেমে মাযহাবকে ফরয করলেন?

যে সব আমল আর কর্মের স্বপক্ষে কোন সহীহ্ দলীল নেই সেগুলোকে চালু রাখার জন্য এরূপ আরো কত বাহানা আর অযুহাত দাঁড় করানো হয়ে থাকে। আল্লাহ্ সবাইকে সকল প্রকার গোঁড়ামী হতে হেফাযাত করুন।

আমি বলছি না যে, আলেম ওলামা ও ইমামদের অনুসরণ করা যাবে না। অবশ্যই তাদের অনুসরণ করতে হবে তবে তাদের সে কথাগুলোরই অনুসরণ করতে হবে যেগুলো সহীহ্ হাদীসের সাথে মিলবে। আর তাদের সে কথাগুলো ত্যাগ করতে হবে যেগুলো সহীহ্ হাদীসের সাথে মিলবে না। মাযহাবের সে কথাই গ্রহণ করতে হবে যে কথা সহীহ্ দলীলের সাথে মিলবে আর যে কথা সহীহ্ দলীলের সাথে মিলবে না সে কথা ত্যাগ করে সহীহ্ হাদীসের এবং সহীহ্ দলীলের অনুসরণ করতে হবে। এরূপ করা হলেই ইমাম ও মাযহাবকে সত্যিকারে সম্মান করা হবে। অন্যথায় অতিভক্তির ফলে অজান্তে শির্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আর তা আল্লাহর বিধান এবং তাঁর নির্দেশকে শর্তহীনভাবে মেনে নিতে না পারার কারণেই।

মুসলিম ভাই ও বোন! উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বচনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও এগুলোর ভাবার্থ এবং উদ্দেশ্য এক। কারণ ঈমানের দাবী অনুযায়ী এদের কোন দলই নিঃশর্তভাবে নাবী (ﷺ)-এর নির্ভেজাল সমাধানকে বা সুন্নাতকে মেনে নিতে সক্ষম হয়নি। যার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে দিয়েছেন।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

অর্থাৎ ঃ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

এ কারণে এগুলোর উত্তর মিলে যাবে যদি একটু বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া যায় তাহলেই। কারণ সব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বা বুঝশক্তি এক নয়।

উপরোক্ত উক্তিগুলোর কিছু দিক নিয়ে আমি "নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব" এবং "মৃত্যু-রোগ থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক যাবতীয় করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ" গ্রন্থদ্বয়ে আলোচনা করেছি। তার পরেও এখানে কিছু কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

পাঠকবৃন্দ! বাস্তবতা এই যে, মুসলিম সমাজ আজ দলে দলে বিভক্ত আর মনে হয় সব দলই নিজেদেরকে সঠিকের উপরে রয়েছে বলে দাবী করে যাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিভক্ত মুসলিম মিল্লাতের সব দলগুলোই কি বাস্তবে সঠিক পথের উপরে রয়েছে? আমরা সলাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার মধ্যে সিরাতুল মুসতাকীম (সোজা সরল পথ) চেয়ে থাকি। কিন্তু সব দলই কি সিরাতুল মুসতাকীমের উপরে প্রতিষ্ঠিত? না, এরূপ হওয়ার কথা নয়। কারণ, সিরাতুল মস্তাকিমের ব্যাখ্যায় হাদীসের ভাষায় তা জানুন ঃ

قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، وَقَالَ : " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ " ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَقَالَ : " هَذِهِ سُبُلٌ ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ " ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾» (١)

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) একটি (দীর্ঘ) দাগ কেটে বললেন ঃ এটি হচ্ছে আল্লাহর পথ। অতঃপর তিনি তার ডানে এবং বামে অনেকগুলো দাগ কেটে বললেন ঃ এগুলো বহুপথ এগুলোর প্রতিটিতে শয়তান (রয়েছে) সে সেদিকে আহবান করছে। অতঃপর পাঠ করলেন ঃ

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থাৎ, "আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে চলতে পার।" (সূরা আন'আম ঃ ১৫৩)

অন্যভাবে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, একই বিষয়ের ক্ষেত্রে একজন বলছেন হালাল আবার অন্যজন বলছেন হারাম, একজন বলছেন গুনাহের কাজ অন্যজন বলছেন নেকির কাজ। ইসলামী শারী'য়াতের মধ্যে এত বৈপরীত্য থাকতে পারে না। অতএব দু'টি সিদ্ধান্তের যে কোন একটি ভুল হিসেবে গণ্য হবেই।

আর যদি সব দলগুলোই সঠিক পথের উপর থাকত তাহলে রসূল (ﷺ) হাদীসের মধ্যে বলতেন না যে,

"... আর আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। যাদের একটি মাত্র দল বাদে বাকী সব দলগুলোই জাহান্নামে যাবে।" ["সহীহ্ তিরমিযী" (২৬৪১)]। অন্য এক হাদীসে বাহাত্তর দলের কথা বলা হয়েছে যেগুলোর একটি বাদে বাকী সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। (দেখুন "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৩৯৯৩)।

আবার তিনি বলতেন না যে, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত একটি মাত্র দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ ...

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের জন্য আমি পথভ্রষ্ট ইমামদেরকে (আলেমদেরকে) ভয় করছি। রসূল (ﷺ) আরো বলেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাদেরকে অপমানিত করার প্রচেষ্টা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ...। [দেখুন "মুসলিম () ও "সহীহ্ তিরমিযী" (২২২৯)। ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ সে দলটি হচ্ছে হাদীসের অনুসরণকারীগণ। এরূপ হাদীস আবূ দাউদও বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৪২৫২)]।

অতএব রসূল (ﷺ) এর বাণী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় সহীহ্ সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ করার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ইমামরা (আলেমরাও) স্বচেষ্ট থাকবে এবং তারা সচেষ্ট আছেও বটে।

এখানে ইমাম মালেক হতে বর্ণিত একটি উক্তি উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি বলেন ঃ

নাবী (ﷺ)-এর পরে এমন একজন ব্যক্তিও নেই যার কথা গ্রহণীয় আবার বর্জনীয় নয়। একমাত্র নাবী (ﷺ)-এর কোন কথা (সুন্নাত) বর্জনীয় নয়। অর্থাৎ নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কথা বা মত গ্রহণ করার পরেও বর্জনীয় যদি তা সহীহ্ সুন্নাতের সাথে না মিলে। (ইবনু আব্দিল বার তার "আল-জামি" গ্রন্থে (২/৯১) উল্লেখ করেছেন)।

তিনি আরো বলেন ঃ সুন্নাত হচ্ছে নূহ (আঃ)'র কিস্তি যে ব্যক্তি তাতে আরোহণ করবে সে রেহাই পাবে, আর যে তার থেকে পশ্চাতে থাকবে (পিছপা হবে) সে ডুবে যাবে। (এটিকে খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৭/৩৩৬) ও আবুল ফায্ল মুকরী "আহাদীসু যাম্মিল কালাম অ-আলিহি" গ্রন্থে (৫/৮১) উল্লেখ করেছেন)।

অতএব যে কেউ কোন মত প্রকাশ করুন না কেন এবং তার এ মতের অনুসারীর সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন এবং যে কোন স্থানেই এ মতের উপর আমল করা হোক না কেন তা বিবেচ্য হতে পারে না। বরং বিবেচ্য বিষয় হতে হবে কার পক্ষে সহীহ্ এবং সঠিক দলীল-প্রমাণ রয়েছে তা অনুসন্ধান করা। মুসলিম সমাজ দলীল প্রমাণ অনুসন্ধান করা থেকে দূরে সরে গিয়ে অনেকের অন্ধ অনুসরণের কারণেই আজ শত দলে বিভক্ত। আর এ বিভক্তি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে অন্ধ অনুসরণকে ত্যাগ করে দলীলের অনুসরণ করা। অতএব আমাদেরকে খুঁজতে হবে সহীহ্ দলীল, চাইতে হবে সহীহ্ দলীল, আর ধাবিত হতে হবে সহীহ্ দলীল ভিত্তিক আমলের দিকে। তাহলেই আমরা নাবী (ﷺ)এর সহীহ্ তরীকাহ্ এবং তাঁর সহাবীগণের পথের উপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এবং সরাসরি যে দল জান্নাতে যাবে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব এবং মুসলিম সমাজে পরস্পরের মাঝের দূরত্বও কমে আসবে ইন শা আল্লাহ্।

সবার বুঝা উচিত ছিল যে, শুধু ভালোই নয় বরং বাহ্যিকআবে উত্তম নিয়্যাতে সর্বোত্তম কর্ম করা হলেও তা করে নাবী (ﷺ)-এর তরীকা থেকে বের হয়ে যেতে হবে যদি চমৎকার নিয়্যাতে করা সর্বোত্তম আমলের সমর্থনে কুরআন এবং সহীহ্ হাদীস থেকে দলীল না মিলে।

কারণ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সেই তিন ব্যক্তির। (যারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমগণের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদের প্রতি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা হচ্ছেন নাবী -এর সাথী (সহাবী)] ঘটনা যাদের একজন সারা রাত না ঘুমিয়ে বাকী জীবন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে সলাত আদায় করে কাটিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন, আরেকজন বাকী জীবনের প্রতিদিনই সওম পালন করবেন মর্মে সংকল্প করেছিলেন আর তৃতীয়জন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার লক্ষ্যে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতো চমৎকার নিয়্যাত এবং ভালো ভালো আমল করার দৃঢ় সংকল্পগুলো রসূল (ﷺ) শুনার পর কি বলেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হলো ঃ

আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ কতিপয় ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের গৃহের নিকট এসে নাবী (ﷺ)-এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাদেরকে যখন তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলো তখন তারা যেন নাবী (ﷺ)-এর ইবাদাতকে সামান্য মনে করল। তারা বলল ঃ নাবী (ﷺ)-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে [তার পরেও যখন তিনি এতো বেশী ইবাদাত করতেন] তখন তাঁর তুলনায় আমরা কোথায়? তাই তাদের একজন বলল ঃ আমি এখন থেকে সর্বদাই সারা রাত ধরে সলাত আদায় করব। আরেকজন বলল ঃ আমি সারা বছরব্যাপী সওম পালন করব কক্ষণও সওম ভঙ্গ করব না। আরেকজন বলল ঃ আমি স্ত্রীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব কক্ষণও বিয়ে করব না। অতঃপর রসুল (ﷺ) তাদের নিকটে এসে বললেন ঃ তোমরাই কি এরূপ এরূপ কথা বলছিলে? আর আমি! আল্লাহর কসম অবশ্যই তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে আমি বেশী পরহেযগার। তা সত্ত্বেও আমি সওম রাখি, ভঙ্গ করি, [রাতে] সলাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই এবং আমি মহিলাদেরকে বিয়েও করেছি। [এটিই হচ্ছে আমার তরীকা] অতএব যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১]

অতএব আমল বাহ্যিকভাবে ভালো হলেই চলবে না। বরং আপনার দৃষ্টিতে এ ভালো আমলটিকে রসূল (ﷺ) ভালো হিসেবে জানতেন কি জানতেন না। এ তথ্যটিও জানতে হবে। আপনি যদি বলেন যে এটি ভালো

[১] (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)।

তাহলে আপনার প্রতি প্রশ্ন আসবে আপনার এ ভালো কর্মটি রসূল (ﷺ) কি জানতেন? যদি বলেন, জানতেন। তাহলে আপনাকে- তিনি যে জানতেন তার প্রমাণ দিতে হবে? ঐ প্রমাণটি সঠিক হলে সেটিই তো দলীল। আর যদি বলেন ঃ তিনি জানতেন না (জানবেন কিভাবে তাঁর যুগেতো ছিলই না)- তাহলে বলতে হবে যে, ভালো কর্ম নির্ধারণে আপনি রসূল (ﷺ)-এর চেয়েও বেশী জ্ঞানী (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। কারণ তিনি আল্লাহর নাবী ও রসূল হয়েও তা ভালো মনে করে বলে গেলেন না অথচ আপনি কর্মটিকে ভালো বিদ'আত বলে দিব্বি করে এবং বলে যাচ্ছেন অথবা চালু আছে আর আপনি তার অনুসরণ করছেন।

এ শেষোক্ত হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ভাল মনে করে কোন ইবাদাত করলেও সে ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না যে পর্যন্ত সে ইবাদাতের সমর্থনে সহীহ্ হাদীস দ্বারা দলীল বা প্রমাণ না মিলবে। কারণ সওম ও সলাত শুধু ভাল ইবাদাতই নয় বরং সর্বোত্তম ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, আর যে ব্যক্তি বিয়েকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তিনিও আল্লাহর ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই বিয়েকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। অতএব নিয়্যাত ভালই ছিল। এতো চমৎকার নিয়্যাত থাকা সত্ত্বেও রসূল (ﷺ) তাদের এ মহৎ উদ্দেশ্যগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, তারা রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত (তরীকা) বিরোধী (সুন্নাতে নেই এরূপ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ভাল কর্ম হলেও তার সমর্থনে শার'ঈ দলীল না মিললে তা ভাল নয় বরং তা মন্দ কর্ম হিসেবেই গণ্য হবে। যাকে ইসলামী শারী'য়াতের ভাষায় বিদ'আত বলা হয়, যে বিদ'আতের সাথে জড়িত হলে পরিণতিটা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিদ'আতের পরিণতিগুলো সম্পর্কে আমি য'ঈফারই ২য় খণ্ডের ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে বিদ'আতের ১৭টি ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক আলোচনা করেছি। যার মধ্যে রয়েছে ঃ বিদ'আতী কিয়ামাতের দিন হাওযে কাউসারের পানি পান করতে সক্ষম হবে না, বিদ'আতী অভিশপ্ত, তার আমল গ্রহণযোগ্য হবে না, বিদ'আতের সাথে জড়িত থাকা পর্যন্ত অন্য কোন গুনাহ্ থেকে তাওবা করতে চাইলেও বিদ'আত ত্যাগ না করা পর্যন্ত বিদ'আতীর তাওবা কবূল হবে না এবং বিদ'আত কিয়ামাতের দিন নাবী (ﷺ)-এর শাফা'আত লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা প্রদান করবে ইত্যাদি।

আর এসব ভয়াবহ কুপরিণতি থেকে রক্ষার লক্ষ্যেই মুসলিম সমাজকে বিদ'আতের ব্যাপারে সতর্ক করার চেষ্টা করছি।

যারা ভালো মনে করে কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসে নেই তা সত্ত্বেও কিছু আমল করে থাকেন। তারা এ আমল কেন করে থাকেন? অবশ্যই এরূপ আমল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু সাওয়াব অর্জন করা যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে। কারণ এ উদ্দেশ্য না থাকলে সে কর্ম করাটাতো বেকার হয়ে যায়। আর বেকার ও অনর্থক কাজ তো কারো করার কথা নয়।

কিন্তু এমন কোন কর্ম বা আমল আছে কি যে কর্মটি করলে জান্নাত লাভ করা যাবে অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে অথচ রসূল (ﷺ) সে কর্ম সম্পর্কে কিছু বলে জাননি অথবা তাঁর সহাবীগণকে অবহিত করেননি?

রসূল (স) নিজেই এর উত্তর দিয়ে গেছেন ঃ

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُبْعِدُكُمْ عَنِ اللهِ وَيُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

তিনি বলেন ঃ "আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। আর আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে।"[২]

ভাবার্থ এক হলেও উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সব ভাষাগুলোই এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

তিনি আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

"সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আবার আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে"।[৩]

---

[২] (হাদীসটি সহীহ্ দেখুন শাইখ আলবানী কর্তৃক রচিত গ্রন্থ "হাজ্জাতুন নাবী " (পৃ ঃ ১০৩) ও "মানাসিকুল হাজ্জ অল-উমরাহ্ ফিল কিতাবে অস-সুন্নাহ্..." (পৃঃ ৪৭))।

[৩] (এ হাদীসটিও সহীহ্, দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "তাহরীমু আলাতিত ত্বরবে" (১৭৬), এ

আবূ যার গেফারী (রাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে তোমাদের জন্য এমন কোন কিছুর বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিছুই অবশিষ্ট রেখে যাননি। তার থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) আমাদেরকে এমতাবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, বাতাসে কোন পাখি তার ডানাদ্বয় নাড়ালে তার সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দিয়ে গেছেন।

এ হাদীসের নিম্নের বাক্যে একটি শাহেদ [সাক্ষীমূলক হাদীস] বর্ণিত হয়েছে: রসূল (ﷺ) বলেছেন : "তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন তার কোন কিছুই আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে ছাড়িনি। আর তিনি তোমাদেরকে যা কিছু করা থেকে নিষেধ করেছেন তার কোন কিছু থেকেই তোমাদেরকে আমি নিষেধ করতে ছাড়িনি।[৪]

অতএব কেউ যদি বলেন যে, কিছু ভাল কর্ম ছুটে গেছে যেগুলোকে ভাল কর্ম হিসেবে করতে পারব, তাহলে মনে করতে হবে যে, রসূল (ﷺ)-এর প্রতি তার ঈমান আনার ক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি রয়ে গেছে আর না হয় সে ঈমানদারই হতে পরেনি।

অন্য এক হাদীসের মধ্যে একটু ভিন্ন ভাষায় এসেছে ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এমন কোন আমলের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি আর আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এরূপ কোন আমল থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি ... ।[৫]

মুসলিম ভাই ও বোন! যারা বিদ'আতে হাসানার কথা বলে থাকেন তাদের প্রধান দলীল হচ্ছে উমার (রাঃ)-এর একটি উক্তি।

হাদীসটি আল্লামাহ্ আলূসী স্বীয় গ্রন্থ "তাফসীর রূহুল মা'আনী" এর মধ্যেও (২১/৭৯) উল্লেখ করেছেন)।

[৪] (শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সিলসিলা সহীহাহ্" (১৮০৩)।

[৫] (হাদীসটি ইমাম হাকিম (৩/৫-২১২৬), আবূ বাক্র আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৭/৭৯, ৩৪৩৩২) ও বাইহাক্বী "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে (৭/২৯৯, ১০৩৭৬) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সিলসিলা সহীহাহ্" (২৮৬৬) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৭০০)।

উমার (ﷺ) রমাযানের কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে বলেন ঃ (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ) **"এটি কতই না সুন্দর বিদ'আত।"** [বুখারী (২০১০)]।

উমার (ﷺ)-এর এ বাণীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে য'ঈফারই দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করেছি। কারণ ভালকাজ বলে শারী'য়াতের মধ্যে সাওয়াবের প্রত্যাশায় কিছু নতুনভাবে চালু করা নিন্দনীয়। যদিও সেটিকে সকলে মিলে ভালকাজ বলেই স্বীকৃতি প্রদান করে। আশা করি পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যে হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) জামা'আতের সাথে রমাযানের রাতের সলাত আদায় করা অব্যাহত রাখেননি সে হাদীসেই বলা হয়েছে যে, তিনি ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা করা অব্যাহত রাখেননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ফরয হয়ে যাওয়ার কোনই সুযোগ নেই কিংবা ছিল না, সে কারণেই রসূল (ﷺ)-এর সেই জামা'আতবদ্ধভাবে সলাত আদায়কে উমার (ﷺ) কতই না ভাল বিদ'আত বলে চালু করেছিলেন মাত্র। অতএব এ জামা'আতবদ্ধতার দৃষ্টান্ত রসূল (ﷺ)-এর যুগেই ছিল। আর এ কারণেই উমার (ﷺ)-এর উক্ত বাণীতে উল্লেখিত বিদা'আত শব্দ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে তা একান্তই জানা দরকার। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এখানেও আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথমত আমরা তাঁর উক্তিটিকে দু'ভাবে নিতে পারি ঃ

১। যদি ধরে নেই যে, বিদ'আতে হাসানার সমর্থনে তাঁর উক্তিটি একটি অকাট্য দলীল। এ দলীল হতে অন্য দিকে মুখ ফেরানোর কোনই সুযোগ নেই। তাহলে বলবো, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ '(শারী'য়াতের মাঝে) প্রত্যেক নবাবিষ্কারই বিদ্'আত আর প্রত্যেক বিদ্'আত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম'। 'কুল্লু' শব্দটি ব্যপকতার অর্থ বহন করে। অর্থাৎ শারী'য়াতের মধ্যে ইবাদাত হিসাবে যা কিছুই নবাবিষ্কার করা হবে তার সবই বিদ্'আত। [এ ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ সমাজের মধ্যে এমন আলেমও রয়েছেন, যিনি বলেন তাহলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, বই ছাপানো ইত্যাদিও বিদ্'আত। তার উদ্দেশ্যে বলছি, এগুলো বিদ্'আত নয় এগুলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস বুঝার মাধ্যম। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এগুলোর উন্নতি সাধন হতেই থাকবে এবং এগুলো সাদাকার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তবে মাধ্যমগুলোও আবার শারী'য়াত সম্মত

হতে হবে। শারী'য়াত সম্মত নয় এমন মাধ্যমও রয়েছে। যখন আলেম সাহেব খুৎবাহ দিচ্ছেন, তখন সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার আর শির্ক-বিদ্'আতকে পরিহার করার জন্য সুমধুর কণ্ঠে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যখন তাকে বিদ্'আতগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হচ্ছে, তখন তিনি বিদ্'আত কী আর কোনটিইবা বিদ্'আত কিংবা বিদ্'আতের অর্থইবা কী তিনি সে সবের আর কিছুই জানেন না। ফলে তিনি তখন বনে যাচ্ছেন বিদ্'আতের ধারক ও বাহক। আর তার মাঝের বিদ্'আতকে চিহ্নিত করার কারণে যিনি সুন্নাতের অনুসারী তিনি হচ্ছেন তার দুশমন।

রসূল (ﷺ) বললেন ঃ 'প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'। উমার ﵁-এর উক্তি কী রসূল (ﷺ)-এর এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক না সাংঘর্ষিক নয়? তর্কের খাতিরে যদি বলি অবশ্যই সাংঘর্ষিক। তাহলে বলবো পাঠক ভাই ও বোনেরা! আপনারা রসূল (ﷺ)-এর কথা মানবেন, না উমার ﵁-এর কথা মানবেন? আল্লাহ্ আপনার উপর রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করা ফরয করেছেন না উমার ﵁-এর কথার অনুসরণ করা ফরয করেছেন? এ সিদ্ধান্ত টি নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে তিনিও বলবেন অবশ্যই আমি রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করব।

২। উমার ﵁ কি রসূল (ﷺ)-এর হাদীসটি জানতেন না? কীভাবে তিনি তার উক্ত বাক্যটি বললেন? অবশ্যই এর উত্তরে সকলে একমত হবেন এটি আবার কি করে হয় যে, রসূল (ﷺ) খুৎবার মধ্যে উক্ত হাদীসটি পাঠ করতেন আর উমার ﵁ তা জানতেন না বা তিনি তা শুনেননি? এরূপ হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি হাদীসটি জানতেন। তাহলে তিনি কী জেনে শুনেই তাঁর বিরোধিতা করলেন নাকি তার উক্তির ভিন্ন অর্থ রয়েছে। সে অর্থকে এড়িয়ে গিয়ে তারা বিদ্'আতকে সাব্যস্ত করার জন্য তার উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করছেন। উমার ﵁ রসূল (ﷺ)-এর কথার বিরোধিতা করবেন এটা অসম্ভব। কারণ তিনি আল্লাহ ও তাঁর নাবীর কথার আনুগত্যের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিলেন। যার প্রমাণ মিলে বহু ঘটনা থেকে। অতএব অবশ্যই তিনি তার এ বিদ্'আত দ্বারা এমন অর্থ বুঝাতে চাননি যে অর্থ রসূল (ﷺ) তাঁর বাণী দ্বারা বুঝিয়েছেন।

পাঠক মণ্ডলী লক্ষ্য করুন! উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদেরকে এক ইমামের অধীনে তারাবীর সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেও কিন্তু এ সলাত আদায় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি তিনরাত জামা'আতের সাথেও রমাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের সলাত আদায় করেছেন, চতুর্থ রাতে আর বের হননি। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের না হওয়ার কারণও দর্শিয়েছেন ঃ

'إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها' "আমি ভয় করছি যে, তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে, অতঃপর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে যাবে।" তিনি সহাবাদেরকে নিয়ে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা অব্যহত না রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয় এ ভয়ে। অতএব যেহেতু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দেখলেন এখন আর ফরয হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ যার মাধ্যমে ফরয হবে তিনি তো আর আমাদের মাঝে নেই। ফলে তিনি লোকদেরকে যখন দেখলেন যে, কেউ একাকি, কেউ আরেকজনকে সাথে নিয়ে, কেউ দু'জনকে সাথে নিয়ে কিংবা কেউ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সলাত আদায় করছে। তখন তিনি এ বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসানকল্পে এক ইমামের পিছনে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তিনি রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই জামা'আতবদ্ধভাবে রমাযানের রাতের সলাত আদায় করাকে পুনরায় চালু করলেন। তিনি নতুন করে কোন ভিত্তিহীন ইবাদাত চালু করেননি। বরং তিনি প্রতিষ্ঠিত ইবাদাতকে সুশৃঙ্খলভাবে আদায় করার জন্য পুনরায় চালু করেন। অতএব তাঁর উক্তি দ্বারা ভাল বিদ্'আত বলে শারী'য়াতের মধ্যে কোন নতুন ইবাদাত চালু করার কোনই সুযোগ নেই।

রমাযান মাসের রাতের সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করাকে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গত কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে কারণ অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় চালু করেননি। কিন্তু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামা'আতের সাথে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এটিকে ভাল বিদ্'আত বলে সম্বোধন করেন। দীর্ঘ দিন সম্মিলিত জামা'আতের সাথে চালু না থাকাই যেন বাহ্যিকভাবে নযীরহীন কিছু চালু করা হয়েছে। সেই হেতু তিনি বিদ্'আত বলে সম্বোধন করেন। পারিভাষিক অর্থের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। এরূপ ব্যাখ্যা করা ছাড়া কোন অবস্থাতেই বিদ্'আত শব্দের মূল

আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থের সাথে তাঁর থেকে উচ্চারণকৃত বিদ্'আত শব্দের মিল খুজে পাওয়া যায় না। কারণ এ সলাত নযীরহীন নয়, অথচ নতুনভাবে আবিস্কৃত নযীরহীন কিছুকেই আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত বলা হয়।

আবার কোন কোন ব্যক্তি বিদ্'আতে হাসানাহ (ভাল বিদ্'আত) সাব্যস্ত করার জন্য রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করে থাকেন ঃ 'من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة' 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল সুন্নাত চালু করবে, সে তার ও তার উপর যে ব্যক্তি আমল করবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার সাওয়াব পাবে'।

চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল রসূল (ﷺ) কিন্তু বলেননি, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল বিদ্'আত চালু করবে...। বলেছেন ভাল সুন্নাত চালু করবে। কারণ বিদ্'আত কখনও ভাল হতে পারে না। আর সুন্নাত সর্বদাই ভাল।

এছাড়াও এ হাদীসটি যিনি বলেছেন, তিনিই কিন্তু সে হাদীসটিও বলেছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'। একই ব্যক্তি আবার আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল (ﷺ)। তিনি কী এমন কথা বলতে পারেন, যা তাঁরই অন্য কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? অবশ্যই না। আর রসূল (ﷺ)-এর কথায় দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হতে পারে না।

আবার এ হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপও হতে পারে ঃ সুন্নাত চালু করার অর্থ হচ্ছে, সেই সুন্নাতকে জীবিত করা, যেটি এক সময় সমাজে চালু ছিল কিন্তু বর্তমানে সেটির উপর আমল হচ্ছে না।

এছাড়া আরেকটি উত্তর এই যে, হাদীসটি রসূল (ﷺ) কেন বলেছিলেন সে দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিদ্'আতে হাসানাহ সাব্যস্ত করার জন্য কোন দিনই হাদীসটি দলীল হতে পারে না। রসূল (ﷺ)-এর নিকট মুযার গোত্রের কতিপয় লোক অত্যন্ত ক্ষুধার্থ ও বেহাল অবস্থায় আসলে তিনি সলাত আদায়ের পর খুৎবাহ দিয়ে সাদাকাহ করার দিকে ইঙ্গিত করলে, সাহাবাহগণ যে যা পারলেন সামর্থানুযায়ী দিলেন। ইতিমধ্যে এক আনসারী ব্যক্তি তার হাতে রৌপ্যের একটি ভারী পোটলা নিয়ে রসূল (ﷺ)-এর সামনে রেখে দিলেন। তাতে রসূল (ﷺ) আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ 'من سن في الإسلام...' 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল সুন্নাত চালু করবে...'।

আর সবার জানা বিষয় যে, সাদাকা করতে উৎসাহিত করে এবং সাদাকা করার ফাযীলাত বর্ণনা করে বহু সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফলে রসূল (ﷺ) সে ব্যক্তির নতুন কিছু করাকে ভালো সুন্নাত আখ্যা দেননি। এমন কিছুকে ভালো সুন্নাত আখ্যা দিয়েছেন যার ভিত্তি (দলীল) রয়েছে।

অতএব এ হাদীস দ্বারা শারী'য়াতের মধ্যে নতুন কোন ইবাদাত চালু করার কথা বুঝানো হয়নি। কারণ শারী'য়াতের মধ্যে প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে কুরআন বুঝার তাওফীক এবং সহীহ্ হাদীসের জ্ঞান দান করুন এবং সহীহ্ হাদীসের আলোকে জীবন গড়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করুন। যে সহীহ্ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে দলে দলে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ্ কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদের মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষ্য ও উক্তি বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীস শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরূরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। **মুতাওয়াতিরঃ** সেই হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিরু লাফযী'। যেমন ঃ ''مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.'' এটিকে সত্তরের অধিক সহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস। এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতিরু মা'নাবী।

২। **খবরু ওয়াহিদঃ** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) **মাশহূর ঃ** আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসটিকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্ত র পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) **আযীয ঃ** সেই হাদীসকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) **গারীব ঃ** যে হাদীসের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গারীব হাদীস। যেমন বুখারী প্রমুখ গ্রন্থে বর্ণিত ''إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...'' নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীসটি।

৩। **মারফূ'** ঃ নাবী (ﷺ)-এর কথা, বা কাজ, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। **মওকূফ** ঃ সহাবীর কথা, বা কর্ম, বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকূফ'।

৫। **মাকতূ'** ঃ তাবে'ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতূ'।

৬। **মুসনাদ** ঃ যে হাদীসের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'।

৭। **মুত্তাসিল** ঃ যে মারফূ' বা মওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় 'মুত্তাসিল'।

৭। **সহীহ** ঃ যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৮। **হাসান** ঃ যে হাদীস সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৯। **সহীহ লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে সহীহ) ঃ এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। **হাসান লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে হাসান) ঃ এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। **য'ঈফ** ঃ যে সনদে হাসান হাদীসের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীসটিকে 'য'ঈফ' বলা হয়।

এই 'য'ঈফে'র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা (ক্রটি) কম বেশী হওয়ার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীসের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে; য'ঈফ, য'ঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু'যাল, মুরসাল মু'আল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযূ' (জাল)।

১২। **মু'আল্লাক ঃ** যে হাদীসের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীসকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিংবা সহাবী বা তাবে'ঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। **মুরসাল ঃ** যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সহাবীকে উহ্য রেখে তাবে'ঈ বলবেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ সনদের হাদীসকে মুরসাল বলা হয়। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। **মু'যাল ঃ** যে সনদে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়নি সেই সনদের হাদীসকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীস দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। **মুনকাতি' ঃ** যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি''। এ বিচ্ছিন্নতা যেভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'আল্লাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। সনদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকার কারণে এটি সকল আলেমের ঐকমত্যে দুর্বল হাদীসের অন্তর্গত।

১৬। **মাতরূক ঃ** সেই হাদীসকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। **মা'রূফ ঃ** নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রূফ' হাদীস। মারূফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

১৮। **মুনকার ঃ** দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীস। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীসকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। **মাহ্ফূয** ঃ যে হাদীসটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

২০। **শায** ঃ যে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। **মাজহূল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী (অবস্থা) সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** ঃ যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছূই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** ঃ সেই হাদীসকে তাবে' বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে একই সহাবা হতে।

২৪। **শাহেদ** ঃ সেই হাদীসকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে ভিন্ন সহাবা হতে।

২৫। **মুতাবা'য়াত** ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দু'প্রকার ঃ

(ক) **মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ** ঃ যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) **মুতাবা'য়াতু কাসিরা** ঃ যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। **মুদাল্লাস** ঃ সনদের মধ্যের দোষ লুকিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপণকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দু'প্রকার ঃ

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ ঃ রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুকিয়ে তার শাইখের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) তাদলীসুত তাসবিয়া ঃ রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে ঝুপিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

* **তাদলীসুশ শয়ূখ ঃ** রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শাইখের অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না করে, (যেমন বলবে অমুক হতে অমুক হতে, যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। **মুরসালুল খাফী ঃ** রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। **মাওযূ' ঃ** নিজে জাল করে রসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই 'মাওযূ'' হাদীস বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। **মুযতারিব ঃ** আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ক্রটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীসের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। **মুসাহ্হাফ ঃ** আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীসের ভাষা) উভয়ের মধ্যে।

সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজারের (রহঃ) নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

৩১। **মুদরাজ** ঃ আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই বলা হয় 'মুদরাজ' বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় .সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীসের ভাষ্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছুর প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

م	مراتب الجرح	وحكمه
١	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.
٢	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال ، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	
٣	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	
٤	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـــ ليس بشيء ، أن أحاديثه قليلة.	
٥	فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.
٦	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى. أوليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.	

নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষণীয় উক্তিগুলোর স্তর ছয়টি	হুকুম
১	প্রথমতঃ যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে, যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খুণি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এ চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ করে। যেমন অমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে কায্যাব (অত্যাধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরী করত কিংবা সাকেত বা মাতরূক বা হালেক বা যাহেবুল হাদীস বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মাঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, বা সে মুযতারিবুল হাদীস, বা দুর্বল, বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা তার বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে, বা সে মুনকারুল হাদীস। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে, বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে, বা সে সেরূপ নয়, বা সে শক্তিশালী নয়, বা সে দৃঢ় নয়, বা সে দলীল নয়, বা সে ভাল নয়, বা সে হাফিয নয়, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে, বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে, বা তার হাদীস প্রায় দুর্বলভুক্ত, বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে, বা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথপোকথন করেছেন, বা তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে, বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দু'টি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	

সূচীপত্র

١ـ الأخلاق
১। আখলাক

٢ــ الأدب والاستئذان

২। আদব ও অনুমতি প্রার্থনা

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২০৫	(أخوكَ البكريُّ وَ لا تَأمَنْهُ). তোমার নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাক (অপর কেউ তো দূরের কথা),...	২৮৫ দুর্বল
১৪২০	(إذا أحْبَبْتَ رَجُلا فلا تُماره، وَلا تُجاره، ولا تُشارّه، وَلا تَسْأَل عَنْهُ، فَعَسَى أن تُوَافِقَ ... তুমি যখন কোন (অপরিচিত) ব্যক্তিকে ভালো বাসবে তখন তার সাথে ঝগড়া...	৫৩৮ মুনকার
১৪২৪	(إذا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أخيْه فَهُوَ أميْرٌ عَلَيْه حَتَّى يَخْرُجَ منْ عنْده). যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট প্রবেশ করবে (যাবে) তখন তার নিকট...	৫৪১ বানোয়াট
১৪২৫	(إذا دَخَلَ قَوْمٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ كانَ رَبُّ المَنْزِل أميْرُ القَوْم حَتَّى يَخْرُجُوا منْ مَنْزله ... যখন কোন সম্প্রদায় কোন ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে তখন বাড়ির মালিক ...	৫৪২ বানোয়াট
১৪৪১	(إذا ضَرَبَ أحَدُكُمْ خادمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَلْيُمْسِكْ (وَفِيْ روَايَة) فَارْفَعُوْا أيْديَكُمْ). যখন তোমাদের কেউ তার খাদেমকে প্রহার করবে আর সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ ...	৫৫৮ খুবই দুর্বল
১৩৯৯	(إذا مُدحَ الفاسقُ غَضبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لذَلكَ العَرْشُ). যখন কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন প্রতিপালক ...	৫১০ মুনকার
১১৪৬	(إذا مَرَرْتُمْ بهَؤُلاء الذيْنَ يَلْعَبُوْنَ الأزْلامَ: الشَّطْرَنْجَ وَالنَّرْدَ وَمَا كانَ منَ اللَّهْو، فَلا ... যখন তোমরা সেই সব লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে যারা আযলাম ...	২৩০ ভিত্তিহীন
১৫০০	(اسْتَحْيِ اللهَ اسْتحْيَاءَكَ منْ رَجُلَيْنِ منْ صَالحيْ عَشيْرَتكَ). তুমি আল্লাহকে সেরূপ লজ্জা কর যেরূপ তোমার বংশের নেককার দু'ব্যক্তির ...	৬২৩ খুবই দুর্বল
১৩৯০	(اطْلُبُوْا الحَوَائجَ بعزَّة الأنْفس، فإنّ الأمُوْرَ تَجْريْ بالمَقَاديْر). আত্মাকে মর্যাদা দিয়ে (অর্থাৎ আত্মার মর্যাদাহানি না ঘটিয়ে) প্রয়োজনগুলো ...	৪৯৮ দুর্বল
১৩২৪	(أفْشُوا السَّلامَ وَأطْعمُوا الطَّعَامَ وَاضْربُوا الهَامَ تُوْرَثُوا الجنَانَ). তোমরা (নির্দিষ্ট না করে) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান কর, অন্যকে খাদ্য ...	৪১৬ দুর্বল
১৩৯৫	(أفْضَلُ الأعْمَال بَعْدَ الإيْمَان باللهِ التَّوَدُّدُ إلَى النَّاس). আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে মানুষের সাথে ...	৫০৬ দুর্বল
১০৭২	(امْسَحْ برَأس اليَتيْم هَكَذَا إلَى مُقَدَّم رَأسه، وَمَنْ لَهُ أبٌ هَكَذَا إلَى مُؤَخَّر رَأسه). তুমি ইয়াতীমের মাথা মাসাহ করে দাও। এভাবে তার মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত। ...	১৫৩ জাল
১৪৫৬	(إنّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزلُ عَلَى قَوْمٍ فيْهمْ قَاطعُ رَحمٍ). সেই সম্প্রদায়ের প্রতি (আল্লাহর) রহমাত নাযিল হবে না যাদের মধ্যে ...	৫৭৮ খুবই দুর্বল
১২৯৯	(إنّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلمَة لا يُلقيْ لَهَا بَالا يَرْفَعُهُ اللهُ بهَا دَرَجَات ..). বান্দা এক বাক্য বলে কিন্তু তা প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ গুরুত্ব দিয়ে সে ...	৩৮৫ দুর্বল
১৪৬৭	(ألا أخْبرُكُمْ بشرَاركُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: الذيْ يَنْزلُ وَحْدَهُ، وَيَمْنَعُ ... আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো না তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কে?..	৫৮৮ দুর্বল
১৪২৯	(برُّ الوَالدَيْن يَزيْدُ في العُمر، والكَذبُ يُنْقصُ الرِّزْقَ، والدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءَ، ... পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ বয়স বৃদ্ধি করে। মিথ্যা কথা রিযক কমিয়ে দেয়...	৫৪৭ বানোয়াট
১১৫১	(الحَزْمُ سُوْءُ الظَّنِّ). (মানুষের ব্যাপারে) মন্দ ধারণা পোষণ করাই হচ্ছে দৃঢ়তা।	২৩৬ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১০৭৪	(خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ، أَوْ قَالَ: النَّاسِ وَالدَّوَابِّ). এ রক্ত ধর তাকে চতুষ্পদ জন্তু ও পাখি হতে গোপন করে ফেল অথবা বলেন...	১৫৫ দুর্বল
১১১৯	(خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ، الْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ). মু'মিনের মাঝে দু'টি খাসলাত একত্রিত হয় না, কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।	১৯৯ দুর্বল
১৩৮১	(خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ). মু'মিনের সর্বোত্তম খেলা হচ্ছে সাঁতার কাটা আর নারীর সর্বোত্তম খেলা চরকায়..	৪৮৮ বানোয়াট
১২২৮	(عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ). (আদ গোত্রের প্রতিনিধির ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে) জ্ঞাত ব্যক্তির উপর ...	৩০৮ ভিত্তিহীন
১২৫১	(كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ). যে তোমাকে (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) সত্যবাদী মনে করে তোমার সে ...	৩৩৫ দুর্বল
১১২০	(كَانَ جَالِسًا يَوْمًا، فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ... তিনি (রসূল (ﷺ) একদিন বসে ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর দুধ পিতা উপস্থিত ...	১৯৯ দুর্বল
১১১১	(لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجِيْتُ بِهِ). পুঁজ দ্বারা তোমাদের কারো পেট ভরে যাওয়া তার জন্য বেশী উত্তম সেই ...	১৯১ বাতিল
১১১৪	(لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِيْنَ يَتَشَبَّهُوْنَ بِالنِّسَاءِ، ... রসূল (ﷺ) সেই সব পুরুষ হিজড়াদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা মহিলাদের...	১০৪ দুর্বল
১৪৩০	(لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَامٌ وَلَا عَلَيْهِنَّ سَلَامٌ). মহিলাদের পক্ষ থেকে সালাম নেই এবং তাদেরকেও সালাম দেয়ার বিধান নেই।	৫৪৮ মুনকার
১০৫৬	(مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ، بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، ... যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিবে এমতাবস্থায় যে সে তাতে বাতিলের উপর ...	১৩৮ বাতিল
১২৮৮	(مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ). সালামের পূর্ণতা রয়েছে হাত ধরার মধ্যে।	৩৭৩ দুর্বল
১১৫২	(مَنْ حَسَّنَ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ كَثُرَتْ نَدَامَتُهُ). যে ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করবে তার লজ্জিত হওয়া বৃদ্ধি...	২৩৭ বাতিল
১০৫১	(مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ). যে ব্যক্তি নিজ পণ্য বহন করবে সে ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত হয়ে যাবে।	১৩০ জাল
১২৬৫	(مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا). যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির গোপন কিছু দেখে তা গোপন রাখলো সে যেন...	৩৪৯ দুর্বল
১২৪৫	(مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি তার মায়ের দু'চোখের মাঝে চুমু দিবে তা তার জন্য জাহান্নামের ...	৩২৮ বানোয়াট
১২৮৬	(مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সে যা পছন্দ করে তাকে খুঁশি করার ...	৩৭১ মুনকার
১১৭৫	(إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ فَإِنَّمَا صُوْرَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ). তোমাদের কেউ যখন মারামারি করবে সে যেন চেহারায় আঘাত করা থেকে...	২৫৮ মুনকার

٣ـ الأضاحي والذبائح والأطعمة
৩। কুরবানী, যবেহ্ ও পানাহার

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৫৫	(استَفْرِهُوا ضَحاياكُمْ، فإنَّها مَطاياكُمْ على الصِّراط). তোমাদের কুরবানীর জন্য সতেজ শক্তিশালী কুরবানীর পশু অনুসন্ধান কর। ...	৩৪০ খুবই দুর্বল
১০৫০	(الأُضْحِيَةُ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ). কুরবানীকারীর জন্য তার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব অর্জিত ...	১২৯ জাল
১১৩৯	(أَكْلُ اللَّحْمِ يُحَسِّنُ الوَجْهَ وَيُحَسِّنُ الخُلُقَ). গোশ্‌ত ভক্ষণ চেহারাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং চরিত্রকে সুন্দর করে।	২২৪ ভিত্তিহীন
১৩৭৯	(تَهادَوْا الطَّعامَ بَيْنَكُمْ، فإنَّ ذلِكَ تَوْسِعَةٌ فِي أَرْزَاقِكُمْ، وَ عَاجِلُ الخَلَفِ مِنْ جِسْمِ ... তোমরা তোমাদের মাঝে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ খাদ্য আদান প্রদান কর। কারণ ...	৪৮৫ বানোয়াট
১১৯৯	(خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ). তোমাদের সর্বোত্তম সিরকা তোমাদের মদের সিরকা।	২৮০ মুনকার
১০৫৭	(رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الأَدَاوِيِّ). তিনি পাত্রগুলোর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে অনুমতি দিয়েছেন।	১৩৯ মুনকার
১১২৭	(كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ وَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ): তাঁর নিকট যখন খাদ্য নিয়ে আসা হতো তখন তিনি তাঁর নিকটের দিক ...	২০৯ বানোয়াট
১২০২	(كَانَ يَأْكُلُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا). তিনি তাঁর সম্পূর্ণ হাতের তালু দিয়ে (অর্থাৎ সব আঙ্গুল ব্যবহার করে) ভক্ষণ...	২৮২ বানোয়াট
১১৪৪	(كُلْ (بِاسْمِ اللهِ) ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ). বিসমিল্লাহ্ বলে ভক্ষণ কর আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং তাঁর প্রতি ভরসা...	২২৮ দুর্বল
১৪৫৮	(هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اليَوْمَ مِسْكِيناً؟ فقال أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ ... তোমাদের কেউ এমন আছে কি যে আজ মিসকীনকে খাবার দিয়েছে? আবূ ...	৫৭৯ মুনকার
১১৪৯	(لا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ وَ البِغَالِ وَ الحَمِيرِ). ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল নয়।	২৩৪ মুনকার

٤ـ الإيمان والتوحيد والدين
৪। ঈমান, তাওহীদ ও দ্বীন

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৩২	(أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ). লোকদের মধ্যে হত্যা করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা দয়াবান হচ্ছে ঈমানদারগণ।	৩১২ দুর্বল
১০২৯	(أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا). তা (হালাকাহ {বালা}) শুধুমাত্র তোমার দুর্বলতাকেই বৃদ্ধি করবে। তুমি ...	৯৫ দুর্বল
১১৬৫	(أَنْتَ عَلَى ثُغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الإِسْلَامِ فَلَا يُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ). তুমি ইসলামের বিপদসঙ্কুল পথসমূহের একটি পথে অবস্থান করছ, তোমার ...	১৪৭ ভিত্তিহীন

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৩৯	(إن الله لا يهتك ستر عبد فيه مثقال ذرة من خير). আল্লাহ্ তা'আলা সেই বান্দার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে বেইজ্জতী করবেন ...	৫৫৭ খুবই দুর্বল
১৪৬৬	(إن الله يقول:"أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملوك وملك الملوك، قلوب الملوك في ... আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবূদ...	৫৮৭ খুবই দুর্বল
১০৯৭	(إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن). আমি দয়াময় আল্লাহর নিঃশ্বাস পাচ্ছি ইয়ামানের দিক থেকে।	১৭৭ দুর্বল
১৩৬০	(التسويف شعاع الشيطان يلقيه في قلوب المؤمنين). (টালমাটাল করে) শীঘ্রই করব এরূপ বলা হচ্ছে শয়তানের আলো (নীতি) সে...	৪৬০ বানোয়াট
১২১৮	(حببوا الله إلى الناس يحببكم الله). তোমরা মানুষের নিকট আলাহর ভালোবাসাকে প্রকাশ কর তাহলে আলাহ্ ...	২৯৯ দুর্বল
১৩৮৬	(قلت: يا جبريل، أيصلي ربك ؟، قال: نعم، قلت: ما صلاته؟، قال: سبوح قدوس،... আমি বললাম ঃ হে জিবরীল! তোমার প্রতিপালক কি সলাত আদায় করেন?...	৪৯৩ বানোয়াট
১৪০৪	(كل مشكل حرام ، وليس في الدين إشكال). প্রত্যেক মুশকিল হারাম আর দ্বীনের মধ্যে কোন মুশকিল নেই। বা প্রত্যেক ...	৫১৬ বানোয়াট
১০৯৮	(ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل، العلم ... আকাংক্ষার দ্বারা ঈমান নয় আবার বন্টন করার দ্বারাও নয়। হৃদয়ে যা প্রোথিত...	১৭৮ জাল
১২৬৬	(من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له). যে ব্যক্তি তা'বীজ লটকাবে আল্লাহ্ তার (আশা) পূর্ণ করবেন না আর যে ...	৩৫০ দুর্বল
১৩৫৫	(من علم أن الله ربه، وأني نبيه صادقا من قلبه، وأومأ بيده إلى جلدة صدره حرم ... যে ব্যক্তি সত্যিকারে তার অন্তর থেকে জানবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতিপালক ...	৪৫৪ দুর্বল
১৩০৮	(من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ، و وجبت له الجنة، ومن قال : سبحان الله و ... যে ব্যক্তি বলবে ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার ...	৩৯৮ বানোয়াট
১১৭৬	(لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل). তোমরা চেহারাকে মন্দ হিসেবে আখ্যা দিওনা। কারণ, আদমের সন্তানকে ...	২৫৭ দুর্বল
১২১৪	(يا أيها الناس، لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة ... হে লোকেরা! তোমাদের কেউ যেন আলাহর সাথে ধোঁকাবাজি করার চেষ্টা না...	২৯৬ খুবই দুর্বল
১০৭৮	(يا عجبا كل العجب للشاك في قدرة الله وهو يرى خلقه، بل عجبا كل العجب ... সর্বাপেক্ষা আজব ব্যাপার আল্লাহর সক্ষমতায় সন্দেহ পোষণকারীর জন্য অথচ...	১৬০ বানোয়াট

٥ـ البيوع والكسب والزهد
৫। ব্যবসা-বাণিজ্য, উপার্জন ও দুনিয়া বিমুখ হওয়া

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩৭৫	(اذهَبْ فَاقلعْ نَخلَهُ). তুমি যাও তার খেজুর গাছ কেটে ফেলো।	৪৭৭ দুর্বল
১২৯২	(أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَ الْبَلَى ، وَ تَرَكَ أَفْضَلَ زِيْنَةِ الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَبْقَى ... মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি সেই যে কবর এবং বিপদকে ...	৩৭৯ দুর্বল
১০১৮	(تَفرَّغوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللهُ عَلَيْـهِ ... সাধ্যমত তোমরা দুনিয়ার চিন্তাগুলো হতে মুক্ত থাক। কারণ যার সর্ববৃহৎ চিন্তা...	৮১ বানোয়াট
১২২৬	(حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ). দুনিয়ার ভালোবাসা প্রতিটি ভুলের মূল।	৩০৭ বানোয়াট
১২৯১	(الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا تُرِيْحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَنَ). দুনিয়া বিমুখ হয়ে ধর্মমুখী হওয়া হৃদয় ও শরীরে প্রশান্তি এনে দেয়।	৩৭৭ দুর্বল
১৩৭৬	(صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِه ، يَشْكُوْ إِلَى اللهِ الْوَحْدَةَ). ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (কবরে) তার ঋণের কারণে (কাঙ্ক্ষিত স্থান লাভ করা থেকে) ...	৪৭৮ দুর্বল
১৩৭৭	(صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُوْلٌ فِيْ قَبْرِه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ). ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরের মধ্যে তার দু'হাত কাঁধের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে ...	৪৭৯ দুর্বল
১৩০১	(طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ). হালাল অনুসন্ধান করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসায়ী ...	৩৮৭ দুর্বল
১২১৯	(الْعَرْبُوْنُ لِمَنْ عَرْبَنَ) . বায়না তার জন্যই যাকে বায়না দেয়া হয়েছে।	৩০০ বাতিল
১৪৬৮	(عَلَيْكُمْ بِالْحُزْنِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ الْقَلْبِ، قَالُوْا: وَكَيْفَ الْحُزْنُ؟ قَالَ: أَجِيْعُوْا أَنْفُسَكُمْ ... তোমরা চিন্তাকে আঁকড়ে ধরো। কারণ চিন্তা হচ্ছে অন্তরের চাবি। তারা ...	৫৮৯ দুর্বল
১২১৩	(الْغَلاءُ وَالرُّخْصُ جُنْدَانِ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ ، اسْمُ أَحَدِهِمَا الرَّغْبَةُ ، وَالآخَرُ الرَّهْبَةُ ، فَإِذَا... মূল্য বৃদ্ধি এবং স্বল্পমূল্য (সস্তা) আল্লাহর সৈন্য দলের মধ্য থেকে দু'টি সৈন্য।...	২৯৪ বানোয়াট
১১৭৯	(كُوْنُوْا فِي الدُّنْيَا أَضْيَافًا، وَاتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ بُيُوْتًا، وَعَوِّدُوْا قُلُوْبَكُمُ الرِّقَّةَ، وَأَكْثِرُوْا... তোমরা দুনিয়াতে মেহমান স্বরূপ হয়ে যাও। মসজিদগুলোকে গৃহ হিসেবে ...	২৬২ নিতান্তই দুর্বল
১১৩১	(لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ). [পূর্ণ হাদীসটি এরূপ ঃ জা'দা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ...	২১৬ দুর্বল
১০৬৩	(لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ، ... এই খাসলতগুলো ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে আদম সন্তানের জন্য কোন প্রাপ্য ...	১৪৫ মুনকার
১২৯৩	(مَا تَزَيَّنَ الْأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا). নেককারগণ যে পরিমাণে দুনিয়া বিমুখতা দেখিয়েছেন সে পরিমাণে দুনিয়ার ...	৩৭৯ বানোয়াট
১২৬৯	(مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهُ مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ ... যে ব্যক্তি (বৃক্ষ থেকে) আঙ্গুর নামানোর দিনগুলোতে আঙ্গুরকে ধরে আটকে...	৩৫২ বাতিল
১০৩২	(مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِه، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِه، ... যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তালাশ করবে হালাল পন্থায়, চাওয়া হতে নিজেকে বাঁচিয়ে...	১০৪ দুর্বল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৯৪	(يَا عَائِشَةُ ! إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي، فَلْيَكْفِكِ مِنْ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ... হে আয়েশা! তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা কর তাহলে ...	৩৮০ খুবই দুর্বল
٦ــ التوبة والمواعظ والرقائق ৬। তাওবাহ্, মাও'ইযাহ ও দাসত্ব		
১৪৯২	(أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ). আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতির আমল কবুল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যে ...	৬১৪ মুনকার
১২৬৪	(إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ). তুমি যখন আমার উম্মাতকে দেখবে অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচারী বলতে ভয়...	৩৪৮ দুর্বল
১০৬৬	(أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : قَلْبٌ شَاكِرٌ ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ ، وَ... চারটি বস্তু যাকে দেয়া হবে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দেয়া হয়েছে ...	১৪৮ দুর্বল
১১৬৪	(أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ). তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার আত্মা যার অবস্থান তোমার ...	২৪৮ বানোয়াট
১১১৫	(أَلَا رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنْيَا، جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا يَا رُبَّ نَفْسٍ ... সাবধান! এমন কতিপয় আত্মা রয়েছে যারা দুনিয়াতে খাদ্য পেয়ে থাকে এবং...	১৯৫ জাল
১০৩৯	(التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا). তাওবাহ পূর্ববর্তী সব কিছুকে ঢেকে ফেলে।	১১৭ ভিত্তিহীন
১২০১	(حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ... তোমাদেরকে হিসেবের সম্মুখীন করার পূর্বেই নিজেদের হিসাব নিজেরাই কর।..	২৮১ মওকুফ
১৩৬৬	(كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللهِ). আদম সন্তানের প্রতিটি কথা তার বিপক্ষে তার জন্য নয় একমাত্র সৎ কর্মের ...	৪৬৬ দুর্বল
১৩৯১	(لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ). প্রত্যেক বস্তুর খণি আছে আর তাকওয়ার খণি হচ্ছে আরেফীনদের (জ্ঞানীজনদের)...	৪৯৮ বানোয়াট
১৪০৩	(لَوْ جَاءَتِ الْعُسْرَةُ حَتَّى تَدْخُلَ هَذَا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ حَتَّى تُخْرِجَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ ... যদি কঠিনত্ব এসে এ গর্তে প্রবেশ করে তাহলে সহজত্ব এসে তাকে বের করে...	৫১৫ খুবই দুর্বল
১০৬৪	(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ نَظْرَةً ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ ... যে মুসলিম ব্যক্তিই কোন নারীর দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবে অতঃপর তার দৃষ্টিকে ...	১৪৬ নিতান্তই দুর্বল
১১৫৫	(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْعَلْ نَفْسَهُ مَوْضِعَ التُّهْمَةِ). যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখবে সে নিজেকে অপবাদ ...	২৪০ নিতান্তই দুর্বল
১০৬১	(النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا الْبِنَاءَ؛ فَلَا خَيْرَ فِيهِ). বিল্ডিং তৈরি করা ব্যতীত সকল প্রকার খরচ হচ্ছে আল্লাহর পথে। তাতে ...	১৪৩ দুর্বল

٧ــ الجنائز والمرض والموت
৭। জানাযাহ, রোগ ও মৃত্যু

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১০০৪	(إذا دَخَلتَ عَلى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ أن يَّدْعُوَ لَكَ، فإنَّ دُعَاءَهُ كدُعَاءِ المَلائكةِ). তুমি যেখন কোন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে তখন তাকে নির্দেশ দাও সে ...	৬৫ নিতান্তই দুর্বল
১১৪৭	(إذا مَرَرْتَ عَلَيْهِمْ (يَعْنِيْ أهْلَ القُبُوْرِ)، فقل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أهْلَ القُبُورِ مِنَ ... যখন তুমি কবরবাসীকে অতিক্রম করবে তখন বলবে ঃ আস্সালামু আলাইকুম...	২৩১ মুনকার
১২২৯	(اغسلُوْا قتْلاكُمْ). তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের গোসল প্রদান কর।	৩০৯ মুনকার
১৪১২	(إنَّ فِي الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يَحْتَجِمُ فِيْهَا أحَدٌ إلا مَاتَ). জুম'আর দিবসে অবশ্যই এমন একটি সময় রয়েছে কেউ সে সময়ে শিঙ্গা...	৫২১ বানোয়াট
১৪১১	(إنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لا يَحْتَجِمُ فِيْهَا مُحْتَجِمٌ إلا عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لا يُشْفَى مِنْهُ). জুম'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে ব্যক্তিই সে সময়ে শিঙ্গা লাগাবে...	৫২১ দুর্বল
১৪৮০	(تُعْرَضُ الأعْمَالُ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيْسِ عَلَى اللهِ، وَتُعْرَضُ عَلَى الأنْبِيَاءِ وَعَلَى ... সোম ও বৃহস্পতিবারে আমলগুলোকে আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয় আর..	৬০১ বানোয়াট
১২২৩	(الخاصرةُ عِرْقُ الكُلْيَةِ إذا تَحَرَّكَ فَدَاوُهُ بالمَاءِ المُحْرَقِ والعَسَلِ). কোমর হচ্ছে কিডনীর রগ। অতএব যখন তা নড়াচড়া করবে তখন গরম পানি...	৩০৪ দুর্বল
১৪০৭	(عَلَيْكُمْ بِأبْوَالِ الإبِلِ البَرِّيَّةِ وَألْبَانِهَا). তোমরা ভূমির (বিচরণকারী) উটের দুধ ও তার পেশাব গ্রহণ কর।	৫১৮ দুর্বল
১২২২	(عُوْدُوْا المَرْضَى وَمُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوْا اللهَ لَكُمْ فإنَّ دَعْوَةَ المَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبَهُ مَغْفُوْرٌ). তোমরা রোগীর সেবা কর এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও যেন তোমাদের জন্য...	৩০৩ বানোয়াট
১৪০৬	(فِي أبْوَالِ الإبِلِ وَألْبَانِهَا شِفَاءٌ للذَرِبَةِ بُطُوْنُهُمْ). উটের পেশাব ও তার দুধের মধ্যে যাদের পেটে বদহজমী রোগ হয়েছে তাদের..	৫১৮ খুবই দুর্বল
১০৪৫	(كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَإذَا انْصَرَفَ سَلَّمَ). তিনি যখন জানাযার সলাত আদায় করতেন, তখন প্রতিটি তাকবীরের সময় ...	১২৪ শায
১১৩৬	(مَا ابْتَلَى اللهُ عَبْدًا بِبَلاءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيْقَةٍ يَكْرَهُهَا إلا جَعَلَ اللهُ ذَلِكَ الْبَلاءَ لَهُ كَفَّارَةً ... আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন সে ...	২২২ বানোয়াট
১৪১০	(مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ السَّنَةِ). যে ব্যক্তি মাসের সতেরো তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাবে তা তার জন্য এক...	৫২০ মুনকার
১৪০৯	(مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ ، فَمَرِضَ فِيْهِ ; مَاتَ فِيْهِ). যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে শিঙ্গা লাগিয়ে সেদিনে অসুস্থ হয়ে পড়বে সে সেদিনেই..	৫১৯ খুবই মুনকার
১৪০৮	(مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَ الأرْبِعَاءِ ، فَرَأَى وَضَحًا ، فَلا يَلُوْمَنَّ إلا نَفْسَهُ). যে ব্যক্তি শনিবার এবং বুধবারে শিঙ্গা লাগাবে অতঃপর শ্বেতবর্ণ দেখতে পাবে...	৫১৮ দুর্বল
১২৪৬	(مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يَاسِيْنَ خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ). যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সেদিন তাদের ...	৩২৯ বানোয়াট

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৯০	(مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فقرأ ﴿ قل هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ ... যে ব্যক্তিই কবরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় 'কুল হু অল্লাহু আহাদ' সূরা ...	৩৭৭ বানোয়াট
১৪৯৪	(مَن يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا). যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করবে তার বদলা দুনিয়াতেই নেয়া হবে।	৬১৫ দুর্বল
৮ـــ الجهاد و السفر و الغزو ৮। জিহাদ, সফর ও যুদ্ধ		
১৪৭০	(إِذَا أَرَدْتَ سَفَرًا فقل لِمَنْ تُخَلِّفُ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ). তুমি যখন সফরের ইচ্ছা করবে তখন তুমি যাদেরকে ছেড়ে রেখে যাবে ...	৫৯১ দুর্বল
১৪৩৬	(إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيُهْدِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَ لْيُطْرِفْهُمْ وَ لَوْ كَانَتْ حِجَارَةً). তোমাদের কেউ যখন সফর হতে ফিরে আসবে তখন সে যেন তার পরিবারের...	৫৫৪ খুবই দুর্বল
১৪৩৭	(إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلا يَدْخُلْ لَيْلا ، وَ لْيَضَعْ فِيْ خُرْجِهِ وَ لَوْ حَجَرًا). যখন তোমাদের কেউ সফর হতে ফিরে আসবে তখন সে, রাতে (গৃহে) প্রবেশ...	৫৫৬ বানোয়াট
১৩৮৪	(ثَلاثَةٌ لا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ). তিনটি বস্তু রয়েছে যেগুলোর সাথে কোন আমলই উপকারে আসবে না ঃ ...	৪৯১ খুবই দুর্বল
১২৩৪	(حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ ، السَّنَةُ ... আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারাদারী করা কোন ব্যক্তির তার পরিবারের সাথে..	৩১৫ বানোয়াট
১২৩১	(عَشَرَةٌ مُبَاحَةٌ فِي الْغَزْوِ: الطَّعَامُ وَالأُدُمُ وَالثِّمَارُ وَالشَّجَرُ وَالْحَبْلُ وَالزَّيْتُ وَالْحَجَرُ ... যুদ্ধ ক্ষেত্রে দশটি বস্তু বৈধ ঃ খাদ্য, তরকারী, ফল, বৃক্ষ, রশি, তেল, পাথর, ...	৩১২ বানোয়াট
১০৪৮	(إِذَا نَزَلَ مَنْزِلا فِي سَفَرٍ، أَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ). তিনি যখন সফরে কোন গৃহে পদার্পণ করতেন বা কোন বাড়ীতে প্রবেশ ...	১২৭ নিতান্তই দুর্বল
১০৪৭	(كَانَ لا يَنْزِلُ مَنْزِلا إِلا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ). তিনি কোন গৃহে পদার্পণ করলেই সেটিকে বিদায় জানাতেন দু'রাক'আত ...	১২৬ দুর্বল
১৪৮১	(لَغَزْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ حَجَّةً). চল্লিশটি হাজ্জের চেয়েও আল্লাহর পথে একটি যুদ্ধ করা আমার নিকট বেশী ...	৬০২ দুর্বল
৯ـــ الحج والعمرة والزيارة ৯। হাজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারাহ		
১৩১৭	(أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِثَلاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ الْقَعْدَةِ فَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ إِلَى ... জিলহাজ্জ মাসের তিনদিন বাকী থাকা অবস্থায় আমার নিকট জিবরীল (আঃ) ...	৪০৮ খুবই দুর্বল
১৪৩৩	(إِذَا حَجَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَقَالَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، قَالَ اللهُ : لا لَبَّيْكَ وَ لا... যদি কোন ব্যক্তি তার অবৈধ সম্পদ দিয়ে হাজ্জ করতে গিয়ে বলে ঃ ...	৫৫১ দুর্বল
১৪৩৪	(إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ... যখন কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করে তখন তার এবং ...	৫৫২ দুর্বল
১০১৩	(إِذَا رَمَيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ). তোমরা যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, যবেহ করে ফেলবে ও মাথা নাড়া করে ...	৭৪ মুনকার

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১০১২	তাওয়াফই হচ্ছে বাইতুল্লাহর অভিবাদন (تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ).	৭৪ ভিত্তিহীন
১২৩০	(حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ ... যে ব্যক্তি হাজ্জ করেনি তার হাজ্জ করা দশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়েও ...	৩১০ দুর্বল
১১৯৩	(خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ... আরাফার দিবসটি যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে সূর্য উদিত...	২৭৭ ভিত্তিহীন
১৩১৩	(الرَّفَثُ : الإِعْرَابَةُ وَ التَّعْرِيضُ لِلنِّسَاءِ بِالجِمَاعِ ، وَ الفُسُوقُ : المَعَاصِيُ كُلُّهَا ، وَ ... রাফাস অর্থ ঃ অশ্লীলতা এবং সঙ্গমের উদ্দেশ্যে নারীদেরকে ইঙ্গিত করা। ...	৪০২ দুর্বল
১০৪৩	(قُوْلِيْ لَهَا تَتَكَلَّمُ، فَإِنَّهُ لاَ حَجَّ لِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ). তুমি তাকে বল সে যেন কথা বলে, কারণ যে ব্যক্তি কথা বলবে না তার হাজ্জ...	১২৩ দুর্বল
১০৪৯	(كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعًا سُنَّةَ نَبِيِّكَ). তিনি যখন হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! ...	১২৮ দুর্বল
১১০৭	(كَانَ يَرْمِيْ الجَمْرَةَ فِي هَذَا المَكَانِ، وَيَقُوْلُ: كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ ... তিনি এ স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন আর যখনি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন ...	১৮৮ দুর্বল
১০৯২	(مَنْ أَمَّ هَذَا البَيْتَ مِنَ الكَسْبِ الحَرَامِ، شَخَصَ فِيْ غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ... যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন দিয়ে এ ঘর যিয়ারাতের ইচ্ছা পোষণ করবে, সে ...	১৭৩ নিতান্তই দুর্বল
১০৯১	(مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ... যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ দিয়ে হাজ্জ করে বলবে ঃ তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি...	১৭২ দুর্বল
১১৮৪	(مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَلِلَّذِيْ حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ ... যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে সে যার পক্ষ থেকে হাজ্জ করল...	২৬৯ দুর্বল
১৪৩৫	(مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ). যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে অথবা তাদের দু'জনের ...	৫৫৩ খুবই দুর্বল
১০২১	(مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي ؛ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي). যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারাত করবে, সে যেন আমাকে ...	৮৫ বাতিল
১০১৫	(مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ ، وَالعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَ ... হাজ্জের সুন্নাত হচ্ছে ইমাম যোহর, আসর, মাগরিব, ঈশা ও সকালের সলাত ...	৭৮ দুর্বল
১২২৫	(مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَادَّى فِيهِ الامَانَةَ — يَعْنِي سَتَرَ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ — كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ.. যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে অতঃপর তার ব্যাপারে আমানাত...	৩০৬ খুবই দুর্বল
১০৯৩	(يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ ... লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যখন আমার উম্মাতের ধনীরা আমোদ-..	১৭৫ দুর্বল
১০২৬	(يَا صَاحِبَ الحَبْلِ أَلْقِهِ). হে রশিধারী ব্যক্তি তুমি তা ফেলে দাও।	৯১ দুর্বল
১০২২	(يَا عُمَرُ! هَهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ). হে উমার! এখানেই চোখের জল প্রবাহিত করা হয়।	৮৭ নিতান্তই দুর্বল

١٠ــ الحدود والمعاملات والأحكام
১০। শাস্তি (হাদ), পরস্পরের মাঝে লেনদেন ও আহকাম

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১১৬২	(إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن ... তোমাদের কেউ যদি (কোন ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করে, অতঃপর ...	২৪৫ দুর্বল
১১৫৭	(أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عدل رفيق ، و شر عباد الله منزلة يوم ... কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ...	২৪১ দুর্বল
১১৩৩	(أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرًا ولا كاتبًا ولا عريفًا). হে কুদায়েম! তুমি যদি মারা যাও এমতাবস্থায় যে তুমি আমীর, লেখক ও ...	২১৮ দুর্বল
১১৫৬	(إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسًا إمام عادل وأبغض الناس ... কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ হবে এবং বসার স্থান...	২৪০ দুর্বল
১১০৫	(إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا... ইসরাঈলীদের মাঝে সর্বপ্রথম যে ত্রুটি প্রবেশ করে তা হচ্ছে এই যে, এক ...	১৮৫ দুর্বল
১৪২৭	(أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها ... যে নারীই কাউকে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত ...	৫৪৪ দুর্বল
১৪৪৬	(حد الساحر ضربة بالسيف). যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারী দ্বারা (তাকে) একটি আঘাত করা।	৫৬৯ দুর্বল
১২২০	(حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب). মদকে তার আসলের কারণে কম ও বেশী সম্পূর্ণকেই হারাম করা হয়েছে এবং..	৩০০ দুর্বল
১০২৭	(حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا). (ইসলামী যুগে) তৈরিকৃত নতুন কুয়ার সংরক্ষিত স্থান হবে পঁচিশ হাত, আর ...	৯৩ দুর্বল
১৩৫৩	(سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون ... অচিরেই আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে এমন সব লোক নেতৃত্বে আসবে ...	৪৫১ দুর্বল
১৩৫২	(سيليكم أمراء يفسدون ، وما يصلح الله بهم أكثر ، فمن عمل منهم بطاعة الله ، ... অচিরেই তোমাদের নেতৃত্বে আসবে এমন সব নেতারা যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ...	৪৫০ খুবই দুর্বল
১০০৯	(الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء). অংশিদার হচ্ছে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর ক্রয়ের (শুফ'য়ার) ...	৭০ মুনকার
১০১০	(الشفعة في العبيد، وفي كل شيء). অংশিদারের জন্য দাসকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রয়েছে। আর প্রতিটি ...	৭১ নিতান্তই দুর্বল
১১১০	(عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ ﴿فاجتنبوا الرجس من ... মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের সমতুল্য করা হয়েছে...	১৯০ দুর্বল
১৪৬২	(فرخ الزنا لا يدخل الجنة). যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৫৮৩ দুর্বল
১২৩৫	(لعن الله الراشي و المرتشي، و الرائش الذي يمشي بينهما). আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারীকে অভিসম্পাৎ করেছেন।...	৩১৬ মুনকার

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১১০৩	(لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، يَعْنِيْ أَهْلَ الذِّمَّةِ). যা কিছু আমাদের জন্য তা তাদের জন্যও, তাদের জন্য যা কিছু শাস্তি স্বরূপ ...	১৮২ ভিত্তিহীন
১৪৫৯	(لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ). হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য কোন অসিয়্যাত নেই।	৫৮০ বানোয়াট
১২৩৬	(مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا... যে সম্প্রদায়ের মাঝেই ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে তাদেরকেই দুর্ভিক্ষ গ্রাস ...	৩১৭ দুর্বল
১১৪৫	(مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ). যে দাবা খেলে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত।	২২৯ ভিত্তিহীন
১৪৬৫	(مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ). যে আল্লাহর সুলতানকে (বাদশাকে) দুনিয়াতে হীন মনে (অপদস্থ) করবে ...	৫৮৫ হাসান
১২৭৫	(مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ). যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের পিঠকে না-হক্ব পন্থায় খালী করে দিবে সে আল্লাহর ...	৩৫৯ দুর্বল
১৩৬৫	(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنْ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا). যে ব্যক্তি কোন সম্পদের উপর শপথ করবে অতঃপর সে শপথকৃত বস্তুর ...	৪৬৫ মুনকার
১২৭৪	(مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ). যে ব্যক্তি ব্যভিচার করবে অথবা মদ পান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে ...	৩৫৭ দুর্বল
১১৫৪	(مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ). যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব চেয়ে নিবে তার দায়দায়িত্ব তার নিজের উপরে ...	২৩৯ দুর্বল
১১৮৬	(مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ ... যে ব্যক্তি মুসলিমদের ঋণ পরিশোধ করাকে অনুসন্ধান করবে এবং তা পেয়েও...	২৭১ দুর্বল
১২৬৭	(مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّوْرِ). কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হলে সে যদি সাক্ষ্য গোপন করে ...	৩৫১ দুর্বল
১৪৬৪	(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا كَاهِنٌ وَلَا مَنَّانٌ). পাঁচ প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঃ সর্বদা মদ পানকারী, জাদুর ...	৫৮৪ দুর্বল
১২৮৭	(لا يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّةَ، وَلا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ). যেনার দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সন্তানাদি থেকে...	৩৭২ বাতিল
১২৬৩	(يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِي حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ حَجَبَهُ اللهُ ... হে মানুষ! তোমাদের মধ্য থেকে যে (ব্যক্তি) কোন কর্মের দায়িত্ব পালন ...	৩৪৭ দুর্বল
১০৯৫	(يَا بِلَالُ! غَنِّ الْغَزَلَ). হে বেলাল! গযল গেয়ে গান কর।	১৭৬ ভিত্তিহীন
১১৪২	(يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ ... কিয়ামাতের দিন ন্যায়পরায়ণ বিচারককে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর সে ...	২২৬ দুর্বল
১১৫৮	(يُجَاءُ بِالْأَمِيرِ الْجَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ ، يَتَفَلَّجُوْنَ عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ لَهُ: سُدَّ ... কিয়ামাতের দিন অত্যাচারী শাসককে নিয়ে আসা হবে, তার সাথে তার ...	২৪২ মুনকার

١١ــ الزكاة والسخاء
১১। যাকাত ও দানশীলতা

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৪২	(أفضلَ الصَّدَقة اللّسَان". قالوا: وَمَا صَدَقَة اللّسَان؟ قَال:"الشَّفَاعَة يُفكُّ بِهَا الأَسِيرُ، ... সর্বোত্তম সাদাকাহ্ হচ্ছে যবান। তারা বলল ঃ যবানের সাদাকাহ্ কী? তিনি ...	৫৫৯ দুর্বল
১৩২০	(إِنَّ اللهَ تَعَالى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا... আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার (যাকাতের) ব্যাপারে নাবী ও অন্য কারো ফয়সালায়..	৪১৩ দুর্বল
১৩১৯	(إِنَّ اللهَ لَمْ يَفرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ.. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র (হালাল) করার জন্যই ...	৪১০ দুর্বল
১১৭৮	(فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي البَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي البَزِّ صَدَقَتُهُ وَمَنْ دَفَعَ... উটে সাদাকা (যাকাত) রয়েছে, ছাগলে সাদাকা রয়েছে, গরুতে সাদাকা ...	২৬১ দুর্বল
১৩২১	(لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِه بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَة دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِه). কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবনে (মৃত্যুর সময়ের পূর্বে) এক দিরহাম সাদাকাহ্...	৪১৪ দুর্বল
১৩৭৮	(لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ). ভিক্ষুকের হক্ব রয়েছে যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।	৪৮০ দুর্বল
১৪৫১	(لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الْمَاءِ). পানির চেয়ে বড় সাওয়াবের কোন সাদাকাহ্ নেই।	৫৭৪ খুবই দুর্বল
১২৮১	(مَا مَحَقَ الإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ). কৃপণতা যেরূপ ক্ষতি করেছে অন্য কোন কিছুই ইসলামের সেরূপ ক্ষতি করেনি।	৩৬৫ বানোয়াট
১৩২২	(مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ). যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (দাস/দাসী) মুক্ত করবে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত..	৪১৫ দুর্বল
১৩৮৩	(مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِه بَابًا مِنَ السُّؤَالِ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الفقرِ). যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য চাওয়ার দরজা খুলে দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তার ...	৪৯০ ভিত্তিহীন
১১৩৮	(هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ . آيَة ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾). সেটি হচ্ছে যাকাতুল ফিত্‌র। আয়াহ্ ঃ "যে ব্যক্তি (হেদায়াতের আলোকে ...	২২৩ নিতান্তই দুর্বল

١٢ــ الزواج وتربية الأولاد
১২। বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালন

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৮৬	(آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ). মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তোমরা নারীদের পরামর্শ গ্রহণ কর।	৬০৮ দুর্বল
১১৪৮	(أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ : زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ ، وَ وَلَدٌ أَبْرَارٌ ، وَ خُلَطَاءُ صَالِحُوْنَ ، وَ ... চারটি বস্তুর মাঝে মানুষের সৌভাগ্য রয়েছে ঃ নেককার স্ত্রী, সৎ সন্তান, ...	২৩৪ ভিত্তিহীন
১১১৮	(أَعْظَمُ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَأَقَلُّهُنَّ مَهْرًا). আমার উম্মাতের সর্বাপেক্ষা বেশী বরকতপূর্ণ মহিলারা হচ্ছে তারাই যাদের ...	১৯৮ বাতিল
১১১৭	(أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً). সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ মহিলা সেই যাদের খরচাদি কম।	১৯৭ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২১১	(إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير ... তোমার পিতা আল্লাহকে ভয় করেনি যে, তার ব্যাপারে কোন পথ বের করা...	২৯০ খুবই দুর্বল
১১০২	(إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره ذلك ، لعنها كل ملك في السماء ... স্ত্রী যখন তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে বাড়ী হতে বের হয় তখন আসমানের ...	১৮২ নিতান্তই দুর্বল
১০২০	(أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو ... যে নারী তার স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই বাইরে যাবে, সে নারী তার বাড়ীতে ফিরে...	৮৫ জাল
১৪২৬	(أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة). যে নারী এমতাবস্থায় মারা যাবে যে, তার স্বামী তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট সে (নারী) ...	৫৪৩ মুনকার
১০০৭	(أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ... যে মহিলাকে আকদের পূর্বে মোহর বা মোহর ছাড়া উপহার বা অন্য কিছু ...	৬৮ দুর্বল
১২১০	(أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره). যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য চলা অবস্থায় তিন ত্বলাক দিবে, অথবা অস্পষ্টভাবে..	২৮৯ দুর্বল
১২৫৬	(ثلاثة من فعلهن ثقة بالله واحتسابا، كان حقا على الله أن يعينه ، وأن يبارك له: من ... তিনটি বস্তু রয়েছে যে ব্যক্তি এ তিনটি বস্তু আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং ...	৩৪১ দুর্বল
১০৭৫	(ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى ... তিন ব্যক্তির সলাত আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেন না এবং তাদের কোন ...	১৫৬ দুর্বল
১১৯৭	(خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهورا). আমার উম্মাতের সর্বোত্তম নারী হচ্ছে বেশী উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট নারী এবং ...	২৭৯ বানোয়াট
১৪৯৮	(خير نسائكم العفيفة الغلمة). তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে কাম উত্তেজনায় ভরা যৌবনে...	৬২০ খুবই দুর্বল
১৪১৩	(ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسوداء الولود ، فإني مكاثر بكم ، حتى بالسقط ... তোমরা সুন্দরী বন্ধ্যা নারীদের ত্যাগ করে বেশী সন্তান প্রসবকারী কালো ...	৫২২ বানোয়াট
১২৭৩	(شمي عوارضها ، وانظري إلى عرقوبيها). তুমি তার মুখের গন্ধ পরীক্ষা করো এবং তার দু'পায়ের নলার পেছনের ...	৩৫৬ মুনকার
১৩৫৯	(القبلة حسنة ، والحسنة عشرة). চুমু দেয়া হচ্ছে ভাল কাজ আর ভাল কাজে দশ সাওয়াব।	৪৬০ বানোয়াট
১১৩৪	(كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول ... রসূল (ﷺ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর যুগে এবং উমার (রাঃ)-এর খেলাফাত ...	২২০ মুনকার
১৩৯৬	(للمرأة ستران القبر والزوج، قيل: وأيهما أفضل؟ قال: القبر). নারীর জন্য দু'টি বস্তুতে পর্দা রয়েছে ঃ কবর এবং স্বামী। কেউ জিজ্ঞেস করল...	৫০৭ বানোয়াট
১৩৯৭	(للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة وإذا ماتت المرأة ستر ... নারীদের জন্য পর্দাকারী বস্তু দশটি ঃ মহিলার যখন বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় তখন...	৫০৮ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১১৩৫	(مَا أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِه إِلَّا مُتَقَنِّعًا ، يُرْخِي الثَّوْبَ ... রসূল (ﷺ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর নিকটেও মাথা ও তাঁর অধিকাংশ চেহারা না ...	২২২ বানোয়াট
১৩৮০	(مَا أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قط). পরিবারের মালিক কখনও সফল হয় না।	৪৮৬ বাতিল
১১২১	(مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ). কোন পিতা সন্তানকে এমন কোন হাদিয়া দেয়নি যা উত্তম আদবের চেয়ে ...	২০২ দুর্বল
১৪১৭	(مَنْ أَرَادَ أَن يَلْقَى الله طاهرا مُطَهَّرا فَلْيَتَزَوَّج الحَرَائِرَ). যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে পবিত্র অবস্থায় মিলিত হতে চায় সে যেন স্বাধীন ...	৫৩৬ দুর্বল
১০৫৫	(مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلا ذُلًّا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلا فَقْرًا... যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার সম্মানের কারণে বিয়ে করবে আল্লাহ্ তা'আলা ...	১৩৭ নিতান্তই দুর্বল
১০১৯	(مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا). যে ব্যক্তি মহিলার ওড়না খুলে তার দিকে দৃষ্টি দিবে সে তার সাথে মিলিত হয়ে..	৮৩ দুর্বল
১০৬৫	(النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللهِ آتَاهُ اللهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ... দৃষ্টি প্রদান হচ্ছে ইবলীসের তীরগুলোর একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় ...	১৪৭ নিতান্তই দুর্বল
১৩৮২	(نِعْمَ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ). নারীর সর্বোত্তম খেলা হচ্ছে চরকায় সূতা পেচানো।	৪৮৯ বানোয়াট
১০৬০	(لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَن يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ... তোমরা নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করো না। হতে পারে ...	১৪২ দুর্বল

١٣ــ السيرة النبوية

১৩। রসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৩৭	(إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ). আমি যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমাকে আমার গারস কূয়ার সাত মশক...	৩১৮ দুর্বল
১১৬৩	(اذهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ). চলে যাও তোমরা স্বাধীন।	২৪৮ দুর্বল
১১২৯	(انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ إِلَى الْغَارِ فَدَخَلَا فِيْهِ، فَجَاءَتِ الْعَنْكَبُوْتُ... নাবী (ﷺ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) গারে সাওর অভিমুখে রওয়ানা করলেন ...	২১২ দুর্বল
১৪৪৫	(إِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِيْ مِنْ أَحَبِّ أَرْضِكَ إِلَيَّ ، ... আমি আমার প্রতিপালককে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহ্! তুমি ...	৫৬৭ বানোয়াট
১১৭৪	(جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَلَقَّنَنِيْ لُغَةَ أَبِيْ إِسْمَاعِيْلَ). জীবরীল আমার নিকট এসে আমার পিতা ইসমাঈলের ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছেন।	২৭৭ মুনকার
১১৮৯	(جَزَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَنْكَبُوْتَ عَنَّا خَيْرًا فَإِنَّهَا نَسَجَتْ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فِي ... আল্লাহ্ তা'আলা মাকড়সাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। ...	২৭৪ মুনকার
১৪৭৩	(سَأَلْتُ رَبِّيْ أَبْنَاءَ الْعِشْرِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ فَوَهَبَهُمْ لِيْ). আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আমার উম্মাতের মধ্য থেকে বিশ ...	৫৭৩ দুর্বল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩৮৯	(كان إذا فقد الرَّجُل منْ إخوَانه ثلاثة أيَّام سَأل عَنْهُ، فإن كان غائبًا دَعَا لهُ، وَإن ... তিনি যখন তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে কোন একজনকে তিনদিন অনুপস্থিত ...	৪৯৬ বানোয়াট
১৩৯৩	(كان يُعْجبُهُ النَّظرُ إلى الأتْرُجّ وَكَان يُعْجبُهُ النَّظرُ إلى الحَمَام الأحْمَر) উতরুজ্জার (বড় কাগজি লেবুর) দিকে তাকানো রসূল (ﷺ)-কে আশ্চর্যান্বিত...	৫০২ বানোয়াট
১৪৬১	(كان يُقبل بوَجْهه وَحَديثه عَلى شَرِّ القوْم يَتألفهُ بذلك). তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর কথার দ্বারা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তির দিকে ...	৫৮২ দুর্বল
১০৫২	(لمَّا نَزَل عَلَيْه الوَحيُ بحراء مَكث أيَّاما لا يَرَى جبْريْل، فحَزن حُزْنًا شَديْدًا حَتَّى ... যখন হেরা পর্বতে তাঁর উপর অহী নাযিল হল, তখন তিনি কয়েকদিন হতে ...	১৩১ দুর্বল
১১২৮	(لَيْلة الغَار أمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَجَرَةً فخرَجَتْ فِيْ وَجْه النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ... গারে সাওরের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বৃক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফলে...	২১০ মুনকার
১৩৪১	(يَا عُمَرُ ، أنَا وَهُوَ كنَّا أحْوَجَ إلى غَيْر هَذَا ، أن تأمُرَني بحُسْن الأدَاء ، وتأمُرَهُ بحُسْن... হে উমার! আমি এবং সে আমরা (উভয়ে) এ (আচরণ) ছাড়া অন্য কিছুর ...	৪৩৯ মুনকার
	١٤ــ الصلاة والأذان **১৪। সলাত ও আযান**	
১২৯৬	(ائتُوا المَسَاجدَ حُسَّرًا وَمُقَنَّعيْنَ، فإنَّ ذلكَ منْ سيْمَا (وَ فيْ لفظ: فإنَّ العَمَائمَ تيْجَانُ) المُسْلميْنَ). তোমরা যুদ্ধ পোষাক ও হেলমেট ছাড়া মাথায় পাগড়ী পেচিয়ে মসজিদে ...	৩৮২ বানোয়াট
১৪৯১	(ابْتَدرُوْا الأذانَ، وَلاتَبْتَدرُوْا الإمَامَة).. তোমরা আযানের জন্য প্রতিযোগিতা কর। ইমামাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো না।	৬১৪ দুর্বল
১১৪০	(إذا تَغوَّلت الغيْلان فنَادُوْا بالأذان). যদি পিশাচ (ভূত) সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে তোমরা আযান দেয়া শুরু কর।	২২৫ দুর্বল
১০২৪	(إنَّ العَبْدَ إذا قامَ في الصَّلاة فإنَّهُ بَيْنَ عَيْنَي الرَّحْمَن، فإذا التَفتَ قال لهُ الرَّبُّ: ... বান্দা যখন সলাতের মধ্যে দাঁড়ায় তখন সে রহমানের দু'চোখের সম্মুখে হয় ...	৮৯ নিতান্তই দুর্বল
১১৭৭	(إنِّيْ كنْتُ أعْلمُهَا (أيْ سَاعَة الإجَابَة يَوْمَ الجُمُعَة) ثمَّ أنْسيْتُهَا كمَا أنْسيْتُ ليْلة القدْر). আমি সে সময়টি (অর্থাৎ জুম'আর দিবসে দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়টি)...	২৬০ দুর্বল
১১৯৬	(جُلوْسُ المُؤَذن بَيْنَ الأذان وَالإقامَة في المَغْرب سُنَّةٌ). মাগরিবের সলাতের আযান ও ইকামাতের মধ্যে মুয়াযযিন কর্তৃক বসাটা সুন্নাত।	২৭৮ দুর্বল
১২০৩	(الجُمُعَة وَاجبَةٌ عَلى خَمْسيْنَ رَجُلا ، وَ ليْسَ عَلى مَنْ دُوْن الخَمْسيْنَ جُمُعَةٌ). পঞ্চাশ ব্যক্তি হলে তাদের উপর জুম'আর সলাত ওয়াজিব। পঞ্চাশ ব্যক্তির ...	২৮৩ বানোয়াট
১২০৪	(الجُمُعَة وَاجبَةٌ عَلى كل قرْيَة فيْهَا إمَامٌ ، وَ إنْ لمْ يَكوْنُوْا إلا أرْبَعَة حَتَّى ذكرَ صَلَّى الله.. সেই সব গ্রামে জুম'আর সলাত আদায় করা ওয়াজিব যেখানে ইমাম রয়েছে, ...	২৮৪ বানোয়াট
১৪৯৭	(خصَالٌ لاَ تَنْبَغيْ فِي المَسْجد: لاَ يُتَّخذُ طَريْقًا، وَلاَ يُشْهَرُ فيْه سَلاَحٌ، وَلاَ يُنْبَضُ فيْه... কতিপয় কর্ম যেগুলো মাসজিদের মধ্যে করা উচিত নয়ঃ মাসজিদকে রাস্তা...	৬২০ খুবই দুর্বল
১০৫৩	(السُّجُوْدُ عَلى سَبْعَة أعْضَاء: اليَديْن، وَالقدَمَيْن، وَالرُّكبَتيْن، وَالجَبْهَة، وَرَفعُ الأيْدي... সাজদাহ করতে হবে সাতটি অঙ্গের উপর ঃ দু'হাত, দু'পা, দু'হাঁটু ও কপালের...	১৩৩ মুনকার

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২১২	(صَنَعْتُ هَذَا (يَعْنِيْ الجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن) لِكَيْ لا تُحْرِجَ أُمَّتِيْ). আমি এরূপ (অর্থাৎ দু'সলাতকে একত্রিত করে আদায়) করেছি যাতে আমার...	২৯২ দুর্বল
১০৬৭	(صَلاَةُ الجُمُعَةِ بِالمَدِيْنَةِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا، ﴿وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي المَدِيْنَـــةِ ... মদীনায় একটি জুমার সলাত আদায় করা অন্য স্থানের এক হাজারটি সলাত ...	১৫০ জাল
১০৭৩	(الصَّلاَةُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَة، وَالصَّلاَةُ فِيْ مَسْجِدِيْ عَشَرَةُ آلاَفِ ... মাসজিদুল হারামে একবার সলাত আদায় করা অন্যত্র একলক্ষ সলাত আদায় ...	১৫৪ জাল
১০৫৯	(كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِكَفِّهِ اليُمْنَى ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَا... তিনি যখন সলাত পূর্ণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর কপাল স্পর্শ ...	১৪২ জাল
১০৫৮	(كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... তিনি যখন তাঁর সলাত পূর্ণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর কপাল ...	১৪১ নিতান্তই দুর্বল
১০৪০	...كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ المُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ) লোকেরা রসূল (ﷺ)-এর যুগে এরূপ ছিলো যে, সলাত আদায়কারী যখন ...	১১৮ মুনকার
১০৪৪	(كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ وَعَلَى الجَنَائِزِ). তিনি প্রত্যেক সলাতে এবং জানাযায় তাকবীরের সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন।	১২৩ নিতান্তই দুর্বল
১০০১	(كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لا يُفْصِلُ بَيْنَهُنَّ). তিনি জুম'আর আগে ও পরে চার রাক'য়াত করে সলাত আদায় করতেন। ...	৫৯ বাতিল
১০১৬	(كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا). তিনি জুম'আর (সলাতের) আগে চার ও পরে চার রাক'আত সলাত আদায় ...	৭৯ মুনকার
১০১৭	(كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ). তিনি জুম'আর আগে ও পরে দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন।	৮১ নিতান্তই দুর্বল
১২৩৮	(مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا). রসূল (ﷺ) অব্যাহতভাবে সকালের সলাতে কুনূত পাঠ করা অবস্থায় দুনিয়া ...	৩১৯ মুনকার
১১১৩	(احْضُرُوا الجُمُعَةَ ، وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ... তোমরা জুম'আর সলাতে উপস্থিত হয়ে ইমামের নিকটবর্তী হও। কারণ ...	১৯৩ মুনকার
১২২১	(مَا مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلاَةٌ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ... সলাত সমূহের মধ্য থেকে জুম'আর দিনে জামা'য়াতের সাথে ফজরের সলাতে ...	৩০২ খুবই দুর্বল
১১৬৯	(مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِي السِّرَاجِ قَطْرَةٌ). যে ব্যক্তি মাসজিদে বাতি জ্বালিয়ে (মাসজিদকে) আলোকিত করবে, ...	২৫২ বানোয়াট
১১৬৮	(مَنْ أَسْرَجَ فِيْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ بِسِرَاجٍ ، لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ... যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহের কোন এক মাসজিদকে বাতি দ্বারা ...	২৫১ বানোয়াট
১১৫৪	(مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا ». يَعْنِي الصَّلاَةَ). যে ব্যক্তি তার সলাতে বুঝা যায় এরূপ ইশারাহ্ করবে, সে যেন তার সলাতে ...	১৮৩ মুনকার

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৫৭	(مَنْ سَأَلَ فِي الْمَسَاجِد فَاحْرِمُوْهُ). যে ব্যক্তি মাসজিদগুলোর মধ্যে চাইবে তাকে তোমরা বঞ্চিত করো।	৫৭৮ ভিত্তিহীন
১২৪৩	(مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوْبَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَكَبَّرَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَلَّلَ مِائَةً.. যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি ফরয সলাতের পরে পরে একশতবার তাসবীহ্ পাঠ করবে..	৩২৬ মুনকার
১৩১৮	(مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يَرَاهُ إِلا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلائِكَةُ كَانَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি দু'রাক'আত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায় যে, তাকে আল্লাহ্ ...	৪০৯ বানোয়াট
১২৭৬	(مَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ زَوَّجَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ... যার মধ্যে তিনটি চরিত্রের একটি থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তার হূর 'ঈনের ...	৩৬০ দুর্বল
১৩৩৮	(هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ:وَ... তোমরা কি জানো তোমাদের প্রতিপালক কী বলছেন? তারা বলল ঃ আল্লাহ্ ...	৪৩৭ মুনকার
১০৫৪	(لا تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ وَحِيْنَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ... সাত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে হাত উঠানো যায় না ঃ যখন সলাত শুরু করা...	১৩৫ বাতিল
১১৬০	(لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ). আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সেই শাসকের সলাত কবূল করবেন না যে আল্লাহর ...	২৪৩ নিতান্তই দুর্বল
১২৬২	(لا يُقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِدُوْنِ عِشْرِيْنَ آيَةً وَلا يُقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِدُوْنِ عَشْرِ آيَاتٍ). সকালের সলাতে বিশ আয়াতের কম পাঠ করা হতো না আর এশার সলাতে ...	৩৪৬ দুর্বল
১২৫৭	(يَا عَلِيُّ مَثَلُ الَّذِي لا يُتِمُّ صَلاتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ، فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلا ... হে আলী! যে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করে না সে ঐ গর্ভবতী মহিলার ন্যায় যে ...	৩৪২ দুর্বল

١٥ــ الصيام و القيام
১৫। সিয়াম ও কিয়াম

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩৩১	(أَشَعَرْتَ يَا بِلالُ! أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ). হে বিলাল তুমি কি অনুভব করো যে, সওম পালনকারীর হাড়গুলো তাসবীহ্ ...	৪২৫ বানোয়াট
১৩৩২	(إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يَفْرَغُوا، وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ). সওম পালনকারীর নিকট যখন খাওয়া হয় তখন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ...	৪২৬ দুর্বল
১৪০৫	(تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَأَفْطِرُوا وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ) এক চুমুক পানি দিয়ে হলেও তোমরা সাহ্রী খাও এবং এক চুমুক পানি দিয়ে...	৫১৭ বানোয়াট
১৪৪০	(الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا بِكَذِبٍ أَوْ غِيْبَةٍ). সওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যে পর্যন্ত তাকে মিথ্যা এবং গীবাতের দ্বারা ছিন্ন করা না হবে।	৫৫৭ খুবই দুর্বল
১০৯৯	(كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، أَكْثَرَ مِمَّا ... রসূল (ﷺ) শনি ও রবিবারে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশী সাওম পালন ...	১৮৯ বাতিল
১৩২৯	(لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ). প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে আর শরীরের যাকাত হচ্ছে সওম পালন করা।	৪২২ দুর্বল
১০১৪	(لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ. يَعْنِي الْكُحْلَ). সওম পালনকারী ব্যক্তি যেন তা হতে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ সুরমা ব্যবহার করা হতে।	৭৫ মুনকার
১১৩০	(لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ). সফরের মধ্যে সওম পালন করাতে কোন সাওয়াব নেই।	২১৫ শায

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩২৭	(مَنْ صَامَ يَوْمًا لَمْ يَخْرِقْهُ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ). যে ব্যক্তি একদিন সওম পালন করে তাঁর মধ্যে মিথ্যা কথা বলবে না তার জন্য..	৪২১ দুর্বল
১৩৩৩	(مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ كَسْبِ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَيَالِي رَمَضَانَ ... যে ব্যক্তি রমাযান মাসে হালাল উপার্জন থেকে কোন সওম পালনকারীকে ...	৪২৮ দুর্বল
১৩২৬	(نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمْرُ وَنِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ وَرَحِمَ اللهُ المُتَسَحِّرِيْنَ). সর্বোত্তম সাহরী হচ্ছে খেজুর, সর্বোত্তম তরকারী হচ্ছে সেরকা, আল্লাহ্ ...	৪২০ দুর্বল
	١٦ـــ الطب **১৬। চিকিৎসা**	
১০৩৭	(إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ، وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর যদি মুখ লাগায়, তাহলে সে যেন তা (তাতে ...	১১২ মুনকার
১৪১৪	(أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ). হায়যের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিনদিন আর সর্বোচ্চ হচ্ছে দশদিন।	৫২৩ মুনকার
১৩১২	(جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ). আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন ওযূ করবেন...	৪০১ মুনকার
১২৭১	(الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ وَالسِّوَاكُ). পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে চারটি বস্তুর মধ্যে ঃ গোঁফ খাটো করা, নাভির ...	৩৫৫ দুর্বল
১০৩০	(إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ ... আমার উম্মাতের লোকেরা কিয়ামতের দিন উযূর চিহ্নের কারণে চমকদার ...	৯৬ দুর্বল
১৪৭২	(قُصُّوْا أَظَافِرَكُمْ وَادْفِنُوْا قُلَامَاتِكُمْ وَنَقُّوْا بَرَاجِمَكُمْ وَنَظِّفُوْا لِثَاتِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ... তোমরা তোমাদের নখগুলো কাট আর কর্তনকৃত নখগুলোকে দাফন করে ...	৫৭৩ দুর্বল
১১৩২	(قُوْمُوْا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّأُوْا) তোমরা সকলে দাঁড়াও অতঃপর অযূ করো	২১৭ বাতিল
১০৪৬	(مَسَحَ رَأْسَهُ، وَأَمْسَكَ مُسَبِّحَتَيْهِ لِأُذُنَيْهِ). তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করেন এবং তাঁর তাসবীহ পাঠের দু'আংগুলকে তাঁর ...	১২৫ ভিত্তিহীন
১৪৪৯	(مَنْ قَرَأَ فِيْ إِثْرِ وُضُوْئِهِ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ ... যে ব্যক্তি তার ওযূর পরক্ষণেই একবার "ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল ...	৫৭২ বানোয়াট
১০৩১	(يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ؟ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا » .... হে আনসারের দল! পবিত্র থাকার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উত্তম ...	৯৮ দুর্বল
১২৮৯	(يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ الجِلْدَ ، كَمَا تُخَلِّلُ الخَمْرَةَ فَتَطْهُرُ). চর্মশোধন চামড়াকে পবিত্র করে দেয় যেরূপ মদ খিল্লা বানানোর দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।	৩৭৬ ভিত্তিহীন
১০৭১	(يُعَادُ الوُضُوْءُ مِنَ الرُّعَافِ السَّائِلِ). নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে পুনরায় উযূ করতে হবে।	১৫৩ জাল

	١٧- العلم والحديث النبوي ১৭। ইল্‌ম ও হাদীসুন নাবাবী	
হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩০৩	(آفة الحديث الكذب، وإضاعته أن تحدث به غير أهله). জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া আর জ্ঞান নষ্ট করার অর্থ হচ্ছে যে জ্ঞান ...	৩৮৯ দুর্বল
১০৮৫	(إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم أقله فصدقوا به، فإني أقول... যখন আমার থেকে তোমাদেরকে এমন হাদীস বর্ণনা করা হবে যাকে তোমরা...	১৬৭ দুর্বল
১০৮৩	(إذا حدثتكم عني حديثا يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أو لم أحدث به). যখন তোমাদের নিকট আমার উদ্ধৃতিতে এমন হাদীস বর্ণনা করা হবে যা ...	১৬৫ জাল
১১০১	(أعلم الناس من يجمع علم الناس إلى علمه، وكل صاحب علم غرثان). লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে মানুষের জ্ঞানকে তার জ্ঞানের...	১৮১ দুর্বল
১২৫০	(إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين، ويقرءون القرآن، ويقولون نأتي الأمراء ... আমার উম্মাতের কতিপয় লোক অচিরেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের দাবী করবে, ...	৩৩৪ দুর্বল
১২৬৮	(إن أناسا من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار، فيقولون: بم دخلتم النار ... জান্নাতী কতিপয় ব্যক্তি জাহান্নামী কতিপয় ব্যক্তিকে উঁকি মেরে দেখবে। ...	৩৫২ খুবই দুর্বল
১০৮৭	(إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن، فما ... আমার পরে কতিপয় বর্ণনাকারী হবে যারা আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা ...	১৭০ দুর্বল
১০৮৯	(ستبلغكم عني أحاديث، فاعرضوها على القرآن، فما وافق القرآن فالزموه، وما ... অচিরেই তোমাদের নিকট আমার উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীস পৌঁছবে, ...	১৭১ নিতান্তই দুর্বল
১০৬৯	(سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، ... শীঘ্রই আমার থেকে তোমাদের নিকট বিভিন্নমুখী হাদীস বর্ণিত হয়ে আসবে। ...	১৫১ নিতান্তই দুর্বল
১০৮৮	(سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله، واعتبروه، فما وافق... আমার উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীস প্রচারিত হবে। অতএব যখন আমার হাদীস...	১৭১ দুর্বল
১৪০২	(سيكون أقوام من أمتي يتعاطون فقهاؤهم عضل المسائل، أولئك شرار أمتي). অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কতিপয় লোক এরূপ হবে যাদের ...	৫১৫ খুবই দুর্বল
১৪১৮	(شر الناس شرار العلماء). সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে নিকৃষ্ট আলেমরা।	৫৩৭ দুর্বল
১২২৭	(علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل وحكم من أحكام الله يقذفه في قلوب من ... গোপন ইলম (বাতেনী জ্ঞান) আল্লাহর রহস্যসমূহের একটি রহস্য এবং ...	৩০৮ বানোয়াট
১৪২৩	(كره السؤال في الطريق). তিনি রাস্তাতে প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করতেন।	৫৪০ খুবই দুর্বল
১০৬২	(ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو سعة). যা কিছু আল্লাহর নিকট হতে এসেছে তা হচ্ছে প্রাপ্য। আমার নিকট হতে যা...	১৪৪ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১১৭৩	(مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا كَمَا سَمِعَ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا وَصِدْقًا فَلَكَ وَلَهُ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَعَلَى مَنْ .. যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে সেভাবে যেভাবে শুনেছে, সে যদি সৎ ও...	২৫৭ বানোয়াট
১১৭২	(مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا هُوَ لله رِضًى فَأَنَا قُلْتُهُ وَبِهِ أُرْسِلْتُ). যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতিতে কোন হাদীস আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বর্ণনা ...	২৫৬ বানোয়াট
১১৭৪	(مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي حَدِيثًا وَاحِدًا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَحَدٍ وَ سَبْعِينَ نَبِيًّا صِدِّيقًا). আমার উম্মাতের জন্য যে ব্যক্তি একটি হাদীস হেফয করবে, একাত্তর নাবী ও...	২৫৮ বানোয়াট
১০৮১	(مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ، وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ... যে ব্যক্তি কিয়াসের উপর আমল করল সে নিজে ধ্বংস হল আর অন্যকেও ...	১৬২৩ বাতিল
১০১১	(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করবে লোকদেরকে তা দ্বারা ...	৭২ মুনকার
১০৮৬	(لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّي حَدِيثٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: اتْلُوا عَلَيَّ بِهِ ... তোমাদের কারো নিকট যখন আমার থেকে কোন হাদীস আসবে তখন তাকে...	১৬৯ দুর্বল
১০৮৪	(لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا... আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পায় যে, তার নিকট আমার উদ্ধৃতিতে...	১৬৬ নিতান্তই দুর্বল
১৪৯৩	(لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا ... আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতির সওম, সলাত, সাদাকাহ্, হাজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ,...	৬১৫ বানোয়াট
١٨ــ الفتن وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار **১৮। ফিতনাহ্, কিয়ামাতের আলামত, জান্নাত ও জাহান্নাম**		
১৩০০	(آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ). ইসলামী গ্রামগুলোর (শহরগুলোর) মধ্য থেকে সর্বশেষ গ্রাম (শহর) হিসেবে ...	৩৮৬ দুর্বল
১২৭২	(إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السِّبَاءُ ، وَإِذَا كَثُرَ... যখন যিম্মাদারিতে থাকা কোন অমুসলিম ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা হবে ...	৩৫৫ খুবই দুর্বল
১১৭০	(إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ، فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ .. আমার উম্মাত যখন পনেরোটি মন্দ চরিত্রের সাথে জড়িত হবে তখন তাদের ...	২৫৩ দুর্বল
১৩২৫	(إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ ... জান্নাতকে বছরের প্রথম থেকে শুরু করে অন্য বছরের শুরু পর্যন্ত রমাযানের ...	৪১৮ মুনকার
১২৬০	(إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا عَلَى الْأَرْضِ ، وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَا... পাখি তার ঠোঁট দ্বারা যমীনে আঘাত করবে এবং কিয়ামাতের দিনের বিভীষি ...	৩৪৪ মুনকার
১৪৯৫	(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَنَهْرًا، مَا يَدْخُلُهُ جِبْرِيلُ مِنْ دَخْلَةٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ فَيَنْتَفِضُ إِلَّا خَلَقَ اللهُ مِنْ... জান্নাতের মধ্যে একটি নদী রয়েছে। তাতে জিবরীল যখনই প্রবেশ করে ...	৬১৮ বানোয়াট
১১৮১	(إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : هَبْهَبُ، حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ). জাহান্নামের একটি উপত্যকা রয়েছে তাকে বলা হয় ঃ হাবহাব। আল্লাহর ...	২৬৪ দুর্বল
১৩০৫	(أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ.. জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয় ফলে লাল রূপ ...	৩৯১ দুর্বল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪০০	(أَلا إِنَّ رَحَى الإِسْلام دَائِرَةٌ ، قِيلَ : فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : اعْرِضُوا ... সাবধান! ইসলামের চাকা ঘুরপাক খাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর....	৫১২ খুবই দুর্বল
১০২৩	(الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ). সমুদ্রই হচ্ছে জাহান্নাম।	৮৮ দুর্বল
১০২৫	(بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا ... বরং তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর। যখন ..	৯০ দুর্বল
১১০৯	(تَخْرُجُ الدَّابَّةُ ﴿مِنْ﴾ أَجْيَادَ، فَيَبْلُغُ صَدْرُهَا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَلَمَّا يَخْرُجْ ذَنَبُهَا بَعْدُ، وَهِيَ .. (কিয়ামতের আলামত হিসেবে) পশুটি বের হবে আজইয়াদ নামক স্থান হতে ...	১৯০ দুর্বল
১১০৮	(تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخْطِمُ ... (কিয়ামতের আলামত হিসেবে) পশুটি বের হওয়ার সময় তার সাথে মূসা ...	১৮৯ মুনকার
১০৩৫	(تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الزَّنَادِقَةُ). আমার উম্মাত সত্তরাধিক দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বাদে সে সবগুলোই ...	১১০ বানোয়াট
১৩৩৭	(ثَلَاثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْقُرْآنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ، لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَالْأَمَانَةُ، وَالرَّحِمُ.. তিনটি বস্তু কিয়ামাতের দিন আরশের নিচে স্থান পাবে ঃ (সেখানে) কুরআন ...	৪৩৫ দুর্বল
১৩৬১	(قُرَيْشٌ عَلَى مُقَدَّمَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِمَا لِمُحْسِنِهَا ... কুরাইশরা কিয়ামাতের দিন লোকদের সম্মুখভাগে থাকবে। কুরাইশরা যদি ...	৪৬১ বানোয়াট
১৪৬৩	(ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا.. তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সর্বদা মদ পানকারী, আত্মীয় ...	৫৮৪ দুর্বল
১৩০৯	(ثَلَاثُونَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ، وَ ثَلَاثُونَ نُبُوَّةٌ وَ مُلْكٌ ، وَ ثَلَاثُونَ مُلْكٌ وَ تَجَبُّرٌ ، وَ مَا وَرَاءَ ... নবুওয়াতের খেলাফাত কাল হবে ত্রিশ বছর, নবুওয়াত আর বাদশাহীর সময়...	৩৯৯ দুর্বল
১২০০	(الْجَفَاءُ وَالْبَغْيُ بِالشَّامِ). কৃপণতা এবং পেশাদার বেশ্যা শাম দেশে।	২৮১ বানোয়াট
১১৮৮	(الْخِلَافَةُ بِالْمَدِينَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ). খেলাফাত হচ্ছে মদীনায় আর বাদশাহী হচ্ছে শাম দেশে।	২৭৩ দুর্বল
১২৮৫	(خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ، لَبِنَةٌ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَلَبِنَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَلَبِنَةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ.. আল্লাহ্ তা'আলা আদন জান্নাতকে তাঁর (নিজ) হাতে তৈরি করেন, একটি ইট...	৩৭০ দুর্বল
১২৮৩	(خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ ، وَغَرَسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) আল্লাহ্ তা'আলা আদ্ন জান্নাতকে সৃষ্টি করেন এবং তার বৃক্ষগুলো তিনি তাঁর...	৩৬৭ দুর্বল
১৩৭৪	(ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ اثْنَيْ عَشَرَ ... কিয়ামাত দিবসে মুসলিমগণের (মৃত) শিশু সন্তানরা যাদের বয়স বারো বছর ...	৪৭৬ বানোয়াট
১২৩৩	(عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَتْهَا قَوْمُ لُوطٍ بِهَا أُهْلِكُوا، وَ تَزِيدُهَا أُمَّتِي بِخَلَّةٍ : إِتْيَانُ الرِّجَالِ ... লূত (আঃ)-এর কওম দশটি মন্দ চরিত্রের সাথে জড়িত হয়েছিল, সেগুলোর ...	৩১৩ বানোয়াট
১২৯৭	(لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ، عَلَى نَهْرٍ بِالْأُرْدُنِّ ، أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ ، وَ... তোমরা জর্দান নদীর নিকট মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমাদের অবশিষ্টরা..	৩৮৩ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩১১	(مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). জান্নাতের চাবি হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই'..	৪০১ দুর্বল
১১৭১	(مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً : إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ ، وَأَضَاعُوا... কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার জন্য বাহাত্তরটি মন্দ চরিত্র রয়েছে। তোমরা যখন...	২৫৫ দুর্বল
১০৮২	(مَنْ أَنْكَرَ خُرُوْجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَمَنْ أَنْكَرَ نُـزُوْلَ عِيْسَـى بْنِ... যে ব্যক্তি মাহদী বের হওয়াকে অস্বীকার করল সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ...	১৬৪ বাতিল
১২৫৪	(لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ للهِ فِيْهِ حَاجَةٌ ، وَحَتَّى تُوْجَدُ ... যে পর্যন্ত যমীনের বুকে কারো ব্যাপারে আল্লাহ্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে ...	৩৩৯ খুবই দুর্বল
১১৬১	(لَا يُوْلَدُ بَعْدَ سَنَةِ مِائَةٍ مَوْلُوْدٌ للهِ فِيْهِ حَاجَةٌ). একশত বছর পরে এমন কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে না যার ব্যাপারে আল্লাহর...	২৪৪ বানোয়াট
১১২৬	(يَا ابْنَ عُمَرَ! دِيْنَكَ دِيْنَكَ، إِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُـذُ، خُـذْ عَـنِ الَّذِيْنَ... হে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার! তুমি তোমার দ্বীনকে ধরে রাখো তোমার দ্বীনকে ...	২০৮ দুর্বল
১৩০৬	(يَا جِبْرِيْلُ مَالِيْ أَرَاكَ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ ؟ فَقَالَ : مَا جِئْتُكَ حَتَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيْحِ ... হে জিবরীল! আমার কী হয়েছে যে, আপনাকে আমি পরিবর্তিত রঙে দেখছি?...	৩৯৪ বানোয়াট
১৪৮৯	(يَا حَرْمَلَةُ ، ائْتِ الْمَعْرُوْفَ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ، وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ أُذُنَكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ... হে হারমালাহ্! তুমি সৎকর্ম কর আর অসৎ (মুনকার) কর্ম থেকে বিরত থাক।...	৬১০ দুর্বল
১১৩৭	(يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ فِيْهِ أَذَلَّ مِنْ شَاتِهِ). লোকদের নিকট এমন একটি সময় আসবে যে সময়ে মু'মিন ব্যক্তি তার ...	২২৩ নিতান্তই দুর্বল
১৩১৬	(يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا... কিয়ামাতের দিন অনির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম পাহাড় সমতুল্য গুনাহ্ নিয়ে ...	৪০৬ মুনকার
১৩২৩	(يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةٍ ... জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদেরকে এতই বড় করা হবে যে, তাদের একজনের..	৪১৬ দুর্বল
১৪০১	(يُقْبِلُ الْجَبَّارُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ عَلَى الْجِسْرِ ، فَيَقُوْلُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ... আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন আগমন করে তিনি তাঁর পা-কে ব্রীজের ...	৫১৪ খুবই দুর্বল
১২৪৯	(يَمْكُثُ رَجُلٌ فِي النَّارِ، فَيُنَادِى أَلْفَ عَامٍ: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:... জাহান্নামের আগুনে এক ব্যক্তি অবস্থান করে এক হাজার বছর ডাকতে থাকবে ..	৩৩৩ খুবই দুর্বল
১২৭৯	(يُنَادِيْ مَلَكٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، اللهُ قَدْ عَفَا عَنْكُمْ جَمِيْعًا ... কিয়ামাতের দিন আরশের পেট থেকে এক ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবে ঃ হে ...	৩৬৩ বানোয়াট

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৭৭	(إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ، جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِي سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَمًا، ... বান্দাকে যখন হিসেবের জন্য দাঁড় করানো হবে তখন এক সম্প্রদায় আসবে ...	৩৬১ দুর্বল
১২৭৮	(يُنَادِيْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لاَ يَقُوْمُ الْيَوْمَ إِلاَّ أَحَدٌ لَهُ عِنْدَ اللهِ يَدٌ، فَيَقُوْلُ الْخَلاَئِقُ : ... কিয়ামাতের দিন আহবানকারী আহ্বান করে বলবে ঃ আজকের দিনে একমাত্র...	৩৬২ মুনকার
১২৮৪	(خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ , وَدَلَّى فِيهَا ثِمَارَهَا , وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَارَهَا , ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا , ... আল্লাহ্ তা'আলা আদ্ন জান্নাতকে তাঁর (নিজ) হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন, তার ...	৩৬৮ দুর্বল

١٩ــ فضائل القرآن والأدعية والأذكار
১৯। কুরআন, দু'আ ও যিক্র এর ফযীলত

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৮৭	(آمِيْنُ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى لِسَانِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ). 'আমীন' হচ্ছে সারা জাহানের প্রতিপালকের (আল্লাহর) আংটি তাঁর মু'মিন ...	৬০৮ দুর্বল
১৪৮৮	(آمِيْنُ قُوَّةٌ لِلدُّعَاءِ). আমীন হচ্ছে দু'আর জন্য শক্তি।	৬০৯ খুবই দুর্বল
১৪৮৪	(آيَةُ الْكُرْسِيِّ رُبُعُ الْقُرْآنِ). আয়াতুল কুরসী হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ।	৬০৫ দুর্বল
১৩৪২	(إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ... 'ইযা যুলযিলাত' সূরা কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল ইয়া আইউহাল ...	৪৪১ মুনকার
১৩৩০	(إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ الاسْتِجَابَةَ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ وَجَلاَلِهِ .. তোমাদের কেউ যখন তার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইবে অতঃপর গ্রহণ ...	৪৩৮ দুর্বল
১১৫০	(إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : ... তোমরা যখন রিয়াযুল জান্নাহ্কে অতিক্রম করবে তখন তোমরা আল্লাকে ...	২৩৫ দুর্বল
১১৮৫	(ارْفَعْ إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللهَ السَّعَةَ). তুমি আকাশের দিকে উঁচু কর আর আল্লাহর নিকট প্রশস্ততার জন্য প্রার্থনা কর।	২৭০ দুর্বল
১৩৭৩	(اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ ... তোমরা আল্লাহর নিকট সেই লালসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো যা (হৃদয়কে)...	৪৭৪ দুর্বল
১৩০৭	(اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنَ الْمَغَاقِرِ ، قِيْلَ : وَ مَا الْمَغَاقِرُ ؟ قَالَ : الإِمَامُ الْجَائِرُ الَّذِيْ إِنْ ... তোমরা মাগাফির হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেউ বলল ঃ ...	৩৯৭ খুবই দুর্বল
১৩৪৪	(أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ). তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর।	৪৪৪ দুর্বল
১৩৪৬	(أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ، وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى ... তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর ও তার গারাইবগুলো ...	৪৪৬ খুবই দুর্বল
১৩৪৫	(أَعْرِبُوْا الْقُرْآنَ ، وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُوْدُهُ). তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর ও তার গারাইবগুলো ...	৪৪৫ খুবই দুর্বল
১৩৪৭	(أَعْرِبُوا الْكَلاَمَ كَيْ تُعْرِبُوا الْقُرْآنَ). তোমরা ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধভাবে কথা বল যাতে তোমরা কুরআনকে স্পষ্ট ...	৪৪৭ মুনকার

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১১৫৩	(اللهمَّ إنَّكَ لستَ بإله استحْدَثناهُ، ولا بربّ ابْتدَعْناهُ، ولا كان لنا قبْلكَ إلهٌ نلجَأ إليْه .. হে আল্লাহ্! অবশ্যই তুমি এমন উপাস্য নও যাকে আমরা নতুনভাবে বানিয়েছি...	২৩৮ বানোয়াট
১৩৭১	(اللهمَّ لا يُدْرِكني زمَانٌ أوْ لا تُدْرِكوا زمَانًا لا يُتبَعُ فيه العَليمُ ولَا يُسْتحْيَى فيه منْ ... হে আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন সময় পেয়ে বসবে না আর তোমরাও এমন ...	৪৭৩ দুর্বল
১৩৪৩	(أنْزِل القرْآنَ بالتّفْخيْم (كهَيْئة الطّيْر)، (عُذْرًا ونُذْرًا)، و(الصَّدَفيْن)، وَ (ألا لهُ الخَلقُ ... কুরআনকে মর্যাদা দিয়ে যথাযথভাবে আরবী ভাষার নীতি অনুযায়ী পাঠ করার...	৪৪৩ দুর্বল
১৩৪৯	(إن لكلّ شيْءٍ سَنامًا، وإنّ سَنامَ القرْآن سُورَةُ البَقرَة، مَنْ قرَأهَا في بَيْته ليْلا لمْ يَدْخُلْهُ... প্রত্যেক বস্তুরই শৃঙ্গ থাকে আর কুরআনের শৃঙ্গ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। যে ব্যক্তি...	৪৪৮ দুর্বল
১৩৪৮	(إن لكلّ شيْءٍ سَنامٌ وإنّ سَنامَ القرْآن سُورَةُ البَقرَة، وفيهَا آيَةٌ هيَ سَيِّدَةُ آي القرْآن،... প্রত্যেক বস্তুরই শৃঙ্গ থাকে আর কুরআনের শৃঙ্গ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। এর মধ্যে..	৪৪৭ দুর্বল
১২৪৮	(إن اللهَ تبَارَكَ وتعَالى قرَأ: طه ويس قبْل أن يَخْلقَ آدَمَ بألفيْ عَام، فلمَّا سَمعَت ... আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সূরা ত্বহা ...	৪৫৯ মুনকার
১৩৫৮	(ثلاثةٌ لا ترَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائمُ حَتّى يُفطرَ، والإمَامُ العَادل، ودَعْوَةُ المَظْلوم يَرْفعُهَا ... তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না ঃ সায়েম (সওম পালনকারী) যে পর্যন্ত ...	২৭৭ দুর্বল
১১৯৫	(حَامل القرْآن مُوَقّى). কুরআন বহনকারী রক্ষিত থাকবে।	২৭৭ দুর্বল
১৩৭২	(الحَمْدُ رَأسُ الشّكر ، مَا شَكرَ اللهَ عَبْدٌ لا يَحْمَدُهُ). আহহামদু হচ্ছে শুকরিয়াহ্ জ্ঞাপন করার মূল। যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করল..	৪৭৪ দুর্বল
১৩৬৪	(خَمْسُ دَعَوات يُسْتجَابُ لهُنّ: دَعْوَةُ المَظْلوم حَتّى يَنْتصرَ، ودَعْوَةُ الحَاجّ حَتّى يَصْدُرَ،... পাঁচ ধরনের দু'আ কবুল করা হয় ঃ অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ যে পর্যন্ত সে ...	৪৬৪ বানোয়াট
১৪৫২	(خَمْسُ ليَال لا ترَدُّ فيهنَّ الدَّعْوَةُ : أوَّل ليْلة منْ رَجَب ، وَ ليْلة النِّصْف منْ شعْبَان ، ... পাঁচটি রাত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না ঃ রজব মাসের ...	৫৭৫ বানোয়াট
১৩৬৩	(سَلوْا اللهَ كلَّ شيْءٍ حَتّى الشِّسْعَ فإنّ اللهَ إن لمْ يُيَسِّرْهُ لمْ يَتيَسَّرْ). তোমরা আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রার্থনা কর এমনকি সেণ্ডেলের ফিতা পর্যন্ত।...	৪৬৩ মওকূফ
১০৭৬	(عَلى كلّ ميسَم منَ الإنْسَان صَلاةٌ ، فقال رَجُل منَ القوْم: هَذا شَديدٌ ومَن يُطيْقُ ... মানুষের প্রতিটি জোড়ের জন্য সলাত রয়েছে। সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল ঃ...	১৫৮ দুর্বল
১২২৪	(عنْدَ كلّ خَتْمَة للقرْآن دَعْوَةٌ مُسْتجَابَةٌ). প্রতিবার কুরআন খতমের সময় দু'আ গৃহীত হয়।	৩০৫ বানোয়াট
১৩৩৪	(فضْلُ القرْآن عَلى سَائر الكلام كفضْل الرَّحْمَن عَلى سَائر خَلقه). কুরআনের অপরাপর (অবশিষ্ট) সব কথার উপরে সেরূপ ফাযীলাত যেরূপ ...	৪২৯ দুর্বল
১০৩৬	(القرْآنُ ذلوْلٌ ذوْ وُجُوْه، فاحْملوْهُ عَلى أحْسَن وُجُوْهه). কুরআন বুঝা এবং হেফ্য করা সহজ, তার কোন কোন বাক্য বিভিন্ন ভাবার্থ ...	১১২ নিতান্তই দুর্বল
১৩২৮	(قلْ : اللهُمَّ غارَت النُّجُومُ ، وهَدَأت العُيُوْنُ ، وأنْتَ حَيٌّ قيُّوْمٌ ، يَا حَيُّ يَا قيُّوْمُ أنمْ ... আপনি বলুন! হে আল্লাহ্! নক্ষত্রগুলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, চক্ষুগুলো শান্ত...	৪২১ খুবই দুর্বল
১৩৬৯	(كان إذا جَلسَ مَجْلسًا فأرَادَ أنْ يَقوْمَ اسْتغْفرَ اللهَ عَشْرًا إلى خَمْسَ عَشْرَةَ) তিনি যখন কোন মাজলিসে বসে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন দশ থেকে ...	৪৭২ বানোয়াট

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩৭০	(كان إذا قام من المجلس استغفر عشرين مرة فأعلن). তিনি যখন মাজলিস থেকে উঠতেন তখন বিশবার প্রকাশ করে ইসতিগফার ...	৪৭২ দুর্বল
১৩৮৫	(اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري). রসূল (ﷺ) দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে এবং আমার ...	৪৯২ খুবই দুর্বল
১০০২	তিনি কঙ্কর (পাথর) দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন। (كان يسبح بالحصى).	৬২ বানোয়াট
১৪৩১	(لذكر الله بالغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل الله). সকাল এবং সন্ধ্যায় যিক্র করা আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করে) তরবারী ভাঙ্গার ...	৫৪৯ বানোয়াট
১২৪২	(لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ ... আমার উপরে দশটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সে দশটি আয়াত...	৩২৫ মুনকার
১৩৫০	(لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن). প্রত্যেক বস্তুরই সৌন্দর্য থাকে আর কুরআনের সৌন্দর্য হচ্ছে সূরা রহমান।	৪৪৯ মুনকার
১৩৯৮	(لو دعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة ... পূব-পশ্চিমের মাঝে (যে কোন প্রান্তে) জুম'আর দিবসের যে কোন সময়ের ...	৫০৯ বানোয়াট
১৩৬২	(ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع). তোমাদের যে কেউ যেন তার প্রতিপালকের নিকট তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ...	৪৬২ দুর্বল
১৩৫৪	(ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم). যে ব্যক্তিই কুরআন পাঠ করবে অতঃপর তা ভুলে যাবে অবশ্যই সে ...	৪৫৩ দুর্বল
১৪২১	(من أخذ على القرآن أجرا ، فذاك حظه من القرآن). যে ব্যক্তি কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে, কুরআন থেকে তাই ...	৫৩৯ বানোয়াট
১৪২২	(من أخذ على القرآن أجرا، فقد تعجل حسناته في الدنيا، و القرآن يخاصمه يوم... যে ব্যক্তি কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে সে দুনিয়াতেই তার ...	৫৪০ মুনকার
১১৪১	(من أكل فشبع ، وشرب فروي ، فقال : الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني ، وسقاني.. যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত এবং পান করে সিক্ত হয়ে বলবে ঃ সমস্ত ...	২২৬ দুর্বল
১৪১৬	(من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا ... যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করবে তার গর্দানে প্রহার করা ...	৫৩৬ মুনকার
১৩১৫	(من سبح الله مائة بالغداة، ومائة بالعشي، كان كمن حج مائة مرة، ومن حمد الله ... যে ব্যক্তি সকালে একশতবার আর সন্ধ্যায় একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলবে ...	৪০৫ দুর্বল
১২৪৪	(من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تبارك و... যে ব্যক্তি সকালে 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহি' এক হাজারবার বলবে ঃ সে ...	৩২৭ দুর্বল
১০৭৭	(من قال: جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، أتعب سبعين كاتبا.. যে ব্যক্তি বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ...	১৫৯ নিতান্তই দুর্বল
১০৪১	... من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك) যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ একবার বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি ...	১১৯ দুর্বল
১৩৩৬	(من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال). যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে তিন আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের..	৪৩৩ শায
১৩৫৬	(من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ، ليس عليه لحم. ... যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ ক'রে তার দ্বারা মানুষের নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ করে ...	৪৫৬ বানোয়াট

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৩৩৫	(يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي... আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে কুরআন এবং আমার স্মৃতিচারণ আমার..	৪৩১ দুর্বল
১০৩৮	(لَكُمْ (يَعْنِي الْجِنَّ) كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرُ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا،... তোমাদের জন্য (অর্থাৎ জিনদের জন্য) প্রতিটি হাড় যার উপর আল্লাহর নাম ...	১১৫ দুর্বল
১৪৬০	(اللهُ اللهُ فِيْمَنْ لَيْسَ لَهُ [نَاصِرٌ] إِلاَّ اللهُ). আল্লাহই সাহায্যকারী সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ ছাড়া যার কোনই সাহায্যকারী নেই।	৫৮১ দুর্বল
٢٠ـ اللباس والزينة **২০। পোষাক ও সাজসজ্জা**		
১০৬৮	(أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحَى، وَانْتِفُوا الَّذِيْ فِي الآنَافِ). তোমরা গোফগুলো ছোট করো, দাড়িকে দীর্ঘ করো আর নাকের মধ্যে যা ...	১৫০ দুর্বল
১৪৬৯	(عَلَيْكُمْ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يُنَوِّرُ وُجُوهَكُمْ وَيُطَهِّرُ قُلُوبَكُمْ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ). তোমরা মেহেন্দী ব্যবহার করাকে আঁকড়ে ধর। কারণ তা তোমাদের ...	৫৯০ বানোয়াট
১২১৭	(الْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فَصْلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يُعْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ ... টুপির উপরে পাগড়ী ব্যবহার করা আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পৃথকী	২৯৮ বাতিল
১১১২	(كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ). তিনি জুম'আর দিন সলাতের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে তাঁর নখগুলো কাটতেন...	১৯২ দুর্বল
১০২৮	(مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، ... যে ব্যক্তি সুরমা লাগাবে সে যেন বিজোড় করে লাগায়। যে তা করল সে ...	৯৪ দুর্বল
٢١ـ المبتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات **২১। সৃষ্টির সূচনা , নাবীগণ ও আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টিকুল**		
১৪৮৫	(آدَمُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ ذُرِّيَّتِهِ وَيُوسُفُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَابْنَا الْخَالَةِ... আদম (আঃ) আছেন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে। তাঁর সন্তানের ...	৬০৭ মুনকার
১১৫৯	(إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَهَؤُلاَءِ ... কিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন...	২৪২ দুর্বল
১১৮০	(إِنَّ لِلَّهِ دِيكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَجَنَاحُهُ فِي الْهَوَاءِ، وَبَرَاثِنُهُ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ ... আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের একটি মোরগ রয়েছে তার মাথা আরশের নীচে, ...	২৬৩ দুর্বল
১৩৬৭	(إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ ، وَإِنْ نَسِيَ ... আদম সন্তানের অন্তরে শয়তান তার নাক লাগিয়ে রেখেছে। সে যখন ...	৪৬৭ দুর্বল
১২৫৩	(أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ ، وَهِيَ الدَّوَاةُ ، وَذَلِكَ فِيْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ ن ... আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর নূন অর্থাৎ দোওয়াত ...	৩৩৮ বাতিল
১১০৬	(بَعَثَ اللهُ جِبْرِيلَ إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ فَقَالَ لَهُمَا: ابْنِيَا لِيْ بَيْتًا، فَخَطَّ لَهُمَا جِبْرِيلُ، فَجَعَلَ ... আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে আদাম ও হাওয়ার নিকট প্রেরণ করে তাদের ...	১৮৭ মুনকার
১৪১৯	(تَدْرُونَ مَا يَقُولُ الأَسَدُ فِي زَئِيرِهِ؟ قَالُوا: لاَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي عَلَى أَحَدٍ ... তোমরা কি জানো বাঘটি তার চিৎকারের মধ্যে কী বলছে? তারা বললো ঃ না ...	৫৩৮ মুনকার
১১৯৮	(جِئْتُمْ تَسْأَلُونِيْ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ إِنَّ أَوَّلَ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ غُلاَمًا مِنَ الرُّوْمِ أُعْطِيَ مُلْكًا ... তোমরা এসে আমাকে যুল কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো, তার প্রাথমিক...	২৭৯ খুবই দুর্বল

হা: নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১২৭০	(الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَإِنِ انْتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، وَ عُمِلَ بِالْمَعَاصِي، وَ ... রহমানের (আল্লাহর) আরশের পায়াতে সীল ঝুলানো রয়েছে। যদি কারো ...	৩৫৪ বানোয়াট
১৪৯৯	(فَلَقَ الْبَحْرُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ). আশুরার দিন বানু ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হয়েছিল।	৬২১ বানোয়াট
১৩৮৮	(قَالَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى هَلْ يُصَلِّيْ رَبُّكَ؟ فَتَكَابَدَ مُوْسَى لِذَلِكَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا... বানূ ইসরাইলরা মূসা (আঃ)-কে বলল ঃ আপনার প্রতিপালক কি সলাত ...	৪৮৮ দুর্বল
১২৬১	(كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَاجِرًا، وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى، قَالَ: مَا فِي هَذِهِ ... বানী ইসরাঈলের এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল সে একবার লোকসান দিত আর ...	৩৪৫ দুর্বল
১০৩৩	(كَانَ سُلَيْمَانُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ رَأَى شَجَرَةً ثَابِتَةً بَيْنَ ... সুলায়মান (আঃ) যখন তার মুসল্লাতে দাঁড়াতেন তখন দেখতেন তাঁর সামনে ...	১০৫ দুর্বল
১১২৫	(كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي... দাউদ (আঃ) দু'আর মধ্যে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার ভালোবাসা ...	২০৭ দুর্বল
১২৪১	(كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى بِبَيْتِ لَحْمٍ). আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে বাইতুল লাহমে কথা বলেন।	৩২৫ খুবই দুর্বল
১৩৮৭	(لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ رُوَيْدَكَ،... নাবী (ﷺ)-কে যখন সপ্তম আসমানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করানো হয়েছিল তখন ...	৪৯৪ মুনকার
১২১৬	(لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْ النَّارِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ). ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছি ...	২৯৭ দুর্বল
১৪৫০	(لَيَهْبِطَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً وَإِمَامًا مُقْسِطًا، وَلَيَسْلُكَنَّ فَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا ... ঈসা ইবনু মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ ফয়সালাকারী এবং ন্যায়পরায়ণ ইমাম ...	৫৭৩ মুনকার
১৪৩২	(مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ، إِنَّمَا الاحْتِلاَمُ مِنَ الشَّيْطَانِ). কোন নাবীর কখনও স্বপ্নদোষ হয়নি। স্বপ্নদোষ শয়তানের পক্ষ থেকে ঘটে থাকে।	৫৫০ বাতিল
১৪৩৮	(مَا مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَيَنْزِلُ مَثَاقِيْلُ مِنْ بَرَكَاتِ الْجَنَّةِ فِي الْفُرَاتِ). এমন কোন দিন নেই যে দিনে ফুরাত নদীতে বহু পরিমাণে জান্নাতের বরকত...	৫৫৬ খুবই দুর্বল
১২৪৭	(هَلْ تَدْرُوْنَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ... তোমরা কি আসমান আর যমীনের মাঝের দূরত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে জানো?...	৩৩০ দুর্বল
১০৩৪	(وَقَعَ فِيْ نَفْسِ مُوْسَى: هَلْ يَنَامُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ؟ فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَأَرَّقَهُ ثَلاَثًا، মূসা (আঃ)-এর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগ্রত হলো আল্লাহ তা'আলা (তাঁর স্মরণ শক্তি) ...	১০৭ মুনকার
১২৪০	(يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ وَكِسَاءُ ... যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন, সেদিন তার...	৩২৩ খুবই দুর্বল
	٢٢ ــ المناقب والمثالب **২২। গুণাবলী ও ত্রুটিবিচ্যুতি**	
১৪৭৬	(الْأَبْدَالُ مِنَ الْمَوَالِي وَلاَ يُبْغِضُ الْمَوَالِيَ إِلاَّ مُنَافِقٌ). আবদালরা হচ্ছে মাওয়ালী। আর মুনাফিক ব্যতীত অন্য কেউ মাওয়ালীকে ঘৃণা..	৫৯৬ মুনকার
১৪৭৭	(إِنَّ أَبْدَالَ أُمَّتِيْ لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالْأَعْمَالِ إِنَّمَا دَخَلُوْهَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَسَخَاوَةِ النَّفْسِ ... আমার উম্মাতের আবদালগণ আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং ...	৫৯৬ খুবই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১৪৭৯	(إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ ثَلَاثَمِائَةٍ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَللهِ تَعَالَى ... আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে তিনশত ব্যক্তি এরূপ রয়েছেন যাদের অন্তর ...	৫৯৯ বানোয়াট
১২৫৮	(بَارَكَ فِيْ عَسَلِ بَنْهَا). বান্হা গ্রামের মধুতে বরকত দান করেছেন।	৩৪৩ মুনকার
১৪৭৪	(ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مِنَ الْأَبْدَالِ الَّذِيْنَ هُمْ قِوَامُ الدُّنْيَا وَأَهْلُهَا الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ ... তিনটি খাসলাত যার মধ্যে একত্রিত হবে সেই আবদালদের অন্তর্ভুক্ত যারা ...	৫৯৪ বানোয়াট
১২০৭	(جَرِيْرٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ . قَالَهَا ثَلَاثًا). জারীর আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত সে ভেতরের বাহির অংশ। তিনি ...	২৮৭ মুনকার
১২০৬	(حُبُّ عَلِيٍّ يَأْكُلُ الذُّنُوْبَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ). আলী (ﷺ) এর মুহাব্বাত গুনাহ্গুলোকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন খড়গু ...	২৮৬ বাতিল
১১৯০	(حُبُّ قُرَيْشٍ إِيْمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِيْمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، فَمَنْ أَحَبَّ... কুরাইশদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরী।...	২৭৫ খুবই দুর্বল
১২০৮	(حَسَّانُ حِجَازٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ لَايُحِبُّهُ مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ). হাস্সান মু'মিন এবং মুনাফিকদের মাঝে ব্যবধান তৈরিকারী। তাকে কোন ...	২৮৭ দুর্বল
১৪৫৪	(خَيْرُ السُّوْدَانِ أَرْبَعَةٌ : لُقْمَانُ، وَ النَّجَاشِيُّ، وَ بِلَالٌ، وَ مَهْجَعٌ). সুদানের সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ হচ্ছেন চারজন ঃ লোকমান, নাজাশী, বিলাল ও মাহ্জা'।	৫৭৬ দুর্বল
১৪৫৫	(خَيْرُ السُّوْدَانِ ثَلَاثَةٌ : لُقْمَانُ وَبِلَالٌ وَمَهْجَعٌ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). সুদানের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন তিনজন ঃ লোকমান, বিলাল ও রসূল (ﷺ)-এর..	৫৭৭ মুনকার
১৪৫৩	(سَادَةُ السُّوْدَانِ أَرْبَعَةٌ : لُقْمَانُ الْحَبَشِيُّ ، وَ النَّجَاشِيُّ ، وَ بِلَالٌ ، وَ مَهْجَعٌ). সুদানের সর্দার হচ্ছে চারজন ঃ লোকমান হাবাশী, নাজাশী, বিলাল ও মাহ্জা'।	৫৭৬ দুর্বল
১২৫২	(الصَّخْرَةُ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَى نَخْلَةٍ، وَالنَّخْلَةُ عَلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَتَحْتَ... প্রকৃত পাথর হচ্ছে বাইতুল মাকদিসের পাথর যা খেজুর গাছের উপর রয়েছে...	৩৩৭ বানোয়াট
১৪৭৫	(عَلَامَةُ أَبْدَالِ أُمَّتِيْ أَنَّهُمْ لَا يَلْعَنُوْنَ شَيْئًا أَبَدًا). আমার উম্মাতের আবদালদের আলামত হচ্ছে এই যে, তারা কখনও কোন ...	৫৯৫ বানোয়াট
১২১৫	(غُرَّةُ الْعَرَبِ كِنَانَةُ وَأَرْكَانُهَا تَمِيمٌ وَخُطَبَاؤُهَا أَسَدُ وَفُرْسَانُهَا قَيْسٌ ، وَللهِ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ... আরবের মর্যাদা (তাদের সর্বোত্তমরা) কেনানাহ্ গোত্রে, তার স্তম্ভগুলো হচ্ছে...	২৯৬ বাতিল
১১০০	(فُضِّلْتُ عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا أَعَانَنِي اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ وَكُنَّ ... দু'টি স্বভাবের দ্বারা আমাকে আদমের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ঃ আমার ...	১৮০ জাল
১১২৪	(كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ). রসূল (ﷺ)-এর নিকট মহিলাদের মধ্য হতে ফাতিমা (ﷺ) আর পুরুষদের ...	২০৫ বাতিল
১১৬৭	(لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ أَمْسَى كَرِيْمًا). ইবনু মাসউদ সকাল এবং সন্ধ্যা করেছে ভদ্র ব্যক্তি হিসেবে।	২৫০ দুর্বল
১৩৯২	(لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مِثْلِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ بِهِمْ يُعَافُوْنَ وَبِهِمْ يُرْزَقُوْنَ ... যমীন কখনও ইব্রাহীম খালীলুর রহমানের ন্যায় ত্রিশ ব্যক্তি হতে খালি হবে ...	৫০০ বানোয়াট
১০০৮	(لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ مَشُوْرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا. يَعْنِيْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا). তোমরা দু'জন যদি কোন পরামর্শের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করতে তাহলে ...	৬৯ দুর্বল
১৩৫৭	(مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ). উমার হতে উত্তম কোন ব্যক্তির উপরে সূর্য উদিত হয়নি।	৪৫৭ বানোয়াট

হাঃ নং	হাদীস	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
১০৭০	(مَنْ سَرَّهُ أن يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ قَدْ أتَى الرَّدْمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا). যে ব্যক্তিকে আনন্দিত করবে সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দান যে পতিত প্রাচীরের...	১৫২ নিতান্তই দুর্বল
১০০৬	(نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ، لَوْلَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِه). সুহায়েব উত্তম এক বান্দা। সে যদি আল্লাহকে (তাঁর শাস্তিকে) ভয় না করতো ..	৬৭ ভিত্তিহীন
১১১৬	(نَهَانَا (يَعْنِيْ أَهْلَ فارس) أَنْ نَنْكِحَ نِسَاءَ العَرَبِ). তিনি আমাদেরকে (অর্থাৎ ফারসীদেরকে) আরব নারীদের সাথে বিবাহ করতে...	১৯৬ নিতান্তই দুর্বল
১৩৬৮	(وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا أخَّرْتُكَ إلا لِنَفسي ، فَأَنْتَ عِنْدي بِمَنْزِلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى،... সেই সত্তার কসম যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি ...	৪৬৯ বানোয়াট
১১৯২	(لا يُبْغِضُ العَرَبَ إِلاَّ مُنَافِقٌ). আরবদেরকে একমাত্র মুনাফিকরাই অপছন্দ করে।	২৭৬ খুবই দুর্বল
১১৯১	(لا يُبْغِضُ العَرَبَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يُحِبُّ ثَقِيْفًا إِلاَّ مُؤْمِنٌ). আরবদেরকে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপছন্দ করতে পারে না। আর সাকীফ ...	২৭৬ দুর্বল
১৪৭৮	(لا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قلب إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، يَدْفَعُ اللهُ ... সর্বদাই আমার উম্মাতের চল্লিশ ব্যক্তির অন্তরগুলো ইবরাহীম (আঃ)এর ...	৫৯৮ খুবই দুর্বল

١٠٠١. (كَانَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا لاَ يُفْصِلُ بَيْنَهُنَّ).

১০০১। তিনি জুম'আর আগে ও পরে চার রাক'য়াত করে সলাত আদায় করতেন। সেগুলোকে (মধ্যখানে সালামের দ্বারা) পৃথক করে পড়তেন না।

হাদীসটি বাতিল।

এটি ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" (৩/১৭২/১) গ্রন্থে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি মুবাশশির ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আতিয়্যাহ আল-আওফী হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ তার "সুনান" (১/৩৪৭) গ্রন্থে উক্ত সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "وبعدها أربعا" 'জুম'আর পরে চার রাক'য়াত' এ অংশটুকু ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়্যাহ" (২/২০৬) গ্রন্থে বলেনঃ তার সনদটি খুবই দুর্বল। মুবাশশির ইবনু ওবায়েদকে হাদীস জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর হাজ্জাজ ও আতিয়্যাহ তারা উভয়েই দুর্বল।

বুসয়রী "আয-যাওয়াইদ" (কাফ ৭২/১) গ্রন্থে বলেনঃ

এ সনদটিতে ধারাবাহিকভাবে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। আতিয়্যার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। হাজ্জাজ মুদাল্লিস। মুবাশ্শির ইবনু ওবায়েদ মিথ্যুক। বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ তাদলীসুত তাসবিয়াহ করতেন।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : **তাদলীসুত তাসবিয়া হচ্ছে** : রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীস বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে রহিত করে দিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শায়খের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস]। (অনুবাদক)

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (২/৩৪১) গ্রন্থে বলেনঃ হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। ইমাম নাবাবী "আল-খুলাসাহ" গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীসটি বাতিল।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" (১/১৭০) গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীসটিতে কতিপয় বিপদ রয়েছে...। অতঃপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সার

সংক্ষেপ হচ্ছে বুসয়রী কর্তৃক বর্ণনাকৃত উপরোল্লিখিত সনদের চারটি সমস্যা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হাফিয হায়সামীর নিকট চারটি সমস্যার দু'টিই লুক্কায়িত রয়ে গেছে। তিনি "আল-মাজমা'" (২/১৯৫) গ্রন্থে বলেনঃ

হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার সনদে হাজ্জাজ ও আতিয়্যাহ রয়েছেন। তাদের দু'জনের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ৭২/১) গ্রন্থে বলেনঃ আবুল হাসান আল-খেলা'ঈ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে আবূ ইসহাক সূত্রে 'আসেম ইবনু যামারাহ হতে, তিনি আলী হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে ভাল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ যুর'য়াহ "শারহুত তাকরীব" (৩/৪২) গ্রন্থে এরূপ কথাই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সূত্রে আলী (রাঃ) হতে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি প্রসিদ্ধঃ

كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ.

'তিনি যোহরের (ফরয) সালাতের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন।'

ইমাম আহমাদ প্রমুখ এরূপই বর্ণনা করেছেন। এটিই নিরাপদ (সঠিক)।

'আল-মাকতাবাতুয যাহেরিয়াতে' খেলা'ঈর উক্ত কিতাবটির কতিপয় খণ্ড রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এ হাদীসটি নেই। থাকলে তার সনদে দৃষ্টি দেয়া যেত।

অতঃপর আমি অন্যের নিকট হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। ফলে আমি তা দ্বারা এ দৃঢ়তায় পৌঁছেছি যে, এ সনদের হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। (৫২৯০) নম্বর হাদীস দেখুন।

হাদীসটি ইবনু মাস'উদ হতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদটি দুর্বল ও মুনকার। যেমনটি ১০১৬ নম্বর হাদীসের আলোচনায় আসবে ইন্‌শাআল্লাহ।

١٠٠٢. (كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى).

১০০২। তিনি কঙ্কর (পাথর) দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি আবুল কাসিম আল-জুরজানী "তারীখু জুরজান" (৬৮) গ্রন্থে সালেহ ইবনু আলী নাওফালী সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে রাবী'য়াহ আলকুদামী হতে, তিনি ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি সুমাই হতে, তিনি আবূ সালেহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আল-কুদামী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন :

তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। মালেক হতে কতিপয় বিপদ নিয়ে এসেছেন (বর্ণনা করেছেন)। অতঃপর তিনি তার কতিপয় বিপদ উল্লেখ করেছেন।

"আললিসান" গ্রন্থে এসেছে : তাকে ইবনু আদী ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীসগুলোকে উল্টিয়ে ফেলতেন। সম্ভবত তিনি মালেকের উপর একশত পঞ্চাশটিরও বেশী হাদীস উল্টিয়ে ফেলেছেন। তিনি ইব্রাহীম ইবনু সা'দ হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন। যার অধিকাংশই উলট-পালটকৃত। হাকিম ও নাক্কাশ বলেন : তিনি মালেক হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেনঃ তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সালেহ ইবনু আলী নাওফালীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র হতে সাব্যস্ত হওয়া হাদীস বিরোধী। তিনি তাতে বলেছেন : 'আমি রসূল (ﷺ)-কে তাঁর ডান হাত দ্বারা মুষ্টি বেঁধে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।'

এটি আবূ দাউদ (১/২৩৫) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাবাবী "আল-আযকার" (পৃঃ ২৩) গ্রন্থে এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "নাতায়েজুল আফকার" (কাফ ১/১৮) গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। ইমাম নাসাঈ এ হাদীসটিকে (১/১৯৮) একটি হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি "আমালুল ইওয়াম অল লাইল" (৮১৯) গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট আরো সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'নাবী (ﷺ) নারীদেরকে আংগুলের দ্বারা মুষ্টি বাঁধার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : 'কারণ সেগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং সেগুলোকে কথা বলিয়ে নেয়া হবে।' এটিকে হাকিম ও হাফিয যাহাবী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

শুধুমাত্র ডান হাতের দ্বারা তাসবীহ গণনা করায় হচ্ছে সুন্নাত। বাম হাত বা একই সাথে দু'হাত কিংবা কঙ্কর (পাথর) দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত বিরোধী।

١٠٠٣. (بَلْ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِيْ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ).

১০০৩। বরং তা আমাদের জন্যই খাস। অর্থাৎ হাজ্জকে ভেঙ্গে দিয়ে উমরায় রূপ দেয়া।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি তিরমিযী ব্যতীত সুনান রচনাকারীগণ এবং দারেমী, দারাকুতনী, বাইহাক্বী ও আহমাদ (৩/৪৬৮) রাবী'য়াহ ইবনু আবী আব্দির রহমান হতে, তিনি হারেস ইবনু বিলাল ইবনিল হারেস হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া (পরিবর্তন করা) শুধুমাত্র আমাদের জন্যই কি খাস? নাকি সবার জন্য? তিনি বলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ হারেসকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং ইমাম আহমাদ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ নন। আর তিনি তার এ হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি সামনের আলোচনায় আসবে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়। অন্যথায় হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। [হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত']।

আল্লামাহ শাওকানী যে "নায়লুল আওতার" (৪/২৮০) গ্রন্থে বলেছেন : হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হারেস নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈনদের অন্তর্ভুক্ত। এটি যদি তার থেকে সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এটি তার ধারণামূলক কথা। কারণ তার নিকট হারেস নির্ভরযোগ্য হলে অবশ্যই "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিতেন এবং "আত্তাহযীব" গ্রন্থে কে তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি কোনটিই করেননি।

আবু দাউদ তার "আল-মাসায়েল" (পৃঃ ৩০২) গ্রন্থে বলেন : আমি ইমাম আহমাদকে বিলাল ইবনু হারেসের হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া সংক্রান্ত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন : কে এই বিলাল ইবনুল হারেস বা কে হারেস ইবনু বিলাল? কে তার থেকে বর্ণনা করেছেন? হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া তাদের জন্যই খাস মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এই আবূ মূসা আবূ বাক্র (রাঃ)-এর খেলাফাত আমলে এবং উমার (রাঃ)-এর খেলাফাতের প্রথম যুগে তা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" (১/২৮৮) গ্রন্থে বলেন : ... আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন : আমার পিতা হাজ্জের জন্য এহরাম বাধা ব্যক্তিকে; যদি সে বাইতুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়াকে তাওয়াফ করে থাকে তাহলে তার হাজ্জকে ভেঙ্গে ফেলার মত দিতেন। তিনি হাজ্জে তামাত্তু' সম্পর্কে বলেন : সেটিই ছিল রসূল (ﷺ)-এর শেষ নির্দেশ। রসূল (ﷺ) বলেন : "তোমরা তোমাদের হাজ্জকে উমরায় রূপ দান কর।" আব্দুল্লাহ বলেন : আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদকে) বললাম : বিলাল ইবনুল হারেস হতে বর্ণিত হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া সংক্রান্ত হাদীস অর্থাৎ তার ভাষ্য 'তা আমাদের জন্যই খাস' এ সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি উত্তরে বললেন : আমি তা বলি না। এ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ বিলালের ছেলে হারেসকে) চেনা যায় না। এ হাদীসের সনদ প্রসিদ্ধ নয়। আমার নিকট বিলালের হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (৭/১০৮) গ্রন্থে বলেন : হারেস ইবনু বিলাল মাজহূল (অপরিচিত)। সহীহ হাদীসের মধ্যে এটিকে কেউ বর্ণনা করেননি। তার বিপরীত কথাই সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাবের ইবনু আব্দল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

'রসূল (ﷺ) যখন তাদেরকে হাজ্জ ভেঙ্গে দিয়ে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন তখন সুরাকাহ ইবনু মালেক (রাঃ) রসূল (ﷺ)-কে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! শুধুমাত্র এ বছরের জন্যই নাকি অনন্তকালের জন্য? তিনি বললেন :

'বরং অনন্ত কালের জন্য (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)।' এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

জাবের (রাঃ)-এর হাদীস সহ অন্যান্য যেসব হাদীস হাজ্জে তামাত্তু' আফজাল (উত্তম) বরং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ বহন করে সে সবকে প্রত্যাখ্যান করতে উমার ও উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাজ্জে তামাত্তু' নিষেধের 'মত' ব্যবহার করা হয়। বরং সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) তার মতের জন্য প্রহার করতেন। উসমান (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তা বহু লোকের জন্য ফেতনা স্বরূপ হয়ে যায়।

যারা এ মতকে গ্রহণ করে থাকেন, তারা তাদের সমর্থনে রসূল (ﷺ)-এর এ বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, "তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার সঠিক পথপ্রাপ্ত খালীফাগণের সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে।" এবং তাঁর বাণী : "তোমরা আমার পরের দু'ব্যক্তি (খালীফা) আবূ বাক্র ও উমারের অনুসরণ কর।"

তার জওয়াবে আমরা বলবো ঃ

১। এ হাদীস প্রমাণ বহন করে না যে, রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত বিরোধী হওয়া অবস্থাতেও তাদের যে কোন জনের ইজতিহাদের অনুসরণ করতে হবে।

এর উদাহরণ : উমার (رضي الله عنه) হতে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'কোন ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন!' এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

রসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি মিনায় কসর করে সালাত আদায় করতেন অথচ উসমান (رضي الله عنه) মিনায় পূর্ণ সালাত আদায় করতেন।

যার আকেল (জ্ঞান) আছে তিনি এ মর্মে সন্দেহ করতে পারেন না যে, সুন্নাত বিরোধী এরূপ কর্ম বা কথা অনুসরণ যোগ্য হতে পারে না।

অনুরূপভাবে হাজ্জে তামাত্তু'র ক্ষেত্রেও উভয়ের নিষেধের বিষয়টি নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া নির্দেশের বিরোধী হওয়ায় তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ কথা বলা যাবে না যে, হাজ্জে তামাত্তু' হতে নিষেধের বিষয়ে তাদের উভয়ের নিকট বেশী জ্ঞান ছিল যার কারণে তারা নিষেধ করেছেন।

কারণ বিভিন্ন সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাদের নিষেধ নিজস্ব মত ও ইজতিহাদের কারণেই ছিল। যেমনটি ইমাম মুসলিম (৪/৪৬) ও আহমাদ (১/৫০) আবূ মূসা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। ...তাতে উমার (رضي الله عنه) বলেন : 'আমি জানি যে, রসূল (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণ তামাত্তু' হাজ্জ করেছেন। কিন্তু আমি অপছন্দ করেছি যে, তারা মহিলাদের নিয়ে হাজ্জের মধ্যে আয়েশ করবে, অতঃপর তারা হাজ্জের মধ্যে সকাল করবে এমতাবস্থায় যে, তাদের মাথা হতে পানির ফোঁটা পড়ছে।' এটিকে ইমাম বাইহাক্বীও (৫/২০) বর্ণনা করেছেন।

২। এছাড়া উমার (رضي الله عنه) হাজ্জে তামাত্তু' করতে নিষেধ করতেন। তিনি তার এ মত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ মর্মে ইমাম আহমাদ সহীহ্ সনদে (৫/১৪৩) হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার (رضي الله عنه) যখন হাজ্জে তামাত্তু' করা থেকে নিষেধ করতে চাইলেন তখন তাকে উবাই (رضي الله عنه) বললেন : আপনার তা করা উচিত হবে না। কারণ আমরা রসূল -এর সাথে হাজ্জে তামাত্তু' করেছি, তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি। অতঃপর তিনি তার পদক্ষেপ থেকে বিরত হয়ে যান। তবে উবাই এবং উমার হতে হাসান বাসরীর শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু ইমাম তাহাবী "শারহুল মা'য়ানী" (১/৩৭৫) গ্রন্থে সহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, তিনি তার পূর্বের মত হতে ফিরে আসেন।

উমার (রাঃ)-এর তামাত্তু' করতে নিষেধ করার দ্বারা দলীল গ্রহণ করে যারা হাজ্জে তামাত্তু'কে উত্তম বলেন না তাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইবনু হায্ম (৭/১০৭) বলেছেন ঃ

এ মত হানাফী, মালেকী ও শাফে'ঈদের মতের বিরোধী। কারণ তারা সকলে এ মর্মে একমত যে, হাজ্জে তামাত্তু' বৈধ। সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, উমার (রাঃ) তার মত পরিবর্তন করেন। ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : উমার (রাঃ) বলেছেন : আমি যদি বছরে দু'বার উমরাহ্ করতাম অতঃপর হাজ্জ করতাম তাহলে আমার হাজ্জের সাথে একটি উমরাহকে মিলিয়ে দিতাম।

উমার (রাঃ) হাজ্জে তামাত্তু'র বিষয়ে তার মত পরিবর্তন করেন সুন্নাতের অনুসরণ করার স্বার্থেই। এটিই তার ব্যাপারে ধারণা করা হয়।

١٠٠٤. (إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ أَن يَّدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ).

১০০৪। তুমি যেখন কোন রোগীর নিকট প্রবেশ করবে তখন তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তোমার জন্য দু'আ করে। কারণ তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর ন্যায়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ (১/৪৪০) জা'ফার ইবনু মুসাফির হতে, তিনি কাসীর ইবনু হিশাম হতে, তিনি জা'ফার ইবনু বুরকান হতে, তিনি মায়মূন ইবনু মিহ্‌রান হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (সাঃ) আমাকে বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে খুবই দুর্বল ঃ

১। সনদের বর্ণনাকারী মায়মূন ও উমার (রাঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। বুসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (কাফ ১/৯০) বলেন ঃ

এ সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু সনদটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। আলাঈ "আল-মারাসীল" গ্রন্থে এবং আল-মিয্‌যী "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেন : উমার (রাঃ) হতে মায়মূনের বর্ণনাটি মুরসাল।

মুনযেরী, নাবাবী ও ইবনু হাজার একই সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তারা সকলেই দ্বিতীয় সমস্যাটির কথা উল্লেখ করতে বেখিয়ালই রয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

২। জা'ফার ইবনু বুরকান হতে হাদীসটির বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু হিশাম নন। বরং তাদের দু'জনের মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী এক ব্যক্তি রয়েছেন। হাসান ইবনু আরাফাহ্ বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি কাসীর ইবনু হিশাম আল-জাযারী (তিনি) ঈসা ইবনু ইবরাহীম আল-হাশেমী হতে, তিনি জ'ফার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অল লাইলাহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৮) বর্ণনা করেছেন।

এ 'ঈসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও নাসাঈ বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

সম্ভবত ভুল বশত জা'ফার ইবনু মুসাফিরের বর্ণনা হতে ('ঈসা ইবনু ইবরাহীম) পড়ে গেছে। এ জা'ফার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন।

অতঃপর আমি হাফিয ইবনু হাজারের "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে পেয়েছি তিনি এ সমস্যাটি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী 'ঈসাকে দু'জনের মাঝে উহ্য করে ফেলার বিষয়টি) উল্লেখ করেছেন।

১০০৫. (اكْشِفِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ! عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ).

১০০৫। হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি সাবেত ইবনু কায়েস ইবনে শাম্মাসকে রোগ মুক্ত কর।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (২/৩৩৭), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" (নং ১৪১৮) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে **শাম্মাস** হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (রসূল (ﷺ)) একদিন সাবেত ইবনু কায়েসের নিকট প্রবেশ করলেন এমতাবস্থায় যে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ... অতঃপর তিনি ছোট ছোট পাথর মিশ্রিত মাটি নিয়ে একটি পিয়ালাতে রাখলেন। তারপর পানি মিশ্রিত করে তাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর তার উপর ঢেলে দিলেন।

ইবনু হিব্বানের অন্য বর্ণনায় ফুঁ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে ইউসুফ ইবনু মুহাম্মাদ। কোন কোন বর্ণনাকারী উল্টা করে বলেছেন : তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ। তবে আবূ দাঊদ বলেন : প্রথমটি সঠিক।

আমি বলছি : তিনি মাজহূলুল আঈন। ইবনু আবি হাতিম (৪/২২৮) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। হাফিয যাহাবী বলেন :

তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। তার থেকে আম্‌র ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : 'তার অবস্থা' এ কথাটি উল্লেখ না করাই সঠিক। কারণ তার থেকে যখন আম্‌র ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি তখন তিনি মাজহূলুল আঈন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) মুতাবা'য়াতের সময়। এছাড়া তার হাদীস দুর্বল।

হাদীসটির প্রথম (হে মানুষের প্রতিপালক...) অংশটি সহীহ। এখানে ছোট ছোট পাথর পিয়ালার মধ্যে রাখার ... কথা শেষাংশে যে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণেই হাদীসটি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কেননা এ অংশটুকু গারীব মুনকার।

١٠٠٦. (نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ، لَوْلَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ).

১০০৬। সুহায়েব উত্তম এক বান্দা। সে যদি আল্লাহকে (তাঁর শাস্তিকে) ভয় না করতো তাহলে (ও) সে তাঁর নাফারমানী করতো না। [কিন্তু সে আল্লাহকে ভয় করে অতএব নাফারমানী করার তো প্রশ্নই আসে না]।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সাখাবী "আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ" (২/১২) গ্রন্থে বলেন : বাক্যটি পূর্ববর্তী ও আরবদের ভাষ্যে উমার (রাঃ) এর হাদীস হতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। শাইখ বাহাউদ্দীন আস-সুবকী উল্লেখ করেছেন যে এটি কোন্ কিতাবে রয়েছে এ ব্যাপারে জানতে তিনি সফল হননি। একদল ভাষাবিদ এরূপই বলেছেন। অতঃপর আমি আমার শাইখ হাফিয ইবনু হাজারকে তার লিখায় সফল হতে দেখেছি। তিনি আবূ মুহাম্মাদ ইবনু কুতাইবার "মুশকিলুল হাদীস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু কুতাইবাহ হাদীসটির কোন সনদ উল্লেখ করেননি। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : 'এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুহায়েব লজ্জাবশত আল্লাহর অবাধ্য হননি। তিনি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে অবাধ্য হননি এমনটি নয়।'

উক্ত হাদীসের অর্থবোধক হিসেবে উমার (ﷺ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি আবূ হুযায়ফার দাস সালেম সম্পর্কে বলেছেন। এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনুল আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং এটি বানোয়াট। কারণ তিনি "আল-হিলইয়্যাহ" (১/১৭৭) গ্রন্থে মু'য়াল্লাক হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধারাবাহিকভাবে ক্রটিযুক্ত ঃ

১। এটি মু'য়াল্লাক, মুত্তাসিল নয়।

২। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

৩। বর্ণনাকারী আল-জারাহ ইবনুল মিনহাল মিথ্যার দোষে দোষী। তার কুনিয়াত আবুল আতূফ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীসের মধ্যে মিথ্যা বলতেন এবং মদ পান করতেন।

৪। হাবীব ইবনু নাজীহ মাজহূল। আবূ হাতিম (১/২/১১০) বলেন : তিনি মাজহূল।

হাফিয যাহাবীও "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন : তিনি মাজহূল।

ইবনু হিব্বান তার থিওরী অনুযায়ী তাকে "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٠٠٧. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ).

১০০৭। যে মহিলাকে আকদের পূর্বে মোহর বা মোহর ছাড়া উপহার বা অন্য কিছু প্রদানের দ্বারা বিবাহ করানো হবে, তা তার জন্যই। আর আকদের পরে যা দেয়া হবে তা তার জন্যই যাকে দেয়া হবে। আর যা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হবে তার বেশী হকদার হচ্ছে তার মেয়ে বা বোন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ দাউদ (২১২৯), নাসাঈ (২/৮৮-৮৯, ৩৩৫৩), ইবনু মাজাহ (১৯৫৫), বাইহাক্বী (৭/২৪৮) ও আহমাদ (২/১৮২) ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়ায়েব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু জুরায়েজ মুদাল্লিস তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আর আরেক মুদাল্লিস বর্ণনাকারী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাজ্জাজ ইবনু আরতাত। তবে এ মুতাবা'য়াতের ভাষা ভিন্ন। এটিকে বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণী : এ হাদীস দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি মেয়ের অভিভাবক কর্তৃক শর্ত করে কিছু নেয়া জায়েয হওয়ার দলীল দিয়েছেন! অথচ হাদীসটি যদি সহীহ হতো তাহলে তা শর্ত করে কিছু নিলেও তা তার জন্য হতো না বরং মেয়ের জন্যই হতো হাদীসটি তারই প্রমাণ বহণ করছে।

١٠٠٨. (لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ مُشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا. يَعْنِيْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا).

১০০৮। তোমরা দু'জন যদি কোন পরামর্শের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করতে তাহলে আমি তোমাদের দু'জনের বিরোধিতা করতাম না। তিনি দু'জন দ্বারা আবূ বাক্র ও উমার (رضي الله عنهما)-কে বুঝিয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৪/২২৭) শাহার ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) আবূ বাকর ও উমার (رضي الله عنهما)-কে লক্ষ্য করে উক্ত কথা বলেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে শাহার দুর্বল।

আর হায়সামী "আল-মাজমা'" (৯/৫৩) গ্রন্থে অন্য একটি সমস্যা উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইবনু গানাম নাবী (ﷺ) হতে শ্রবণ করেননি।

সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য তার এ কথাটি সঠিক হওয়া অত্যন্ত দূরবর্তী কথা। কারণ শাহারকে নির্ভরযোগ্য বলা সঠিক না।

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস এ হাদীসটিকে শক্তিশালী করে না। কারণ এর সনদে মালেকের কাতিব হাবীব ইবনু আবী হাবীব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি : তাকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী মালেক হতে তার দু'টি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন! এ কারণে হাবীব কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা সঠিক হবে না।

١٠٠٩. (الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ).

১০০৯। অংশিদার হচ্ছে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর ক্রয়ের (শুফ'য়ার) ক্ষেত্রে ভাগিদারে অগ্রাধিকার প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (২/২৯৪), ত্বহাবী (২/২৬৮), দারাকুতনী (৫১৯), ত্বাবারানী "আল-কাবীর" (৩/১১৫/১) গ্রন্থে, তার থেকে যিয়া "আল-মুখতারাহ" (৬২/২৮৯/২) গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী (৬/১০৯) আবূ হামযাহ আস-সুকরী সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু রাফী' হতে, তিনি ইবনু আবী মুলায়কাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল বলেছেন : ...।

তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গারীব। এরূপ হাদীস একমাত্র আবূ হামযার হাদীস হতেই অবহিত হয়েছি। এ হাদীসটিকে একাধিক ব্যক্তি আব্দুল আযীয ইবনু রাফী' হতে ... মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মুরসাল হওয়াই বেশী সঠিক।

দারাকুতনী এবং বাইহাক্বী বলেন : মুরসাল হওয়াটাই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ হামযার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মায়মূন। তিনি সম্মানিত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তার দ্বারা সাহীহায়নের মধ্যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যেমনটি "আত-তাক্রীব" গ্রন্থে এসেছে। তবে তার ব্যাপারে সামান্য বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। নাসাঈ বলেন :

তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই তবে তার শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে এ অবস্থার পূর্বে তার থেকে যে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার হাদীস ভাল।

ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী যাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল তাকে তাদের অন্ত র্ভুক্ত করেছেন যেমনটি "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে এসেছে। আবূ হাতিম বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইনশাআল্লাহ তার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে যদি তার বিরোধিতা করা না হয়। আর বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি তার বিরোধিতা করা হয় তাহলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। যেমনটি এ হাদীসের ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। কারণ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রবেশ ঘটিয়ে মওসূল করে দেয়া হয়েছে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করে। যারা হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি (তারা) ধারণা বশত তা করেছেন যেমনটি দারাকুতনী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। আর ইমাম তিরমিযী সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি মুরসাল। এ কারণে এটি দুর্বল এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী অন্য একটি সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহ আল-আযরামী রয়েছেন। তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওসূল হিসেবে অন্য সূত্রেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটিও দুর্বল।

ইবনু আদী "আল-কামেল" (কাফ ২/২৮১) গ্রন্থে বলেন : "প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে অংশিদারের জন্য শুফ'য়াহ রয়েছে" অংশটি মুনকার। মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহর অধিকাংশ বর্ণনাই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আসার আলোচ্য হাদীসটিকে মুনকার হিসেবে চিহ্নিত করতে শক্তি যোগাচ্ছে। ইমাম ত্বহাবী "(২/২৬৯) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : "لا شفعة في الحيوان." 'পশুর ক্ষেত্রে শুফ'য়াহ্ নেই।'

অতএব প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে শুফ'য়াহ রয়েছে মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ব্যাপক ভিত্তিক থাকছে না।

আলোচ্য হাদীসটি সহাবীর মুরসাল নয়। কারণ হাদীসটি মারফূ' ও মওকূফ হওয়া নিয়ে মতভেদ হয়নি বরং মুরসাল না মওসূল তা নিয়ে মতভেদ হয়েছে।

উল্লেখ্য সহীহ্ হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) অংশিদারের দাবীর স্বপক্ষে ফায়সালা প্রদান করেছেন সেই সব অংশিদারের ক্ষেত্রে যার অংশ বণ্টন করা হয়নি। এ মর্মে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, দারেমী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠١٠. (الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيْدِ، وَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ).

১০১০। অংশিদারের জন্য দাসকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রয়েছে। আর প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই সে অধিকার রয়েছে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়াইদ" (৩/১৮/২) গ্রন্থে, তার থেকে ইবনু আসাকির (১৩/১৮৫/২), ইবনু আদী "আল-কামেল" (কাফ ২/২৪৩) গ্রন্থে ও বাইহাক্বী (৬/১১০) বিভিন্ন সূত্রে উমার ইবনু হারূণ আল-বালখী হতে, তিনি শু'বাহ হতে, তিনি আবূ বিশ্‌র জা'ফার ইবনু আবী ওয়াহশিয়াহ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

এ হাদীসটি উমার ইবনু হারূণ হতে আফ্‌ফান আল-বালখীর হাদীস হিসেবে চেনা যায়। ইবনু হুমায়েদ লাফ দিয়ে হাদীসটিকে উমার ইবনু হারূন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন বেশী লাফ-ঝাপ করার মতই ব্যক্তি ছিলেন।

হাদীসটি বাইহাক্বীর নিকট অন্য দু'টি সূত্রে ইবনু হারূণ হতে বর্ণিত হয়েছে। আর শাফে'ঈর নিকট তৃতীয় একটি সূত্রে তার থেকেই বর্ণিত হয়েছে। আফ্‌ফান আল-বালখী এককভাবে বর্ণনা করেননি। সঠিক হচ্ছে বাইহাক্বীর নিম্নের কথা :

উমার ইবনু হারূণ আল-বালখী শু'বাহ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি মাতরূক, অত্যন্ত দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাক্‌রীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মাতরূক অথচ তিনি হাফিয ছিলেন।

١٠١١. (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

১০১১। যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করবে লোকদেরকে তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করার জন্যে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

হাদীসটি বর্ধিত অংশ দ্বারা (দাগ দেয়া অংশের কারণে) মুনকার।

এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, বারা ইবনু আযেব, আম্‌র ইবনু হুরায়েস এবং আম্‌র ইবনু আম্বাসাহ হতে বর্ণিত হয়েছে।

১। ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর হাদীসের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ত্বলহাহ ইবনু মাসরাফ। তার থেকে হাসান ইবনু আম্মারাহ এবং আ'মাশ বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইবনু আম্মারাহ মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আ'মাশের হাদীস; তার থেকে একদল (সুফিয়ান সাওরী, ইউনুস ইবনু বুকায়ের এবং আবূ মু'য়াবিয়াহ) বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা তার সনদে এবং মতনে বিভিন্নভাবে মতভেদ করেছেন।

মোট কথা বর্ধিত অংশসহ হাদীসটি ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়নি। কারণ আ'মাশকে তাদলীসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি সব সূত্রেই আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তা আলোচ্য হাদীসটিকে সহীহ্ হওয়া থেকে বাধা প্রদান করছে। যদিও তার আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোকে পরবর্তী যুগের আলেমরা চালিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়া ইবনু মাস'উদ হতে বিভিন্ন সূত্রে সহীহ্ বর্ণনায় যে হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে তাতে বর্ধিত নিচে দাগ দেয়া অংশটুকু নেই। যেটি ইমাম তিরমিযী, ত্বহাবী, ত্বয়ালিসী, ইমাম আহমাদ, ও ত্বারানী বর্ণনা করেছেন।

এ সবগুলো প্রমাণ করছে যে, বর্ধিত **(লোকদেরকে তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করার জন্যে)** এ অংশ সহ আলোচ্য হাদীসটি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে নিরাপদ নয়। বরং তা শায বা মুনকার।

ইমাম ত্বহাবী বলেছেনঃ এ হাদীসটি মুনকার। ইউনুস ইবনু বুকায়ের ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফূ' হিসেবে এ বাক্যে বর্ণনা করেননি।

ত্বহাবী, দারাকুতনী ও হাকিম বর্ধিত অংশসহ আলোচ্য হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

২। বারা ইবনু আযেব (রাঃ)-এর হাদীস; তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দিল্লাহ আল-আযরামী রয়েছেন। তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাতরূক।

৩। আম্র ইবনু হুরায়েসের হাদীস; তার সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

এক. উমার ইবনু সুব্হ নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূক। তাকে ইবনু রাহওয়াইহ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

দুই. আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মুখারিক রয়েছেন। তিনি দুর্বল। হায়সামী "মাযমা'উয যাওয়াইদ" (১/১৪৬) গ্রন্থে তার দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা ইনসাফের কাজ হবে না। কারণ সূত্রে উমার নামক মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন।

৪। আমর ইবনু আম্বাসাহর হাদীস; হায়সামী তার সূত্রটিকে হাসান বলেছেন। এটি ত্বারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ধিত অংশসহ "আল-মাজমা'" গ্রন্থের সব কপিতে বর্ণিত হয়নি। একমাত্র হিন্দী কপিতে এসেছে। ত্বারানী হাদীসটি তার জুযউর মধ্যে (১/৪৩) বর্ধিত অংশসহ বর্ণনা করেননি।

বর্ধিত অংশ ছাড়া হাদীসটি আলেমদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। একদল হাফিয তার সূত্রগুলো একত্রিত করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আবূ বাক্‌র আস-সায়রাফী বলেছেন : ষাটজন সহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী তার সূত্রগুলো একত্রিত করেছেন।

বর্ধিত অংশ ছাড়া দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট লাভকারী দশজন সহাবাসহ বর্ণনাকারী হিসেবে চুয়ান্ন জন সহাবার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (প্রয়োজনে দেখুন মূল কিতাব) অনুবাদক।

১০১২. (تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ).

১০১২। তাওয়াফই হচ্ছে বাইতুল্লাহ্‌র অভিবাদন।

মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে আমি জানি না।

হানাফী মাযহাবের "হেদায়াহ" গ্রন্থের লেখক হাদীসটি নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন : "من أتى البيت فليحيه بالطواف" 'যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্‌য় আসবে সে যেন তাওয়াফের দ্বারা তাকে অভিবাদন জানায়।'

'হেদায়া' গ্রন্থের হাদীসগুলোর তাখরীজকারী হাফিয যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" (২/৫১) গ্রন্থে খুবই গারীব বলার দ্বারা হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আরো স্পষ্ট করে "আদ-দিরায়াহ" (পৃঃ ১৯২) গ্রন্থে বলেছেন : আমি হাদীসটিকে পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি : কওলী বা ফে'লী কোন প্রকার সুন্নাতেই উক্ত হাদীসের সাক্ষীমূলক কিছু সম্পর্কে আমি জানি না। বরং ব্যাপক ভিত্তিক দলীল দ্বারা মসজিদে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত পড়ার কথা সাব্যস্ত হয়েছে যা মসজিদুল হারামকেও সম্পৃক্ত করে। তাওয়াফ দ্বারা শুরু করা 'আম (ব্যাপক ভিত্তিক) হাদীসের বিপরীত। হজ্জের মওসুমে মসজিদুল হারামে প্রবেশকারী যখনই প্রবেশ করবে তখনই তার পক্ষে তাওয়াফ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের মধ্যে কোন প্রকার কঠোরতা রাখেননি। শুধুমাত্র ইহরাম বেঁধে আগত ব্যক্তির জন্য সুন্নত হচ্ছে এই যে, তিনি সর্বপ্রথম তাওয়াফ শুরু করবেন অতঃপর দু'রাক'আত সলাত আদায় করবেন।

১০১৩. (إِذَا رَمَيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ).

১০১৩। তোমরা যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, যবেহ করে ফেলবে ও মাথা নাড়া করে ফেলবে তখন নারী ছাড়া তোমাদের জন্য সব কিছু হালাল হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ত্ববারী তার "তাফসীর" (৪/ নং ৩৯৬০) গ্রন্থে এবং দারাকুতনী তার "সুনান" (২৭৯) গ্রন্থে আব্দুর রহীম ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আম্‌র হতে, তিনি আমরাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি আয়েশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম মুহরেম ব্যক্তি কখন হালাল হবে? তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বুলূগুল মারাম গ্রন্থে বলেছেন। এর সমস্যা হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত, কারণ তিনি মুদাল্লিস, আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষার ব্যাপারেও মতভেদ করা হয়েছে। আব্দুর রহীম হাজ্জাজ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অথচ ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হাজ্জাজ হতে 'যবেহ করে ফেলবে' শব্দ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

এটি ত্বহাবী (১/৪১৯), ইমাম আহমাদ (৬/১৪৩), বাইহাক্বী (৫/১৩৬) ও আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৬/৬৪/২) বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যিয়াদ তাদের দু'জনের বিরোধিতা করে হাজ্জাজ হতে, তিনি যুহরী হতে 'যবেহ করে ফেলবে এবং মাথা নাড়া করে ফেলবে' শব্দ দু'টি ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এটিকে আবূ দাউদ (১/৩১০) ও ত্বহাবী উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আবূ দাউদ বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল। হাজ্জাজ যুহ্‌রীকে দেখেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাজ্জাজ হতে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। সমস্যা হচ্ছে হাজ্জাজ নিজেই। যেমনটি বাইহাক্বী ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতেই গোলমেলে হয়ে গেছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে যার ভাষা হচ্ছে '... কুরবানীর দিন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বেই জামারাতুল আকাবাহতে যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করেন তখন।'

এ অংশটুকুর জন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে শাহেদ রয়েছে।

অতএব যাবেহ ও মাথা নাড়া করার উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে। এ বর্ধিত শব্দ দু'টি মুনকার।

١٠١٤. (لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ. يَعْنِي الْكُحْلَ).

১০১৪। সওম পালনকারী ব্যক্তি যেন তা হতে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ সুরমা ব্যবহার করা হতে।

এটি মুনকার।

এটি আবূ দাউদ (১/৩৭৩) ও বাইহাক্বী (৪/২৬২) আব্দুর রহমান ইবনুন নু'মান ইবনে মা'বাদ ইবনে হাওযাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষাটি আবূ দাউদের। বাইহাক্বীর ভাষা হচ্ছে "তুমি সওম রাখা অবস্থায় দিনের বেলা সুরমা লাগাবে না, তুমি রাতে সুরমা লাগাও ... ।" বাইহাক্বী নিম্নের ভাষার দ্বারা হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ঃ

দিনের বেলায় সওম অবস্থায় সুরমা লাগানো নিষেধ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ হাদীসটির পরেই বলেছেন : আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেছেন : হাদীসটি মুনকার।

তিনি ইমাম আহমাদ হতেও "আল-মাসায়েল" (পৃঃ ২৯৮) গ্রন্থে অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সমস্যা হচ্ছে দু'টি ঃ

১। বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনুন নু'মান দুর্বল। তার দ্বারাই মুনযেরী সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি "মুখতাসারুস সুনান" (৩/২৬০) গ্রন্থে বলেন :

ইয়াহ্ইয়াহ ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন : তিনি সত্যবাদী।

হাফিয যাহাবী তার ব্যাপারে উভয়ের সাংঘর্ষিক মন্তব্য উল্লেখ করার পর বলেছেন : দুর্বল হওয়াটাই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণেই তিনি তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে, তাকে পরিত্যাগ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি বেশী দুর্বল নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। আর মুনযেরীর নিকট হতে দ্বিতীয় সমস্যাটি ছুটে গেছে। সেটি হচ্ছে ঃ

২। তার পিতা নু'মান ইবনু মা'বাদের মধ্যে জাহালাত রয়েছে। সেদিকেই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ "আস-সিয়াম" (পৃঃ ৪৯) গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন : তার পিতা এবং তার ন্যায়পরায়ণতা ও হেফয সম্পর্কে কে জানে? এ কারণেই হাফিয যাহাবী বলেন :

তিনি অপরিচিত। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাজহূল।

অতঃপর তিনি (ইবনু তাইমিয়্যাহ) মুনযেরীর ন্যায় শুধুমাত্র আব্দুর রহমান দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আনাস (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি সওম অবস্থায় সুরমা লাগাতেন। এটি আবূ দাঊদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (১৮৯) গ্রন্থে বলেন : তাতে সমস্যা নেই।

আলেমগণ সওম পালনকারী ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করতে পারবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ করেছেন। অনুরূপভাবে সওম অবস্থায় ইনজেকশান দেয়ার বিষয়েও মতভেদ করেছেন।

সঠিক হচ্ছে এই যে, সুরমা বা ইনজেকশানের দ্বারা সওম ভাঙ্গে না। যদি এ সব কিছু সওম অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) হারাম করতেন এবং তার দ্বারা সওম ভঙ্গ হতো তাহলে অবশ্যই রসূল (ﷺ)-এর উপর এগুলোর বিবরণ দেয়া অপরিহার্য হয়ে যেত। আর তিনি যদি তা বলতেন তাহলে সহাবাগণ তা বর্ণনা করতেন। আর উম্মাতের নিকট তা পৌঁছত যেমনিভাবে শরী'য়াতের সব কিছু পৌঁছেছে। যখন বিদ্যানগণের কেউ নাবী (ﷺ) হতে এ বিষয়ে মুসনাদ বা মুরসাল হিসেবে কোন সহীহ হাদীস বর্ণনা করেননি, তখন জানা যাচ্ছে যে, এ মর্মে কিছু বর্ণিত হয়নি। অতএব মূল হচ্ছে নিষেধ না হওয়া আর তার উপরেই আমাদেরকে আমল করতে হবে। আর সুরমা সম্পর্কে আবূ দাউদ যেটি বর্ণনা করেছেন সেটি দুর্বল...।

এ সব (সুরমা, ইনজেকশান ইত্যাদির) দ্বারা সওম ভেঙ্গে যাবে বলে কিয়াস করে দলীল দেয়া হয়েছে। তা সঠিক নয়। বরং সে কিয়াস ফাসেদ (বাতিল)।

এ ভাবেই ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) সুরমা ও ইনজেকশান দ্বারা সওম ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

মোট কথা সঠিক হচ্ছে এই যে, সুরমার দ্বারা সওম ভাঙ্গে না। সুরমা মেসওয়াকের ন্যায় যখন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া সূচের মাধ্যমে পেশীতে বা রগে যে ইনজেকশান নেয়া হয় তার দ্বারাও সওম ভাঙ্গবে না। তবে যদি ইনজেকশানের দ্বারা রোগীর খাদ্যাভাব দূর করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে সওম ভেঙ্গে যাবে।

১০১৫. (مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَن يُصَلِّيَ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَالصُّبْحَ بِمِنَى، ثُمَّ يَغْدُوْ إِلَى عَرَفَةَ فَيَقِيْلُ حَيْثُ قُضِيَ لَهُ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ حَتَّى يَزُوْرَ الْبَيْتَ).

১০১৫। হাজ্জের সুন্নাত হচ্ছে ইমাম যোহর, আস্‌র, মাগরিব, ঈশা ও সকালের সলাত মিনায় আদায় করবেন। অতঃপর সকালে আরাফার উদ্দেশ্যে রাওয়ানা করবে, দুপুরের পানাহার যেখানে ভাগ্যে লিখা সেখানে করবে। যখন সূর্য (পশ্চিমে) ঢলে যাবে তখন লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবাহ দিবে। অতঃপর যোহর ও আসরের সলাত একত্রিত করে আদায় করবে। অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবে। যখন জামারাতুল আকাবায় (মক্কার নিকটবর্তী কঙ্কর মারার স্থানে) কঙ্কর মারা হয়ে যাবে, তখন নারী ও সুগন্ধি ছাড়া তার উপর যা কিছু হারাম করা হয়েছিল সেসব কিছু হালাল হয়ে যাবে। বাইতুল্লাহ যিয়ারাত করা হলে সে দু'টিও হালাল হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (১/৪৬১) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৫/১২২) ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ ইয়াযীদ তাদের দু'জনের শর্ত মাফিক হলেও তিনি তাদের দু'জনেরই শাইখ নন। তারা দু'জন আহমাদ, ইসহাক ও অন্যদের মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহকে আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৫/১২০) গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। তিনি মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না)। তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ

করা যায় না। এছাড়া তার কোন কোন ভাষার বিরোধিতাও করা হয়েছে। ইমাম ত্বহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ সূত্রে ...আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে সুগন্ধির কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এটিই সঠিক। কারণ আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : যখন রসূল (ﷺ) জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে শেষ করেন তখন তিনি তাঁকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছেন।

এটিই সঠিক। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তার মুখস্থ বিদ্যার দিক দিয়ে। কারণ এটিই সহীহ সুন্নাতের সাথে মিলে যাচ্ছে।

সতর্কবাণীঃ বাহ্যিকভাবে এটি মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও আমি য'ঈফার মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছি। কারণ হাদীস শাস্ত্রের থিওরী অনুযায়ী সহাবী যদি বলেন যে, 'এরূপ সুন্নাতের অন্তর্গত' তাহলে তা মারফূ'র হুকুম বহন করে।

১٠١٦. (كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا).

১০১৬। তিনি জুম'আর (সলাতের) আগে চার ও পরে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (নং ৪১১৬) গ্রন্থে আলী ইবনু সা'ঈদ আর-রাযী হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আত্তাব ইবনু বাশীর হতে, তিনি খুসায়েফ হতে, তিনি আবূ ওবায়দাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : এ হাদীসটি খুসায়েফ হতে একমাত্র আত্তাব ইবনু বাশীর বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (২/২০৬) কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আদ-দিরায়াহ" (পৃঃ ১৩৩) গ্রন্থে বলেন : তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এতে পাঁচটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ও তার ছেলে আবূ ওবায়দার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি। যেমনটি আবূ ওবায়দাহ নিজে তা স্পষ্ট করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের উপর হানাফীদের বর্তমান যুগের কোন গ্রন্থ রচনাকারী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে আবূ ওবায়দার শ্রবণ সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন!

২। খুসায়েফ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দির রহমান আল-জাযারী **আল**-হাররানী। হাফিয "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, হেফযে ত্রুটিযুক্ত, তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

৩। আত্তাব ইবনু বাশীর : বিতর্কিত ব্যক্তি। ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য। আরেকবার বলেছেন : তিনি দুর্বল। নাসাঈ বলেছেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি তেমন নন। ইমাম আহমাদ বলেন : আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তিনি তার শেষ জীবনে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি মনে করি সেগুলো খুসায়েফের পক্ষ হতেই হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি খুসায়েফ হতেই বর্ণনাকৃত। এটি তার মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় তাকে আরো শক্তিশালী করছে।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তিনি জুম'আর আগে ও পরে চার রাক'আত করে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন। এটি আব্দুর রায্যাক (৫৫২৫) বর্ণনা করেছেন।

৪। সুলায়মান ইবনু আম্রকে কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন পাচ্ছি না। তবে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্-তা'দীল" (২/১/১৩২) গ্রন্থে বলেন : আবূ হাতিম তার থেকে লিখেছেন।

উপরের আলোচনা হতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে মুনকার। মওকূফ হিসেবে সঠিক।

৫। আত্তাব ইবনু বাশীর ভুল করে মারফূ' করে দিয়েছেন। কারণ তার হেফযে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল তার বিরোধিতা করে খুসায়েফ হতে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটি ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (২/১৩১, ১৩৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু ফুযায়েল নির্ভরযোগ্য তিনি শাইখায়নের বর্ণনাকারী।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণে এটি 'কবলাল জুম'আহ' সুন্নাত নামের সলাত শরীয়ত সম্মত হওয়ার দলীল হতে পারে না।

সতর্কবাণী : হাদীসটির সনদ "নাসবুর রায়াহ" (২/২০৬) গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : আলী ইবনু ইসমা'ঈল আর-রাযী সুলায়মান ইবনু উমার ইবনে খালেদ হতে। সঠিক হচ্ছে যেমনটি "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি।

১০১৭. (كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ).

১০১৭। তিনি জুম'আর আগে ও পরে দু'রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আল-খাতীব (৬/৩৬৫) ত্ববারানীর সূত্রে বায্যার হতে, তিনি ইসহাক ইবনু সুলায়মান বাগদাদী হতে, তিনি আল-হাসান ইবনু কুতাইবাহ হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি সুহায়েল ইবনু আবী সালেহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : হাদীসটিকে সুফিয়ান হতে একমাত্র হাসান ইবনু কুতাইবাহ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আদী বলেন, আশা করি তার (হাসানের) ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। হাফিয যাহাবী তার এ কথার প্রতিবাদ করে বলেন :

বরং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন : তিনি দুর্বল। আযদী বলেন : তিনি ওয়াহিউল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল)। উকায়লী বলেন : তিনি অধিক সন্দেহপ্রবণ।

হাদীসটিকে হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাত্হ" (২/৩৪১) গ্রন্থে এ বাক্যেই উল্লেখ করেছেন তবে তিনি বলেছেন : 'সলাতের পরে চার রাক'আত।' অতঃপর বলেছেন :

এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন আর তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীসটিতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসহাক ইবনু সুলায়মান মাজহূল (অপরিচিত)। খাতীব বাগদাদী তাকে এ হাদীসটির কারণে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

১০১৮. (تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللهُ لَهُ أُمُورَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللهِ إِلا جَعَلَ اللهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَفِدُ إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ اللهُ إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ).

১০১৮। সাধ্যমত তোমরা দুনিয়ার চিন্তাগুলো হতে মুক্ত থাক। কারণ যার সর্ববৃহৎ চিন্তা ভাবনা হবে দুনিয়া কেন্দ্রিক আল্লাহ তা'আলা তার উপর তার কর্ম

ব্যস্ততাকে ছড়িয়ে (বাড়িয়ে) দিবেন এবং দরিদ্রতাকে তার দু'চোখের সামনে করে দিবেন। আর যার সর্ববৃহৎ চিন্তা হবে আখেরাত কেন্দ্রিক আল্লাহ তা'আলা তার কর্মগুলোকে তার জন্য একত্রিত করে (কমিয়ে) দিবেন এবং তার হৃদয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিবেন। কোন বান্দাহ যখন তার হৃদয় সমেত আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ভালবাসা ও দয়া সহকারে মু'মিনদের হৃদয়গুলোকে তার নিকট নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুত তার দিকে প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তু নিয়ে আসেন।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" (১৭৭-১৭৮) গ্রন্থে, তার থেকে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (২/৫৮) গ্রন্থে, ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (নং ৫১৫৭) গ্রন্থে, বাইহাক্বী "আয-যুহুদ" (২/৯৮) গ্রন্থে, সাম'আনী "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" (২/২) গ্রন্থে ও অনুরূপভাবে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/২২৭) গ্রন্থে জুনায়েদ ইবনুল আলা ইবনে আবী ওয়াহ্‌রাহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম ত্ববারানী অনুসরণ করে বলেছেন : জুনায়েদ ইবনু 'আলা এককভাবে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ জুনায়েদ সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। আবূ হাতিম বলেন : তিনি সালেহুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন : তার হাদীস হতে বেঁচে থাকা উচিত, তিনি তাদলীস করতেন। অতঃপর তার বিষয়টি তার নিকট গোলমেলে হয়ে যায়, ফলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও উল্লেখ করেন! বায্‌যার বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি হচ্ছেন ইবনু হাস্‌সান আল-মাসলূব। কারণ তিনি মিথ্যুক ... যেমনটি যাহাবী "আয- যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়েই যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" (১০/২৪৮) গ্রন্থে বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ মিথ্যুক।

١٠١٩. (مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا).

১০১৯। যে ব্যক্তি মহিলার ওড়না খুলে তার দিকে দৃষ্টি দিবে সে তার সাথে মিলিত হয়ে থাকুক বা না থাকুক তার উপর মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দারাকুতনী তার "সুনান" (৪১৯) গ্রন্থে ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। মুরসাল এবং ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বল হওয়ার কারণে। তার সূত্রেই হাদীসটিকে বাইহাক্বী মু'য়াল্লাক্ব হিসেবে (৭/২৫৬) উল্লেখ করে বলেছেন : এটি মুনকাতি'। তার কোন কোন বর্ণনাকারীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না।

অর্থাৎ ইবনু লাহী'য়ার দ্বারা।

বাইহাক্বী আব্দুল্লাহ সালেহ সূত্রে লাইস হতে, তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আবী জা'ফার হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাওবান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

যদিও তার (ইবনু সালেহের) মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তবে তা মোচনযোগ্য তার মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার কারণে। ইবনুত তুরকুমানী "আলজাওহারুন নাক্বী" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটিকে আবূ দাউদ তার "মারাসীল" গ্রন্থে কুতাইবাহ হতে, তিনি লায়স হতে, উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। অতএব শুধুমাত্র বাকী থাকছে মুরসাল হওয়ার সমস্যা।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (৩১১) গ্রন্থে বলেন : আবূ দাউদ "আল-মারাসীল" গ্রন্থে ইবনু সাওবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল। তবে মওকূফ হিসেবে সহীহ।

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেনঃ 'যদি দরযা বন্ধ করে দেয়া হয়, পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে।'

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদটি সহীহ।

"আল-মুওয়াত্তা" (২/৬৫) গ্রন্থে দু'টি মুনকাতি' সনদে উমার (رضي الله عنه) ও যায়েদ ইবনু সাবেত (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, মারফূ' হিসেবে দুর্বল, মওকূফ হিসেবে সহীহ। বলা যাবে না যে, মওকূফ মারফূ'র জন্য শাহেদ স্বরূপ। দু'টি কারণে শুধুমাত্র মতামত দিয়ে এরূপ বলা যাবে না ঃ

১। এটি আল্লাহ তা'আলার বাণীর বিরোধী ঃ

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...)

অর্থঃ "যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ (মিলামেশা) করার পূর্বেই ত্বালাক দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে তাদের জন্য মোহর নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে তাহলে নির্ধারিতের অর্ধেক প্রদান করতে হবে..." (সূরা বাক্বারাহ্ : ২৩৭)।

এখানে দরযা বা পর্দার কথা বলা হয়নি।

২। মওকূফ হিসেবে সহীহ বর্ণনায় তার বিপরীত মতও এসেছে। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে কোন মহিলাকে বিবাহ করল, তার সাথে একাকি হলো অথচ তাকে স্পর্শ না করেই ত্বালাক দিয়ে দিল : সে নারী অর্ধেক মোহরের হকদার। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "যদি তোমরা তাদেরকে স্পর্শ (মিলামেশা) করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে তাদের জন্য মোহর নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, তাহলে নির্ধারিতের অর্ধেক প্রদান করতে হবে..." (সূরা বাক্বারাহ : ২৩৭)।

এটি ইমাম শাফে'ঈ ও তার সূত্রে বাইহাক্বী (৭/২৫৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কিন্তু অন্য সূত্রে বাইহাক্বী তাউসের মাধ্যমে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। সেটি সহীহ। যা পূর্বের সনদটিকে শক্তিশালী করছে।

বাইহাক্বী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে স্পর্শ করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মেলামেশা হওয়া।

যখন সহাবাদের মধ্যে এ মাসআলাতে মতভেদ হয়েছে, তখন আমাদেরকে দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, আয়াত ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মাযহাবকে শক্তি যোগাচ্ছে। অতএব তার মতটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী। আর এটিই ইমাম শাফে'ঈর মাযহাব।

১০২০. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ غَيْرِأَمْرِ زَوْجِهَا كَانَتْ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَى عَنْهَا).

১০২০। যে নারী তার স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই বাইরে যাবে, সে নারী তার বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিংবা তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৬/২০০-২০১) গ্রন্থে আবূ নু'য়াইম সূত্রে তার সনদে ইবরাহীম ইবনু হুদবাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে তিনি এ ইব্‌রাহীমের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি আনাস (রাঃ) হতে কতিপয় বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় বাতিল হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। তিনি ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, ইব্‌রাহীম মিথ্যুক খাবীস। আলী ইবনু সাবেত হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

তিনি আমার এ গাধার চেয়েও বেশী বড় মিথ্যুক। হাফিয যাহাবী বলেন :

বাগদাদ ও অন্য স্থানে তিনি কতিপয় বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম প্রমুখ বলেন : তিনি মিথ্যুক।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন :

ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি দাজ্জালদের মধ্য থেকে এক দাজ্জাল। উকায়লী ও খালীলী বলেন : তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে।

এতো কিছু সত্ত্বেও সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ হাদীসটি আল-খাতীবের বর্ণনায় উল্লেখ করে তার গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এ কারণে মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে তার সমালোচনা করেছেন।

১০২১. (مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي ؛ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي).

১০২১। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমাকে যিয়ারাত করবে, সে যেন আমাকে আমার জীবদ্দশায় যিয়ারাত করল।

হাদীসটি বাতিল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" (পৃঃ ২৭৯-২৮০) গ্রন্থে হারূণ আবূ কায'য়াহ হতে, তিনি আলু হাতেবের এক ব্যক্তি হতে, তিনি হাতেব হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ...।

আল-মাহামেলী এবং সাজী এরূপই বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বলঃ

১। যে ব্যক্তির নাম নেয়া হয়নি তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

২। হারূণ আবূ কায'য়াহ দুর্বল। তাকে ইয়াকূব ইবনু শাইবাহ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। উকায়লী, সাজী ও ইবনুল জারূদ তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন : তার অনুসরণ করা যায় না।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে হাতেবকে উল্লেখ করেননি। অতএব হাদীসটি মুরসাল। আযদী তার নিম্নলিখিত ভাষ্যে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেনঃ

হারূণ আবূ কায'যাহ আলু হাতেবের এক ব্যক্তি হতে মুরসালগুলো বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদের মধ্যে হারূণের ব্যাপারে মতভেদ ও ইযতিরাব হওয়া হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা। কেউ কেউ মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতনেও ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

[কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন : হারূণ আবূ কায'য়াহ, কেউ বলেছেন : হারূণ ইবনু কায'য়াহ, আবার কেউ বলেছেন : হারূণ ইবনু আবী কায'য়াহ। সম্ভবত প্রথমটিই সঠিক। ইবনু আদী "আল-কামেল" (৭/২৫৮৮) গ্রন্থে বলেন : হারূণ আবূ কায'য়াহ]।

মোটকথা হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। হাদীসটিকে অনুরূপ দুর্বল বা তার চেয়েও বেশী দুর্বল সনদে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে এ সনদটিই ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসের সনদের তুলনায় ভাল। কারণ তাতে মিথ্যা ও হাদীস জাল করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

এটি অবহিত হওয়ার পরে নিম্নোক্ত কারণ বর্ণনা করা বাতিল : সাখাবী "আল-মাকাসেদ" গ্রন্থে বলেছেন : ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ ও

বাইহাক্বী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং অনুরূপ কথা যাহাবীও বলেছেন : তার সূত্রগুলো দুর্বল, তবে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। কারণ সেগুলোর সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী নেই।

কারণ ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে মিথ্যা ও জাল করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতএব একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করছে কথাটি বাতিল।

এতো গেল সনদ নিয়ে আলোচনা। আর হাদীসটির ভাষা সেটিতো সুস্পষ্ট মিথ্যা। যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বর্ণনা করেছেন।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন যে ব্যক্তি তাঁর কবর যিয়ারাত করবে তার স্তরটি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাকে তাঁর জীবদ্দশায় যিয়ারাত করেছে এবং তার সাথে থেকে তাঁর সংস্পর্শতার সম্মান অর্জন করেছে। যাদের ফযীলত সম্পর্কে রসূল (ﷺ) বলেছেন : 'তোমরা আমার সাথীদেরকে গালি দিও না। কারণ আমি মুহাম্মাদের আত্মা যাঁর হাতে তাঁর কসম, যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ খরচ (সাদাকাহ্) করে তবুও তা তাদের এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদের সমতুল্য হবে না।'

কিভাবে বোধগম্য হয় যে, শুধুমাত্র তাঁর (ﷺ) কবর যিয়ারাত করার দ্বারা তিনি (নাবী (ﷺ)) তাকে তাদের (সহাবাদের) একজনের ন্যায় বানিয়ে দিবেন?

١٠٢٢. (يَا عُمَرُ! هَهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ).

১০২২। হে উমার! এখানেই চোখের পানি প্রবাহিত করা হয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/২২১-২২২) ও হাকিম (১/৪৫৪) মুহাম্মাদ ইবনু আউন হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) হাজরে আসওয়াদের নিকট এগিয়ে গেলেন, অতঃপর তার দু'ঠোট তার উপর রেখে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর ফিরে দেখলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কাঁদছে। তখন তিনি উক্ত কথাটি বলেন ঃ...।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তা তাদের দু'জনের ধারণা মাত্র। কারণ এই মুহাম্মাদ ইবনু আউন হচ্ছেন খুরাসানী। সকলে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। বরং তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী নিজেই তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক। আর তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

অতঃপর যাহাবী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি এটিকে তার উপর ইনকার করেছেন। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় আবূ হাতিম এ হাদীসটি সম্পর্কেই আলোচনা করতে গিয়ে তার সম্পর্কে বলেছেন :

তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। তিনি নাফে' হতে এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক।

١٠٢٣. (الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمُ).

১০২৩। সমুদ্রই হচ্ছে জাহান্নাম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৪/২২৩), ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১/৭১, ৪/২/৪১৪), হাকিম (৪/৫৯৬), বাইহাক্বী (৪/৩৩৪) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" (২/১) গ্রন্থে আবূ আসেম সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমাইয়াহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুইয়ায় হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু ই'য়ালা হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আসলে সেরূপ নয়। কারণ এ মুহাম্মাদ ইবনু হুইয়ায়কে ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম (৩/২/২৩৭) শুধুমাত্র এ ইবনু উমাইয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। অথচ তারা উভয়ে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তিনি মাজহূলুল 'আঈন। মানাবী হাফিয যাহাবী হতে নকল করেছেন যে, তিনি "আল-মুহায্‌যাব" গ্রন্থে বলেন : আমি তাকে চিনি না।

হাফিয ইবনু হাজার তাকে "আত-তা'জীল" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

١٠٢٤. (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيِ الرَّحْمَنِ، فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ لَهُ الرَّبُّ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ؟! إِلَى مَنْ ﴿هُوَ﴾ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي؟! ابْنَ آدَمَ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ فَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ).

১০২৪। বান্দা যখন সলাতের মধ্যে দাঁড়ায় তখন সে রহমানের দু'চোখের সম্মুখে হয়। ফলে সে যখন অন্য দিকে দৃষ্টি দেয় তখন প্রভু তাকে বলেন : হে আদম সন্তান! কার দিকে তাকাচ্ছ? কার দিকে তাকাচ্ছ সেকি তোমার জন্য আমার চেয়ে বেশী উত্তম?! হে আদম সন্তান! তুমি তোমার সলাতে মনোযোগী হও (আমার দিকে ধাবিত হয়ে), কারণ যার দিকে তুমি দৃষ্টি দিচ্ছ তার চেয়ে আমিই তোমার জন্য বেশী উত্তম।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃঃ ২৪) এবং বায্যার তার "মুসনাদ" (৫৫৩) গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খুযী হতে, তিনি আতা হতে, তিনি বলেন : আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে শুনেছি, তিনি বলেন রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...। এটি উকায়লীর ভাষা। বায্যারের ভাষায় এসেছে ঃ "بين يدي الرحمن" 'রহমানের সম্মুখে।'

উকায়লী ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এ ইব্রাহীম কিছুই না। তিনি বুখারী হতেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

এ সূত্রেই ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (৩/৮৬/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হায়সামী "আল-মাজমা'" (২/৮০) গ্রন্থে এবং মুনযেরী "আত্তারগীব" (১/১৯১) গ্রন্থে বায্যারের বর্ণনায় উল্লেখ করে তারা দু'জন তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বায্যার (৫৫২) জাবেরের হাদীস হতে ফাযল ইবনু 'ঈসা আর-রাকাশীর বর্ণনা থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ ফায্ল মুনকারুল হাদীস যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাকরীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٠٢٥. (بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ – وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ).

১০২৫। বরং তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর। যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণযোগ্য হচ্ছে, মনোবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, সিদ্ধান্ত দানের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ সিদ্ধান্তে আশ্চর্য হচ্ছে, তখন তুমি নিজেকে ধারণ করবে আর সাধারণদেরকে পরিত্যাগ করবে। কারণ তোমার পিছনে ধৈর্যের দিনসমূহ রয়েছে, সেগুলোতে ধৈর্য ধারণ করা অগ্নি শিখা মুষ্টি করে ধরার ন্যায়। তাদের মধ্যের একজন আমলকারীর সাওয়াব তার ন্যায় আমলকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির সাওয়াবের সমান হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (২/৪৩৭), তিরমিযী (৪/৯৯ তহফাহ সহ), ইবনু মাজাহ (২/৪৮৭), ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (১০/১৪৫, ১৪৬), ত্বহাবী "আল-মুশকিল" (২/৬৪-৬৫) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ্" (১৮৫০) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাশ্ক" (১৮/৭/২) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে উতবাহ ইবনু আবী হাকীম হতে, তিনি আম্র ইবনু জারিয়্যাহ আল্লাখমী হতে, তিনি আবূ উমাইয়াহ আশ্শা'য়াবানী হতে, তিনি আবূ সা'য়ালাবাহ আল-খুশানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

তাতে আমার নিকট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ আম্র ইবনু জারিয়্যাহ ও আবূ উমাইয়াহকে ইবনু হিব্বান ছাড়া পূর্ববর্তী কোন ইমাম নির্ভরযোগ্য বলেননি। তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যাদানের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে জ্ঞানীজনদের নিকট প্রসিদ্ধ। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং তাদের দু'জনের ব্যাপারেই বলেছেন : মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

এছাড়া উতবাহ ইবনু আবী হাকীমের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তার হেফযের দিক দিয়ে। তার ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার বলেন :

তিনি সত্যবাদী, তবে বহু ভুল করতেন। এ কারণে এ হাদীসটির সনদ হাসান বললে তার দ্বারা হৃদয় তৃপ্ত হয় না।

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)

"হে ইমানদাররা তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ধারণ কর, যদি তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও তাহলে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (সূরা মায়েদাহঃ ১০৫)।

এ আয়াতের বাহ্যিক অবস্থা প্রসিদ্ধ তাফসীরের বিপরীত। সুনান রচনাকারীগণ, ইমাম আহমাদ, ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (১৮৩৭) গ্রন্থে ও অন্যান্যরা সহীহ সনদে আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি দাঁড়ালেন অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন : হে লোকেরা! তোমরা এ আয়াত (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) পাঠ করছ। তোমরা আয়াতটি যে স্থানের সে স্থানের বিপরীত স্থানে রাখছ। আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি :

"إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ وَلاَ يُغَيِّرُونَهُ يُوْشِكُ أَن يَّعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ"

'লোকেরা যখন অন্যায় দেখে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে না তখন তাদেরকে তার শাস্তি ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত (গ্রাস) করবে।' এটি "সাহীহার" মধ্যে (১৫৬৪) বর্ণনা করেছি।

তবে "ধৈর্যের দিন আসবে" এ বাক্যটির শাহেদ রয়েছে। এ মর্মে "সাহীহার" মধ্যে দু'টি হাদীস (৪৯৪ ও ৯৫৭ নম্বরে) উল্লেখ করেছি।

সতর্কবাণী : এ হাদীসটির ব্যাপারে এতো সব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার গবেষণা না করে শাইখ আল-গুমারী তার "কানূজ" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

١٠٢٦. (يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ أَلْقِهِ).

১০২৬। হে রশিধারী ব্যক্তি তুমি তা ফেলে দাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু হায্‌ম "আল-মুহাল্লা" (৭/২৫৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ওয়াকী' সূত্রে ইবনু আবী যিঈব হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সালেহ ইবনু আবী হাস্‌সান হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) এক ইহরামধারী ব্যক্তিকে রশি দিয়ে কমর বাধা দেখলে তাকে তিনি বলেন ঃ...।

অতঃপর ইবনু হায্‌ম বলেন : এটি মুরসাল। এতে কোন দলীল নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই। সালেহ ইবনু আবী হাস্‌সান ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য। নাসাঈ বলেন : তিনি মাজহূল। আবূ হাতিম বলে নঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি পঞ্চম স্তরের সত্যবাদী।

আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার ভাষা হচ্ছে :

'রসূল (ﷺ) মুহ্‌রেমের জন্য দেরহাম রাখার উদ্দেশ্যে কিছু বাঁধার অনুমতি প্রদান করেছেন।'

এটি ইবনু হায্‌ম 'আল-মুহাল্লা" (৭/২৫৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সনদের এক বর্ণনাকারী তুওয়ামার দাস সালেহ দুর্বল আর তার থেকে বর্ণনাকারী নাম না নেয়া ব্যক্তি মাজহূল। আর আরেক বর্ণনাকারী আল-আসলামী আমার ধারণা তিনি ওয়াকেদী তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনু ওয়াকেদ আসলামী তিনি মাতরূক।

তবে হাদীসটি মওকূফ হিসেবে সঠিক। দারাকুতনী (২৬১) ও বাইহাক্বী (৫/৬৯) শুরায়েক সূত্রে... ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : 'মুহরেমের জন্য আংটি ও দেরহাম (কমরে বেঁধে) রাখার ক্ষেত্রে অনুমতি আছে।'

শুরায়েকের হেফযে ত্রুটি আছে, তবে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ওয়াকী'র সূত্রে ইবনু হায্‌ম উল্লেখ করেছেন।

এ সনদটি মওকূফ হিসেবে ভাল। বুখারী আতা হতে মু'য়াল্লাক হিসেবে আর দারাকুতনী মওসূল হিসেবে সুফিয়ান সূত্রে ... আতা হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সহীহ। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাত্‌হ" গ্রন্থে বলেছেন : শুরায়েকের হাদীসটির চেয়ে এটি বেশী সহীহ।

এছাড়া আয়েশা (رضي الله عنها) হতে সহীহ সনদে (মুহরেমের জন্য কোমরে দেরহাম বেঁধে রাখা এবং কোমরবন্ধেও রাখা জায়েয আছে) অনুরূপ হাদীস মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা মুহরেম ব্যক্তির জন্য কোমরে দেরহাম বেঁধে রাখা ও কোমর বন্ধে দেরহাম রাখা জায়েয আছে। তা ইবনু আব্বাস ও আয়েশা (رضي الله عنهما) হতে মওকূফ হিসেবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٠٢٧. (حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وحريم الْبِئْرِ العادية خَمْسُونَ ذِرَاعًا).

১০২৭। (ইসলামী যুগে) তৈরিকৃত নতুন কুয়ার সংরক্ষিত স্থান হবে পঁচিশ হাত, আর পুরাতন কুয়ার সংরক্ষিত স্থান হবে পঞ্চাশ হাত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (পৃঃ ৫১৮) আল-হাসান ইবনু আবী জা'ফার সূত্রে মা'মার হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দারাকুতনী) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনে মূসা আল-মাকরী সূত্রে তার সনদে ইবরাহীম ইবনু আবী আবলাহ্ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে মুরসাল হিসেবে হাদীসটি সহীহ। আর যে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা করেছে সে সন্দেহ বশত করেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : প্রথম সূত্রটিতে আল-হাসান ইবনু আবী জা'ফার রয়েছেন তিনি দুর্বল যেমনটি যায়লা'ঈ (৪/২৯৩) বলেছেন। আর দ্বিতীয় সূত্রটিতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-মাকরী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তালখীস" গ্রন্থে (২৫৬) বলেন :

তিনি জাল করার দোষে দোষী। দারাকুতনী প্রমুখও একই কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বাইহাক্বী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তৃতীয় আরেকটি সূত্রেও যুহ্‌রী হতে বর্ণিত হয়েছে।

এটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/৩০৯) ও হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (৪/৯৭) উমার ইবনু কায়েস আল-মাক্কী সূত্রে যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে হাকিম ও হাফিয যাহাবী ত্রুটি করেছেন। কারণ এ উমার মাতরূক যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তালখীস" গ্রন্থে বলেন : তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম আহমাদের নিকট নিম্নের বাক্যে হাদীসটি হাসান ঃ

"حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم".

অর্থাৎ : উট ও ছাগলের জন্য কুয়ার চারি দিক থেকে সংরক্ষিত স্থান হচ্ছে চল্লিশ হাত।

١٠٢٨. (مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِه فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ).

১০২৮। যে ব্যক্তি সুরমা লাগাবে সে যেন বিজোড় করে লাগায়। যে তা করল সে উত্তম কাজ করল আর যে বিজোড় করে ব্যবহার করবে না তাতে কোন সমস্যা নেই। যে ব্যক্তি ছোট পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করবে সে যেন বিজোড় করে করে। যে তা করল সে উত্তম কাজ করল আর যে বিজোড় করে ব্যবহার করবে না তাতে কোন সমস্যা নেই। যে ব্যক্তি কিছু খাবে অতঃপর খিলাল করবে সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যে তার জিহ্বা দ্বারা চিবাবে সে যেন গিলে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে ভাল কাজ করল, আর যে ব্যক্তি তা করবে না তাতে কোন সমস্যা নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যাবে সে যেন পর্দা করে। যদি পর্দা করার জন্য কিছু না পায় তাহলে বালুগুচ্ছ একত্রিত করে তাকে পিছনে করবে। কারণ শয়তান আদম সন্তানের বসার স্থানগুলো নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে ভাল করল আর যে ব্যক্তি তা করবে না তাতে কোন সমস্যা নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (১/৬-৭), দারেমী (১/১৬৯-১৭০), ইবনু মাজাহ (১/১৪০-১৪১), ত্বহাবী (১/৭২) ও ইবনু হিব্বান (১৩২) সংক্ষিপ্তাকারে, বাইহাক্বী (১/৯৪, ১০৪) ও আহমাদ (২/৩৭১) হুসায়েন আল-হুবরানী সূত্রে আবূ সা'ঈদ আলখায়ের হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ সা'ঈদ হতে বর্ণনাকারী হুসায়েন আল-হুবরানী মাজহূল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ৩৭) গ্রন্থে অনুরূপভাবে "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এবং খাযরাজী "আলখুলাসাহ" গ্রন্থে বলেছেন। হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় না। আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য আখ্যাদান গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তাকে এককভাবে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

এটি দুর্বল হওয়ার কারণ : বহু হাদীসে এসেছে তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা ওয়াজিব। আর তিনের কম পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সালমান (রাঃ)-এর হাদীস, তিনি বলেন :

'রসূল (ﷺ) আমাদের একজনকে তিনটির কম পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।' এটি ইমাম মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

মাজহূল বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করার কারণে হাদীসটি দুর্বল। এর পরে হাদীসটির কোন ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যেমনটি বাইহাক্বী করেছেন।

এর পরে ইমাম নাবাবীর "আল-মাজমূ'" (২/৫৫) গ্রন্থের 'এ হাদীসটি হাসান' এ ভাষার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না। হাফিয ইবনু হাজারের "আল-ফাত্হ" (১/২০৬) গ্রন্থের ভাষ্য "তার সনদটি হাসান' দ্বারাও ধোঁকায় পড়া যাবে না। সান'আনী "সুবুলুস সালাম" গ্রন্থে "বাদরুল মুনীল" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে বলেছেন : 'হাদীসটি সহীহ। একদল মুহাদ্দিস সহীহ আখ্যা দিয়েছেন যেমন ইবনু হিব্বান, হাকিম ও নাবাবী' এর দ্বারাও ধোঁকায় পড়া যাবে না।

١٠٢٩. (أَمَا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا).

১০২৯। তা (হালাকাহ {বালা}) শুধুমাত্র তোমার দুর্বলতাকেই বৃদ্ধি করবে। তুমি তোমার নিকট হতে তা নিক্ষেপ কর। কারণ তোমার নিকট তা থাকা অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তুমি কক্ষণও পরিত্রাণ পাবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৫/৪৪৫) খালাফ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি আল-মুবারাক হতে, তিনি আল-হাসান হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। আল-মুবারাক ইবনু ফুযালাহ আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুদাল্লিস ছিলেন। পূর্ববর্তী একদল ইমাম এর দ্বারাই তার বিবরণ দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন :

আমি তার থেকে কিছুই গ্রহণ করি না। তবে যদি বলেন যে, 'আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন' তাহলে কিছু গ্রহণ করি।

ইবনু মাহ্দী বলেন : মুবারাকের হাদীসে আমরা তালাশ করতাম যে কোন্টিতে বলেছেন : আমাদেরকে হাসান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তা সত্ত্বেও দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি দুর্বল, বহু ভুল করতেন। অনুরূপ কথা ইবনু হিব্বান ও সাজীও বলেছেন।

২। হাসান ও ইমরান ইবনু হুসায়েনের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। কারণ তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি। যেমন দৃঢ়তার সাথে ইবনুল মাদীনী, আবূ হাতিম ও ইবনু মা'ঈন বলেছেন।

হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে ইবনু মাজাহ (২/৩৬১), ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" গ্রন্থে (১৪১০) এবং ত্বারানী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৮/১৭২/৩৯১) বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আবূ 'আমের সূত্রে ইবনু হিব্বান (১৪১১) ও হাকিম (৪/২১৬) বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি সহীহ আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু তা যে সঠিক নয় তার ব্যাখ্যা একটু আগে দেয়া হয়েছে। এছাড়া এটির সনদে আবূ 'আমের রয়েছেন। তিনি বহু ভুল করতেন যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। কিভাবে হাদীসটি সহীহ হয়?

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব "কিতাবুত তাওহীদ" গ্রন্থে বলেছেন : এটিকে ইমাম আহমাদ এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন যাতে কোন সমস্যা নেই! সমস্যা যে আছে তার সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন।

[শাইখ আলবানী এ হাদীসের সনদটি সম্পর্কে মূল গ্রন্থে সংগত কারণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কেউ আরো বিস্তারিত দেখতে চাইলে দেখার জন্য অনুরোধ করছি]।

١٠٣٠. (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ).

১০৩০। আমার উম্মাতের লোকেরা কিয়ামতের দিন উযূর চিহ্নের কারণে চমকদার উজ্জ্বলতা নিয়ে আগমন করবে, অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম সে যেন তা করে।

হাদীসটির শেষাংশকে হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম অংশটি মারফূ' হিসেবে সহীহ। দ্বিতীয় 'অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার

উজ্জ্বলতাকে...' এ অংশটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর বাক্য। কোন একজন বর্ণনাকারী মারফূ'র মধ্যে তার প্রবেশ ঘটিয়েছে।

এটি ইমাম বুখারী (১/১৯০), বাইহাক্বী (১/৫৭) ও আহমাদ (২/৪০০) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী হিলাল হতে, তিনি না'ঈম ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুজমের হতে ...বর্ণনা করেছেন।

নু'য়াইম বলেন : জানিনা শেষাংশটি রসূল (সাঃ)-এর কথা নাকি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর কথা!

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (১/১৯০) গ্রন্থে বলেন : নু'য়াইম ছাড়া আবূ হুরাইরাহ সহ অন্যান্য দশজন সহাবী হতে কোন বর্ণনাকারী এ অংশটিকে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : নু'য়াইম ছাড়াও লাইস উক্ত বাক্যটি সহকারে বর্ণনা করেছেন। যেটি ইমাম আহমাদ (২/৩৬২) বর্ণনা করেছেন। তবে লাইস ইবনু আবী সুলায়েম দুর্বল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে।

শেষাংশটি মুদরাজ হিসেবে একাধিক হাফিয হুকুম লাগিয়েছেন। যেমন হাফিয মুনযেরী "আত্তারগীব" (১/৯২) গ্রন্থে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম "হাবিউল আরওয়াহা ইলা বিলাদিল আফরাহ" (১/৩১৬) গ্রন্থে বলেছেন : বর্ধিত অংশটিকে হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর কথা, নাবী (সাঃ)-এর ভাষ্য নয়। ... কারণ উজ্জ্বলতা হাতে হয় না উজ্জ্বলতা হয় একমাত্র মুখে। তা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ তা মাথার মধ্যে প্রবেশ করবে। আর তাকে উজ্জ্বলতা বলা হয় না।

[এ হাদীসটি সম্পর্কে শাইখ আলবানী মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন]।

১০৩১. (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ؟ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا »‌. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– :« فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ؟ ». قَالُوا : لاَ ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ. قَالَ :« هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ).

১০৩১। হে আনসারের দল! পবিত্র থাকার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উত্তম প্রশংসা করেছেন। কী এই পবিত্রতা তোমাদের? তারা বলল : আমরা সলাতের জন্য উযূ করি এবং জানাবাতের জন্য গোসল করি। রসূল (ﷺ) বললেন : তার সাথে কি অন্য কিছু আছে? তারা বলল : না। কিন্তু আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হয় তখন সে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা পছন্দ করে। রসূল (ﷺ) বললেন : এটিই সেটি। অতএব তোমরা তা ধারণ কর।

হাদীসটি এ বাক্যে দুর্বল।

এটি ইবনুল জারূদ "আল-মুন্তাকা" (নং ৪০) গ্রন্থে, দারাকুতনী (২৩) ও বাইহাক্বী (১/১০৫) বিভিন্ন সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি উতবাহ ইবনু আবী হাকীম হামাদানী হতে, তিনি ত্বলহা ইবনু নাফে' হতে, তিনি আবূ আইউব, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ ও আনাস ইবনু মালেক আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : উতবাহ ইবনু আবী হাকীম শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয যাহাবী এ কারণেই তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

তিনি মধ্যম ব্যক্তি, হাদীসের ক্ষেত্রে ভাল। আর হাফিয ইবনু হাজারের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, তিনি তার নিকট দুর্বল। কারণ তিনি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন।

ইমাম নাবাবী ও হাফিয যায়লা'ঈ তাকে চালিয়ে দিয়েছেন এবং তার হাদীসকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে বলেন : সনদটি সহীহ। কিন্তু তাতে উতবাহ ইবনু আবী হাকীম রয়েছেন। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। জামহূর তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর যিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তিনি তার কারণ বর্ণনা করেননি। অথচ ব্যাখ্যা ছাড়া দোষারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ভাষায় দু'দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে ঃ

১। জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ কথায় ধারণা হতে পারে যে, তাকে যারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন সংখ্যায় তারা কম। আসলে তা নয়। কারণ আমি তাদের (দুর্বল আখ্যাদানকারী) নামগুলো তালাশ করে পেয়েছি সংখ্যায় তারা আটজন। তারা হচ্ছেন ঃ

১। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল। তিনি তাকে সামান্য দুর্বল আখ্যা দেন।

২। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন। তিনি একবার বলেছেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। অন্যবার বলেছেন : সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোন উপাস্য নেই অবশ্যই তিনি মুনকারুল হাদীস।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু আউফ আত-তাঈ। তিনি বলেছেন : তিনি দুর্বল।

৪। আল-জুযজানী। তিনি বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নন।

৫। নাসাঈ বলেছেন : তিনি দুর্বল। আরেকবার বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

৬। ইবনু হিব্বান বলেন : তার থেকে বাকিয়্যার বর্ণনা ছাড়া তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। দারাকুতনী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

৮। বাইহাক্বী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

যারা তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন তাদের নামগুলো তালাশ করে পেয়েছি সংখ্যায় তারাও আটজন। তারা হচ্ছেন ঃ

১। মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ আত্‌তাতারী বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য।

২। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য।

৩। আবূ হাতিম বলেন : তিনি সালেহ।

৪। দুহায়েম বলেন : তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে মুস্তাকিমুল হাদীস হিসেবেই জানি।

৫। আবূ যুর'য়াহ দেমাস্কী তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৬। ইবনু আদী বলেন : আমার ধারণা তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

৭। ত্ববারানী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৮। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যদি বলা হয় জামহূর তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তাহলে সেটিই সঠিকের নিকটবর্তী হবে। কারণ ইবনু মা'ঈন ও ইবনু হিব্বানকে উভয় তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইজতিহাদের দ্বারা বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আসলে সে দোষযুক্ত ব্যক্তি, তখন তাকে দোষারোপ করেছেন। এ সময় অগ্রাধিকার দিতে হবে দোষারোপমূলক ভাষ্যকে এবং তাই উপযোগী। কারণ কোন ব্যক্তি বর্ণনাকারীকে দোষারোপ করেন সে তার উপযোগী

তা স্পষ্ট হওয়ার পরেই, তার সম্পর্কে না জেনে নয়। অতএব দোষযুক্ত ভাষ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

আবূ হাতিম যে বলেছেন : সালেহ, এ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি নিজেই বলেছেন : যখন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে সালেহুল হাদীস বলা হবে, তখন তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে লিখা যাবে। এর অর্থ এই যে, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। অতএব এটি সমালোচনাসূচক শব্দ, প্রশংসামূলক নয়।

অতএব দুর্বল আখ্যাদানকারীদের সংখ্যা নয়জন হয়ে যাচ্ছে। আর নির্ভরযোগ্য আখ্যাদানকারীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ।

এছাড়া ইবনু আদী যে বলেছেন : আমি আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। এ বাক্যটি নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দলীল নয়। যদি তা ধরেই নেয়া হয়, তাহলে তা সর্ব নিম্ন পর্যায়ের প্রশংসা ...। যেমনটি "আত্‌তাদরীব" (পৃঃ ২৩৪) গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যায়লা'ঈ যে (১/২১৯) বলেছেন : তার সনদটি হাসান। এ বক্তব্যটি হাসান (ভালো) নয়। কারণ তিনি উপরে উল্লেখিত কোন নির্ভরযোগ্য ঘোষণাদানকারীদের কথার উপর ভিত্তি করেই বলেছেন।

ইবনুত তুরকুমানীও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (১/২৮) গ্রন্থে বলেন : এ সনদটি দুর্বল। কারণ উতবাহ ইবনু আবী হাকীম দুর্বল। আর ত্বলহার আবূ আইউবের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আমি (আলবানী) বলছি : উতবাহ দুর্বল হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে : এ হাদীসটির ভাষার বর্ণনা ও তা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে তিনি ইযতিরাবে পড়েছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু শু'য়াইব তার থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

'আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন পানি দ্বারা ইস্তি ন্‌জা করাকে পছন্দ করতেন।'

আর সাদাকাহ ইবনু খালেদ তার থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তারা বলেন : আমরা সলাতের জন্য উযূ করি, জানাবাতের কারণে গোসল করি ও পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করি।'

এটি ইবনু মাজাহ (১৪৬-১৪৭), হাকিম (২/৩৩৪-৩৩৫) ও যিয়া আল-মাকদেসী "আল-আহাদীসুল মুখতারাহ" (২/১৪০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ, যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, সনদটি দুর্বল (সহীহ নয়)। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, হাদীসটির ভাষার ক্ষেত্রে উতবাহ ইযতিরাব করেছেন তার বিবরণ দেয়া। কখনও প্রথম বাক্যে বর্ণনা করেছেন আবার কখনও দ্বিতীয় বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এ ইযতিরাব তার থেকে বর্ণনাকারী দু'ব্যক্তি থেকে ঘটেনি। কারণ তারা উভয়েই সকলের ঐকমত্যে নির্ভরযোগ্য। অতএব স্থির হচ্ছে এই যে, এ ইযতিরাব উতবাহ হতেই ঘটেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বরং সেটির ভাষা সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে দু'টি কারণেঃ

১। অন্য সূত্রে আবূ আইউব (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। দ্বিতীয় বাক্যটির আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও উওয়াইমের ইবনু সায়েদাহ (রাঃ)এর হাদীসে তার বহু শাহেদ এসেছে। আমি সেগুলো "সহীহ আবী দাঊদ" (নং ৩৪) ও "আল-ইরওয়া" গ্রন্থে (৪৫) বর্ণনা করেছি।

যদি বলা হয় : দু'বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী যাতে করে আমরা একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য দিচ্ছি?

তার উত্তর এই যে, যে বাক্যটিকে সহীহ হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছি, সেটিতে 'আমভাবে ইস্তিন্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পায়খানা হতে বের হওয়ার কথা সম্পৃক্ত করা হয়নি। অপর পক্ষে অনাগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বাক্যে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যার বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তারা পাথরের দ্বারা ইস্তিন্জা করার পর পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করত। কারণ তা না হলে প্রশংসা করা জায়েয হতো না।

এ সময় আলোচ্য হাদীসটি ইস্তিন্জার ক্ষেত্রে পানি ও পাথর জমা করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর এ সময় হাদীসটিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের শাহেদ হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব। যেটিকে বায্যার নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

"فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماءَ."

'তারা বলল : আমরা পানি দ্বারা পাথরের অনুসরণ করতাম।'

কিন্তু এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তালখীস" ও "আল-বুলুগ" গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন আর যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" (১/২১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বরং আমার নিকট এ হাদীসটি মুনকার এটি হাদীসটির সকল সূত্রের বিরোধী হওয়ার কারণে যেগুলোতে শুধুমাত্র পাথরের কথা

উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইমাম নাবাবী একটু অগ্রণী হয়ে "আল-খুলাসাহ" গ্রন্থে বলেছেন যেমনটি যায়লা'ঈ বর্ণনা করেছেন ঃ

['তাফসীর ও ফিকাহের গ্রন্থসমূহে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে পাথর ও পানিকে একত্রিত করে ইস্তিন্জা করার বিষয়টি তা বাতিল, এটি জানা যায় না।'

অনুরূপ কথা তিনি "আল-মাজমূ" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা করে পানি ও পাথরকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন ঃ

তারা পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করতেন, হাদীসের গ্রন্থগুলোতে পানি ও পাথরকে একত্রিত করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি। বিভিন্ন সূত্র হতে যে বক্তব্য উল্লেখ করলাম তাই পরিচিতি লাভ করেছে হাদীসের গ্রন্থসমূহে।

লেখক যে বলেছেন : ' 'তারা বলল : আমরা পানি দ্বারা পাথরের অনুসরণ করতাম।' আমাদের মাযহাবের অনুসারী ও অন্যরা ফিকাহ ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহে অনুরূপ কথাই বলেছেন। কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে উক্ত হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ কথা আবূ হামেদও বলেছেন : আমাদের সাথীগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি হাদীসটিকে চিনি না। যখন জানা গেল বর্ণনার দিক দিয়ে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই, তখন হাদীসটি হতে দলীল বের করার দিক দিয়ে সহীহ বলা যেতে পারে। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের (আনসারদের) মধ্যে স্বতন্ত্রতা ছিল। এ কারণে তারা পানির কথা উল্লেখ করেছে আর পাথর যেহেতু তারা সহ অন্যরাও ব্যবহার করতো সে কারণে তারা তা উল্লেখ করেনি। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রশংসার কারণ বর্ণনা করা। এর সমর্থন মিলছে তাদের এ কথায় ঃ

"إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء".

'আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করাকে পছন্দ করতেন।'

এটি প্রমাণ করছে যে, তারা পায়খানা হতে বের হওয়ার পর পানি ব্যবহার করত। আর তাদের প্রচলিত অভ্যাস ছিল এই যে, তারা পানি অথবা পাথর ব্যবহার করার পরেই পায়খানা হতে বের হত। মুস্তাহাব হচ্ছে পায়খানা করার স্থলে পাথরের দ্বারা ইস্তিন্জা করা। আর অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি ব্যবহার করা।]

আমাদের পক্ষ হতে উক্ত ব্যাখ্যার জওয়াব এই যে, এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় দু'দিক দিয়ে ঃ

১। শরী'য়াতের যে কোন হুকুম কোন দলীল হতে সাব্যস্ত করতে হলে সেই দলীলটি সঠিক সনদে সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। আমি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করেছি যে, উক্ত হাদীসটির সনদ দুর্বল, ভাষা মুনকার। অতএব তা হতে মাসআলা বের করা সঠিক হবে না।

২। যদি ধরে নেয়া হয়, হাদীসটির সনদ সাব্যস্ত হয়েছে তাহলেও এরূপ মাসআলা বের করা সঠিক তা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তাতে ইঙ্গিতের মাধ্যমেও পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র তাদের প্রশংসা করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করা তাদের নিকট পরিচিত ছিল, তা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল তা নয়।

ইমাম নাবাবী যে বলেছেন : 'মুস্তাহাব হচ্ছে পায়খানা করার স্থলে পাথরের দ্বারা ইস্তিন্জা করা। অ'র অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি ব্যবহার করা।'

কোন ব্যক্তি কি এরূপ দাবী করতে পারবেন যে, নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণ এরূপ করতেন? বরং তাদের নিকট পরিচিত এটিই যে, তারা পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করতেন সেখানেই যেখানে তারা প্রয়োজন সারতেন। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা এ ব্যাখ্যা করতে পারি যে, যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ বাক্যটি সহীহ "إذا خرج من الغائط" 'যখন পায়খানা হতে বের হতেন।' অর্থাৎ যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন। এরূপ ব্যাখ্যা বহু হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে তিনি বলেন ঃ

"كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذبك من الخبث الخبائث".

সকল মুহাদ্দিসগণ এমর্মে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থ : যখন পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন। অনুরূপ অর্থ আল্লাহর বাণীর মধ্যেও এসেছে :

﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾. "যখন তোমরা কুরআন পাঠ করার ইচ্ছা করবে... ।"

মোট কথা : আলোচ্য হাদীসটি এ বাক্যে সনদের দিক দিয়ে দুর্বল আর মতনের দিক দিয়ে মুনকার। এর দ্বারা এমন এক হুকুম বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে যার উপর রসূল (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণ ছিলেন না। সেটি হচ্ছে প্রথমে পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, অতঃপর অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। বরং আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে এই যে, পাথর ও পানিকে একই স্থানে একত্রিত করাও শরী'য়াত সম্মত নয়। কারণ সেটিও রসূল (ﷺ) হতে

সাব্যস্ত হয়নি। কারণ এটি কষ্টকর ব্যাপার। যে কোন একটির দ্বারা ইস্তিন্জা করা হলেই তাতেই সুন্নাতের উপর আমল করা হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়টি একসাথে করতে কষ্টকর না হয় তাহলে সমস্যা নেই।

হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম এ কারণে যে, ইণ্ডিয়ার হানাফীদের মধ্য হতে 'তিরমিযীর' কোন কোন ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী হতে বর্ণিত উল্লেখিত মাসআলা বের করণকে নকল করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীসটির সনদকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই আমি তা বর্ণনা করার প্রয়োজনবোধ করি। যাতে করে যে ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না সে উপকৃত হতে পারে।

(জ্ঞাতব্যঃ 'আমাদের দেশে ঢিলা বা তা না থাকলে নেকড়া ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ঢিলা ব্যবহার করাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, তা যেন অপরিহার্য। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে পরক্ষণে পানিও ব্যবহার করা হয়। অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসাতে ঢিলা বা নেকড়া রাখার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থাও করা হয়। ফলে পরিবেশ এমনভাবে দূষিত হয় যে, এসব স্থানের টয়লেটগুলোতে যাওয়ার মত পরিবেশই থাকে না। যেখানে সহীহ্ হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমাণ মিলে না, সেখানে এরূপভাবে পবিত্রতা অর্জন করাকে শারী'য়াত বানিয়ে নিয়ে তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও যে এক ধরনের শারী'য়াত বিরোধী কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাঁটাহাঁটি করা মর্মেও কোন সহীহ্ হাদীস নেই'- (অনুবাদক)।

১০ৣ২. (مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَمَنْ طَلَبَهَا حَلاَلاً مُتَكَاثِرًا بِهَا مُفَاخِرًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)..

১০৩২। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তালাশ করবে হালাল পন্থায়, চাওয়া হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে, তার পরিবারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে এবং তার প্রতিবেশীদের সাথে নরম আচরণ করে তাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এমন এক অবস্থায় প্রেরণ করবেন যে, তার চেহারা পনেরো তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। আর যে ব্যক্তি তা তালাশ করবে হালাল পন্থায়, অধিক অর্জনের মানসে অহংকার করে সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (২/১১০ ও ৮/২১৫) হাজ্জাজ ইবনু আফেসাহ সূত্রে মাকহূল হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

এটি মাকহূলের হাদীস হতে গারীব। তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে একমাত্র হাজ্জাজকেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল, হেফযে তার ত্রুটি থাকার কারণে। তাকে হাফিয যাহাবী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

আবূ যুর'য়াহ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী আবেদ, সন্দেহ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে মাকহূল ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ মাকহূল তার থেকে শ্রবণ করেননি যেমনটি বায্‌যার বলেছেন।

١٠٣٣. (كَانَ سُلَيْمَانُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ رَأَى شَجَرَةً ثَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُوْلُ لَهَا: مَا اسْمُكِ؟ فَتَقُوْلُ: كَذَا، فَيَقُوْلُ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ فَتَقُوْلُ: لِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَتْ لِدَوَاءٍ كُتِبَ، وَإِنْ كَانَ لِغَرْسٍ غُرِسَتْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّيْ يَوْماً إِذْ رَأَى شَجَرَةً ثَابِتَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا اسْمُكِ؟ قَالَتْ: الْخَرْنُوْبُ، قَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لِخرابِ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: اللَّهُمَّ عَمِّ عَلَى الْجِنِّ مَوْتِي حَتَّى يَعْلَمَ الإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لا تَعْلَمُ الْغَيْبَ، قَالَ: فَنَحَتَها عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا، ﴿حَوْلاً مَيِّتًا وَالْجِنُّ تَعْمَلُ﴾ قَالَ: فَأَكَلَهَا الأَرَضَةُ فَسَقَطَ، فَخَرَّ، فَوَجَدُوهُ مَيِّتاً حَوْلاً، فَتَبَيَّنَتِ الإِنْسُ أَنَّ الْجِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلاً فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا، فَشَكَرَتِ الْجِنُّ الأَرَضَةَ فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالْمَاءِ حَيْثُ كَانَتْ).

১০৩৩। সুলায়মান (আঃ) যখন তার মুসল্লাতে দাঁড়াতেন তখন দেখতেন তাঁর সামনে একটি বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলতেন : তোমার নাম কী?

গাছটি বলত : এরূপ। তিনি বলতেন : কিসের জন্য তোমার জন্ম? এই এই কাজের জন্য। বৃক্ষটি কোন ঔষুধের জন্য যদি হতো তাহলে তিনি তা লিখে নিতেন। আর যদি বৃক্ষটি রোপনের জন্য হতো তাহলে তাকে রোপন করা হতো। তিনি একদিন সলাত রত ছিলেন এমতাবস্থায় তার সামনে একটি গাছ দেখে বললেন : তোমার নাম কী? গাছটি বলল : খারনুব। তিনি বললেন : কী কাজের জন্য তোমার সৃষ্টি? গাছটি বলল : এ ঘরটি নষ্ট করার জন্য। সুলায়মান (আঃ) বললেন : হে আল্লাহ! তুমি আমার মৃত্যুকে জিন জাতির নিকট লুকিয়ে রাখ। যাতে করে মানুষেরা জানতে পারে যে, জিন জাতি গায়েব জানে না। তিনি বললেন : তাকে একটি লাঠি হিসেবে রেখে দিলেন, তিনি তার উপর ঠেস লাগিয়ে {মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলেন আর জিনরা কাজ করতে থাকল}। তিনি বলেন : উই পোকা তাকে খেতে থাকল অতঃপর লাঠিটি ভেঙ্গে গেল আর তিনি সম্মুখের দিকে পড়ে গেলেন। তারা তাকে মৃত অবস্থায় পেল। ফলে লোকদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, জিনরা যদি গায়েব সম্পর্কে জানতো তাহলে তারা কষ্টদায়ক শাস্তির মধ্যে থাকত না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) এভাবেই পাঠ করতেন। জিনরা উই পোকার জন্য শুকরিয়া আদায় করলো। তারা সেখানে পানি নিয়ে আসতো যেখানেই তারা থাকত।

হাদীসটি মারফূ' হিসেবে দুর্বল।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১২২৮১), হাকিম (৪/১৯৭-১৯৮ ও ৪-২), যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে (৬১/২৪৯/১), ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম যেমনটি "ইবনু কাসীর" (৩/৫২৯)-এর মধ্যে এসেছে এবং ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৭/৩০০/১) ইব্‌রাহীম ইবনু ত্বহমান সূত্রে আতা ইবনুস সায়েব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর মধ্যে দু'দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে ঃ

১। আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আর ইবনু ত্বহমান তার থেকে ইখতিলাতের (মস্তিষ্ক বিকৃতির) পূর্বের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। জারীর তার বিরোধিতা করে আতা ইবনুস সায়েব সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে হাকিম (২/৪২৩) বর্ণনা করে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

২। মারফূ‘ হিসেবে আতার বিরোধিতা করা হয়েছে। সালামাহ ইবনু কুহায়েলও সা‘ঈদ ইবনু জুবায়ের সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটি হাকিম (৪/১৯৮) ও ইবনু আসাকির আহওয়াস ইবনু জওয়াব আয-যাব্বী সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সহীহ তাতে কোন সমস্যা নেই। এটিই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হাদীসটি আসলে মওকূফ যেমনটি আতা হতে জারীর বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক। ইবনু কাসীর এটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ তিনি জারীরের এই মওকূফটি সম্পর্কে অবহিত হননি। তিনি সালামাহ ইবনু কুহায়েলের বর্ণনা সম্পর্কে অবহিত হননি। তিনি বলেছেন ঃ

হাদীসটি মারফূ‘ হিসেবে গারীব ও মুনকার। এটি মওকূফ হওয়ারই নিকটবর্তী ...।

অতঃপর তিনি অন্য সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন : আল্লাহই বেশী জানেন এ আসারটি আহলে কিতাবদের আলেমদের থেকে প্রাপ্ত। এটি মওকূফ। তার থেকে হকের সাথে যা মিলবে তাকে সত্য আখ্যা দিব আর যা হক বিরোধী হবে তাকে মিথ্যা আখ্যা দিব। এছাড়া অবশিষ্টগুলোকে সত্য বলা যাবে না আবার মিথ্যাও বলা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি : আগত হাদীসটি হক বিরোধী প্রকারের একটি উদাহরণ ঃ

١٠٣٤. (وَقَعَ فِيْ نَفْسِ مُوْسَى: هَلْ يَنَامُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ؟ فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً، فَأَرَقَهُ ثَلاَثاً، ثُمَّ أَعْطَاهُ قَارُوْرَتَيْنِ، فِيْ كُلِّ يَدٍ قَارُوْرَةٌ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَّحْتَفِظَ بِهِمَا، قَالَ: فَجَعَلَ يَنَامُ، وَتَكَادُ يَدَاهُ تَلْتَقِيَانِ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَحْبِسُ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، ثُمَّ نَامَ نَوْمَةً فَاصْطَفَقَتْ يَدَاهُ، وَانْكَسَرَتِ الْقَارُوْرَتَانِ، قَالَ: ضَرَبَ اللهُ لَهُ مَثَلاً أَنَّ اللهَ لَوْ كَانَ يَنَامُ لَمْ تَسْتَمْسِكِ السَّمٰوَاتُ وَالأَرْضُ).

১০৩৪। মূসা (আঃ)-এর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগ্রত হলো আল্লাহ তা‘আলা (তাঁর স্মরণ শক্তি) কি ঘুমায়? আল্লাহ তা‘আলা তার নিকট এক ফেরেশতাকে প্রেরণ

করলেন। তাকে তিন দিন নিদ্রাহীন করে দিলেন। তার প্রত্যেক হাতে একটি করে বোতল দিয়ে সে দু'টোকে হেফাযাত করার নির্দেশ দিলেন। বললেন : তিনি ঘুমানো শুরু করলেন। তার দু'হাত মিলে যাওয়ার নিকটবর্তী হলে তিনি জাগ্রত হয়ে দু'হাতের একটিকে অন্যটি হতে লেগে যাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর অল্প ঘুমালেন তখন তার দু'হাত কেঁপে উঠল আর বোতল দু'টো ভেঙ্গে গেল। বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য এ মর্মে একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ ঘুমাতেন তাহলে আসমান ও যমীন নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারত না।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (নং ৫৭৮০ খণ্ড ৫) ইসহাক ইবনু আবী ইসরাঈল হতে, তিনি হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি উমাইয়াহ ইবনু শিব্ল হতে, তিনি হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি রসূল (ﷺ)-কে মিম্বারের উপর মূসা এর উদ্ধৃতিতে ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন।

ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৭/১৯০/২) ইসহাক হতে বর্ণনা করে বলেছেন :

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন হিশাম হতে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। মা'মার হাকাম হতে বর্ণনা করে হাদীসটিকে ইকরিমার ভাষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এই হাকাম ইবনু আবান তিনি হচ্ছেন আল-আদানী। তাকে যদিও একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন (যাদের মধ্যে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ রয়েছেন)। ইবনুল মুবারাক বলেন : তাকে নিক্ষেপ কর। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ

কখনও কখনও ভুল করতেন। হাফিয "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী আবেদ, তার বহু সন্দেহ প্রবণ বর্ণনা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : সকল ইমামদের কথাগুলো একত্রিত করলে হাফিয যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটিই স্পষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেছেন : তিনি নিজে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে কখনও কখনও ভুল করতেন। তা সম্ভবত বেশী বেশী ইবাদাত করা ও এবাদাতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার কারণে। যেমনটি তার ন্যায় নেককারদের মাঝে ঘটেছে! ইবনু আবী হাতিম (১/২/১১৩) ইবনু ওয়াইনাহ হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

ইউসুফ ইবনু ইয়াকূব (যিনি ইয়ামানের কাযী ছিলেন ইয়ামানবাসীরা তার সম্পর্কে ভাল কথাই উল্লেখ করতেন) আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাকে হাকাম ইবনু আবান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : তিনি ইয়ামানীদের সর্দার। তিনি রাতে সলাত আদায় করতেন। যখন তার দু'চোখে ঘুম এসে যেত তখন সমুদ্রে নেমে যেতেন। তিনি পানিতে সামুদ্রিক জন্তুর সাথে সাঁতার কাটতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ধরনের এবাদাত ও তাতে বাড়াবাড়িকারীর স্মৃতিশক্তি নিরাপদ না থাকাই হচ্ছে তার জন্য উপযোগী, যা তাকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন এবং যার দ্বারা হাদীস আয়ত্ব করা ও হেফয করার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

তার থেকে হাদীসের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়াটাও একটি বড় ধরনের দলীল যে, তিনি হাদীস আয়ত্ব করতেন না। তিনি একবার ইকরিমাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আরেকবার ইকরিমার ভাষ্য হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। ইকরিমার ভাষ্য হওয়া এরূপ হাদীসের জন্য উপযোগী। তিনি তা কোন কিতাবধারী ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন। এটি ইসরাঈলী বর্ণনা যা বিশ্বাস করা আমাদের উপর ওয়াজিব নয়। বরং মিথ্যা হিসেবে তাকে প্রকাশ ও বর্ণনা করাই ওয়াজিব। কিভাবে তা নয়? যাতে আল্লাহ যে ত্রুটি ও ঘুম হতে পবিত্র সে মর্মে মূসা (আঃ)-এর অজ্ঞতা ফুটে উঠছে। যার কারণে তিনি প্রশ্ন করছেন : আল্লাহ কি ঘুমায়? কথাটি এমনই যেমন কেউ বলল : আল্লাহ কি খায়? এরূপ কথা যে বাতিল তা মুসলমানদের নিকট অজানা থাকার কথা নয়। এ কারণে একাধিক আলেম হাদীসটিকে দুর্বল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কুরতুবী "তাফসীর" গ্রন্থে (১/২৭৩) বলেন :

এ হাদীসটি সহীহ নয়। একাধিক ব্যক্তি তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যাদের মধ্যে বাইহাক্বী রয়েছেন।

যাহাবী বর্ণনাকারী উমাইয়াহ ইবনু শিব্ল সম্পর্কে বলেন : তিনি ইয়ামানী, তার হাদীস মুনকার...। মূসা (আঃ) নিজে এরূপ প্রশ্ন করেননি। বরং বানূ ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-কে এমন প্রশ্ন করেছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল্লিসান" গ্রন্থে তার মতকে সমর্থন করেছেন।

ইবনু কাসীর হাদীসটি সম্পর্কে (১/৩০৮) বলেন : এ হাদীসটি খুবই গারীব। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাঈলী বর্ণনা, মারফূ' নয়।

ইবনু কাছীর ইবনু আবী হাতিমের বর্ণনা হতে জা'ফার ইবনু আবিল মুগীরাহ সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেনঃ

বানূ ইসরাঈলরাই বলেছিল : হে মূসা তোমার প্রভু কি ঘুমায়? তিনি উত্তরে বলেন : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর...।

এটিই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০৩৫. (تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الزَّنَادِقَةُ).

১০৩৫। আমার উম্মাত সত্তরাধিক দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বাদে সে সবগুলোই জান্নাতী। সে দলটি হচ্ছে যিনদিকরা (অবিশ্বাসীরা)।

হাদীসটি এ বাক্যে জাল (বানোয়াট)।

এটি উকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪/২০১) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (১/২৬৭) মু'য়ায ইবনু ইয়াসীন আয-যাইয়াত সূত্রে ...আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি ও দায়লামী (২/১/৪১) না'ঈম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামান হতে, তিনি ইয়াসীন আয-যাইয়াত হতে...বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল জাওযী দারাকুতনী হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্ফান কুরাশী হতে, তিনি আবূ ইসমা'ঈল আল-উবুল্লী হাফস ইবনু উমার হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন ঃ

আলেমগণ বলেছেন : আল-আবরাদ হাদীসটি জাল করেছেন। আর ইয়াসীন আয-যাইয়্যাত তা চুরি করেছেন। তিনি তার সনদগুলো উলট-পালট করে ফেলেছেন এবং একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। উসমান ইবনু আফ্ফানও হাদীসটি চুরি করেছেন। তিনি মাতরূক বর্ণনাকারী। আর হাফ্স মিথ্যুক। প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে একটি দল জান্নাতে যাবে, সেটি হচ্ছে জামা'আত।

হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১/১৩৮) উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (১/৩১০), শাওকানী "আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'য়াহ" গ্রন্থে (৫০২) ও অন্যরাও তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : প্রথম সূত্রে মু'য়ায ইবনু ইয়াসীন রয়েছেন। তার সম্পর্কে উকায়লী বলেন : তিনি মাজহূল, তার হাদীস নিরাপদ নয়। অর্থাৎ এ হাদীসটি।

অতঃপর বলেছেন : ... ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ এবং সা'য়াদের হাদীস হতে এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : তার শাইখ আবরাদ ইবনুল আশরাস তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : ইবনু খুযায়মাহ্ বলেছেন : তিনি মিথ্যুক ও জালকারী।

দ্বিতীয় সূত্রে ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। না'ঈম, ইয়াহ্ইয়া ও ইয়াসীন। শেষের জন সর্বাপেক্ষা বেশী নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন :

তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইমাম নাসাঈ ও ইবনুল জুনায়েদ বলেন : তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই এ হাদীসটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী। সম্ভবত তিনি আবরাদ হতে চুরি করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল্লিসান" গ্রন্থে হাদীসটির তার থেকে আরেকটি সূত্র রয়েছে। তাতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। হাফিয বলেন : তিনি একবার ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, আরেকবার সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির সনদ ও মতন উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ডরূপে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। ভাষায় যেটি সঠিক তা হচ্ছে এই যে, 'আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে যার একটি বাদে সবগুলোই জাহান্নামে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন : সে দলটি কোনটি? রসূল (ﷺ) বললেন : (সে দলটি হচ্ছে) আমি ও আমার সাথীগণ বর্তমানে যার উপর প্রতিষ্ঠিত এ দলটি।'

এ সহীহ্ হাদীসটি একদল সহাবা হতে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে একমাত্র আনাস ইবনু মালেক হতেই সাতটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইয়াসীন আয-যাইয়াত তার চেয়ে উত্তম (আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুফিয়ান) ব্যক্তির বিরোধিতা করে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় সূত্রে উসমান ইবনু আফ্ফান আল-কুরাশী সিজিস্তানী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু খুযাইমাহ বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রসূল (ﷺ)-এর উপর হাদীস জাল করতেন।

তার ন্যায় তার শাইখ হাফ্স ইবনু উমার আল-উবুল্লী। উকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৭৫) বলেন : তিনি শু'বাহ, মিস'য়ার, মালেক ইবনু মিগওয়াল ও ইমামদের থেকে বাতিলগুলো বর্ণনাকারী।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি মিথ্যুক শাইখ ছিলেন।

١٠٣٦. (الْقُرْآنُ ذَلُوْلٌ ذُوْ وُجُوْهٍ، فَاحْمِلُوْهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوْهِهِ).

১০৩৬। কুরআন বুঝা এবং হেফ্য করা সহজ, তার কোন কোন বাক্য বিভিন্ন ভাবার্থ বহনকারী। অতএব তোমরা তাকে তার সর্বোত্তম ভাবার্থে ব্যবহার কর।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (পৃঃ ৪৮৫) যাকারিয়া ইবনু আতিয়াহ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু খালেদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এতে তিনটি সমস্যা রয়েছেঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু উসমান মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২৪) বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

২। সা'ঈদ ইবনু খালেদকে আমি চিনি না।

৩। যাকারিয়া ইবনু আতিয়াহ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (১/২/৫৯৯) বলেন : তার সম্পর্কে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

উকায়লী বলেন : তিনি মাজহূল।

١٠٣٧. (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ، وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

১০৩৭। তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর যদি মুখ লাগায়, তাহলে সে যেন তা (তাতে থাকা বস্তু) ফেলে দেয় এবং তাকে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়।

তিনবারের কথা উল্লেখ করে হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে আহমাদ ইবনুল হাসান কারখী হতে, তিনি হুসাইন আল-কারাবীসী হতে, তিনি ইসহাক আল-আযরাক হতে, তিনি আব্দুল মালেক হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন... ।

উমার ইবনু শাব্বাহ ইসহাক আল-আযরাকের মাধ্যমে (আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে) মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেন : হাদীসটিকে তারাবীসী ছাড়া কেউ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি। তারাবীসীর এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন মুনকার হাদীস পাচ্ছি না।

হাদীসটি ইবনুত তুরকুমানী "আল-জাওহারুন নাকী" গ্রন্থে (১/২৪১-২৪২) অতঃপর তার ছাত্র যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (১/১৩১) উল্লেখ করে বলেছেন:

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ" (১/৩৩৩) গ্রন্থে ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারাবীসী ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি। তিনি এমন এক বর্ণনাকারী যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

বাইহাক্বী "কিতাবুল মা'রিফাহ" গ্রন্থে বলেন : 'আতার সাথীদের মধ্য হতে আব্দুল মালেক অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-র সাথীদের থেকে একমাত্র 'আতা আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আতা এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-র সাথীদের থেকে নির্ভরযোগ্য হাফিযগণ সাতবার ধুতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল মালেক হতে এমন হাদীস গ্রহণ করা যায় না যাতে নির্ভরযোগ্যগণ তার বিরোধিতা করেছেন। নির্ভরযোগ্য বিদ্বান ও হাফিযগণ তার কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করায় শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম বুখারী তার দ্বারা তার "সাহীহ" গ্রন্থে দলীল গ্রহণ করেননি। এ হাদীসটি নিয়ে তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। কেউ তার থেকে মারফূ' হিসেবে আবার কেউ তার থেকে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর ভাষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্বহাবী সাতবারের হাদীসটির হুকুমকে রহিত করতে মওকূফ বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন। অথচ কিভাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাফিযগণের বর্ণনাকে ছেড়ে দেয়া জায়েয হয় যাদের বর্ণনা ভুল হওয়ার কথা নয়, এমন এক বর্ণনাকারীর বর্ণনার দ্বারা যার কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে হাফিযগণ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়?"

আমি (আলবানী) বলছি : হক কথা এই যে, আব্দুল মালেক নির্ভরযোগ্য যেমনটি ইমাম তিরমিযী বলেছেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন...। আবূ হাতিম ও ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে খুবই সুন্দর ও ইনসাফ ভিত্তিক কথা বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে "কিতাবুস সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন। তিনি কূফার উত্তম উত্তম ব্যক্তি ও হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ... উত্তম হচ্ছে এই যে, তিনি যা দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণ করা আর সহীহ বর্ণনায় যাতে তার সন্দেহ প্রমাণিত হয়েছে তা পরিত্যাগ করা...।

আমি (আলবানী) বলছি : আলেমদের নিকট তিনি হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনটি স্থানে ভুল করেছেন ঃ

১। তিনি আলোচ্য হাদীসটিকে মারফূ' করে ফেলেছেন অথচ মওকূফ হওয়াটাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

২। তিনি তিনবার ধুতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন অথচ তা হবে সাতবার।

৩। তিনি মাটি দিয়ে ঘসার কথা উল্লেখ করেননি অথচ তা সাব্যস্ত হয়েছে।

মারফূ' না হওয়ার কারণ উমার ইবনু শাব্বাহ কারাবীসীর ন্যায় বা তার চেয়ে উত্তম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীসটিকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সা'য়াদান ইবনু নাস্‌র তার নাম সা'ঈদ কিন্তু সা'য়াদানই অগ্রধিকার পেয়ে যায় তিনি তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তাকে আবূ হাতিম সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন এবং দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

মারফূ' না হওয়াকে আরো শক্তি যোগাচ্ছে ত্বহাবীর (১/১৩) নিকট আব্দুস সালাম ইবনু হারব এবং বাইহাক্বীর নিকট আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ তারা উভয়ে আব্দুল মালেক হতে ...মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ

এটি মওকূফ, আব্দুল মালেক ছাড়া আতা হতে এভাবে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আব্দুস সালাম এবং আসবাত তারা উভয়েই নির্ভরযোগ্য, গ্রহণীয় বর্ণনাকারী।

এর পরে পরবর্তী যুগের কোন আলেম কর্তৃক হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে সহীহ বা হাসান হিসেবে আখ্যাদান গ্রহণযোগ্য নয়। তারা হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য হাদীসটি শায না হওয়ার যে শর্ত রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে সাতবার ধুয়ে ফেলার হাদীস বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা মুতাওয়াতির বর্ণনার নিকটবর্তী হয়ে যায়। যার মধ্যে চারটি সূত্রে ইমাম মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ বর্ণনা করেছেন। আর মাটি মিশিয়ে ধুয়ে ফেলার বিষয়ে চারটি সূত্রে আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সর্বমোট আটটি সূত্র। ইবনু মাজার (১১৪৯) নিকট সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস এবং ইমাম মুসলিম ও আবূ আওয়ানার নিকট বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফালের হাদীস এর সাথে মিলানো হলে তিনজন সহাবী হতে দশটি সূত্র হয়ে যায়। এর পরে কোন মুনসেফ ব্যক্তির তিনবারের কথা উল্লেখকৃত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি শায বরং মুনকার যেমনটি ইবনু আদী বলেছেন, বরং বাতিল এ মর্মে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মোটকথা : মাটির কথা উল্লেখ না করে তিনবার ধুয়া বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ হতে মারফূ' বা মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। বরং এটি বাতিল। তার থেকে দৃঢ়ভাবে সাতবার ও মাটির কথা সম্বলিত তার বিপরীত বর্ণনা মারফূ' হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তার থেকে তা মওকূফ হিসেবেও সাব্যস্ত হয়েছে। আলোচ্য মাস'আলার ক্ষেত্রে এ বর্ণনার উপরই নির্ভর করা ওয়াজিব। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের হাদীস। [আরো বিস্তারিত জানতে মূল গ্রন্থ দেখুন]।

١٠٣٨. (لَكُمْ (يَعْنِي الْجِنَّ) كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرُ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ).

১০৩৮। তোমাদের জন্য (অর্থাৎ জিনদের জন্য) প্রতিটি হাড় যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তোমাদের হাতে পড়লেই তা গোস্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর প্রতিটি লেদ তোমাদের পশুদের খাদ্য।

এটিকে ইমাম মুসলিম (২/৩৬), ইবনু খুযাইমাহ (নং ৮২) ও বাইহাক্বী (১/১০৮-১০৯) আব্দুল 'আলা ইবনু আব্দিল 'আলা সূত্রে দাউদ হতে, তিনি 'আমের হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি 'আলকামাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ কি জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে রসূল (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন...। হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে : ...তিনি তাদের ও তাদের আগুনের আলামতগুলো দেখালেন।

এই শেষের অংশের পরের বর্ধিত অংশটুকু "وسألوه الزاد ولكم كل ...لدوابكم" মুদরাজ (কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে বর্ধিত করা হয়েছে)। ইমাম মুসলিমও এ অংশটুকু আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইদরীস সূত্রে দাঊদ হতে উল্লেখ করেননি।

বর্ণনাকারী দাঊদ ইবনু আবী হিন্দের সাথীগণ এ বর্ধিত অংশটুকু কার ভাষ্য এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। যা ইযতিরাবের অন্তর্ভুক্ত। এ ইযতিরাবই আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখিত আলোচ্য হাদীসটির ভাষাতেও ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আব্দুল 'আলা দাঊদ হতে বর্ণনা করে বলেছেন : 'প্রত্যেক হাড় যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।' অন্যরাও তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

তাদের উক্ত ভাষার বিরোধিতাও করা হয়েছে। ওয়াহেব ইবনু খালেদ এবং ইয়াযীদ ইবনু যুরায়ে' তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন : 'প্রত্যেক হাড় যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি।'

এ ভাষাগত মতভেদ প্রমাণ করছে যে, হাদীসের ভাষা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে দাউদের উপর মতভেদ করা হয়েছে। যা হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে শক্তি যোগাচ্ছে। দাঊদ হাদীসটি হেফয করেননি।

ইবনু হিব্বান স্পষ্ট করেই বলেছেন : তিনি বাসরার উত্তম ব্যক্তিদের একজন...। কিন্তু যখন তিনি তার হেফয হতে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন সন্দেহ করে বর্ণনা করতেন।

ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি বহু ইযতিরাব ও বিরোধিতার অধিকারী ছিলেন।

হাড় ও গোবর জিনদের খাদ্য মর্মে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা ইমাম বুখারী, ত্বহাবী ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জিনদের পশুর খাদ্য মর্মে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

মোটকথা : হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে প্রসিদ্ধ যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (১/১০৯) গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু এটির কোন কোন সূত্রে এমন ভাষা এসেছে যা অন্য সূত্রে আসেনি। সব সূত্রগুলো একত্রিত করার পর যে ফলাফল আসে তা হচ্ছে এই যে, "তোমাদের পশুর খাদ্য" এবং "প্রত্যেক হাড় যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে" অংশ দু'টি বাদ দিয়ে ইমাম মুসলিম দাঊদ ইবনু আবী হিন্দ হতে যা বর্ণনা করেছেন তা সহীহ্। কারণ এ অংশ দু'টির কোন শাহেদ মিলে না এবং দাঊদ কর্তৃক মওসূল এবং মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে ইযতিরাব ঘটার কারণে।

[শাইখ আলবানী এ হাদীসটি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত জানতে মূল গ্রন্থ দেখা যেতে পারে]।

١٠٣٩. (التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا).

১০৩৯। তাওবাহ পূর্ববর্তী সব কিছুকে ঢেকে ফেলে।

এর ভিত্তি আছে বলে জানি না।

হাফিয ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" (৩/১২৯) গ্রন্থে "أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

'তা এ কারণে যে, তাওবাহ তার পূর্ববর্তী পাপকর্মগুলোকে ঢেকে ফেলে।" আর অন্য হাদীসে এসেছে : গুনাহ হতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাহ নেই।'

অন্য হাদীসে আছে তার এ কথা ইঙ্গিত করছে যে, প্রথম কথাটি হাদীস।

দ্বিতীয় হাদীসটির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। কারণ সেটি সুন্নাতের গ্রন্থসমূহে এসেছে এবং আমি এটিকে "সহীহ জামে'উস সাগীর" (৩০০৫) গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছি। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের কোন ভিত্তি সম্পর্কে আমি জানি না। তার পরেও শাইখ রেফা'ঈ সেটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন।

আমার ধারণা ইবনু কাসীর (রহ)-এর নিকট আলোচ্য হাদীসটি অন্য একটি সহীহ হাদীসের কারণে সন্দেহজনক হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে এই যে, "إِنَّ الإِسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا" 'ইসলাম ঢেকে ফেলে তার পূর্বের যাবতীয় সব কিছুকে। আর হিজরাত ঢেকে ফেলে তার পূর্ববর্তী সব কিছুকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে : হজ্জ তার পূর্বের সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলে। এ হাদীসটিকে আমি "আল-ইরউওয়া" (১২৮০) গ্রন্থে তাখরীজ করেছি।

١٠٤٠. (كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ، فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ

أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَكَانَتْ الْفِتْنَةُ، فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا).

১০৪০। লোকেরা রসূল (ﷺ)-এর যুগে এরূপ ছিলো যে, সলাত আদায়কারী যখন সলাত আদায় করত তখন তাদের কারো চোখ দু’পা রাখার স্থলকে অতিক্রম করত না। যখন রসূল (ﷺ) মারা গেলেন, অতঃপর লোকদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সলাতের জন্য যখন দাঁড়াত তখন তাদের কারো চোখ তার কপাল রাখার স্থল অতিক্রম করত না। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রাঃ) মারা গেলেন। উমার (রাঃ) যখন ছিলেন তখন তাদের কোন ব্যক্তি সলাতের জন্য দাঁড়ালে তাদের কারো চোখ কিবলার স্থান অতিক্রম করত না। উসমান (রাঃ) যখন ছিলেন তখন ফেতনাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে লোকেরা ডানে বামে দৃষ্টি দেয়া শুরু করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু মাজাহ্ (১/৫০১-৫০২) এবং ত্ববারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে (নং ৯২৫৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম আস-সাহ্‌মী হতে, তিনি মূসা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়াহ মাখযূমী হতে, তিনি মুস‘য়াব ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি উম্মু সালামাহ হতে...বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন :

উম্মু সালামাহ হতে হাদীসটিকে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : দু’টি কারণে হাদীসটি দুর্বল ঃ

১। মূসা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়াহকে হাফিয যাহাবী অজ্ঞাত ব্যক্তি হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন : তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন : তিনি মাজহূল।

মুনযেরী বলেন : তার সম্পর্কে আমার নিকট ভাল-মন্দ কিছুই পৌঁছেনি। বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” (২/১০৪) গ্রন্থে তা তার থেকে নকল করে স্বীকার করেছেন।

২। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম সম্পর্কেও অজ্ঞতা রয়েছে। দু’ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেননি। এ কারণেই তাকে হাফিয ইবনু হাজার নির্ভরযোগ্য

বলেননি। বরং তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মুতাবা'য়াতের সময় মাকবূল (গ্রহণযোগ্য)। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। একমাত্র তার সূত্রেই হাদীসটি জানা যায়। তিনি গ্রহণযোগ্য নন।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট হয় যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে মুনকার। আমার নিকট দু'দিক দিয়ে ভাষার দিক দিয়েও মুনকার :

১। আলোচ্য হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, সুন্নাত হচ্ছে ব্যক্তি তার সলাতে তার দু'পায়ের স্থলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। এটি প্রসিদ্ধ সুন্নাত বিরোধী আমল। কারণ রসূল (ﷺ) যখন সলাত আদায় করতেন তখন তাঁর মাথা নিম্নমুখী করতেন এবং তার দৃষ্টি যমীনের দিকে নিক্ষেপ করতেন। অন্য হাদীসে এসেছে রসূল যখন কাবায় প্রবেশ করতেন তখন তাঁর দৃষ্টি সলাত হতে বের না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সিজদার স্থলেই রাখতেন।

২। হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, সহাবাগণ রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর অন্য বস্তুর দ্বারা তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করেছেন। সহাবাদের থেকে এটি অত্যন্ত দূরবর্তী ব্যাপার।

١٠٤١. (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ).

১০৪১। যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ একবার বলবে : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে, তোমার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে, তোমার সকল ফেরেশতাদেরকে এবং তোমার সকল সৃষ্টিকে এ মর্মে সাক্ষী রেখে সকাল করছি যে, তুমিই আল্লাহ, সত্যিকার অর্থে তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয় মুহাম্মাদ তোমার বান্দা এবং তোমার রসূল। আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি এ দু'আ দু'বার বলবে তার অর্ধেক অংশ জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি তিনবার বলবে, তার ৩/৪ অংশ আল্লাহ তা'আলা আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন। যদি চারবার বলে : তাহলে তাকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ দাউদ (২/৬১২) আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল মাজীদ হতে, তিনি হিশাম ইবনুল গায হতে, তিনি মাকহূল আদ-দেমাস্কী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে হাদীসটি দুর্বল ঃ

১। আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল মাজীদকে চেনা যায় না যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূল।

২। মুহাদ্দিসগণ মাকহূল কর্তৃক আনাস (রাঃ) হতে শ্রবণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। আবূ মুসহের শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বুখারী শ্রবণ সাব্যস্ত করেননি। যদি শ্রবণ সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, মাকহূল আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেন : তিনি কখনও কখনও তাদলীস করতেন।

আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটি আরেকটি সূত্র রয়েছে। যেটি ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" (নং ১২০১) গ্রন্থে এবং ইবনুস সুন্নী "'আমালুল ইয়াওয়াম অল লায়লাহ" (নং ৬৮) গ্রন্থে নাসাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বাকিয়্যাহ কর্তৃক মুসলিম ইবনু যিয়াদ হতে শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী আন্ আন্ করে বর্ণনা করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এটিই সঠিক।

হাদীসটি আবূ দাউদ (২/৬১৫) ও তিরমিযী অন্য দু'টি সূত্রে বাকিয়্যাহ হতে, তিনি মুসলিম ইবনু যিয়াদ হতে ...অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ভাষায় বেশী করা হয়েছে।

নাসাঈর নিকটও বর্ণিত হয়েছে। তারা উভয়ে 'আল্লাহ তা'আলা তার এক চতুর্থাংশকে মুক্ত করে দিবেন..., এর পরিবর্তে 'আল্লাহ তা'আলা সে তার সে দিনে যেসব গুনাহে লিপ্ত হয়েছে সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন...' এ ভাষা বলেছেন।

এ সূত্রেও দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। বাকিয়্যাহ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনা। কারণ তিনি তাদলীস করার বিষয়ে প্রসিদ্ধ।

২। মুসলিম ইবনু যিয়াদের মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে। ইবনু কাত্তান বলেন : তার অবস্থা মাজহূল (অজ্ঞাত)।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল (গ্রহণযোগ্য)। তবে মুতাবা'য়াতের সময়। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

মাকহূল কর্তৃক মুহাবা'য়াত পাওয়া যাচ্ছে নিম্নে বর্ণিত কারণে এ কথা বলা যাবে না ঃ

১। মাকহূলও তাদলীস করার দোষে দোষী। হতে পারে তার ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যের বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু যিয়াদ বা অন্য কেউ। এ ক্ষেত্রে সনদ একটি হয়ে যাবে।

২। মুসলিম ইবনু যিয়াদ পর্যন্ত সূত্রটি সহীহ নয়। বাকিয়্যাহ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হওয়ার কারণে।

৩। হাদীসটির উভয় সূত্রের ভাষায় ভিন্নতা থাকায় ইযতিরাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত এ সব কারণেই ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা না দিয়ে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার এ ভাষায় : হাদীসটি গারীব।

মুনযেরী "আত্তারগীব" (১/২২৭) গ্রন্থে তিরমিযী হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান!

এটি তার ধারণা মাত্র অথবা কপির কারণে হতে পারে।

এর চেয়ে আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-কালেমুত তাইয়্যেব"-এ (পৃ ১১) তার (তিরমিযী) থেকে নকল করেছেন যে, হাদীসটি হাসান ও সহীহ!

১০৪২. (كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ).

১০৪২। তিনি যখন মেঘের গর্জনের আওয়ায শুনতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার ক্রোধ দ্বারা হত্যা কর না, তোমার শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করো না। তার পূর্বেই তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (নং ২৭১), তিরমিযী (৪/২৪৫), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওয়াম অল লায়লাহ" (নং ২৯৮), অনুরূপভাবে নাসাঈ (৯২৭, ৯২৮), হাকিম (৪/২৮৬), বাইহাক্বী (৩/৩৬২) ও ইমাম আহমাদ (২/১০০-১০১) আবূ মাতার সূত্রে সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে

উমার হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন:

এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই এটিকে চিনি।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

"আল-আযকার" গ্রন্থের (৪/২৮৪) ভাষ্যকার ইবনু আল্লান ইবনুল জাযারী হতে নকল করেছেন তিনি "তাসহীহুল মাসাবীহ" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি নাসাঈ "আমালুল ইয়াওয়াম অল লায়লাহ" গ্রন্থে এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি ভাল এবং তার কয়েকটি সূত্র রয়েছে।

ইবনু আল্লান হাফিয ইবনু হাজার হতেও নকল করেছেন। তিনি "তাখরীজুল আযকার" গ্রন্থে ইমাম নাবাবী কর্তৃক হাদীসটি দুর্বল আখ্যা দানকে সমালোচনা করে বলেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ ...ও হাকিম বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন (হাফিয ইবনু হাজার তার বিবরণ দিয়েছেন)।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি দুর্বল। কারণ হাফিয যাহাবী নিজে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন : আবূ মাতার কে জানা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন : তিনি মাজহূল।

অতএব কিভাবে এরূপ ব্যক্তির হাদীস সহীহ বা ভাল বা গ্রহণযোগ্য?

আর হাফিয যে হাকিমের উদ্ধৃতিতে বিভিন্ন সূত্রের কথা বলেছেন, জানি না হাকিম তার "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থের কোন্ স্থানে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি আবূ মাতারের একমাত্র এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। দুঃখজনক এই যে, ভাষ্যকার ইবনু আল্লান বলেছেন যে, সেগুলো হাফিয ইবনু হাজার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তিনি তা বর্ণনা করেননি। হাকিম হাদীসটি আবূ মাতার সূত্রে "কিতাবুল আদাব" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমি "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থের আমার সূচিপত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তাতেও আমি উক্ত স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাদীসটির আর কোন সূত্র পায়নি।

সতর্কবাণী : হাফিয মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে ইবনু আল্লান কর্তৃক নকলকৃত ইবনু হাজারের কথায় ধোঁকায় পড়েছেন। এ কারণে "আত-তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটির কোন কোন সনদ সহীহ আর কোন কোনটি দুর্বল। আর শাইখ আল-গামারী "কানযুস সামীন" গ্রন্থে তার তাকলীদ করেছেন।

١٠٤٣. (قُوْلِيْ لَهَا تَتَكَلَّمُ، فَإِنَّهُ لاَ حَجَّ لِمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ).

১০৪৩। তুমি তাকে বল সে যেন কথা বলে, কারণ যে ব্যক্তি কথা বলবে না তার হাজ্জই হবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" গ্রন্থে (৭/১৯৬) আব্দুস সালাম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে জাবের আল-আহমাসী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি যায়নাব বিনতু জাবের আল-আহমাসিয়াহ হতে বর্ণনা করেছেন। রসূল (ﷺ) তাকে তার সাথে চুপ করে হাজ্জকারী এক নারী সম্পর্কে বলেন : তুমি তাকে ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু জাবের ও তার ছেলে আব্দুস সালাম। ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ

তাকে ও তার ছেলেকে চেনা যায় না। তার মাত্র একটি হাদীস রয়েছে। তার থেকে একমাত্র তার ছেলেই বর্ণনা করেছেন।

তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٠٤٤. (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ فِيْ كُلِّ صَلاَةٍ وَعَلَى الْجَنَائِزِ).

১০৪৪। তিনি প্রত্যেক সলাতে এবং জানাযায় তাকবীরের সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (নং ৮৫৮৪) [এবং "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭৭৭) আব্বাদ ইবনু সুহায়েব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহার্‌রার হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

"জানাযায়" কথাটি ইবনু মুহার্‌রার ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আব্বাদ তা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে আব্বাদ ইবনু সুহায়েব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুহার্‌রার। তারা উভয়ে মাতরূক। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/৩২) বলেন ঃ

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনু মুহার্‌রার রয়েছেন, তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি হায়সামী হতে একটি ত্রুটি। কারণ ইবনু মুহার্‌রার পরিচিত। তবে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

দারাকুতনী ও একদল বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। দেখুন "তাহযীবুত তাহযীব"।

এছাড়া হায়সামী কর্তৃক শুধুমাত্র তাকে উল্লেখ করে সমস্যা বর্ণনা করা সন্দেহ জাগায় যে, তাতে অন্য কোন সমস্যা নেই। আসলে তা নয়। কারণ আব্বাদ ইবনু সুহায়েবও মাতরূক যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" গ্রন্থে (পৃ ১৭১) বলেছেন : তারা দু'জন দুর্বল। আর "আল-ফাতহু" গ্রন্থে (৩/১৮৪) বলেছেন : হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

তাতে তিনি বড় ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ তারা উভয়েই খুবই দুর্বল এবং হাদীসটি খুবই দুর্বল এরূপ বলা উচিত ছিল। এর সাক্ষ্য দিচ্ছে "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে তার এ মন্তব্য : আব্দুল্লাহ ইবনু মুহার্‌রার মাতরূক।

١٠٤٥. (كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَإِذَا انْصَرَفَ سَلَّمَ).

১০৪৫। তিনি যখন জানাযার সলাত আদায় করতেন, তখন প্রতিটি তাকবীরের সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন। যখন শেষ করতেন সলাম দিয়ে শেষ করতেন।

হাদীসটি শায।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (২/২৮৫) বলেন :

হাদীসটি দারাকুতনী "আল-ইলাল" গ্রন্থে উমার ইবনু শাব্বাহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন : উমার ইবনু শাব্বাহ এভাবেই হাদীসটিকে মারফূ' করেছেন। আর একদল তার বিরোধিতা করেছেন। তারা ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেটিই সঠিক।

যায়লা'ঈ অতঃপর হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃ ১৭১) গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। আর সেটিই হক ইনশাআল্লাহ।

উমার ইবনু শাব্বার বিরোধিতা করে মওকূফ হিসেবে বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

চারটি সহীহ্ সূত্রে মওকূফ হিসেবে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

ফায়েদাহ : ইবনু হায্ম (৫/১২৮) বলেন :

জানাযায় একমাত্র প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীরের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে নাবী (ﷺ) হতে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। হাত উঠানো জায়েয নয়। কারণ এ মর্মে কোন দলীল আসেনি। রসূল (ﷺ) হতে এসেছে যে, প্রতিটি নীচু ও উঁচু হওয়ার সময় তিনি তাকবীর বলে তাঁর দু'হাত উঠিয়েছেন। আর জানাযাতে উঁচু-নীচু হওয়ার কিছু নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জানাযার সলাতে প্রতিটি তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে মর্মে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ) মত দিয়েছেন অথচ তা নাবী (ﷺ) হতে কখনও সাব্যস্ত হয়নি। অপর পক্ষে তিনি অন্য সব সলাতের ক্ষেত্রে উঁচু ও নীচু হওয়ার সময় হাত উঠাতে নিষেধ করেছেন অথচ তা নাবী (ﷺ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হানীফাহ (রহি) হতে ইবনু হায্মের আশ্চর্য হবার বিষয়টি তার কোন এক অন্ধ অনুসরণকারী "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করে তার উপর নিম্নের ভাষায় প্রশ্ন রেখেছেন :

তার থেকে এ নেসবাত (উদ্ধৃতি) খুবই আশ্চর্যজনক।

আমি (আলবানী) বলছি : আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আবূ হানীফাহ হতে এ মত সাব্যস্ত হয়েছে। যা তার অনুসারীদের বহু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাশিয়াহ ইবনু আবেদীন ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে আর তার উপরেই বাল্খ এলাকার হানাফী আলেমদের আমলও রয়েছে। যদিও আজকের দিনের হানাফীদের আমল তার বিপরীতে চলছে। মতনধারী গ্রন্থগুলোতে তাই রয়েছে।

١٠٤٦. (مَسَحَ رَأْسَهُ، وَأَمْسَكَ مِسَبِّحَتَيْهِ لِأُذُنَيْهِ).

১০৪৬। তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করেন এবং তাঁর তাসবীহ পাঠের দু'আংগুলকে তাঁর দু'কানের জন্য ধরে রাখেন।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে শাইখ শায়রাযী "আল-মুহায্যাব" গ্রন্থের কোন এক কপিতে উল্লেখ করেছেন। তবে তার থেকে নির্ভরযোগ্য অন্য কপিতে তিনি উল্লেখ করেননি। কারণ

তিনি যখন জানতে পারেন যে, হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই তখন তিনি তাকে বাদ দেয়ার নির্দেশ দেন।

ইমাম নাবাবী বলেন : এটি "আলমুহায্যাব" গ্রন্থের প্রসিদ্ধ কপিতেই রয়েছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য কপিতে নেই। এ হাদীসটি দুর্বল কিংবা বাতিল। এটিকে চেনা যায় না। শাইখ আবূ উমার ইবনুস সালাহ্ বলেন : "আলমুহায্যাব" গ্রন্থের লেখক এ হাদীসের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসেন এবং তিনি এটিকে তার এ গ্রন্থ থেকে বের করে ফেলেন।

উল্লেখ্য একটি হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অযূ করতে দেখেন। তিনি তাঁর মাথা মাসাহ্ করার জন্য যে পানি গ্রহণ করেন সে পানি ছাড়া অন্য পানি দু'কানের (মাসাহ্ করার) জন্যে গ্রহণ করেন।

কিন্তু এ হাদীসটি শায (দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ এটিকে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী একাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। কারণ একাধিক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'হাত ধোয়ার জন্য যে পানি গ্রহণ করেন সে পানির অবশিষ্ট অংশ ছাড়া ভিন্ন পানি দ্বারা তাঁর মাথা মাসাহ্ করেন। এ হাদীসের মধ্যে দু'কানের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়নি। আর এটিই হচ্ছে সঠিক। এটিকে আবূ দাউদ ("সহীহ্ আবী দাউদ" নং ১২০) ও তিরমিযী ("সহীহ্ তিরমিযী" নং ৩৫) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদীস ইমাম মুসলিমও (২৩৬) বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٧. (كَانَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ).

১০৪৭। তিনি কোন গৃহে পদার্পণ করলেই সেটিকে বিদায় জানাতেন দু'রাক'আত সলাত আদায় করার দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু খুযাইমাহ (১২৬০) আর তার থেকে হাকিম (১/৩১৫-৩১৬, ২/১০১) এবং যাহের আশ-শাহ্হামী "আস-সুবা'ইয়াত" গ্রন্থে (৭/১৮/২) আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম হতে, তিনি উসমান ইবনু সা'য়াদ আল-কাতেব হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ

হাদীসটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে এক স্থানে বলেছেন : আবূ হাফ্স আল-ফাল্লাস বর্ণনাকারী এ আব্দুস সালাম সম্পর্কে বলেন : আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দৃঢ়ভাবে মিথ্যুক আখ্যা দিই নি।

তিনি অন্যত্র বলেন : না সহীহ নয়। কারণ আব্দুস সালামকে ফাল্লাস মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন আর উসমান দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ উসমান সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল। এর পরে মানাবী কর্তৃক ইবনু হাজার হতে নকল করা নিম্নের ভাষার কোন যৌক্তিকতা দেখিনা। তিনি বলেন : ইবনু হাজার বলেছেন : হাদীসটি হাসান গারীব। আর হাকিম যে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ, তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে তাতে ভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপভাবে ইবনু হাজার হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়ে ভুল করেছেন। কারণ তাতে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) হাকিমের নিকট (১/৪৪৬) হাদীসটির আবূ কিলাবা ... সূত্রে একটি মুতাবা'য়াত পেয়েছি। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন : বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ

বর্ণনাকারী উসমান ইবনু সা'য়াদ দুর্বল। ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি।

١٠٤٨. (إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفَرٍ، أَوْ دَخَلَ بَيْتَهُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ).

১০৪৮। তিনি যখন সফরে কোন গৃহে পদার্পণ করতেন বা কোন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন দু'রাক'আত সলাত আদায় না করে বসতেন না।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৮/৩০০/৭৭০-১৫১৬৬) মুহাম্মাদ ইবনু উমার ওয়াকেদী হতে, তিনি হারেসাহ ইবনু আবী ইমরান হতে, তার সনদে ফুযালাহ ইবনু ওবায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (২/২৮৩) গ্রন্থে বলেন ঃ

তাতে ওয়াকেদী রয়েছেন। তাকে মুস'য়াব আয-যুবায়রী প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর বিপুল সংখ্যক একদল ইমাম তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থের কোন কোন কপিতে দুর্বল হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। তার শাইখ যায়েন আল-ইরাকী "শারহুত তিরমিযী" গ্রন্থে বলেন : তাতে ওয়াকেদী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাতরূক যেমনটি বার বার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তার শাইখ হারেসাহ মাজহূল যেমনটি আবূ হাতিম ও যাহাবী বলেছেন।

١٠٤٩. (كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجرَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِيْمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعاً سُنَّةَ نَبِيِّكَ).

১০৪৯। তিনি যখন হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান এনে, তোমার গ্রন্থকে সত্য জেনে এবং তোমার নাবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে।

এটি দুর্বল মওকূফ।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ৪৮৮) আবূ ইসহাক হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি আলী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হারেস আল-আ'ওয়ার দুর্বল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল।

অতঃপর তিনি (নং ৫৬১৭, ৫৯৭১) আউন ইবনু সালাম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজের হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শেষে বলেছেন : অতঃপর তিনি নাবী (ﷺ)-এর উপর দূরূদ পাঠ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটিও দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে এই মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজের, তিনি কুরাশী কূফী। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন : তাকে চেনা যায় না।

ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/২৪০) সন্দেহ বশত বলেছেন : বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। সন্দেহের কারণ এই যে, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজের সহীহ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। ইমাম নাসাঈর "আমালুল ইয়াওয়াম অল লায়লাহ" গ্রন্থের বর্ণনা ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের রচনাকারীগণ তার থেকে বর্ণনা করেননি। আর এ ব্যক্তি দুর্বল যেমনটি আপনারা জেনেছেন। হায়সামী ধারণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবুন মুহাজের ইবনে আবী মুসলিম শামী। তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এই মুহাম্মাদ আলোচ্য

হাদীসের সনদের মুহাম্মাদ নন। কারণ ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীর শাইখদের মধ্যে নাফে' নেই এবং তার বর্ণনাকারীর আউন নামের কোন ছাত্রও নেই।

١٠٥٠. (الأُضْحِيَةُ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ).

১০৫০। কুরবানীকারীর জন্য তার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব অর্জিত হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইমাম তিরমিযী তার "সুনান" গ্রন্থে বিনা সনদে মু'য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিম্নের ভাষা দ্বারা দুর্বল হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন ঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির মূল ইবনু মাজাহ (৩১২৭), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/৩১৬ -১/৩১৭), হাকিম (২/৩৮৯) ও বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৯/২৬১) আয়েযুল্লাহ সূত্রে আবূ দাউদ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ)-এর সাথীগণ বললেন : হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ কুরবানীগুলো কেন? তিনি বললেন : তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। তারা বলল : আমাদের জন্য তাতে কী রয়েছে হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব। একজন বলল : পশম হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন : পশমের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব রয়েছে।

এটিকে ইবনু আদী আয়েযুল্লার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ নয়। তিনি ইমাম বুখারী হতেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন : সনদটি সহীহ! হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : আয়েযুল্লাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হতে ধারণা হতে পারে যে, তার উপরের বর্ণনাকারী নিরাপদ। আসলে তা নয়। কারণ আবূ দাউদও দোষী ব্যক্তি। বরং তার থেকে বর্ণনাকারীর চেয়ে তার (আবূ দাউদ) দ্বারা দোষ বর্ণনা করাই বেশী উত্তম। কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী নিজে আয়েযুল্লাহর জীবনীর মধ্যে তার সম্পর্কে বলেন : তিনি জালকারী।

ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" (৩/৫৫) বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে সন্দেহ করে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনিই যায়েদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (২/১০১-১০২) হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন : বরং তিনি নিতান্তই দুর্বল। আয়েযুল্লাহ হচ্ছেন আল-মুশাজে'ঈ আর আবূ দাউদ হচ্ছেন নুফায়ে' ইবনু হারেস আলআ'মা আর তারা দু'জনই সাকেত (নিক্ষিপ্ত)।

বুসয়রী "আয্‌যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেন : তার সনদে আবূ দাউদ রয়েছেন তিনি মাতরূক। তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

١٠٥١. (مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ).

১০৫১। যে ব্যক্তি নিজ পণ্য বহন করবে সে ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১৬৫) এবং কাযা'ঈ (২/৩২) মুসলিম ইবনু ঈসা আস-সাফ্‌ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই মুসলিম সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। হাফিয যাহাবী তাকে "তালখীসুল মুস্তাদরাক" গ্রন্থে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

তার একটি শাহেদ রয়েছে যার দ্বারা খুশি হওয়া যায় না। সেটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/২৪০) উমার ইবনু মূসা সূত্রে কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটি এই উমার ইবনু মূসা ইবনে অজীহ আল-অজীহীর জীবনীতে উল্লেখ করে ইয়াহ্‌ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেন : তিনি শামী নির্ভরযোগ্য নন।

বুখারী হতেও বর্ণনা করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। অতঃপর তিনি তার বহু হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন :

এ ছাড়াও তার বহু হাদীস রয়েছে। আর যা কিছু তার থেকে লিখেছি নির্ভরযোগ্যগণ তার মুতাবা'য়াত করেননি। আর যা কিছু উল্লেখ করিনি সেগুলোও অনুরূপ। দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তিনি হাদীসের সনদ ও ভাষা জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুয়ূতী হাদীসটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করায় মানাবী তার সমালোচনা করেছেন। বাইহাক্বী শুধুমাত্র সনদটি দুর্বল বলে শিথিলতাও করেছেন। আর তিনি (মানাবী) উমার ইবনু মূসাকে আম্‌র ইবনু মূসা দেমাস্কী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অথচ তিনি আম্‌র নন বরং তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু মূসা দেমাস্কী অজীহী। "আল-মীযান" গ্রন্থে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু মূসা আনসারী কূফী। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। সম্ভবত তিনিই অজীহী। তিনি অজীহীর জীবনীতে বলেছেন : তাকে যিনি কূফী হিসেবে গণ্য করেছেন তিনি সন্দেহ বশত তা করেছেন।

١٠٥٢. (لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ بِحِرَاءَ مَكَثَ أَيَّاماً لاَ يَرَى جِبْرِيْلَ، فَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيْداً حَتَّى كَانَ يَغْدُوْ إِلَى (ثَبِيْرٍ) مَرَّةً، وَإِلَى (حِرَاءَ) مَرَّةً، يُرِيْدُ أَن يُّلْقِيَ بِنَفْسِهِ مِنْهُ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ عَامِداً لِبَعْضِ تِلْكَ الْجِبَالِ، إِذْ سَمِعَ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ فَوَقَفَ صَعِقاً لِلصَّوْتِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا جِبْرِيْلُ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مُتَرَبِّعاً عَلَيْهِ يَقُوْلُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ حَقاً، وَأَنَا جِبْرِيْلُ، قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ، وَرَبَطَ جَأْشَهُ).

১০৫২। যখন হেরা পর্বতে তাঁর উপর অহী নাযিল হল, তখন তিনি কয়েকদিন হতে অপেক্ষা করছেন জিবরীলকে দেখছেন না। ফলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি একবার তিনি সাবীর পর্বতের দিকে সকালে যেতেন, আরেকবার হেরা পর্বতের দিকে যেতেন। এ প্রত্যাশায় যে, তার থেকে তাঁকে কিছু দেয়া হবে। এমতাবস্থায় অনুরূপভাবে তিনি কোন এক পর্বতের দিকে মনস্থির করছিলেন তখন আসমান হতে আওয়ায শুনতে পেলেন, তিনি প্রচণ্ড আওয়াযের কারণে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর মাথা উঠালেন। জিবরীলকে আসমান ও যমীনের মধ্যে চার পা বিশিষ্ট এক বিশাল চেয়ারে দেখলেন তিনি বলতেছেন : হে মুহাম্মাদ আপনি সত্যিকারই আল্লাহর রসূল আর আমি জিবরীল। (বর্ণনাকারী) বলেন : রসূল (ﷺ) ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় যে,

আল্লাহ তা'আলা তাঁর চক্ষুকে শীতল করে দিয়েছেন এবং তাঁর দুঃচিন্তা দূর হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু সা'য়াদ "আত্‌ত্বাকাত" (১/১/১৩০-১৩১) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী মূসা হতে, তিনি দাউদ ইবনুল হুসায়েন হতে, তিনি আবূ গাতফান হতে, তিনি তুরায়েফ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু উমার হচ্ছেন ওয়াকেদী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। তার শাইখ ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। আমার ধারণা তার দাদা সম্ভবত আবূ মূসা নন তিনি আবূ ইয়াহ্‌ইয়া। তিনি যদি তাই হন তাহলে তিনি পরিচিত তবে মিথ্যার সাথে। তিনি হচ্ছেন ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়াহ্‌ইয়া আলআসলামী আবূ ইসহাম আল-মাদানী। তাকে একদল মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অগ্রাধিকারযোগ্য মত হচ্ছে এই যে, তিনিই হচ্ছেন এ সনদে। কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী ওয়াকেদীও আসলামী মাদানী। ইমাম নাসাঈ তার "আয্‌যু'য়াফা অল মাতরূকূন" গ্রন্থের (পৃঃ ৫৭) শেষে বলেছেন ঃ

রসূল (ﷺ)-এর উপর হাদীস জালকারী প্রসিদ্ধ মিথ্যুকরা হচ্ছে চারজন ঃ

১। মদীনায় ইবনু আবী ইয়াহ্‌ইয়া।

২। বাগদাদে ওয়াকেদী।

৩। খুরাসানে মুকাতিল ইবনু সুলায়মান।

৪। শামে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ (আল-মাসলূব নামে পরিচিত)।

এ সনদটি দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের সনদ। কিন্তু হাদীসটি "সহীহ বুখারী" সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আয়েশাহ (رضي الله عنها) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ আলোচ্য হাদীসটিতে লুক্কায়িত সমস্যা রয়েছে। ইবনু আবীস সারিউ সূত্রে ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে।

এ ইবনু আবীস সারিউ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওক্কিল। তিনি দুর্বল। এমনকি তাদের কেউ কেউ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তার সনদেও বিরোধিতা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ তার "মুসনাদ" (৬/২৩২-৩৩৩) গ্রন্থে বলেছেন : আমাদেরকে হাদীসটি আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন

: রসূল (ﷺ) চিন্তিত হয়ে পড়েন-যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে- । এ ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ

"যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।"

এ ভাবেই ইমাম বুখারী তার "সহীহাহ" গ্রন্থে কিতাবুত তা'বীর অধ্যায়ের প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্) ...আব্দুর রায্‌যাক হতে এ বর্ধিত অংশসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (১/৯৭-৯৮) মুহাম্মাদ ইবনু রাফে' সূত্রে আব্দুর রায্‌যাক হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার নিকট পাহাড়ের চূড়া হতে নীচে নামার ঘটনার উল্লেখ নেই। এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারীর নিকট তাফসীর অধ্যায়ে এসেছে যাতে নীচে নামার ঘটনার বিবরণ নেই।

অতএব পাহাড়ের নীচে নামার ঘটনাটি মওসূল নয়। এ ঘটনাটির প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। অতএব বুখারী মুসলিমের বর্ণনা আলোচ্য হাদীসটির শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়।

মোটকথা : এ হাদীসটি দুর্বল। ইবনু আব্বাস ও আয়েশাহ (রাঃ) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এ কারণেই আমি "মুখতাসারু সহীহিল বুখারী" (১/৫) গ্রন্থের টীকায় এ বিষয়ে সতর্ক করেছি যে, যুহ্‌রী যে বলেছেন : "যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে" এটি বুখারীর শর্তানুযায়ী নয়। যাতে কোন পাঠক সহীহার মধ্যে উল্লেখিত হওয়ায় ধোঁকায় না পড়ে।

١٠٥٣. (السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: الْيَدَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ، وَرَفْعُ الأَيْدِي إِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وبِعَرَفَةَ وبِجَمْعٍ وَعِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ).

১০৫৩। সাজদাহ্ করতে হবে সাতটি অঙ্গের উপর : দু'হাত, দু'পা, দু'হাঁটু ও কপালের উপর। আর হাত উঠাতে হবে যখন বাইতুল্লাহকে দেখবে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে, আরাফায়, মুযদালিফায়, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় এবং যখন সলাতের জন্য একামাত দেয়া হয় তখন।

হাদীসটি হাত উঠানোর দ্বারা মুনকার।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৫৫/১) আহমাদ ইবনু শু'য়ায়েব আবূ আব্দির রহমান নাসাঈ হতে, তিনি আম্‌র ইবনু ইয়াযীদ আবূ বুরায়েদ

আল-জারমী হতে, তিনি সাইফ ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে, তিনি অরাকা হতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হতে... বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী হতে যিয়া "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে (৬১/২৪৯/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে আতা ইবনুস সায়েব, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা ছাড়া তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তারা হচ্ছেন : সুফিয়ান সাওরী, শু'বাহ, যুহায়ের ইবনু মু'য়াবিয়াহ, যায়েদাহ ইবনু কুদামাহ, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, আইউব আস-সিখতিইয়ানী ও ওয়াহেব যেমনটি ইমামদের ঐকমত্যের কথা হতে উপকৃত হওয়া যায়। ইবনু হাজার আসকালানী "আত্তাহযীব" গ্রন্থে যার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ওয়াহেবকে ছেড়ে দিয়েছেন, তাকে তিনি সেই সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। যে কোন অবস্থায় আতা ইবনুস সায়েব হতে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী হিসেবে অরাকা ইবনু উমার সেই সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। অতএব হাদীস শাস্ত্রের থিওরী অনুযায়ী তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা রহিত হয়ে যায়।

তবে হাদীসটির প্রথম অংশটি তাউসের সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (৩১০) আমি এটির তাখরীজ করেছি।

আর দ্বিতীয় অংশটি আমার নিকট মুনকার আতা এককভাবে বর্ণনা করার কারণে। হায়সামী "আল-মাজমা'" (৩/২৩৮) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

তাতে আতা ইবনুস সায়েব রয়েছেন তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

"নাসবুর রায়া" গ্রন্থের (১/৩৯০) উপর টীকা লেখক তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

অরাকা শু'বার সমসাময়িক। যেহেতু আতা হতে শু'বার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু অরাকারও শ্রবণ সাব্যস্ত হয়। এটিই হচ্ছে ইনসাফ ভিত্তিক কাজ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সমালোচনার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ অরাকা শু'বার সমসাময়িক হওয়ার কারণে আতা হতে তার শ্রবণ পুরাতন এমনটি অপরিহার্য নয়। কেননা আপনি কি দেখছেন না যে, ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ আতার সমসাময়িক, এমনকি ইবনু হাজার তাকে তাবে'ঈনদের চতুর্থ স্তরে উল্লেখ

করেছেন আর আতা ইবনুস সায়েবকে পঞ্চম স্তরে উল্লেখ করেছেন। তিনি আতার সমসাময়িক, শু'বার সমসাময়িক নন। তা সত্ত্বেও তারা তাকে আতা হতে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেননি। তার ন্যায় সুলায়মান আত্‌তাইমীও। এটিই প্রমাণ করছে যে, ইখতিলাতের পূর্বে শ্রবণ সাব্যস্ত করার জন্য প্রত্যেককেই উঁচু স্তরের হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এর উল্টাও হতে পারে। ব্যাপারটি বর্ণনাকারীর বাস্তবতার নিরিখে হতে হবে পূর্বে শ্রবণ করেছে না করেনি সে দিকে লক্ষ্য করে।

এমনও আছে যে, কোন কোন বর্ণনাকারী তার থেকে ইখতিলাতের (মস্তিষ্ক বিকৃতির) পূর্বে ও পরেও বর্ণনা করেছেন। যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে তা প্রকাশ করেছেন। এ কারণে এর হাদীস দ্বারাও দলীল গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে আমাদের সমসাময়িক কোন কোন আলেম এরূপ ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন।

অতএব উল্লেখিত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকরীদের মধ্য হতে যিনি তার থেকে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করেছেন তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। আর যিনি পরে শ্রবণ করেছেন কিংবা যার শ্রবণের ক্ষেত্রে সন্দেহ করা হয়েছে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

আম্‌র ইবনু ইয়াযীদ সত্যবাদী। সাইফ ইবনু ওবাইদুল্লাহও তার ন্যায় তবে তিনি কখনও কখনও অন্যের বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

١٠٥٤. (لا تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِجَمْعٍ، وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ).

১০৫৪। সাত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে হাত উঠানো যায় না : যখন সলাত শুরু করা হবে, যখন মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে বাইতুল্লার দিকে দৃষ্টি দিবে, যখন সফা পাহাড়ের উপর দাঁড়াবে, যখন মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়াবে, যখন আরাফার মাঠে লোকদের সাথে বিকালে দাঁড়াবে, মুযদালিফায় এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করে দু'স্থানে দাঁড়ানোর সময়।

হাদীসটি এ বাক্যে বাতিল।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৪৬/২) মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনে আবী শাইবাহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান ইবনে আবী লাইলা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি হাকাম হতে, তিনি মেকসাম হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ইবনু আবী লাইলার কারণে দুর্বল। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান। কারণ তার হেফয্ শক্তি ক্রটিযুক্ত। হাদীসটি বায্যার তার "মুসনাদ" (নং ৫১৯) গ্রন্থে তার সূত্রে "হাত উঠাতে হবে..." এ শব্দে বর্ণনা করেছেন। না সূচক অক্ষর দিয়ে বর্ণনা করেননি। অতঃপর বলেছেন : একদল হাদীসটি মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী লাইলা হাফিয ছিলেন না। তিনি বলেছেন : "হাত উঠাতে হবে...", তিনি "এই সাত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে হাত উঠানো যাবে না" বলেননি।

আব্দুল হক ইশবীলী "আল্‌আহকাম" গ্রন্থে (কাফ ১/১০২) তা স্বীকার করে বলেছেন : একাধিক ব্যক্তি মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী লাইলা হাফিয ছিলেন না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, হেফযের দিক দিয়ে খুবই মন্দ ছিলেন।

হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তবে তিনি 'খুবই' শব্দটি বলেননি। কিন্তু এ শব্দটি না বলা হাদীসটিকে দুর্বল হওয়া হতে বের করতে পারে না।

আর হায়সামী যে "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৩/২৩৮) বলেছেন : তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবী লাইলা রয়েছেন। তিনি হেফয্ শক্তিতে ক্রটিযুক্ত। তার হাদীস হাসান পর্যায়ের ইনশাআল্লাহ।

তার এ বক্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ হেফ্যের দিক দিয়ে মন্দ ব্যক্তির হাদীস অগ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর প্রকারের একটি। বিশেষ করে এ হাদীসটি কিভাবে হাসান হয়? যার কোন শাহেদ বর্ণিত হয়নি ও তাকে শক্তিশালীও করেনি। তার পরেও এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত হওয়া অসম্ভব। কারণ নাবী (ﷺ) হতে রুকূ'তে যাওয়ার সময়, রুকূ' হতে উঠার সময় তাঁর দু'হাত উঠানো মর্মে মুতাওয়াতির বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং ইস্তিস্কার দু'আ ও অন্য ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর দু'হাত উঠাতেন। হাফিয যায়লা'ঈ হানাফী "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/৩৮৯-৩৯২) আলোচ্য হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে যে আলোচনা করেছেন

তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি তাতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, হাদীসটি মারফূ' ও মওকূফ কোন ভাবেই সহীহ নয়।

এছাড়া ত্বারানীর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবী শাইবাহ রয়েছেন, তার ব্যাপারে বহু কথপোকথন হয়েছে। কম পক্ষে তার বিরোধী বর্ণনা আসলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। যেমনটি এখানে ঘটেছে। কারণ তিনি বায্যারের বর্ণনার বিরোধিতা করে লা (না সূচক) শব্দটি বর্ধিত করেছেন।

ইমাম শাফে'ঈ সা'ঈদ ইবনু সালেম সূত্রে ইবনু জুরায়েজ হতে তিনি বলেন আমাকে মেকসাম হতে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নের বাক্যে ঃ

"সলাতে হাত উঠাতে হবে..." উল্লেখিত সাতটি উল্লেখ করার পর আরো একটি বর্ধিত করেছেন : সেটি হচ্ছে 'মৃত ব্যক্তির জন্য"।

এ সনদটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। কারণ ইবনু জুরায়েজ এবং মেকসামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। সম্ভবত উভয়ের মধ্যের ব্যক্তি হচ্ছেন ইবনু আবী লাইলা।

আর সা'ঈদ ইবনু সালেম তার হেফ্যের দিক দিয়ে দুর্বল। কিন্তু তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

১٠٥٥. (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ ذُلًّا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ فَقْرًا ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ دَنَاءَةً ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلاَّ لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ، أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ).

১০৫৫। যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার সম্মানের কারণে বিয়ে করবে আল্লাহ তা'আলা শুধু তার অসম্মানবোধই বৃদ্ধি করবেন। যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার সম্পদের কারণে বিয়ে করবে আল্লাহ তা'আলা শুধু তার দরিদ্রতাই বৃদ্ধি করবেন। যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার বংশ মর্যাদার কারণে বিয়ে করবে আল্লাহ তা'আলা শুধু তার অমর্যাদাকে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করবে নিজ চোখকে নিম্নমুখী করার জন্য বা তার লজ্জাস্থানকে হেফাযাত করার জন্য বা তার আত্মীয়তার সম্পর্ককে রক্ষা করতে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সেই নারীর মধ্যে বরকত দিবেন আর সেই নারীর জন্য তার মধ্যে বরকত দিবেন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ২৫২৭) আব্দুস সালাম ইবনু আব্দিল কুদ্দুস হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবী আবলাহ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেছেন : হাদীসটি ইব্‌রাহীম হতে একমাত্র আব্দুস সালামই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুস সালাম খুবই দুর্বল। তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবূ দাউদ বলেছেন : আব্দুল কুদ্দুস কিছু না আর তার ছেলে তার চেয়েও নিকৃষ্ট। ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৫০-১৫১) বলেন :

তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবী উবলাহ হতে বর্ণনা করেছেন...।

হায়সামী যে বলেছেন : তিনি দুর্বল। তাতে তিনি শিথিলতা করেছেন বা ভুলে তা বলেছেন। মুনযেরীও "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٠٥٦. (مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ، بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ ، بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ، بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا).

১০৫৬। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিবে এমতাবস্থায় যে সে তাতে বাতিলের উপর ছিল, তার জন্য জান্নাতের এক ধারে একটি অট্টালিকা তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়াকে ছেড়ে দিবে এমতাবস্থায় যে সে তাতে হকপন্থী ছিল তার জন্য জান্নাতের মধ্য স্থানে একটি অট্টালিকা তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করবে তার জন্য জান্নাতের উচ্চ স্থানে একটি অট্টালিকা তৈরি করা হবে।

হাদীসটি এভাবে বাতিল।

এটি তিরমিযী তার "সুনান" গ্রন্থে (১/৩৫৯), ইবনু মাজাহ (নং ৫১), খারায়েতী "মাকারেমুল আখলাক" গ্রন্থে (পৃ ৮) ও ইবনু আদী (২/১৭০) সালামাহ ইবনু অরদান আল্‌লাইসী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান। একমাত্র সালামাহ ইবনু অরাদানের হাদীস হতেই এটিকে চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (সালামাহ) জামহূরে আয়েম্মার নিকট দুর্বল। এ কারণে ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয যাহাবীও তাকে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তাকে দারাকুতনী প্রমুখও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি বলছি : তাকে হাকিমও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন : আনাস (রাঃ) হতে তার অধিকাংশ হাদীস মুনকার।

অতএব তার হাদীসটি যখন আনাস (রাঃ) হতে তখন তার হাদীস কিভাবে হাসান। এছাড়া তিনি এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইমাম তিরমিযী ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আবূ উমামাহ (রাঃ) এবং মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে দু'টি ভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যার একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। তবে সে হাদীসটির ভাষা আলোচ্য হাদীসটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের ভাষা হতে ভিন্ন। যা প্রমাণ করছে যে সালামার উপর হাদীসটির ভাষা উলট-পালট হয়ে গেছে। "সিলসালাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্" গ্রন্থের (২৭৩ নং) হাদীস দেখুন।

সহীহ্ হাদীসের ভাষাটি নিম্নরূপ ঃ

(أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ)

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেন : আমি জান্নাতের ধারে সে ব্যক্তির জন্য একটি ঘরের যিম্মাদার যে ব্যক্তি হক্বপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে। আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার যে তামাশা করে হলেও মিথ্যা বলা ত্যাগ করে। আর আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উঁচু স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার যে তার চরিত্রকে সুন্দর করে। [হাদীসটি পর্যায়ভুক্ত]।

হাফিয মুনযেরীর নিকট আনাস (রাঃ)-এর হাদীস আবূ উমামার হাদীসের সাথে গোলমেলে হয়ে গেছে।

١٠٥٧. (رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الأَدَاوِي).

১০৫৭। তিনি পাত্রগুলোর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে অনুমতি দিয়েছেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/১৩৯/১) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ হাযরামী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাবী' হতে, তিনি আবূ মু'য়াবিয়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনির রাবী' ইবনে আবী রাশেদ ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও পরিচিত। তার জীবনী পাচ্ছি না। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/৭৮) বলেন :

তাতে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী রাশেদ রয়েছেন তাকে আমি চিনি না ...।

আমার ধারণা হায়সামী হতে এটি একটি ভুল। নকল করার সময় তার দৃষ্টি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর দিকে চলে যাওয়ায় তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ লিখে ফেলেন।

এ হাদীসটি দুর্বল হওয়াকে শক্তিশালী করছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে খালেদ আল-হায্যার বর্ণনায় বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : 'রসূল (ﷺ) পাত্রের মুখে মুখ দিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।'

এটি ইমাম বুখারী (৪/৩৭) ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৪২/১) এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং আবূ সা'ঈদ খুদরীর (রাঃ) হাদীস হতেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পান জায়েয না যেমনিভাবে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয না। তবে ওযরের কারণে তা জায়েয আছে যেমনটি কাবশার হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন ঃ

রসূল (ﷺ) আমার নিকট প্রবেশ করলেন, অতঃপর তিনি ঝুলন্ত পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। আমি পাত্রটির মুখের নিকট দাঁড়িয়ে তা কেটে দিলাম।

এটি তিরমিযী (১/৩৪৫) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

এটি ও অনুরূপ হাদীসকে ওযরের কারণে জায়েয হিসেবে গণ্য করা হয়।

١٠٥٨. (كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ).

১০৫৮। তিনি যখন তাঁর সলাত পূর্ণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর কপাল স্পর্শ (মাসাহ্) করতেন। অতঃপর বলতেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ রহমানুর রহীম ছাড়া সত্যিকারেই কোন উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার চিন্তা ও বিষণ্নতাকে দূর করে দাও।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনুস সুন্নী "আল-ইয়াওয়াম অল লাইলাহ" গ্রন্থে (নং ১১০) এবং ইবনু সাম'উন "আল-আমালী" গ্রন্থে (কাফ ২/১৭৬) সালাম আল-মাদায়েনী হতে, তিনি যায়েদ আল-আম্মী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ ইবনু কুররাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী হচ্ছেন সালাম আল-মাদায়েনী, তিনি হচ্ছেন আত্‌তুবীল, তিনি মিথ্যুক। যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বে বার বার আলোচনা করা হয়েছে।

আর যায়েদ আল-আম্মী দুর্বল।

আনাস (রাঃ) হতে তার আরেকটি সূত্র রয়েছে। তিনি জাবারাহ হতে, তিনি কাসীর হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ১/২৭৫) এই কাসীরের কতিপয় হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলায়েম। অতঃপর বলেছেন : এ বর্ণনাগুলো আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যার অধিকাংশই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কাসীর দুর্বল। জাবারাহ ইবনুল মুগাল্লেসও তার ন্যায়। বরং তার চেয়েও বেশী দুর্বল। তাকে কেউ কেউ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

মোটকথা হাদীসটি খুবই দুর্বল।

১০৫৯. (كَانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهَاعَلَى لِحْيَتِهِ وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْغَمَّ وَالْحُزْنَ وَالْهَمَّ، اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ انْصَرَفْتُ، وَبِذَنْبِيْ اعْتَرَفْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ بَلاَءِ الدُّنْيَا، وَمِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ).

১০৫৯। তিনি যখন সলাত পূর্ণ করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর কপাল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তা তাঁর চেহারার উপর দিয়ে বুলিয়ে দিতেন। এমনকি তাঁর দাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতেন। আর নিম্নের দু'আ বলতেন : আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, তিনিই গোচর ও অগোচরের সব কিছু জানেন। তিনি রহমানুর রহীম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অস্থিরতা, চিন্তা ও বিষণ্নতাকে দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার জন্যই তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করে এসেছি, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই সব কর্মের অনিষ্টতা হতে যা আমি করেছি। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার বিপদাপদ হতে এবং আখেরাতের শাস্তি হতে।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১০৪) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার হতে, তিনি আল-আব্বাস ইবনু রাযীন আস্‌সুলামী হতে, তিনি খেলাস ইবনু আম্‌র হতে, তিনি সাবেত আল-বুনানী হতে ... মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। জাল করার দোষে দোষী হচ্ছেন এই দাউদ। তিনি "আল-আক্‌ল" গ্রন্থের রচনাকারী। তিনি একজন মিথ্যুক। তার সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন (১ ও ২২৪ নং হাদীস)।

আর আল-আব্বাস ইবনু রাযীনকে আমি চিনি না।

١٠٦٠. (لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ ، أَفْضَلُ).

১০৬০। তোমরা নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করো না। হতে পারে তাদের সৌন্দর্য তাদেরকে ধ্বংস করবে। তোমরা তাদেরকে তাদের সম্পদের কারণে বিয়ে করো না, কারণ হতে পারে তাদের সম্পদ তাদেরকে অবাধ্য করবে। তবে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো দ্বীন দেখে। অবশ্যই দ্বীনদার কাল দাসীই বেশী উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (১৮৫৯) ও বাইহাক্বী "আল্ইফরীকী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : ইফরীকীর কারণে এ সনদটি দুর্বল ।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে (কাফ ১/১১৭) বলেন :

এ সনদটি দুর্বল। ইফ্রীকীর নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'য়াম আশ্শা'বানী, তিনি দুর্বল। তার থেকে ইবনু আবী উমার এবং আব্দু ইবনু হুমায়েদ তাদের মুসনাদের মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে সা'ঈদ ইবনু মানসূরও বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীস হতে সাহীহাইন ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটির শাহেদ এসেছে।

বুসয়রী যে বলেছেন : এ হাদীসটির শাহেদ রয়েছে। আসলে তা নয়। কারণ সাহীহাইনের হাদীস আলোচ্য হাদীসটির শুধুমাত্র দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিয়ে করার অংশের শাহেদ হতে পারে। বাকী অংশগুলোর জন্য নয়। কারণ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

নারীকে বিয়ে করা যায় চারটি জিনিস দেখে : তার সম্পদ, তার বংশ পরিচয়, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীন দেখে। তবে তুমি দ্বীনকে অগ্রাধিকার দাও ... ।

এটি বুখারী ও মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বাইহাক্বী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

١٠٦١. (النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ الْبِنَاءَ، فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ).

১০৬১। বিল্ডিং তৈরি করা ব্যতীত সকল প্রকার খরচ হচ্ছে আল্লাহর পথে। তাতে (বিল্ডিংয়ে) কোন কল্যাণ নিহিত নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে তিরমিযী (২/৭৯), ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাসরুল আমাল" গ্রন্থে (২/২১/২), ইবনু মাখলাদ আল-আত্তার "আল-আমালী" গ্রন্থের (২/৯৮) এক অংশে, ইবনু আদী (১/১৫১) দু'টি সূত্রে যাফের ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি ইসরাঈল হতে, তিনি শাবীব ইবনু বিশ্র হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন হাদীসটি দুর্বল। কারণ শাবীব ইবনু বিশর সত্যবাদী তবে ভুল করতেন আর যাফের বহু সন্দেহ প্রবণ ছিলেন যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

মানাবী তৃতীয় সমস্যা উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে ইমাম তিরমিযীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ আর্রাযী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তাকে আবূ যুর'য়াহ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু হাসান ইবনু আরাফাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য। অতএব উপরের দু'টি সমস্যাই বহাল থাকছে।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/৫৭) শুধুমাত্র দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সেটিই সঠিক।

١٠٦٢. (مَا جَاءَ مِنَ اللهِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا جَاءَ مِنِّيْ فَهُوَ السُّنَّةُ، وَمَا جَاءَ مِنْ أَصْحَابِيْ فَهُوَ سَعَةٌ).

১০৬২। যা কিছু আল্লাহর নিকট হতে এসেছে তা হচ্ছে প্রাপ্য। আমার নিকট হতে যা কিছু এসেছে তা হচ্ছে সুন্নাত আর আমার সাথীদের থেকে যা কিছু এসেছে তা হচ্ছে পরিতৃপ্তি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (১/৯৩) আল্হাসান হতে, তিনি সালেহ ইবনু হাতিম হতে, তিনি সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি তার ভাই হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

এ হাদীসটি মুনকার, এমন এক শাইখ হতে এসেছে যিনি পরিচিত নন। তিনি হচ্ছেন সালেহ ইবনু জামীল। আল্হাসান (ইবনু আলী আলআদাবী) ধারণা করেছেন যে, তিনি সালেহ ইবনু হাতিম তিনি সত্যবাদী। এই আদাবী তার উপর ইবনু হাতিমকে মিলিয়ে দিয়েছেন। সামান্য কিছু বাদে তার মাধ্যমে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই বানোয়াট।

অতঃপর তিনি সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদের জীবনীতে (১/১৭৪) সালেহ ইবনু জামীল আয-যাইয়্যাতের সূত্রে... বর্ণনা করে বলেছেন :

সালেহ ইবনু জামীল যাইয়্যাত ছাড়া অন্য কেউ এ সনদে হাদীসটি সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন কিনা জানি না। আর সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদের অধিকাংশ বর্ণনাই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : সা'য়াদের ভাইয়ের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন : তার মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে গেছে। যাহাবী বলেন : তিনি একেবারে সাকেত (নিক্ষিপ্ত)।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হাদীসটির সমস্যা। তার দ্বারাই আব্দুল হক "আল্আহকাম" গ্রন্থে (নং (১৩৭) হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। যদিও তাতে আরো দু'টি সমস্যা রয়েছে : সালেহ ইবনু জামীলের মাজহূল হওয়া এবং সা'য়াদ ইবনু সা'ঈদের দুর্বল হওয়া।

١٠٦٣. (لَيْسَ لاِبْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ).

১০৬৩। এই খাসলতগুলো ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে আদম সন্তানের জন্য কোন প্রাপ্য নেই : একটি ঘর যাতে সে বাস করবে, একটি কাপড় যার দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গকে ঢাকবে এবং রুটির একটি টুকরা ও সামান্য পানি।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তিরমিযী (২/৫৫), ইবনু আবিদ দুনিয়া "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (১/৯) ও "যাম্মুদ দুনিয়া" গ্রন্থে (১/১০), আব্দ ইবনু হুমায়েদ "আল-মুন্তাখাবু মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৭), ইবনুস সুন্নী "আল-কানা'য়াহ" গ্রন্থে (১/২৪৩), হাকিম (৪/৩১২) ও যিয়া "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে (১/১২০-১২১) হুরায়েস ইবনুস সায়েব হতে, তিনি আল্হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি উসমান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/১৪৪/২) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাকিমও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!! আর মানাবী তাদের দু'জনকে সমর্থন করেছেন!

এ হুরায়েস বিতর্কিত ব্যক্তি। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য। আবূ হাতিম বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। সাজী বলেন : তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাসান হতে ... মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কাতাদাহ তার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সাব্যস্ত হয়েছে যে, হাদীসটি ইসরাঈলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে হুরায়েস এটিকে মারফূ' করে ফেলেছেন।

ইবনু কুদামাহ "আল-মুন্তাখাব" (১০/১/২) গ্রন্থে ইমাম আহমাদ হতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন :

আমি আবূ আব্দিল্লাকে (অর্থাৎ ইমাম আহমাদকে) হুরায়েস ইবনু সায়েব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তবে তিনি উসমান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে একটি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ সেটি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ এ আলোচ্য হাদীসটি।

যিয়া দারাকুতনী হতে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন ঃ

হুরায়েস তাতে সন্দেহ করেছেন। সঠিক হচ্ছে হাসান হতে, তিনি হুমরান হতে, তিনি আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্যাটি সহীহ্ আখ্যা দানকারীদের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। মানাবী, যাহাবী ও হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানকে শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি "আত-তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। ফলে "আল-কানযুস সামীন" গ্রন্থের লেখক ধোঁকায় পড়েছেন।

١٠٦٤. (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ نَظْرَةً ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا).

১০৬৪। যে মুসলিম ব্যক্তিই কোন নারীর দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবে অতঃপর তার দৃষ্টিকে নীচু করে নিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এমন একটি ইবাদাত চালু করে দিবেন যার মিষ্টতা সে গ্রহণ করবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৬৪), রুআইয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩০/২১৮/২) এবং আসবাহানী (আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/২৯২) ওবাইদুল্লাহ ইবনু যাহার হতে, তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আল-কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু হিব্বান (২/৬২-৬৩) বলেন :

ওবাইদুল্লাহ ইবনু যাহার খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। যখন তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন, তখন বিপদ নিয়ে এসেছেন। যখন কোন হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ, আলী ইবনু ইয়াযীদ ও আল-কাসেম আবূ আব্দির রহমান একত্রিত হবে, তখন সেই হাদীসটি তাদের হাতের তৈরি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে তার গারীবগুলোর একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সেটি দলীল হতে পারে না।

তিনি (যাহাবী) আলী ইবনু ইয়াযীদের আলহানীর জীবনীতে বলেন :

নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মাতরূক।

মুনযেরী "আত্তারগীব" (৩/৬৩) গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

١٠٦٥. (النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللهِ آتَاهُ اللهُ إِيْمَاناً يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ).

১০৬৫। দৃষ্টি প্রদান হচ্ছে ইবলীসের তীরগুলোর একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তা পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার নিকট এমন এক ঈমান আনবেন যে, সে তার হৃদয়ে তার মধুরতা অনুভব করবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (১/২১) ইসহাক ইবনু সাইয়ার নাসীবী হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ মূসেলী হতে, তিনি হুশায়েম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক হতে, তিনি মুহারেব ইবনু দিছার হতে, তিনি সেলাহ ইবনু যুফার হতে, তিনি হুযায়ফাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু সুলায়মান সূত্রে আরতাত ইবনু হাবীব হতে, তিনি হুশায়েম হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম (৪/৩১৩-৩১৪) ইসহাক ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ কুরাশী হতে, তিনি হুশায়েম হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ

ইসহাক খুবই দুর্বল। আর আব্দুর রহমান হচ্ছেন ওয়াসেতী, তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মুনযেরী (৩/৬৩) বলেন : হাদীসটি ত্ববারানী ও হাকিম আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক ওয়াসেতীর বর্ণনা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হাদীসটির সমস্যা অন্য একটি নিরাপদ সূত্রে কাযা'ঈর নিকট ইসহাক ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হতে বর্ণিত হওয়ার কারণে।

ওয়াসেতী খুবই দুর্বল। তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যেমনটি ইমাম নাবাবী ও অন্যরা বলেছেন।

١٠٦٦. (أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ : قَلْبٌ شَاكِرٌ ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ ، وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلاءِ صَابِرٌ ، وَزَوْجَةٌ لا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلا مَالِهِ).

১০৬৬। চারটি বস্তু যাকে দেয়া হবে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দেয়া হয়েছে : শুকুরগুজার অন্তর, যিকরকারী যবান, বিপদে ধৈর্যধারণকারী শরীর এবং এমন এক স্ত্রী যে তার নিজের ব্যাপারে এবং তার স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে তার খিয়ানাত করে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুশ শুক্‌র" গ্রন্থে (২/৫) মাহমূদ ইবনু গায়লান মারওয়াযী হতে, তিনি মুয়াম্মাল ইবনু ইসমা'ঈল হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে, তিনি হুমায়েদ আত্‌ত্বীল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এভাবেই ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১৬/১) মুহাম্মাদ ইবনু জাবান আলজান্দাইসাপুরী হতে, তিনি মাহমূদ ইবনু গায়লান হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানীর সূত্রে যিয়া আলমাকদেসী "আলআহাদীসুল মুখতারাহ" গ্রন্থে (২/২৮৩) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ৭৩৫১) উপরের সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মুয়াম্মালের স্থলে মূসাকে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ "যাওয়ায়েদুল মু'জামায়েন" গ্রন্থেও (১/১৬৩/১) ঘটেছে। নিঃসন্দেহে তা ভুল। জানি না তা কার থেকে ঘটেছে? সম্ভবত কোন কপি কারক হতে এমনটি হয়েছে।

মুয়াম্মাল এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ নু‘য়াইম বলেন : তাল্‌ক্‌ হতে এ হাদীসটি গারীব। কারণ হাম্মাদ হতে মুয়াম্মাল ছাড়া মারফূ‘ মুত্তাসিল হিসেবে অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (মুয়াম্মাল) দুর্বল তার থেকে বেশী ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে। ইমাম বুখারী, সাজী, ইবনু সা‘য়াদ ও দারাকুতনী তাকে বেশী ভুল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইবনু নাস্‌র বলেন :

তিনি যখন কোন হাদীস এককভাবে বর্ণনা করবেন, তখন তা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। কারণ তার হেফ্‌যে ত্রুটি ছিল, তিনি বহু ভুল করতেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী হেফ্‌যে ত্রুটিযুক্ত।

ত্ববারানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থে মুয়াম্মালের পরিবর্তে মূসা আসায় তাকে মুতাবা‘য়াতকারী হিসেবে ধরে হাফিয মুনযেরী "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে সনদটি ভাল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। হায়সামীও "আল-মাজমা‘" (৪/২৭৩) গ্রন্থে বলেছেন : "আওসাত" গ্রন্থের বর্ণনাকারীগণ সহীহ্‌ বর্ণনাকারী। কারণ মূসা ইবনু ইসমা‘ঈল নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু তা সঠিক নয়। বরং কোন কপিকারক হতে ভুল করে তা ঘটেছে। কারণ উভয় (কাবীর ও আওসাতে) গ্রন্থে ত্ববারানীর শাইখ একজনই, তিনি হচ্ছেন জান্দায়সাপুরী, এর শাইখও একজন তিনি হচ্ছেন ইবনু গায়লান মারওয়াযী। ইবনু আবিদ দুনিয়া তার থেকে বর্ণনা করেছেন যেমনিভাবে "আলকাবীর" গ্রন্থে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, "আলকাবীর" গ্রন্থে উল্লেখিত মুয়াম্মালই সঠিক, "আলআওসাত" গ্রন্থের মূসা সঠিক নয়।

মুনযেরী ও হায়সামীর কথায় তাদের পরবর্তী কেউ কেউ ধোঁকায় পড়েছেন। যেমন মানাবী ও শাইখ গুমারী।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল। সেটি আবূ নু‘য়াইম "তারীখু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৬৭) হিশাম ইবনু ওবাইদিল্লাহ হতে, তিনি রাবী‘ ইবনু বাদর হতে, তিনি আবূ মাস‘ঊদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল ঃ

১। হিশাম ইবনু ওবাইদিল্লাহ আররাযীর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

২। রাবী‘ ইবনু বাদর মাতরূক, খুবই দুর্বল।

৩। এই আবূ মাস‘ঊদকে আমি চিনি না।

١٠٦٧. (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِيْنَةِ كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا، ﴿وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ كَصِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ فِيْمَا سِوَاهَا﴾).

১০৬৭। মদীনায় একটি জুমার সলাত আদায় করা অন্য স্থানের এক হাজারটি সলাত আদায়ের সমতুল্য। {মদীনায় একমাস রমাযানের সওম পালন করা অন্য স্থানে এক হাজার সওম আদায় করার সমতুল্য}।

হাদীসটি এ বাক্যে জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "মিনহাজুল কাসেদীন" গ্রন্থে (১/৫৭/২) ও "ইলালুল ওয়াহিয়াহ" গ্রন্থে (২/৮৬-৮৭), ইবনুন নাজ্জার "আদ-দুরারুস সামীনাহ ফী তারীখিল মাদীনাহ" গ্রন্থে (৩৩৭) উমার ইবনু আবী বাক্‌র মূসেলী হতে, তিনি কাসেম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : এটি সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ধারাবাহিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, মাতরূক ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের দ্বারা ঃ

১। কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আম্‌র সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ বলেন : তিনি মিথ্যার স্তম্ভসমূহের একটি স্তম্ভ।

২। আল-কাসেম ইবনু আব্দিল্লাহ হচ্ছেন উমারী মাদানী। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

৩। উমার ইবনু আবূ বাক্‌র মূসেলী সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস, যাহেবুল হাদীস।

এ হাদীসটির সনদে মাতরূক, জালকারী ও মিথ্যুক বর্ণনাকারী একত্রিত হয়েছে।

সুয়ূতী হাদীসটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করায় মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

١٠٦٨. (أُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللُّحَى، وَانْتِفُوا الَّذِيْ فِي الآنَافِ).

১০৬৮। তোমরা গোফগুলো ছোট করো, দাড়িকে দীর্ঘ করো আর নাকের মধ্যে যা আছে তাকে উঠিয়ে ফেল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (১/১০২) হাফ্স ইবনু ওয়াকেদ আলইয়ারবূ'ঈ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাফ্সের আরো কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন :

হাফ্সের হাদীসের মধ্যে এগুলোর চেয়ে আর মুনকার হাদীস দেখিনি। এ হাদীসটি হাফ্স ছাড়াও অন্য কেউ ইসমা'ঈল হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটির সমস্যা হচ্ছে ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম। তিনি মাক্কী বাসরী তিনি হাসান বাসরী হতে বেশী বেশী বর্ণনা করেছেন। তার হেফযে ত্রুটি থাকায় তিনি দুর্বল। তবে হাদীসটির প্রথম অংশটি একদল সহাবা হতে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি এ সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় দুর্বলই রয়ে যাচ্ছে।

বাইহাক্বী বলেন : ইমাম আহমাদ বলেছেন : এ শেষ বাক্যটি গারীব। তা সাব্যস্ত হতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

١٠٦٩. (سَيَأْتِيكُمْ عَنِّيْ أَحَادِيْثُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمَا جَاءَكُمْ مُوَافِقاً لِكِتَابِ اللهِ وَلِسُنَّتِيْ فَهُوَ مِنِّيْ، وَمَا جَاءَكُمْ مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ وَلِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ).

১০৬৯। শীঘ্রই আমার থেকে তোমাদের নিকট বিভিন্নমুখী হাদীস বর্ণিত হয়ে আসবে। সেগুলো হতে যা কিছু আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাতের সাথে মিলবে সেটি আমার থেকে বর্ণিত আর যা কিছু আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাতের সাথে মিলবে না তা আমার থেকে বর্ণিত নয়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/২০০), দারাকুতনী (৫১৩) ও আল-খাতীব "আল-কিফাইয়্যাহ ফী ইলমির রেঅয়্যাহ" গ্রন্থে (৪৩০) সালেহ ইবনু মূসা হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনে রাফে' হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী তার এ হাদীসটি ছাড়াও অন্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসগুলো আব্দুল আযীয হতে নিরাপদ নয়। এগুলো তার থেকে সালেহ ইবনু মূসা বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হাফিয যাহাবীর "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে : মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি মাতরূক।

١٠٧٠. (مَنْ سَرَّهُ أَن يَّنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ قَدْ أَتَى الرَّدْمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا).

১০৭০। যে ব্যক্তিকে আনন্দিত করবে সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দান যে পতিত প্রাচীরের অগ্নাংশ দেখার সংবাদ নিয়ে এসেছে সে যেন এ ব্যক্তির দিকে তাকায়।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি বায্যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ২০৮৯) আম্র ইবনু মালেক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমরান হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু না'য়ামাহ হানাফী হতে, তিনি ইউসূফ ইবনু আবী মারিয়াম হানাফী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি আবূ বাক্রার সাথে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাকে সালাম দিল ...।

বায্যার বলেন : এটিকে আবূ বাক্রাহ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না আর এ সূত্রটি ছাড়া তার আর কোন সূত্রও নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি খুবই দুর্বল। তার মধ্যে দুর্বলতা ও অজ্ঞতা রয়েছে।

দুর্বলতা এসেছে আম্র ইবনু মালেক হতে তিনি হচ্ছেন রাসেবী। তার থেকে আবূ হাতিম ও আবূ যুর'য়াহ হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছেন। ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/২৮৫) বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী, তিনি হাদীস চোর।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি গারীব বর্ণনা করতেন এবং ভুল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যখন তিনি ভুল করতেন, তখন "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ না করে তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করাই উপযোগী ছিল।

আর সনদের মধ্যের অজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, আব্দুল মালেক ইবনু নু'য়ামাহ হানাফীকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। তার ন্যায় তার শাইখ ইউসুফ ইবনু আবী মারিয়াম হানাফীও।

হায়সামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৩৪) বলেন : হাদীসটি বায্যার তার শাইখ আম্র ইবনু মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। তাকে আবূ যুর'য়াহ ও আবূ হাতিম পরিত্যাগ করেছেন আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে বলেছেন : তিনি ভুল করতেন এবং গারীব বর্ণনা করতেন। এছাড়া তার মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

١٠٧١. (يُعَادُ الْوُضُوْءُ مِنَ الرُّعَافِ السَّائِلِ).

১০৭১। নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে পুনরায় উযূ করতে হবে।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ২/৪২৭) ইয়াগনাম ইবনু সালেম হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন : ইয়াগনাম আনাস (রাঃ) হতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী আর তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন।

ইবনু ইউনুস বলেন : তিনি আনাস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, মিথ্যা বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল হক ইশবীলী "আল-আহকাম" গ্রন্থে (নং ২৪৪) বলেন : ইয়াগনাম মুনকারুল হাদীস, হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল।

١٠٧٢. (اِمْسَحْ بِرَأْسِ الْيَتِيْمِ هَكَذَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، وَمَنْ لَهُ أَبٌ هَكَذَا إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ).

১০৭২। তুমি ইয়াতীমের মাথা মাসাহ করে দাও। এভাবে তার মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত। আর যার পিতা আছে এভাবে তার মাথার শেষভাগ পর্যন্ত।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১/১৯৭), উকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩৮১), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৫/১৯৭/১) আল-খাতীব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৫/২৯১) সালামাহ ইবনু হাইয়ান

আতাকী হতে, তিনি সালেহ নাজী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার বড় দাদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তারা হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মানের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আলখাতীব ও ইবনু আসাকির বলেন : তিনি ছাড়া এটি কেউ হেফ্য্ করেননি।

ইমাম বুখারী বলেন : সনদটি মুনাকাতি' অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনে আলী ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনু আব্বাসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। উকায়লী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচিত নন। তার এ হাদীস নিরাপদ নয়। একমাত্র তার মাধ্যমেই এ হাদীসটি জানা যায়।

হাফিয যাহাবী হাদীসটির পরেই বলেন ঃ

এটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

ইয়াতীমের মাথা মাসাহ করা সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) ও অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে "সহীহাহ" গ্রন্থে (নং ৮৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে।

١٠٧٣. (الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِيْ عَشَرَةُ آلَافِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِيْ مَسْجِدِ الرُّبَاطَاتِ أَلْفُ صَلَاةٍ).

১০৭৩। মাসজিদুল হারামে একবার সলাত আদায় করা অন্যত্র একলক্ষ সলাত আদায় করার সমান। আমার মাসজিদে একবার সালাত আদায় করা অন্যত্র দশ হাজার সলাত আদায় করার সমান। আর মাসজিদুর রিবাতে একবার সলাত আদায় করা অন্যত্র একহাজার সলাত আদায় করার সমান।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (৮/৪৬) আব্দুর রহীম ইবনু হাবীব হতে, তিনি দাউদ ইবনু আজলান হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন : হাদীসটি আমরা একমাত্র আব্দুর রহীমের সূত্রে দাউদ হতে লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা উভয়েই মিথ্যার দোষে দোষী।

দাউদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি আবূ ইকাল হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বহু মুনকার হাদীস ও বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

হাকিম ও নাক্কাশ বলেন : তিনি আবূ ইকাল হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : সম্ভবত তিনি রসূল (ﷺ)-এর উপর শতাধিক হাদীস জাল করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি ইবনু ওয়াইনাহ ও বাকিয়্যাহ হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুয়ূতী এ হাদীসটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল।

সম্ভবত তিনি হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হননি যার জন্য শুধুমাত্র দুর্বল বলেই শেষ করেছেন।

সহীহ হাদীসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ)-এর মাসজিদে সলাত পড়লে অন্যত্র আদায়কৃত এক হাজার সলাতের সমান সওয়াব হবে। এ সহীহ হাদীসও আলোচ্য হাদীসটি মুনকার হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

١٠٧٤. (خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ، أَوْ قَالَ: النَّاسِ وَالدَّوَابِّ).

১০৭৪। এ রক্ত ধর তাকে চতুষ্পদ জন্তু ও পাখী হতে গোপন করে ফেল অথবা বলেন : মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু হতে গোপন করে ফেল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি মাহামেলী "আল-আমালী" গ্রন্থের (কাফ ১/২২৯) শেষ মজলিসে, ইবনু হায়বিয়্যাহ আল-খায্যায তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ১/৪১) এবং বাইহাক্বী "আস-সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৭/৬৭) বুরায়েহ ইবনু উমার ইবনে সাফীনাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) সিঙ্গা লাগালেন, অতঃপর আমাকে বললেনঃ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। তার দু'টি সমস্যা ঃ

১। উমার ইবনু সাফীনাহ। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে চেনা যায় না। আবূ যুর'য়াহ বলেন : তিনি সত্যবাদী। বুখারী বলেন : তার সনদটি মাজহূল।

উকায়লী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ২৮২) উল্লেখ করে বলেছেন : তার হাদীস নিরাপদ নয়। আর তার মাধ্যম ছাড়া হাদীসটি চেনা যায় না।

২। তার ছেলে বুরায়েহ, তার নাম হচ্ছে ইবরাহীম। তাকে উকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৬১) উল্লেখ করে বলেছেন : তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা যায় না। ইবনু আদী বলেন ঃ

তার উল্লেখ না করা গুটিকয়েক হাদীস রয়েছে। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে মন্তব্যকারীদের তার ব্যাপারে কোন মন্তব্য পাচ্ছি না। তার হাদীসগুলোর উপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ মুতাবা'য়াত করেননি। আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

তিনি আরো বলেন : বুরায়েহ তার পিতা হতে মুনকারগুলো এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে আব্দুল হক ইশবীলী "আলআহকাম" গ্রন্থে (নং ৫৭৬) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তালখীস" (পৃ ১০) গ্রন্থে চুপ থেকেকেছেন।

١٠٧٥. (ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلاةً، وَلاَ يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيْهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ).

১০৭৫। তিন ব্যক্তির সলাত আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না এবং তাদের কোন নেককর্ম আসমানে উঠাবেন না : পলায়নকারী দাস যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রভুর নিকট ফিরে না আসবে। অতঃপর তার হাত তাদের হাতের উপর না রাখবে। যে মহিলার উপর তার স্বামী রাগান্বিত হবে তার সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং মাতাল তার সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (কাফ ১/১৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (৯৪০), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" গ্রন্থে (১২৯৭) এবং ইবনু আসাকির (১২/৫/১) হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী যুহায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেন : ইবনু মুসাফ্ফাও ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তাদের দু'জনের বিরোধিতা করেছেন মূসা ইবনু আইউব তিনি হচ্ছেন আবূ ইমরান নাসীবী আল-আনতাকী, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী হাদীসটি "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ৯৩৮৫) উল্লেখ করে বলেছেন : জাবের (রাঃ) হতে হাদীসটি একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার ধারণা তার সনদে এ ইযতিরাব ও মতভেদ যুহায়ের হতেই সংঘটিত হয়েছে। তিনি খুরাসানী শামী। তার থেকে বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে তার থেকে সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তারা সকলেই শামী। হাফিয ইবনু হাজার যুহায়েরের জীবনীতে "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি শামে বাস করতেন অতঃপর হিজাজে। তার থেকে শামীদের বর্ণনা সঠিক নয়। তিনি সে কারণে দুর্বল। ইমাম বুখারী ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন : সম্ভবত যে যুহায়ের থেকে শামীরা বর্ণনা করেছেন তিনি অন্যজন। আবূ হাতিম বলেন : তিনি শাম দেশে তার হেফ্য্ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তার বহু ভুল সংঘটিত হয়েছে।

যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তার মধ্যে দুর্বলতা আছে।

হাদীসটি মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/৭৮-৭৯) উল্লেখ করে যে কথা বলেছেন তাতে সন্দেহ জাগে যে, ত্ববারানীর বর্ণনায় যুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ নেই। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীতে। কারণ সব সূত্রেই যুহায়ের রয়েছেন।

মানাবী যাহাবীর উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি "আলমুহায্যাব" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি যুহায়েরের মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে যুহায়েরের দুর্বল হওয়া ও তার সনদে ইযতিরাব ঘটা। যদি তা না হতো তাহলে অবশ্যই হাদীসটি সাব্যস্ত হতো।

গুমারী তার নিজ শর্ত ভঙ্গ করে "আল-কানযুছ ছামীন" (১৫৫৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١٠٧٦. (عَلَى كُلِّ مِيسَمٍ مِنَ الإِنْسَانِ صَلاَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هَذَا شَدِيدٌ وَمَن يُطِيْقُ هَذَا؟ قَالَ: أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَلاَةٌ، وَإِنَّ حَمْلاً عَلَى الضَّعِيفِ صَلاَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَى صَلاَةٍ صَلاَةٌ).

১০৭৬। মানুষের প্রতিটি জোড়ের জন্য সলাত রয়েছে। সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল : এটি কঠিন, কোন্ ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম হবে? তিনি বললেন : সৎ কাজের নির্দেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ একটি সলাত। দুর্বল ব্যক্তির বোঝা উঠিয়ে দেয়া একটি সলাত। তোমাদের কোন ব্যক্তি সলাতের জন্য যে পদক্ষেপগুলো ফেলবে সেসব পদক্ষেপ সলাত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ২/১২৯), ইবনু খুযাইমাহ তার "সহীহ" গ্রন্থে (১৪৯৭), আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বায়্যায বাগদাদী তার "হাদীস খণ্ডে" (কাফ ১/১৭৪) এবং ইবনু মারদুবিয়্যাহ "সালাসাতু মাজালেস মিনাল আমালী" গ্রন্থে (কাফ ২/১৯১) বিভিন্ন সূত্রে সাম্মাক হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ সাম্মাক যদিও ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী, হেফযের দিক দিয়ে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষ করে যখন তিনি ইকরিমাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী। ইকরিমাহ হতে তার বর্ণনা ইযতিরাব ঘটিত বর্ণনা। শেষ বয়সে তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কখনও কখনও তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হত।

আলোচ্য হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল এবং সলাত শব্দ সম্বলিত ভাষাটিও দুর্বল। তবে হাদীসটি সাদাকাহ শব্দ দিয়ে আবূ যার ও অন্যদের থেকে মুসলিম ও

অন্যদের নিকট বর্ণিত হয়েছে সেটি সহীহ। এটিকে আমি "সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ৫৭৭) উল্লেখ করেছি।

١٠٧٧. (مَنْ قَالَ: جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّداً ﷺ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، أَتْعَبَ سَبْعِيْنَ كَاتِبًا أَلْفَ صَبَاحٍ).

১০৭৭। যে ব্যক্তি বলবে : আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর জন্য যেরূপ উপযোগী সেরূপ বদলা দান করুন। (তার জন্য সাওয়াব লিখতে) এক হাজার সকাল সত্তরজন লেখককে কষ্ট দিবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ত্বাবারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে (৩/১২৪/২), তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে (৩/২০৬), ইবনু শাহীন "আত্তারগীব অত্তারহীব" গ্রন্থে (কাফ ১/২৬০) এবং আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৩০) বিভিন্ন সূত্রে হানীউ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল আল-ইস্কান্দারানী হতে, তিনি মু'য়াবিয়াহ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মদ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন : ইকরিমাহ, জা'ফার ও মু'য়াবিয়ার হাদীস হতে হাদীসটি গারীব। হানীউ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (হানীউ) খুবই দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তার উপর অধিক পরিমাণে মুনকার প্রবেশ করত। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয় ...।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু আবী হাতিম (৪/২/১০২) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে মন্দ কোন মন্তব্য করেননি। তবে তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : আমি তাকে পেয়েছি অথচ তার থেকে শুনতাম না। অন্য কপিতে এসেছে : তার থেকে লিখতাম না। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে আবূ হাতিমের উদ্ধৃতিতে যা উল্লেখ করেছেন তা এর সাথেই মিলে যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ হাতিম যেন ইঙ্গিত করছেন যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

١٠٧٨. (يَا عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ لِلشَّاكِّ فِيْ قُدْرَةِ اللهِ وَهُوَ يَرَى خَلْقَهُ، بَلْ عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ الأُخْرَى وَهُوَ يَرَى الأُوْلَى، وَيَا عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِنُشُوْرِ الْمَوْتِ وَهُوَ يَمُوْتُ فِي كُلِّ يومٍ وَفِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَحْيَى، وَيَا عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُوْدِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُوْرِ، وَيَا عَجَباً كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ الْفَخُوْرِ، وَإِنَّمَا خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ، ثُمَّ يَعُوْدُ جِيْفَةً وَهُوَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِهِ).

১০৭৮। সর্বাপেক্ষা আজব ব্যাপার আল্লাহর সক্ষমতায় সন্দেহ পোষণকারীর জন্য অথচ সে তাঁর সৃষ্টিকে দেখছে। বরং সর্বাপেক্ষা আজব ব্যাপার সেই ব্যক্তির জন্য যিনি পুনরুত্থানকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী অথচ প্রথম উত্থানকে দেখছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার মৃত্যুকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর জন্য অথচ সে প্রতি দিন ও রাতে মারা যাচ্ছে এবং জন্মিছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার সেই স্থায়ী বাসস্থানে বিশ্বাসীর জন্য যিনি ধোঁকাময় বাসস্থানের জন্য শ্রম দিয়ে চলেছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার সেই অহংকারীর জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বীর্য হতে। অতঃপর সে দুর্গন্ধযুক্ত দেহে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় তার সাথে কী আচরণ করা হবে সে তা জানে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটি কাযা'ঈ (৪৯/১-২) মূসা আস্‌সাগীর হতে, তিনি আম্‌র ইবনু মুররাহ হতে, তিনি আবূ জা'ফার আব্দুল্লাহ ইবনু মিসওয়ার হাশেমী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এই আব্দুল্লাহ্ ইবনু মিসওয়ার। তিনি মিথ্যুক জালকারী তাবে' তাবে'ঈ। তাকে একদল এ দোষে দোষী করেছেন, যেমন ইমাম আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ প্রমুখ। সাওয়াবের আশায় তিনি তা তৈরি করতেন!

ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ

তিনি রসূল (ﷺ)-এর উপর হাদীস জাল করতেন। তিনি একমাত্র শিষ্টাচার ও উৎসর্গীকৃত কর্মের বিষয়ে হাদীস জাল করতেন। সে সম্পর্কে তাকে কিছু বলা হলে তিনি বলতেন : তাতে সাওয়াব রয়েছে!

আমি (আলবানী) বলছি : এটি তারই তৈরিকৃত। বানোয়াটের আলামতগুলো তাতে সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ তাকে ও তার ন্যায় মিথ্যুকদের খারাপ পরিণতি করুন যারা নাবী (ﷺ)-এর হাদীসের সৌন্দর্যকে অসুন্দর করে দিয়েছে তার মধ্যে গারীব ও বাতিলগুলোর প্রবেশ ঘটিয়ে।

١٠٧٩. (آمُرُكَ بِالْوَالِدَيْنِ خَيْراً، قَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِياً لأُجَاهِدَنَ، وَلأَتْرُكُهُمَا! قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ).

১০৭৯। আমি তোমাকে পিতা-মাতার ব্যাপারে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি। সে বলল : সেই সত্ত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে নাবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অবশ্যই আমি জেহাদ করব আর তাদের দু'জনকে পরিত্যাগ করব। তিনি বললেন : তুমিই বেশী জান।

এ ভাষায় হাদীসটি মুনকার।

এটি ইমাম আহমাদ (২/১৭২) ইবনু লাহী'য়াহর সূত্রে হুইয়ায় ইবনু আব্দিল্লাহ হতে, তিনি আবূ আব্দুর রহমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে তাঁকে সর্বোত্তম কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন? ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ইবনু লাহী'য়াহ দুর্বল, তার হেফ্যে ত্রুটি ছিল।

ইবনু আম্‌র হতে অন্য সূত্রগুলোতে নিরাপদ হিসেবে হাদীসটি নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে।

'রসূল (ﷺ) বলেন : তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে? সে বলল : জি হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের ব্যাপারে জেহাদ কর।'

এটি ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আমি এর সূত্র ও শাহেদগুলো "ইরউয়াউল গালীল" গ্রন্থে (নং ১১৯৯) উল্লেখ করেছি।

আলোচ্য হাদীসটির ভাষায় 'তুমিই বেশী জান' কথাটি সহীহ্ হাদীসের 'তুমি তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের ব্যাপারে জেহাদ কর' এ বাক্য বিরোধী। অতএব হাদীসটি 'তুমিই বেশী জান" বাক্যে মুনকার।

এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী হুইয়ায় ইবনু আব্দিল্লাহ বিতর্কিত বর্ণনাকারী। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন ঃ

আমি আশা করি যে, যখন তার থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করবেন তখন তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

ইমাম আহমাদ বলেন :

তার হাদীসগুলো মুনকার পর্যায়ভুক্ত। ইমাম বুখারী বলেন :

তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : বিরোধিতার সময় তার ন্যায় বর্ণনাকারীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

١٠٨٠. (لَيْسَتْ بِشَجَرَةِ نَبَاتٍ، إِنَّمَا هُمْ بَنُوْ فُلاَنٍ، إِذَا مَلَكُوْا جَارُوْا، وَإِذَا ائْتُمِنُوْا خَانُوْا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: فَيُخْرِجُ اللهُ مِنْ ظَهْرِكَ يَا عَمُّ! رَجُلاً يَكُوْنُ هَلاَكُهُمْ عَلَى يَدَيْهِ).

১০৮০। সেটি উদ্ভিদ জাতীয় গাছ নয়। তারা হচ্ছে অমুকের সন্তান। যখন মালিক হয়ে যাবে তখন তারা যুলুম করবে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হবে তখন তারা খিয়ানাত করবে। অতঃপর তিনি আব্বাসের পিঠের উপর তাঁর হাত দিয়ে প্রহার করে বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার পিঠ হতে হে চাচা এমন এক ব্যক্তিকে বের করবেন যার হাতে তারা ধ্বংস হবে।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি আলখাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (৩/৩৪৩) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আলগাল্লাবী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যহ্হাক হাদাদী হতে, তিনি হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ কালবী হতে ...বর্ণনা করেছেন। আলমু'তাসিম বলেন : আমাকে আমার পিতা রশীদ হতে, তিনি আমার দাদা মাহ্দী হতে, তিনি তার পিতা মানসূর হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি আলী ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন

নাবী (ﷺ) একদিন এক ব্যক্তির সন্তানদের মধ্য হতে এক সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন যারা চলা ফিরায় অহংকার করে চলত। এ সময় রসূল (ﷺ)-এর চেহারায় রাগ বুঝা গেল। অতঃপর তিনি পড়লেন : ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾. অর্থাৎ: "এবং সে গাছকেও যার প্রতি কুরআনে অভিশাপ দেয়া দেয়া হয়েছে" (সূরা আলইসরা : ৬০)। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : এটি কোন্ গাছ হে আল্লাহর রসূল? যাতে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি। তিনি বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। তাতে বহু সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আলমানসূর প্রমুখ যারা আব্বাসীয় বাদশা ছিলেন, হাদীসের বিষয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

২। হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ আলকালবী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তার পিতার ন্যায় তাকেও মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি রাফেযী ছিলেন।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনুয যহ্হাক হাদাদীর জীবনী পাচ্ছি না।

৪। মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আলগাল্লাবীকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

হাফিয যাহাবী হুসাইন (ﷺ)-এর ফযীলত সম্পর্কে "আলমীযান" গ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : গাল্লাবী হতে এটি একটি মিথ্যা।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটিও অনুরূপ। তিনি অথবা কালবী আররাফেযী এটিকে তৈরি করেছেন।

আয়াতে অভিশপ্ত গাছ দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'যাক্কুম' নামক গাছকে। যেমনটি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে সহীহ্ বুখারীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

১০৮١. (مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيْسِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ، وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ، وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ).

১০৮১। যে ব্যক্তি কিয়াসের উপর আমল করল সে নিজে ধ্বংস হল আর অন্যকেও ধ্বংস করল। যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদেরকে ফাতোয়া দিবে এমতাবস্থায় যে, সে নাসেখ-মানসূখ (রহিতকারী এবং রহিতকৃতবিধান) সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং মুতাশাবেহের (অস্পষ্টের) মধ্য হতে মুহকামগুলোকে (স্পষ্টগুলোকে) চিনে না সে নিজে ধ্বংস হলো আর অন্যকেও ধ্বংস করল।

হাদীসটি বাতিল।

এটি কালীনী শী'ঈ "উসূলুল কাফী" গ্রন্থে (নং ১০৪) 'আলী ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা হতে, তিনি ইউনুস হতে, তিনি দাউদ ইবনু ফারকাদ হতে, তিনি যে ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন তার থেকে, তিনি ইবনু শাবরুমাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির উপর টীকা লেখক আব্দুল হুসাইন মুযাফ্ফার শী'ঈ বলেন : এটির সনদটি দুর্বল। কারণ দাউদ ইবনু ফারকাদের শাইখের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : শুধু এটিই নয়। কারণ তার নিম্নের বর্ণনাকারী সকলেই মাজহূল, তারা আমাদের নিকট ও তাদের নিকটেও অপরিচিত।

١٠٨٢. (مَنْ أَنْكَرَ خُرُوْجَ الْمَهْدِيِّ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَمَنْ أَنْكَرَ نُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ خُرُوْجَ الدَّجَّالِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَقَدْ كَفَرَ، فَإِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَخْبَرَنِيْ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا غَيْرِيْ).

১০৮২। যে ব্যক্তি মাহদী বের হওয়াকে অস্বীকার করল সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করল। যে ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারিয়ামের নাযিল হওয়াকে (অবতরণ করাকে) অস্বীকার করল সে কুফরী করল। যে ব্যক্তি দাজ্জাল বের হওয়াকে অস্বীকার করল সে কুফরী করল। যে ব্যক্তি তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনল না সে ব্যক্তি কুফরী করল। কারণ জীবরীল (আঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যে ব্যক্তি তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনল না সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কাওকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে।

হাদীসটি বাতিল।

এটি আবূ বাক্র কালাবাযী "মিফতাহু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে (২৬৫/১-২) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী হতে, তিনি আবূ আব্দিল্লাহ আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী ইদরীস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বাতিল। কালাবাযীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান অথবা তার শাইখ আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ এটিকে জাল করার দোষে দোষী। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী আনসারী অররাক আলহুমায়দী হতে মুলতাযামের নিকট দু'আর বিষয়ে একটি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাফিয

ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করে বলেছেন : আমি কালাবাযীর "কিতাবু মা'য়ানীল আসার" গ্রন্থে একটি বানোয়াট হাদীস পেয়েছি।

অতঃপর তিনি হাদীসটি তার সনদসহ আমরা যেভাবে উল্লেখ করেছি সেভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কোন বর্ণনাকারীর নামে উল্টা করেছেন।

তিনি তার (মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের) শাইখ হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদের জীবনীতে বলেন : তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী উওয়ায়েস হতে, তিনি মালেক হতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৮৩. (إِذَا حُدِّثْتُكُمْ عَنِّيْ حَدِيْثاً يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوْا بِهِ، حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ).

১০৮৩। যখন তোমাদের নিকট আমার উদ্ধৃতিতে এমন হাদীস বর্ণনা করা হবে যা হকের সাথে মিলে যায় তখন তা তোমরা গ্রহণ কর- আমি সে হাদীসটি বর্ণনা করে থাকি আর বর্ণনা না করে থাকি।

হাদীসটি জাল (বানোয়াট)।

এটি উকায়লী "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৯), হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে (৪/৭৮/২) এবং ইবনু হাযম "আলআহকাম" গ্রন্থে (২/৭৮) আশ'য়াস ইবনু বারায হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন : নাবী (ﷺ) হতে এটির কোন সহীহ্ সনদ নেই। আশ'য়াসের এটি ছাড়াও মুনকার হাদীস রয়েছে।

ইবনু হাযম বলেন : তিনি একজন মিথ্যুক, সাকেত বর্ণনাকারী। ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'আত" গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে তার উপরোল্লিখিত কথা বর্ণনা করার পর বলেছেন :

ইয়াহ্ইয়া বলেন : এ হাদীসটি যিন্দীকরা জাল করেছে। খাত্তাবী বলেন : এটির কোন ভিত্তি নেই। ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আবুল আশ'য়াস হতে, তিনি সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ মাজহূল (অপরিচিত)। আর আবুল আশ'য়াস সাওবান হতে বর্ণনা করেননি।

ইয়াযীদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : জুযজানী বলেছেন : আমি তার হাদীস জাল হওয়ার আশংকা করছি। ইবনু আদী বলেনঃ আমার ধারণা তার ব্যাপারে কোন

সমস্যা নেই। যাহাবী ইবনু আদীর কথার উপর নির্ভর করেননি। তার প্রমাণ এই যে, তিনি তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীসগুলো মুনকার। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক।

তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর তিনি বলেছেন : হাদীসটি খুবই মুনকার।

হাফিয সুয়ূতী যে হাদীসটির আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে তিনটি সূত্র উল্লেখ করেছেন, তার একটি খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়টি ত্রুটিযুক্ত। তৃতীয়টি দুর্বল। এছাড়াও তিনি তার সনদে ভুল করেছেন। বাস্তবতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

١٠٨٤. (لاَ أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ).

১০৮৪। আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না পায় যে, তার নিকট আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে আর এমতাবস্থায় সে তার খাটে ঠেস লাগিয়ে বলছে (উক্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার লক্ষ্যে) : আমি কুরআন পাঠ করছি (বা তুমি কুরআন পাঠ করো)। কারণ যা কিছু ভাল কথা বলা হয় তা আমিই বলে থাকি।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ্ (২১) আলী ইবনুল মুনযের হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল ফুযায়েল হতে, তিনি আল-মাকবুরী হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। মাকবুরী ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী সা'ঈদ আল-মাকবুরী।

ইমাম বুখারী বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজারের কথাও সেরূপই : তিনি মাতরূক।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন : আমি তার সাথে এক মজলিসে বসেছিলাম, তাতে বুঝতে পেরেছি তার মধ্যে মিথ্যা রয়েছে।

সুয়ূতী হাদীসটি "আল-লাআলীল মাসনূ'য়াহ" গ্রন্থে (১/৩১৪) পূর্ববর্তী ইবনু বারাযের হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/২৬৪) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। তারা উভয়ে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। আর এটা কোন লুক্কায়িত কথা নয় যে, মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তির হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

١٠٨٥. (إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ تَعْرِفُوْنَهُ وَلاَ تُنْكِرُوْنَهُ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَصَدِّقُوْا بِهِ، فَإِنِّيْ أَقُوْلُ مَا يُعْرَفُ وَلاَ يُنْكَرُ وَإِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ تُنْكِرُوْنَهُ وَلاَ تَعْرِفُوْنَهُ فَكَذِّبُوْا بِهِ فَإِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ مَا يُنْكَرُ وَلاَ يُعْرَفُ).

১০৮৫। যখন আমার থেকে তোমাদেরকে এমন হাদীস বর্ণনা করা হবে যাকে তোমরা ভাল বলে জান আর অপছন্দ কর না, আমি তা বলে থাকি আর না বলে থাকি তোমরা তা সত্য বলে জানবে। কারণ যা ভাল বলে জানা যায় অপছন্দ করা হয় না আমি তাই বলি। আর যখন তোমাদেরকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করা হবে যাকে তোমরা অপছন্দ কর আর ভাল বলে চেন না তোমরা তাকে মিথ্যা হিসেবে জানবে। কারণ আমি এমন কথা বলি না যা অপছন্দনীয় আর ভাল বলে জানা যায় না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আল-মুখাল্লাস "আল-ফাওয়াইদুল মুলতাকাত" গ্রন্থে (৯/২১৮/১), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃ ৫১৩), আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১১/৩৯১), হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে (৪/৭৮/২), অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ যেমনটি ইবনু কুদামার "আল-মুন্তাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৯/২) (এটি মুসনাদ গ্রন্থে নেই) তারা সকলে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম হতে, তিনি ইবনু আবী যিঈব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ আল-মাকবুরী হতে, (দারাকুতনী ও আল-খাতীব বেশী করে বলেছেন : তার পিতা হতে) তিনি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হারাবী বলেন ঃ

এ হাদীসটির কোন সমস্যা সম্পর্কে জানি না। কারণ তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য আর সনদটি মুত্তাসিল।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সমস্যাটি জানা গেছে এবং ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর্‌রাযী তা প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (২/১৪৩৪) বলেন :

ইয়াহ্ইয়া বলেছেন : "আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে" এ কথা বলাটা ধারণা মাত্র, কারণ তাতে আবূ হুরাইরাহ নেই। অর্থাৎ সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীসটি মুরসাল। এটিই হাদীসটির সমস্যা।

যদি বলা হয় : তা কিভাবে হয় এমতাবস্থায় যে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম নির্ভরযোগ্য হাফিয, বুখারী ও মুসলিমে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে উল্লেখ করে মওসূল করেছেন? সনদে এ বর্ধিত করণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হতে ঘটেছে, অতএব তা কবূল করা ওয়াজিব।

আমি (আলবানী) বলছি : জি হাঁ তিনি নির্ভরযোগ্য যেমনটি উল্লেখ করেছি। তবে তা (বর্ধিত করণ) গ্রহণযোগ্য সেই সময় যখন তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও বেশী বড় হাফিয অথবা তার চেয়ে সংখ্যায় বেশী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার বিরোধিতা না করবে। ইবনু শাহীন "আসসিকাত" গ্রন্থে বলেন :

এখানে ইবনু ত্বহমান তার বিরোধিতা করেছেন তার নাম ইব্রাহীম যেমনটি পূর্বে গেছে। তিনি নির্ভরযোগ্য, সাহীহায়েনের মধ্যে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। আমি বলছি না নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি ইয়াহ্ইয়ার উপরে। কিন্তু তার সাথে একদল নির্ভরযোগ্য রয়েছেন যারা মুরসাল হওয়ার ব্যাপারে তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

এর দ্বারাই ইমাম আবূ হাতিম সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তার ছেলে "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩১০/ ৩৪৪৫) বলেন : আমার পিতা বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ এটিকে চিনে না।

অর্থাৎ তারা তার সনদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে উল্লেখ করেননি।

যদি বলা হয় শু'য়াইব ইবনু ইসহাক ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদামের মুতাবা'য়াত করেছেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য, সাহীহায়েনের মধ্যেও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। কেন তার মওসূলকৃতকে মুরসালের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে না?

আমি (আলবানী) বলছি : কারণ তার সূত্রটি শু'য়াইব পর্যন্ত সহীহ নয়। কেননা তার থেকে বর্ণনাকারী বাস্সাম ইবনু খালেদ পরিচিত নন।

১০৮৬. (لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِّي حَدِيثٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: اتْلُوا عَلَيَّ بِهِ قُرْآنًا مَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُولُهُ، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي مِنْ شَرٍّ فَأَنَا لاَ أَقُولُ الشَّرَّ).

১০৮৬। তোমাদের কারো নিকট যখন আমার থেকে কোন হাদীস আসবে তখন তাকে তার খাটের উপর ঠেস লাগিয়ে এরূপ অবস্থায় আমি যেন না পায় যে সে বলছে : তুমি আমার নিকট কুরআন পাঠ কর! কারণ আমার নিকট হতে উত্তম যা কিছু আসে তা আমি বলে থাকি বা না বলে থাকি, তা আমিই বলেছি। আর তোমাদের নিকট মন্দ যা কিছু আমার উদ্ধৃতিতে আসবে (সে) মন্দ (কথা) আমি বলিনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/৪৮৩), বায্যার (নং ১২৬) আবূ মা'শার হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ মা'শারের কারণে এ সনদটি দুর্বল। তার নাম নাজীহ্ ইবনু আব্দির রহমান আস্‌সিন্দী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, তার বয়স বেশী হয়ে যাওয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আব্দুল হক ইশবীলী "আলআহকাম" গ্রন্থে (২/৭) বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন না।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/১৫৪) বলেন : আবূ মা'শারকে ইমাম আহমাদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী সা'ঈদ মাকবুরী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটি ইবনু মাজাহ্ (নং ২১) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

সতর্কবাণী : সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/২১৩-২১৪) ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তা সুয়ূতীর সন্দেহ মাত্র। শাওকানী "আলফাওয়াইদুল মাজমূ'য়াহ" গ্রন্থে (পৃ ২৭৯) তার অনুসরণ করেছেন। ইবনু ইরাকও সে ব্যাপারে "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" (১/২৬৪) গ্রন্থে সতর্ক হননি। কারণ যে সনদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। "মুসনাদ" সহ অন্য কোন গ্রন্থের মধ্যেও নাই। ইমাম আহমাদ আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহর নিকট শক্তিশালী মু'মিন বেশী ভাল, উত্তম ও পছন্দনীয় দুর্বল মু'মিন হতে...। এ হাদীসটি সহীহ, "যিলালুল জান্নাহ" গ্রন্থে (৩৫৬) এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

মোটকথা : আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) বর্ণিত এ চারটি হাদীসের মধ্যে কোনটিই সহীহ্ নয়। এগুলো আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দু'টির সনদ একটিই। যাতে মিথ্যার দোষে দোষী এবং মাতরূক বর্ণনাকারী রয়েছেন। আর অন্যটির তিনটি সনদ বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর প্রতিটিতে সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ মাকবুরী রয়েছেন। সেগুলোর কোনটি দুর্বল আর কোন কোনটি অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল যেমনটি তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

শাওকানী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে বলেন : ... আমার ধারণা ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে সঠিক করেছেন।

١٠٨٧. (إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ، فَأَعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوْا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ الْقُرْآنَ فَلاَ تَأْخُذُوا بِهِ).

১০৮৭। আমার পরে কতিপয় বর্ণনাকারী হবে যারা আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করবে। তোমরা তাদের হাদীসগুলোকে কুরআনের উপর পেশ করো (মিলাবে), যা কুরআনের সাথে মিলবে তোমরা তা গ্রহণ করবে আর যা কুরআনের সাথে মিলবে না তা গ্রহণ করবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (৫১৩) ও হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে (২/৭৮) আবূ বাক্র ইবনু আইয়াশ হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি যির ইবনু হুবায়েশ হতে, তিনি 'আলী ইবনু আবী তালেব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তার সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

এটি সন্দেহযুক্ত কথা। সঠিক হচ্ছে আসেম হতে, তিনি যায়েদ হতে, তিনি 'আলী ইবনুল হুসাইন হতে মুরসাল হিসেবে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ বাক্র ইবনু আইয়াশ যদিও ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী তবুও তার হেফযে দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য আবেদ। কিন্তু যখন তার বয়স বেশী হয়ে গিয়েছিল তখন তার হেফযে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। তবে তার কিতাব সহীহ্।

١٠٨٨. (سَيَفْشُوْ عَنِّيْ أَحَادِيْثٌ، فَمَا أَتَاكُمْ مِنْ حَدِيْثِيْ فَاقْرَأُوْا كِتَابَ اللهِ، وَاعْتَبِرُوْهُ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللهِ فَلَمْ أَقُلْهُ).

১০৮৮। আমার উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীস প্রচারিত হবে। অতএব যখন আমার হাদীস হতে তোমাদের নিকট কিছু আসবে তখন তোমরা কিতাবুল্লাহ পাঠ করবে এবং তা (হাদীস) যাচাই করে দেখবে। তা তেকে যা কিতাবুল্লাহর সাথে মিলবে তাই আমি বলেছি আর যা কিতাবুল্লাহর সাথে মিলবে না তা আমি বলিনি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৯৪/২) 'আলী ইবনু সা'ঈদ আর-রাযী হতে, তিনি যুবায়ের ইবনু মুহাম্মাদ আর্‌রাহাবী হতে, তিনি কাতাদাহ ইবনু ফুযায়েল হতে, তিনি আবূ হাযের হতে, তিনি ওয়াযীন হতে, তিনি সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি নিম্নোক্ত কারণে দুর্বল ঃ

১। ওয়াযীন ইবনু আতার হেফ্‌য্ ত্রুটিযুক্ত।

২। কাতাদাহ ইবনুল ফুযায়েল সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়।

৩। আবূ হাযেরকে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনু হাজার "আল্‌লীসান" গ্রন্থে 'আল-কুনা অধ্যায়ে' উল্লেখ করেছেন, অথচ তারা উভয়ে তার নাম উল্লেখ না করে বলেছেন :

ওয়াযীন ইবনু আতা হতে বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি মাজহূল।

৪। যুবায়ের ইবনু মুহাম্মাদ আর্‌রাহাবীর জীবনী আমি পাচ্ছি না।

১০৮৯. (سَتَبْلُغُكُمْ عَنِّيْ أَحَادِيْثُ، فَاعْرِضُوْهَا عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَالْزَمُوْهُ، وَمَا خَالَفَ الْقُرْآنَ فَارْفُضُوْهُ).

১০৮৯। অচিরেই তোমাদের নিকট আমার উদ্ধৃতিতে কতিপয় হাদীস পৌঁছবে, তোমরা সেগুলোকে কুরআনের উপর পেশ করবে (সাথে মিলাবে)। যা কিছু কুরআনের সাথে মিলবে তাকে তোমরা আঁকড়ে ধরবে আর যা কিছু কুরআনের বিপরীত হবে তোমরা তাকে নিক্ষেপ (প্রত্যাখ্যান) করবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি হারাবী "যাম্মুল কালাম" (২/৭৮) গ্রন্থে সালেহ আলমুররী হতে, তিনি আল-হাসান হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল মুরসাল। হাসান হচ্ছেন বাসরী।

আর সালেহ আলমুররী হচ্ছেন ইবনু বাশীর, তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : নাসাঈ প্রমুখ তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাকরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

١٠٩٠. (مَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ مِمَّا تَعْرِفُوْنَهُ فَخُذُوْهُ، وَمَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ مِمَّا تُنْكِرُوْنَهُ، فَلاَ تَأْخُذُوْا بِهِ، فَإِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ الْمُنْكَرَ، وَلَسْتُ مِنْ أَهْلِهِ).

১০৯০। যা কিছু তোমাদেরকে আমার উদ্ধৃতিতে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হবে, যাকে তোমরা ভাল বলে জান, তাকে তোমরা গ্রহণ কর। আর আমার উদ্ধৃতিতে যা কিছু তোমাদেরকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হবে যাকে তোমরা অপছন্দ কর, তাকে তোমরা গ্রহণ করবে না। কারণ আমি অপছন্দনীয় কিছু বলি না এবং আমি তা বলার উপযুক্তও নই।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আলখাতীব "আলকিফায়াহ" গ্রন্থে (৪৩০) সুলায়েম আবূ মুসলিম আল-মাক্কী ইবনু মুসলিম হতে, তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম হতে, তিনি তার পিতা হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সুলায়েম আল-মাক্কী তিনি হচ্ছেন খাশ্‌শাব। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি জাহমী মতাবলম্বী খাবীস।

নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইমাম আহমাদ বলেন : তার হাদীস কিছুরই সমতুল্য নয়।

١٠٩١. (مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ، وَحَجُّكَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ).

১০৯১। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ দিয়ে হাজ্জ করে বলবে : তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি হে আল্লাহ! তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন : লাব্বায়কা নয় সা'দায়কাও নয়। তোমার হাজ্জ তোমার উপর পরিত্যক্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইবনু মারদুবিয়াহ "সালাসাতু মাজালেসিম মিনাল আমালী" গ্রন্থে (১৯২/১-২), তার সূত্রে আল-আসবাহানী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (পৃ ২৭৪) ও ইবনুল জাওযী "মিনহাজুল কাসেদীন" গ্রন্থে (১/৫৯/১) দুজায়েন ইবনু সাবেত ইয়ারবূ'ঈ হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর দাস আসলাম হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এ দুজায়েনকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তার হাদীস কিছুই না। আবূ হাতিম ও আবূ যুর'য়াহ বলেন : তিনি দুর্বল। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১১৪) উল্লেখ করেছেন যে, আসবাহানী হাদীসটিকে "আত্তারগীব" গ্রন্থে আসলাম হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নিম্নের হাদীসটির পরে হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি হাদীস দু'টিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

١٠٩٢. (مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ، شَخَصَ فِيْ غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ أَوِ الرِّكَابِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ، كَسْبُكَ حَرَامٌ، وَزَادُكَ حَرَامٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ، فَارْجِعْ مَأْزُوْراً غَيْرَ مَأْجُوْرٍ، وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوْؤُكَ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجاً بِمَالٍ حَلاَلٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَدْ أَجَبْتُكَ، رَاحِلَتُكَ حَلاَلٌ، وَثِيَابُكَ حَلاَلٌ، وَزَادُكَ حَلاَلٌ، فَارْجِعْ مَأْجُوْراً غَيْرَ مَأْزُوْرٍ، وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُرُّكَ).

১০৯২। যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন দিয়ে এ ঘর যিয়ারাতের ইচ্ছা পোষণ করবে, সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে উঁচু হয়েছে। যখন সে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলবে এমতাবস্থায় যে, সে তার পা পাদানিতে রেখেছে এবং তাকে নিয়ে তার বাহন চলা শুরু করেছে আর সে বলছে : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা। তখন আসমান হতে ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে :

লাব্বায়কা নয় সা'দায়কাও নয়। তোমার অর্জিত সম্পদ হারাম তোমার খাদ্য হারাম, তোমার বাহন হারাম। তুমি গুনাহ্ সহকারে ফিরে যাও সাওয়াব নিয়ে নয়। যা তোমার মন্দ পরিণতি করবে তার দ্বারা তুমি সংবাদ গ্রহণ কর। আর যখন কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ দিয়ে হাজ্জ করতে বের হবে। তার পাদানিতে পা রাখবে এবং তাকে সহ তার বাহন চলা শুরু করবে আর সে বলবে : লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা। তখন আসমান হতে ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়ক। তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তোমার বাহন হালাল, তোমার পোষাক হালাল, তোমার খাদ্য হালাল। অতএব তুমি সাওয়াব নিয়ে ফিরে যাও গুনাহ্ নিয়ে নয় এবং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই বস্তুর দ্বারা যা তোমাকে খুশী করে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি বায্যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ১০৭৯) সুলায়মান ইবনু দাঊদ সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

সুলায়মানের হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট। কেউ তার হাদীসগুলোর মুতাবা'য়াত করেননি। তিনি শক্তিশালী নন।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে (৩/২১০) বলেন : হাদীসটি বায্যার বর্ণনা করেছেন। তাতে সুলায়মান ইবনু দাঊদ ইয়ামামী রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন :

ইবনু মা'ঈন বলেছেন : তিনি কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। পূর্বে আলোচিত হয়েছে ইমাম বুখারী বলেন : যার সম্পর্কে আমি 'মুনকারুল হাদীস' বলেছি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি দুর্বল। অন্যরা বলেন : তিনি মাতরূক।

তিনি (যাহাবী) "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মুনযেরী হাদীসটি "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১১৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

١٠٩٣. (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ).

১০৯৩। লোকদের নিকট এমন এক যুগ আসবে যখন আমার উম্মাতের ধনীরা আমোদ-প্রমোদের জন্য হাজ্জ করবে, তাদের মধ্যবিত্তরা ব্যবসার জন্য হাজ্জ করবে, তাদের কারীগণ লোক দেখানো ও খ্যাতির জন্য হাজ্জ করবে এবং তাদের দরিদ্ররা ভিক্ষার জন্য হাজ্জ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আলখাতীব (১০/২৯৬) ও তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "মিনহাজুল কাসেদীন" গ্রন্থে (১/৬৪/১-২) আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান সারখাসী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু জামী' হতে, তিনি মুগীস ইবনু আহমাদ হতে, তিনি ফারকাদ আস্‌সাবখী হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি মিখলাদ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আতা আদ্‌দিলহী হতে, তিনি জা'ফার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলখাতীবের শাইখ আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান ছাড়া জা'ফারের নীচের কোন বর্ণনাকারীর জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীসটি সুয়ূতী "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৭৬/১) আল-খাতীব ও দায়লামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

١٠٩٤. (إِنَّ فِي الْمَعَارِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكَذِبِ).

১০৯৪। ইঙ্গিতে কথা বলার মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে ফলে তা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা থেকে মুক্ত রাখে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (১/৯৭) উনায়েস হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি দাঊদ ইবনুয যাবারকান হতে, তিনি সা'ঈদ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি যুরারাহ ইবনু আবী আওফা হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ সা'ঈদের সূত্রে কাযা'ঈ (১/৮৫) বর্ণনা করে বলেছেন : উনায়েস হচ্ছেন আবূ আম্‌র আলমুসতামেলী।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী “মিনহাজুল কাসেদীন” গ্রন্থে (১/১৮৭/১) ইবনু আবিদ দুনিয়া সূত্রে, ইবনু আদী (২/১২৮) ও তার সূত্রে বাইহাক্বী “আস-সুনান” গ্রন্থে (১০/১৯৯) অন্য সূত্রে তারজুমানী হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী বলেন :

দাউদ ইবনুয যাবারকান মারফূ‘ হিসেবে হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : তার অধিকাংশ বর্ণনারই কেউ মুতাবা‘য়াত করেনি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ বলেন : তিনি দুর্বল, তার হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে।

নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

জুযকানী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

“আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে : তিনি মাতরূক, তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

সনদে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। বাইহাক্বী আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আতা সূত্রে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মওকূফ হওয়ায় সহীহ্।

১০৯৥. (يَا بِلَالُ! غَنِّ الْغَزَلَ).

১০৯৫। হে বেলাল! গযল গেয়ে গান কর।

হাদীসটি বাতিল এর কোন ভিত্তি নেই।

সম্ভবত এ হাদীসটি আদবের উপর লিখা কোন কিতাবে এসেছে। যেমন আবুল ফার্‌জ আসবাহানীর “আলআগানী” গ্রন্থে! এ হাদীসটিকে “আত্‌তারবীয়াহ আল-মুসীকিয়্যাহ” গ্রন্থের লেখক (পৃ ৫৬) কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

١٠٩٦. (إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَماً، وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَماً).

১০৯৬। তোমরা যখন যাকাত দিবে তখন তোমরা তার সাওয়াব লাভের কথা ভুলে না গিয়ে এ দু‘আ বলবে : হে আল্লাহ! তাকে গানীমাত হিসেবে গণ্য কর, জরিমানা হিসেবে গণ্য কর না।

হাদীসটি জাল।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (নং ১৭৯৭) ও ইবনু আসাকির (৭/২২৫/২) আলবুখতারী ইবনু উবায়েদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : "যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলা হয়েছে : তার সনদে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম আদ্ দেমাস্কী রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস আর বুখতারীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ বুখতারী। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ কথা হাকিম ও নাক্কাশও বলেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি দুর্বল যাহেব। তিনি যখন এককভাবে বর্ণনা করেছেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না। তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন তাতে আজব আজব বিষয় রয়েছে।

আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক সাকেত।

১০৯৭. (إِنِّيْ لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ).

১০৯৭। আমি দয়াময় আল্লাহর নিঃশ্বাস পাচ্ছি ইয়ামানের দিক থেকে।

হাদীস দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (২/৫৪১) 'ইসাম ইবনু খালেদ হতে, তিনি হুরায়েয হতে, তিনি শাবীব আবূ রাওহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ এই শাবীবকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্তাদীল" গ্রন্থে (২/১/৩৫৮) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। এ কারণেই সম্ভবত ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ

শাবীবের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানা যায় না।

হাদীসটি একদল নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য হতে একজনও আলোচ্য "আমি...দিক থেকে" অংশটুকু বর্ণনা করেননি। এ অংশটুকু ছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইয়ামান সম্পর্কে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [(বুখারী (৩৩০১) ও মুসলিম (৫১, ৫২)]।

উক্ত বাক্যটি আমি (আলবানীর) নিকট মুনকার কিংবা কমপক্ষে শায।

١٠٩٨. (لَيْسَ الإِيْمَانُ بِالتَّمَنِّيْ وَلاَ بِالتَّحَلِّيْ، وَلَكِنَّ مَا وُقِّرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْفِعْلُ، الْعِلْمُ عِلْمٌ بِاللِّسَانِ وَعِلْمٌ بِالْقَلْبِ، فَأَمَّا عِلْمُ الْقَلْبِ فَالْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمُ اللِّسَانُ حُجَّةُ اللهِ عَلَى بَنِيْ آدَمَ).

১০৯৮। আকাংক্ষার দ্বারা ঈমান নয় আবার বন্টন করার দ্বারাও নয়। হৃদয়ে যা প্রোথিত হয়েছে এবং যাকে কর্ম সত্যায়িত করেছে তাই ঈমান। জ্ঞান হচ্ছে যবানের জ্ঞান ও হৃদয়ের জ্ঞান। হৃদয়ের জ্ঞান হচ্ছে উপকারী জ্ঞান আর যবানের জ্ঞান হচ্ছে আদম সন্তানের উপর আল্লাহর দলীল।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনুন নাজ্জার "আয্যায়েল" গ্রন্থে (১০/৮৮/২) আব্দুস সালাম ইবনু সালেহ হতে, তিনি ইউসুফ ইবনু আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আলহাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইউসুফ ইবনু আতিয়্যাহ্ হচ্ছেন আস্সাফ্ফার আলআনসারী। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ ও দুলাবী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। নাসাঈ আরো বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আব্দুস সালাম ইবনু সালেহ হচ্ছেন আবুস সাল্ত হারাবী। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক হিসেবে দোষী করেছেন। আবূ যুর'য়াহ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু আদী বলেন : তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। অন্যরা বলেন : তিনি রাফেযী মতাবলম্বী।

আমি (আলবানী) বলছি : কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হাসান হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু সেটির সনদটিও দুর্বল তাতে যাকারিয়া ইবনু হাকীম নামের এক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকার কারণে। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

١٠٩٩. (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ).

১০৯৯। রসূল (ﷺ) শনি ও রবিবারে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশী সাওম পালন করতেন। তিনি বলেন : সে দিন দু'টি মুশরিকদের ঈদের দিন। আমি তাদের বিরোধিতা করাকে বেশী পছন্দ করি।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৬/৩২৪), ইবনু খুযাইমাহ (২১৬৭), ইবনু হিব্বান (৯৪১), হাকিম (১/৪৩৬) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৩০৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে 'আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কুরায়েব হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : তার সনদটি সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু উমার প্রসিদ্ধ নন। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/১৮/৮১) তার জীবনী আলোচনা করে ভাল মন্তব্য কিছুই বলেননি। ইবনু হিব্বান তার নীতি অনুযায়ী তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! হাফিয যাহাবী তাকে "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আব্দুল হক ইশবীলী "তার একটি হাদীস "আহকামুল ওসতা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার সনদটি দুর্বল। ইবনু কাত্তান তাকে একবার দুর্বল বলেছেন। আরেকবার বলেছেন : তার হাদীস হাসান।

আমি বলছি : তার দুর্বল হওয়াটার দিকেই হৃদয় ধাবিত হচ্ছে। মাজহূল হওয়ার কারণে।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ্ হাদীস বিরোধীও বটে। যাতে ফরয সওম ছাড়া শনিবারে অন্য সওম পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ নিষেধ সম্বলিত সহীহ্ হাদীসটি সুনান রচনাকারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ["সহীহ্ তিরমিযী" (৭৪৪), "সহীহ্ আবী দাউদ" (২৪২১) ও "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (১৭২৬)]। আমি "ইরউয়াউল গালীল" গ্রন্থে (নং ৯৬০) এটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

আলোচ্য হাদীসটিতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমারের অবস্থা তার পিতার ন্যায়। ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি।

ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি মধ্যম। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : মুতাবা'য়াতের সময় তিনি মাকবূল। অন্যথায় তিনি দুর্বল।

١١٠٠. (فُضِّلْتُ عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ: كَانَ شَيْطَانِي كَافِرًا أَعَانَنِي اللهُ عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ وَكُنَّ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِي وَكَانَ شَيْطَانُ آدَمَ كَافِرًا وَ كَانَتْ زَوْجَتُهُ عَوْنًا عَلَى خَطِيئَتِه).

১১০০। দু'টি স্বভাবের দ্বারা আমাকে আদমের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে : আমার শয়তান ছিল কাফের আল্লাহ্ আমাকে তার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর আমার সহধর্মিনীরা আমার সহযোগী ছিল। পক্ষান্তরে আদমের শয়তান ছিল কাফের, আর তার স্ত্রী তার গুনাহের সহযোগী ছিল।

হাদীসটি জাল।

এটি আবূ তালেব মাক্কী আলমুয়ায্যেন তার "হাদীস" গ্রন্থে (কাফ ১/২৩৩), আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৩/৩৩১), বাইহাক্বী "দালায়েলুন নাবুয়াহ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ আবূ জা'ফার হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু সারমাহ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে আবূ জা'ফার। তিনি কালানিসী বাগদাদী। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু আদী বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। আবূ আরূবাহ বলেন : তিনি মিথ্যুক। হাদীসটি তার বাতিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ...।

তিনি (যাহাবী) তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

আরেক বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ইবনু সারমাহকে দারাকুতনী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন : তার অধিকাংশ হাদীসের ভাষা ও সনদ মুনকার। আবূ হাতিম বলেন : তিনি শাইখ।

ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক খাবীস। "আলমীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ এসেছে।

আর হাফিয সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١١٠١. (أَعْلَمُ النَّاسِ مَن يَّجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَكُلُّ صَاحِبِ عِلْمٍ غَرْثَانُ).

১১০১। লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে মানুষের জ্ঞানকে তার জ্ঞানের সাথে একত্রিত করে। আর প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষুধার্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১২০) ও তার থেকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/১২১) মুস'য়াদাহ্ ইবনুল ইয়াসা' হতে, তিনি শিব্ল ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি আম্র ইবনু দীনার হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই মুস'য়াদাহ। যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাকে আবূ দাঊদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন : এক যুগ হতে তার হাদীস পুড়িয়ে ফেলেছি।

ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৩৭১) বলেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তিনি যাহেব, মুনকারুল হাদীস। তিনি হাদীস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের উপর মিথ্যারোপ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সুয়ূতী হাদীসটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে তাকে কালিমালিপ্ত করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : হায়সামী বলেন ঃ

তার সনদে মুসা'য়াদাহ ইবনু ইয়াসা' রয়েছেন তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) তার একটি শক্তিশালী মুতাবা'য়াত পেয়েছি যেটি হাদীসটিকে বানোয়াট হতে রক্ষা করছে। যদিও সেটি মুরসাল।

এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী হওয়ায় সহীহ্। কিন্তু মুরসাল। এ কারণেই হাদীসটি দুর্বল।

١١٠٢. (إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهٌ ذَلِكَ ، لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ ، غَيْرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، حَتَّى تَرْجِعَ).

১১০২। স্ত্রী যখন তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে বাড়ী হতে বের হয় তখন আসমানের প্রত্যেক ফেরেশতা এবং যা কিছুর নিকট দিয়ে সে অতিক্রম করে জিন ও ইনসান ছাড়া সে সব কিছু তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না আসে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/১৭০/১-২) 'ঈসা ইবনুল মুসাবের হতে, তিনি সুওয়ায়েদ ইবনু আব্দিল আযীয হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু বারীদ হতে, তিনি আম্‌র ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : আম্‌র হতে একমাত্র মুহাম্মাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুওয়ায়েদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (সুওয়ায়েদ) খুবই দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন :

ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি খুবই দুর্বল।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে বলেন : সুওয়ায়েদ ইবনু আব্দিল আযীয মাতরূক। তাকে দুহায়েম প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন...।

আমি (আলবানী) বলছি : মুনযেরী যে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/৭৯) বলেছেন : হাদীসটি হাসান বা হাসানের নিকটবর্তী তার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না।

١١٠٣. (لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا، يَعْنِيْ أَهْلَ الذِّمَّةِ).

১১০৩। যা কিছু আমাদের জন্য তা তাদের জন্যও, তাদের জন্য যা কিছু শাস্তি স্বরূপ তা আমাদের জন্যও শাস্তি স্বরূপ। অর্থাৎ যিম্মিরা।

হাদীসটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

হাদীসটি এ যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোন কোন ফিকার কিতাবে উল্লেখ হওয়ায় বহু খাতীব (বক্তা), দা'ঈ ও পথ প্রদর্শকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন হানাফী মাযহাবের "হেদায়াহ্‌" গ্রন্থে 'কিতাবুল বুয়ূ'র" শেষে এসেছে :

"যিম্মিরা বেচা কেনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ন্যায় রসূল (ﷺ)-এর কথার কারণে...।

হাফিয যায়লা'ঈ তার তাখরীজ গ্রন্থ "নাসবুর রায়াহ্" (৪/৫৫) এর মধ্যে বলেছেন : মুসান্নেফ (লেখক) যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে হাদীসটিকে আমি চিনি না...।

হাফিয ইবনু হাজার "আদ-দেরায়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ২৮৯) তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দুই হাফিয ইঙ্গিত করেছেন রসূল (ﷺ) হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। "হেদায়াহ্" গ্রন্থের লেখক সন্দেহ বশতঃ বলেছেন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বরং এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা আলোচ্য হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। রসূল (ﷺ) বলেছেন : "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই লোকেরা এ সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন তারা তা করবে তখন নির্দিষ্ট হক ব্যতীত তাদের রক্ত ও তাদের ধন-সম্পদ আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে। তাদের জন্য সে সব কিছুই হবে যা মুসলমানদের জন্য আর তাদের শাস্তি তাই হবে যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে হবে।'

এ হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ যেমনটি আমি "আল-আহাদীসুস সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৯৯) বর্ণনা করেছি।

এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটিতে যারা তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই সব যিম্মিদেরকে বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা তাদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

বর্তমান যুগের বহু খাতীব আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করে খুৎবাতে বলে থাকেন যে ইসলাম প্রাপ্যের ক্ষেত্রে যিম্মী ও মুসলিমদেরকে সমঅধিকার দিয়েছে। তারা আসলে জানেন না যে, আলোচ্য হাদীসটির রসূল (ﷺ) হতে কোন ভিত্তি নেই। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে মত দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম ব্যক্তির হদ (শাস্তি) যিম্মীর হদের (শাস্তির) ন্যায়, যিম্মীকে হত্যা করার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। অথচ সহীহ সুন্নাতে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত এসেছে। এ বিষয়ে (৪৫৮ নং) হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

١١٠٤ . (مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا ». يَعْنِي الصَّلَاةَ).

১১০৪। যে ব্যক্তি তার সলাতে বুঝা যায় এরূপ ইশারাহ্ করবে, সে যেন তার সলাতকে পুনরায় আদায় করে।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে আবূ দাঊদ (৯৪৪), ত্বহাবী (১২৬৩), দারাকুতনী (১৯৫-১৯৬) ও তার থেকে বাইহাক্বী (২/২৬২) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ই'য়াকূব হতে, তিনি আবূ গাতফান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন রসূল (ﷺ) বলেন : ...।

আবূ দাঊদ বলেন : এ হাদীসটি সন্দেহযুক্ত। দারাকুতনী বলেন : আমাদেরকে আবূ দাঊদ বলেছেন : আবূ গাতফান একজন অপরিচিত ব্যক্তি। সম্ভবত হাদীসটি ইবনু ইসহাকের উক্তি। কারণ নাবী (ﷺ) হতে সহীহ্ বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি সলাতের মধ্যে ইশারা করতেন। এটি আনাস (রাঃ), জাবের (রাঃ) প্রমুখ নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন : ইবনু উমার (রাঃ) ও আয়েশাও (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ গাতফানকে ইবনু মা'ঈন, নাসাঈ ও ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং তার থেকে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ ছাড়া অন্য কেউ তাকে অপরিচিত বলেননি। অতএব তিনি নির্ভরযোগ্য যেমনটি ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

তবে এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে ইবনু ইসহাক। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যাইলাঈ "নাসবুর রায়াহ্" গ্রন্থে (২/৯০) বলেছেন যে, 'হাদীসটি ভাল'। অথচ তিনিই ইবনুল জাওযী হতে এটি ও পূর্বের সমস্যাটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমাদকে এ হাদীসটির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তরে বলেন : এটির সনদ সাব্যস্ত হয়নি। এটি কিছুই না।

হাদীসটি সহীহ্ হাদীসের বিপরীত হওয়ায় মুনকার। আব্দুল হক ইশবীলী তার "আল-আহকাম" গ্রন্থে (১৩৭০) বলেন : ইমাম মুসলিম প্রমুখ বিদ্বানগণ যা উল্লেখ করেছেন তার ভিত্তিতে (সলাতের মধ্যে) ইশারা করা বৈধ এটিই সঠিক।

এ বিষয়ে বর্ণিত ইশারা বিষয়ক হাদীসটি "সহীহ্ আবী দাঊদ" গ্রন্থে (৮৫৯) বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত সলাতের মধ্যে ইশারা করা জায়েয মর্মে বর্ণিত হাদীসকে আমি "সিলসিলাতুস সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ৩১১) উল্লেখ করেছি।

মুসল্লী কর্তৃক সলাতরত অবস্থায় মুসাফাহা করলে এর দ্বারা তার সলাত বাতিল হবে না। যদিও আমার জানা মাফিক এ বিষয়ে নাবী (ﷺ) হতে কোন কিছু সাব্যস্ত

হয়নি। কারণ এটি কম কর্ম (বেশী কর্ম নয়)। বিশেষ করে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। বিধায় এর দ্বারা সলাত বাতিল হবে না।

আতা ইবনু আবী রাবাহ বলেন : "এক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما)-কে তার সলাতরত অবস্থায় সালাম দিলেন। তিনি তার হাত ধরলেন, তার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তার হাতে চাপ দিলেন"।

এটি ইবনু আবী শাইবাহ্ (১/১৯৩/২) এবং বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (২/২৫৯) দু'টি সনদে আতা হতে বর্ণনা করেছেন যার একটি সহীহ্।

সলাতের মধ্যের সব কর্মই সলাতকে বাতিল করে না। কারণ আয়েশা (رضي الله عنها) হতে সাব্যস্ত হয়েছে তিনি বলেন : "আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলাম তখন রসূল (ﷺ) ঘরে দরজা লাগানো অবস্থায় সলাত আদায় করছিলেন, তিনি তার ডান বা বাম দিকে হেঁটে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিয়ে তাঁর স্থলে ফিরে গেলেন। দরজাটি কিবলার দিকে ছিল"।

এটি সুনান রচনাকারীগণ (হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান আর ইবনু হিব্বান সহীহ আখ্যা দিয়েছেন) এবং আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে (নং ১৩৭৪) বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি হাসান যেমনটি আমি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৮৮৫) বর্ণনা করেছি।

١١٠٥. (إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ، فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: كَلاَّ وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا).

১১০৫। ইসরাঈলীদের মাঝে সর্বপ্রথম যে ত্রুটি প্রবেশ করে তা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে (গুনাহ করা অবস্থায়) মিলিত হয়ে বলত : হে এই ব্যক্তি তুমি আল্লাহকে ভয় কর, যা করছো তা পরিত্যাগ করো কারণ তা তোমার জন্য হালাল নয়। অতঃপর পরের দিন তার সাথে মিলিত হলে তাকে সে

গুনাহ হতে নিষেধ করতো না। বরং তার সাথে পানাহারকারী ও সঙ্গী হয়ে যেত। যখন তারা এরূপ করা শুরু করলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরের হৃদয়কে এক করে দিলেন (অন্যায়কারী আর নিষেধ নাকারীর মাঝে আর কোন পার্থক্য রাখলেন না)। অতঃপর তিনি "দাউদ ও 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের ভাষায় বানূ ইসরাঈলের সেই সব লোকদের প্রতি অভিশাপ যারা কুফরী করেছে... তারা ফাসেক" পর্যন্ত আল্লাহর বাণী পাঠ করলেন। তার পর বললেন : কক্ষণও নয়; আল্লাহর কসম! তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে, অবশ্যই অত্যাচারীর দু'হাতকে ধরে ফেলবে, তাকে হকের দিকে ফিরিয়ে আনবে এবং তাকে হকের সীমায় বেঁধে ফেলবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৭৭৪), তিরমিযী (২/১৭৫-২৯৭৩), ইবনু মাজাহ (৩৯৯৬), ত্বহাবী "আল-মুশকিল" গ্রন্থে (২/৬১-৬২), ইবনু জারীর "আত্‌তাফসীর" গ্রন্থে (৬/৩০৫) ও আহমাদ (১/৩৯১) বিভিন্ন সূত্রে 'আলী ইবনু বাযীমাহ হতে, তিনি আবূ ওবাইদাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সূত্রগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে হাদীসটি আবূ ওবাইদাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীসটির সনদ মুনকাতি' (বিছিন্ন)। মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৪/১৭০) বলেন ঃ

আবূ ওবাইদাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি। বলা হয়ে থাকে : তিনি শ্রবণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সঠিক হচ্ছে তিনি তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি। শু'বাহ আম্‌র ইবনু মুররাহ হতে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি বলেন : আমি আবূ ওবাইদাহ্কে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি কি আব্দুল্লাহ হতে কিছু স্মরণ করতে পারেন? তিনি উত্তরে বলেন : না। ইমাম তিরমিযী বলেন : তিনি তার পিতা হতে কিছুই শুনেননি। ইবনু হিব্বানও বলেন : তিনি তার পিতা হতে কিছুই শ্রবণ করেননি। হাফিয মিয্‌যী "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে এ কথাই বলেছেন। ইবনু হাজার "তাহযীব" গ্রন্থে তারই অনুসরণ করেছেন।

মোটকথা হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ ওবাইদাহ্ আর বর্ণনাকারীগণ তার সনদে চারভাবে ইযতিরাব করেছেন ঃ

১। একবার আবূ ওবাইদাহ্ হতে আর তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

২। আরেকবার আবূ ওবাইদাহ্ হতে আর তিনি মাসরূক-এর মাধ্যমে তার পিতা আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

৩। আরেকবার আবূ ওবাইদাহ্ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। আরেকবার ওবাইদাহ্ হতে আর তিনি আবূ মূসা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের গবেষণায় সঠিক হচ্ছে প্রথম সূত্রটি অথচ সেটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। আহমাদ শাকের দৃঢ়তার সাথে এ কথাই বলেছেন।

١١٠٦. (بَعَثَ اللهُ جِبْرِيْلَ إِلَى آدَمَ وَحَوَاءَ فَقَالَ لَهُمَا: ابْنِيَا لِيْ بَيْتاً، فَخَطَّ لَهُمَا جِبْرِيْلُ، فَجَعَلَ آدَمُ يَحْفِرُ وَحَوَاءُ تَنْقُلُ حَتَّى أَجَابَهُ الْمَاءُ، ثُمَّ نُوْدِيَ مِنْ تَحْتِه: حَسْبُكَ يَا آدَمُ! فَلَمَّا بَنَيَاهُ أَوْحَى اللهُ إِلَيْه أَن يَّطُوْفَ بِه، وَقِيْلَ لَهُ: أَنْتَ أَوَّلُ النَّاسِ، وَهَذَا أَوَّلُ بَيْت، ثُمَّ تَنَاسَخَتِ الْقُرُوْنُ حَتَّى حَجَّهُ نُوْحُ، ثُمَّ تَنَاسَخَتِ الْقُرُوْنُ حَتَّى رَفَعَ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنْهُ).

১১০৬। আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে আদাম ও হাওয়ার নিকট প্রেরণ করে তাদের দু'জনকে নির্দেশ দিলেন : আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো। জিবরীল তাদের দু'জনের জন্য একটি রেখা টেনে দিলেন। আদাম গর্ত করা শুরু করলেন আর হাওয়া (মাটি) উঠাতে শুরু করলেন এমনকি পানি এসে গেল। অতঃপর নীচু হতে ডাক দিয়ে বলা হলো : যথেষ্ট হয়েছে হে আদাম! যখন তারা দু'জন ঘর নির্মাণ করে শেষ করলেন তখন আল্লাহ তাকে সেই ঘর তাওয়াফ করার জন্য অহী করলেন। তাকে বলা হলো : আপনি প্রথম মানব আর এটিই প্রথম ঘর। অতঃপর বহু যুগ কেটে গেল আর নূহ্ তাকে যিয়ারাত করলেন। অতঃপর বহু যুগ কেটে গেল আর ইবরাহীম তার ভিতকে উঠালেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটিকে বাইহাক্বী "দালায়েলুন নাবুওয়াহ" গ্রন্থে (১/৩২০) আর তার থেকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (২/৩২১) ইয়াহইয়া ইবনু উসমান সূত্রে আবূ সালেহ আলজুহানী হতে, তিনি ইবনু লাহি'য়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন : ইবনু লাহি'য়াহ হাদীসটিকে এককভাবে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর "আস্‌সীরাহ" গ্রন্থে (১/২৭২) বলেন : তিনি (ইবনু লাহি'য়াহ) দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র পর্যন্ত মওকূফ হওয়াটাই বেশী সঠিক ও নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : তার এ কথা সন্দেহ জাগাতে পারে যে, হাদীসটি মওকূফ হিসেবে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে। অথচ ইবনু কাসীর ও বাইহাক্বী উভয়ে মওকূফ হিসেবেও বর্ণনা করেননি। অতএব তিনি (ইবনু কাসীর) তার উক্ত কথার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এটি মওকূফের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

এছাড়াও হাদীসটির সনদে আরো দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। লাইসের লেখক আবূ সালেহ আলজুহানী (আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ আল-মিসরী) সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু ভুল করতেন। তার মধ্যে অমনোযোগিতা ছিলো।

আমি (আলবানী) বলছি : ভুলটি তার থেকেই সংঘটিত হয়েছে।

২। আরেক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে শি'য়া মতাবলম্বী হওয়ার দোষে দোষী। তাকে কেউ কেউ দুর্বলও আখ্যা দিয়েছেন।

١١٠٧. (كَانَ يَرْمِيْ الْجَمْرَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَيَقُوْلُ: كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَعَمَلاً مَشْكُوْرًا).

১১০৭। তিনি এ স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন আর যখনি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন তখনই বলতেন : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ এ স্থানকে গ্রহণযোগ্য হাজ্জের স্থান, গুনাহ মাফের স্থান এবং শুকুর গোযার আমলের স্থান বানিয়ে দাও।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৫/১২৯) এবং আলখাতীব "তালখীসুল মুতাশাবিহ্" গ্রন্থে (২/১১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুকায়েম আলমুযানী হতে, তিনি আবূ উসামা হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী বলেন ঃ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুকায়েম দুর্বল বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি এর চেয়েও নিকৃষ্ট। তিনি হচ্ছেন আবূ বাক্‌র আদ্‌দাহেরী আলবাস্‌রী। ইমাম আহমাদ প্রমুখ বিদ্যানগণ বলেন : তিনি কিছুই না।

জুযজানী বলেন : তিনি মিথ্যুক। আবূ নু'য়াইম আলআসবাহানী বলেন : তিনি ইসমাঈল ইবনু আবী খালেদ এবং আ'মাশ-এর উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটি অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেটি দুর্বল। তার বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবী সুলায়েম দুর্বল। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এ বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীস আলোচ্য হাদীসটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। সেটিকে বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

١١٠٨. (تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَتَخْطِمُ الْكَافِرَ قَالَ عَفَّانُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ عَلَى خِوَانِهِمْ فَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ).

১১০৮। (কিয়ামতের আলামত হিসেবে) পশুটি বের হওয়ার সময় তার সাথে মূসা (আঃ)-এর লাঠি আর সুলায়মান (আঃ)-এর আংটি থাকবে। সে আংটি দ্বারা কাফেরের নাকে চিহ্ন লাগিয়ে দিবে আর লাঠি দ্বারা মু'মিনের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে। খানা গ্রহণকারীরা যখন দস্তরখানের উপর একত্রিত হবে তখন এক ব্যক্তি অন্যকে সম্বোধন করে বলবে : হে মু'মিন, আরেক ব্যক্তি অন্যকে সম্বোধন করে বলবে : হে কাফের।

হাদীসটি মুনকার।

এটি তায়ালিসী (পৃ ৩৩৪), আহমাদ (২/২৯৫, ৪৯১-৭৫৯৬), তিরমিযী (১২/৬৩- ৩১১১), ইবনু মাজাহ্ (২/১৩৫১/৪০৫৬) ও সা'য়ালাবী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (কাফ ১/২৪) 'আলী ইবনু যায়েদ সূত্রে আউস ইবনু খালেদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি : তাতে দু'টি সমস্যা রয়েছে :

১। আউস ইবনু খালেদকে ইমাম বুখারী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাত্তান বলেন : আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে তার তিনটি মুনকার

হাদীস রয়েছে...। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্যই এসেছে। হাফিয ইবনু হাজারের "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি মাজহূল।

২। আরেক বর্ণনাকারী 'আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জাদ'আন দুর্বল।

١١٠٩. (تَخْرُجُ الدَّابَّةُ ﴿مِنْ﴾ أَجْيَادَ، فَيَبْلُغُ صَدْرُهَا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَلَمَّا يَخْرُجُ ذَنَبُهَا بَعْدُ، وَهِيَ دَابَّةٌ ذَاتُ وَبَرٍ وَقَوَائِمَ).

১১০৯। (কিয়ামতের আলামত হিসেবে) পশুটি বের হবে আজইয়াদ নামক স্থান হতে। তার বুক রুকনু ইয়ামানী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তথাপিও তার লেজ বের হবে না। এ এমন এক পশু যা পশম ও বহু পা বিশিষ্ট হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আল-ওয়াহেদী "আল-অসীত" গ্রন্থে (৩/১৭৯/১) এবং হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে ফারকাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুরাশী হতে, তিনি ওকবাহ ইবনু আবিল হাসনা ইয়ামানী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ ফারকাদ অজ্ঞাত বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তার শাইখ ওকবাহও মাজহূল। হাফিয যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে দিয়ে বলেন : তিনি মাজহূল। আবূ হাতিম ফারকাদ ইবনুল হাজ্জাজকে মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল মাদীনী বলেন : ওকবাহ মাজহূল।

ইবনু হিব্বান ফারকাদ সম্পর্কে বলেন : তিনি ভুল করতেন।

١١١٠. (عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾).

১১১০। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের সমতুল্য করা হয়েছে (তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন)। অতঃপর তার সমর্থনে পাঠ করেন : "অতএব তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং বেঁচে থাকো সব ধরনের মিথ্যা কথা থেকে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নিষ্ঠাবান হও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা হাজ্জ : ৩০-৩১)।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (৩১২৪), তিরমিযী (২২২৩), ইবনু মাজাহ্ (২৩৬৩) ও আহমাদ (৪/৩২১) মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদ সূত্রে সুফইয়ান ইবনু যিয়াদ আল-আসফারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাবীব ইবনুন নু'মান হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। তাতে দু'টি সমস্যা রয়েছে : অজ্ঞতা এবং সনদে ইযতিরাব।

ইবনুল কাত্তান বলেন : হাবীব ইবনুন নু'মানকে চেনা যায় না। তার থেকে বর্ণনাকারী ইবনু যিয়াদ আল-আসফারীও তার ন্যায়। তার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন : তিনি মাজহূল। হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি কে জানা যায় না। তার থেকে তার ন্যায় ব্যক্তিই বর্ণনা করেছেন।

সনদেও ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়েদের বিরোধিতা করে মারওয়ান ইবনু মু'য়াবিয়া আল-ফাযারী অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ ভাষাটি আহমাদ (৪/১৭৮, ২৩২, ৩২২) ও তিরমিযী (২/৪৮) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গারীব।

١١١١. (لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجِيتُ بِهِ).

১১১১। পুঁজ দ্বারা তোমাদের কারো পেট ভরে যাওয়া তার জন্য বেশী উত্তম সেই কবিতা দিয়ে পেট ভরে যাবার চেয়ে যার দ্বারা আমার কুৎসা বর্ণনা করা হয়।

হাদীসটি (যার দ্বারা আমার কুৎসা বর্ণনা করা হয়) এ বর্ধিত অংশ সমেত বাতিল।

এটিকে ওকায়লী "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৪৩৫) এবং ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৭/২৮৫/২) নায্র ইবনু মুহাররিয হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : বর্ণনাকারী নায্র ইবনু মুহাররিয-এর হাদীসের অনুসরণ করা যায় না। একমাত্র তার মাধ্যমেই এ হাদীসটি জানা যায়। হাদীসটি কালবীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ আবূ সালেহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কালবী হতে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আস্সুদ্দী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কালবী হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব। হাফিয যাহাবী তাকে "আয-যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে যায়েদাহ্, ইবনু মা'ঈন ও একদল বিশেষজ্ঞ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সম্পর্কে যাহাবী বলেন : তিনি মাতরূক (অগ্রহণযোগ্য) মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

কালবী হতে ইসমাঈল ইবনু আইয়াশও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ইমাম ত্বহাবী (২/৩৭১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ যখন শামীদের ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি দুর্বল। এটি তার সে সব বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ কালবী হচ্ছেন কুফী।

হিব্বান ইবনু আলীও কালবী হতে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/৩৪৫) উল্লেখ করেছেন। এই হিব্বান ইবনু 'আলী হচ্ছেন আনাযী তিনিও দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

মোটকথা এ সূত্রগুলো সবই বানোয়াট। ইবনু আদী সুফইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : কালবী আমাকে বলেছেন : আমি আবূ সালেহ হতে যা কিছু বর্ণনা করবো তার সবই মিথ্যা।

আর জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত সূত্রটি খুবই দুর্বল। কারণ নায্‌র ইবনুল মুহাররিয সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই মুনকার, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ধিত অংশটুকুসহ হাদীসটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ বর্ধিত অংশ বাদ দিয়ে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে আ'মাশ সূত্রে ... আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে আর মুসলিম শরীফে সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও আবূ সা'ঈদ খুদরী হতেও বর্ণিত হয়েছে।

١١١٢. (كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَّخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ).

১১১২। তিনি জুম'আর দিন সলাতের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে তাঁর নখগুলো কাটতেন এবং গোঁফ ছোট করতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/৫০) 'আতীক ইবনু ইয়াকূব আয-যুবাইরী হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু কুদামাহ্ হতে, তিনি আবূ আব্দিল্লাহ আল-আগার হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন : হাদীসটিকে আল-আগার হতে ইব্‌রাহীম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সূত্রেই হাদীসটি বায্‌যার 'আতীকের বর্ণনায় বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : ইব্‌রাহীম দলীল হওয়ার যোগ্য নন।

তাকে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি মুনকার।

আব্দুল হক "আল-আহ্‌কাম" গ্রন্থে (২/৭১ নং ১৬৯০) হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী" গ্রন্থে (২৭৭) একই সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ মুস'য়াবের সূত্রেও ইব্‌রাহীম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সহীহ্ নয়। তবে মওকূফ হিসেবে ইবনু উমার (ﷺ) হতে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। "ইবনু উমার (ﷺ) প্রতিটি জুম'আর দিনে তার নখ কাটতেন আর গোঁফ ছোট করতেন"। এ মওকূফটিকে বাইহাক্বী (২/২৪৪) বর্ণনা করে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (বাইহাক্বী) "মুসলিম ব্যক্তি জুম'আর দিনে মুহরিম অবস্থায় থাকে অতঃপর যখনই সলাত আদায় করে নেয় তখনই হালাল হয়ে যায়" মারফূ' হিসেবে বর্ণিত এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করার জন্য উক্ত মওকূফটির দ্বারা দলীল দিয়েছেন। দুর্বল সনদে এ হাদীসটিসহ অনুরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١١١٣. (احْضُرُوا الْجُمُعَةَ ، وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَتَأَخَّرَ عَنِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخَّرَ عَنِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا).

১১১৩। তোমরা জুম'আর সলাতে উপস্থিত হয়ে ইমামের নিকটবর্তী হও। কারণ তাতে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর সে জুম'আর সলাত হতে পিছু হটে যাবে ফলে তাকে জান্নাত হতে পিছিয়ে দেয়া হবে। অথচ সে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হাদীসটি এ বাক্যে মুনকার।

এটিকে ত্ববারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ৭০) **হাকাম ইবনু** আব্দিল মালেক হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে ...**মারফূ' হিসেবে** বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন : হাকাম ছাড়া অন্য কেউ কাতাদাহ্ হতে বর্ণনা **করেননি**।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (হাকাম) দুর্বল। এছাড়া হাসান **বাসরী** আন্ আন করে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। এ হাদীসটির সনদ ও ভাষার ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী বর্ণনাও রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ "সিলসিলাতুস সাহীহা" গ্রন্থে (৩৩৮) দিয়েছি।

١١١٤. (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُخَنَّثِي الرِّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَبَتِّلِينَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَقُوْلُ: لَا يَتَزَوَّجُ! وَالْمُتَبَتِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّئِي يَقُلْنَ ذَلِكَ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَقَالَ الْبَائِتُ وَحْدَهُ).

১১১৪। রসূল (ﷺ) সেই সব পুরুষ হিজড়াদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা মহিলাদের সাজে নিজেদেরকে সাজায়। তিনি পুরুষবেশী মহিলাদেরকেও অভিশাপ দেন যারা নিজেদেরকে পুরুষের সাজে সাজায়। তিনি সেই সব পুরুষ ও নারীদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন যারা নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করে বিবাহ্ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি উন্মুক্ত স্থানে একাকী আরোহণকারীকেও অভিশাপ দেন। শেষোক্তটি রসূল (ﷺ)-এর সাথীদের উপর কঠিন হয়ে উঠলো এবং তাদের চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তখন রসূল (ﷺ) বলছেন : একাকী রাত যাপনকারী।

হাদীসটি এভাবে দুর্বল।

এটিকে আহমাদ (৩/২৮৭, ২৮৯) ও ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ১৯৬) তাইয়্যেব ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আতা ইবনু রাবাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ওকায়লী আত-তাইয়্যেবের জীবনীতে বলেছেন : তার হাদীসের বিরোধিতা করে বর্ণনা এসেছে।

হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে যেন চেনা যায় না। তার মুনকার বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আততা'জীল" গ্রন্থে বলেন : ওকায়লী তাকে **দুর্বল** আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেছেন : তাকে চেনা যায় না। তাকে **ইবনু** হিব্বান

নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী তার এ হাদীসটি "আত্‌তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে ২/২/৩৬২) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়।

আর মুনযেরী যে হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন তা সঠিক নয়।

١١١٥. (أَلاَ رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنْيَا، جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلاَ يَا رُبَّ نَفْسٍ جَائِعَةٍ عَارِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، طَاعِمَةٌ نَاعِمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلاَ رُبَّ مُكْرِمٍ نَفْسَهُ وَهُوَ لَهَا مُهِينٌ، أَلاَ رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُكْرِمٌ، أَلاَ يَا رُبَّ مُتَخَوِّضٍ وَمُتَنَعِّمٍ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلاَقٍ ، أَلاَ وَإِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِشَهْوَةٍ، أَلاَ رُبَّ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا حُزْنًا طَوِيلًا).

১১১৫। সাবধান! এমন কতিপয় আত্মা রয়েছে যারা দুনিয়াতে খাদ্য পেয়ে থাকে এবং প্রাচুর্যে লালিত পালিত হয়ে থাকে কিন্তু কিয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত এবং উলঙ্গ থাকবে। সাবধান! এমন কতিপয় আত্মা রয়েছে যারা দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকে কিন্তু কিয়ামত দিবসে খাদ্য পাবে এবং প্রাচুর্যের মাঝে থাকবে। সাবধান! এমন ব্যক্তি রয়েছে যে তার আত্মাকে সম্মান করে অথচ সে মূলত তাকে অসম্মানকারী। সাবধান! এমন ব্যক্তি রয়েছে সে তার আত্মাকে অপমান করে অথচ সে তাকে সম্মানকারী। সাবধান! এমন ব্যক্তিও রয়েছে যে কারবার করে সেই সব নে'য়ামাত ভোগ করে যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর দিয়েছেন কিন্তু তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংশ নেই। সাবধান! মনোবৃত্তির দ্বারা জাহান্নামের আমল করা সহজ। সাবধান কখনও এক ঘণ্টার মনোবৃত্তি দীর্ঘ সময়ের চিন্তার অধিকারী বানাতে পারে।

হাদীসটি জাল।

এটিকে আবুল আব্বাস আল-আসাম্ তার "হাদীস" গ্রন্থে (৩/১৪২/১) আবূ উতবাহ্ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে, তিনি আবুয যাহেরিয়াহ্ হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুসায়ের হতে, তিনি ইবনুল বুজায়ের হতে বর্ণনা করেছেন ...।

ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২৫-২৬) ইসহাক ইবনু রাহওয়াহের সূত্রে বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে বর্ণনা করেছেন। কাযা'ঈ (কাফ ২/১১৪) তৃতীয় সূত্রে বাকিয়্যার মাধ্যমে সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল বরং বানোয়াট। এই সা‘ঈদ ইবনু সিনানই এর সমস্যা। তিনি হচ্ছেন আবূ মাহ্দী আল-হিমসী। হাফিয যাহাবী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূক। দারাকুতনী ও প্রমুখ বিদ্বানগণ তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

ইমাম আহমাদ (১/৩২৭) ও কাযা‘ঈ জাহান্নামের আগুন সম্বলিত বাক্যটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে নূহ ইবনু জাউনাহ্ রয়েছেন তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। দেখুন “লিসানুল মীযান” (৬/১৭২)।

١١١٦. (نَهَانَا (يَعْنِيْ أَهْلَ فَارِسٍ) أَنْ تَنْكِحَ نِسَاءَ الْعَرَبِ).

১১১৬। তিনি আমাদেরকে (অর্থাৎ ফারসীদেরকে) আরব নারীদের সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্বাবারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে (১/১৬৩/২) হায়সাম ইবনু মাহ্ফূয আস-সা‘য়াদী হতে, তিনি আবূ ইসরাঈল হতে, তিনি আস্সারীউ ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি শা‘বী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী ই‘য়ালা হতে, তিনি সালমান আল-ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী বলেন : ইবনু আবী ই‘য়ালা হতে শা‘বী এককভাবে, শা‘বী হতে আস-সারীউ এককভাবে, আস-সারীউ হতে আবূ ইসরাঈল এককভাবে এবং আবূ ইসরাঈল হতে হায়সাম একাকী বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী বলেন : কে এই হায়সাম তাকে চেনা যায় না।

আর আস-সারীউ ইবনু ইসমাঈলকে সাজী খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। আবূ দাউদও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। হায়সামী “আল-মাজমা‘” গ্রন্থে (৪/২৭৫) একই সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ভিন্ন ভাষায় অন্য সূত্রে আবূ ইসহাক হতে শুরায়েক ইবনু আব্দিল্লাহ্ তিনি আল-হারিস হতে, তিনি সালমান হতে বর্ণনা করেছেন। এটিকে বাইহাক্বী (৭/১৩৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হারিস হচ্ছেন আল-আওয়ার। তিনিও মাতরূক। আর বর্ণনাকারী শুরায়েক তার মুখস্থ বিদ্যা মন্দ হওয়ার কারণে দুর্বল। তার সনদের মধ্যে বিরোধিতা করেও বর্ণনা এসেছে। আর একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আবূ

ইসহাক হতে ভিন্ন সনদে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে বাইহাক্বী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী বলেন : মওকূফ হওয়াটাই নিরাপদ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ ইসহাক আস-সুবাইয়ী। তিনি মুদাল্লিস। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার এ মওকূফটির বিষয়ে "আল-ইরওয়া" গ্রন্থে (১৬৩২) আলোচনা করেছি।

١١١٧. (أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً).

১১১৭। সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ মহিলা সেই যাদের খরচাদি কম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে নাসাঈ "ইশরাতুন নিসা" গ্রন্থে (২/৯৯/১), ইবনু আবী শাইবাহ (৭/১৯/২), হাকিম (২/১৭৮), বাইহাক্বী (৭/২৩৫) ও আহমাদ (৬/ ৮২ ও ১৪৫ - ২৩৯৬৬) ইবনু সাখবারাহ্ সূত্রে কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম ও বাইহাক্বী "مَئُونَةً" (খরচাদি) শব্দের স্থলে "صَدَاقًا" (মাহ্র) শব্দ বলেছেন। হাকিম বলেন : এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা দু'জন এরূপই বলেছেন অথচ ইবনু সাখবারা ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং নাসাঈ ছাড়া ছয়টি হাদীস গ্রন্থের কোনটিরই বর্ণনাকারী নন।

হাফিয যাহাবী নিজে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না। তাকে ঈসা ইবনু মায়মূন বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ কথা "আত্তাহ্যীব" ও "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থেও এসেছে।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহ্" গ্রন্থে (৩/২৭৮/১) 'ঈসা ইবনু মায়মূনের জীবনীতে বলেন : তার নামই হচ্ছে ইবনু সাখবারাহ্। তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন আর তার (ইবনু সাখবারাহ্) থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বর্ণনা করেছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন : কাসেমের সাথী 'ঈসা ইবনু মায়মূন কিছুই না। আমার পিতা আবু হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/২৫৫) বলেন : তিনি মাতরূক।

হাকিমের বর্ণনায় ইবনু সাখবারার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু তুফায়েল ইবনে সাখবারাহ্ মাদানী। আর হাকিমের সূত্রে বাইহাক্বীর বর্ণনায়

আম্‌র বলা হয়েছে। তিনি যদি আম্‌র হন তাহলে তার জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাওয়া যাচ্ছে না। আর তিনি যদি মাদানী হন তাহলে তিনি খুবই দুর্বল।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্‌ইয়া" গ্রন্থে (৪/১৩১) যে বলেছেন হাদীসটির সনদ ভাল, তার এ কথাটি ভাল নয়।

আলোচ্য হাদীস হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীস যেটিকে ইবনু হিব্বান ও হাকিম হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি "আল-ইরওয়া" গ্রন্থে (১৯৮৬) আলোচনা করেছি। সেটিতে বলা হয়েছে : বরকতের অধিকারী নারী হচ্ছে সেই নারী যাকে (যার অভিভাবককে) সহজেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যায় (প্রস্তাব দেয়া যায় সহজে এবং গৃহীত হয় সহজেই), যার মাহ্‌রের দাবী থাকে কম এবং যার রেহেম থাকে সহজ (অর্থাৎ বেশী বেশী সন্তান ধারণকারী মহিলা)।

١١١٨. (أَعْظَمُ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةً أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَأَقَلُّهُنَّ مَهْراً).

১১১৮। আমার উম্মাতের সর্বাপেক্ষা বেশী বরকতপূর্ণ মহিলারা হচ্ছে তারাই যাদের চেহারাগুলো অতি উজ্জ্বল এবং যাদের মাহ্‌র কম।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে ওয়াহেদী "আলঅসীত" গ্রন্থে (২/১১৫/২) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান ইবনে আবী কারীমাহ্ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু সুলায়মান সম্পর্কে ওকায়লী বলেন : তিনি হিশাম হতে এমন সব বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোনই ভিত্তি নেই। এটি সেগুলোর মধ্যের একটি। তিনি তার এ কথার দ্বারা সে হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন যেটিকে উল্লেখিত সনদে (৪৩৪) নম্বরে উল্লেখ করেছি।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহ্‌ইয়া" গ্রন্থে (৪/১৩০) যে বলেছেন : হাদীসটিকে আবূ উমার আন-নাওকানী "কিতাবুল মু'আশারাতিল আহ্‌লীন" গ্রন্থে বর্ণনা করে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত দূরবর্তী কথা।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৪১০/১২২৮) তার সনদে ইবনু আবী কারীমাহ্ হতে বর্ণনা করে বলেছেন : আমার পিতা (আবূ হাতিম) বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। ইবনু কারীমাহ্ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১١١٩. (خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ، اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ).

১১১৯। মু'মিনের মাঝে দু'টি খাসলাত একত্রিত হয় না, কৃপণতা ও মন্দ চরিত্র।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (নং ২৮২), তিরমিযী (১/৩৫৫), আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (২/১০৯), দূলাবী (২/১২৫) ও কাযা'ঈ (১/২৪) সাদাকাহ্ ইবনু মূসা হতে, তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু গালিব হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব, এটিকে একমাত্র সাদাকাহ্ ইবনু মূসার হাদীস হতেই চেনা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : তার মুখস্থ বিদ্যা মন্দ হওয়ায় তিনি দুর্বল। মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে বলেন : যাহাবী বলেছেন, সাদাকাহ দুর্বল। তাকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। মুনযেরী বলেন : তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

সতর্কবাণী : হাফিয সয়ূতী আলোচ্য হাদীসটি উক্ত ভাষায় "আল-জামে'" গ্রন্থে এক স্থানে উল্লেখ করেছেন। আর আরেক স্থানে একটু ভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উভয়টির ভাবার্থ এক। তবুও শেষেরটির কোন সনদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ধারণা এই যে, এটিও সহীহ্ নয়।

١١٢٠. (كَانَ جَالِسًا يَوْماً، فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ).

১১২০। তিনি (রসূল (ﷺ) একদিন বসে ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর দুধ পিতা উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তার জন্য তার কোন একটি কাপড় বিছিয়ে দিলেন। দুধ পিতা তার উপর বসলেন। অতঃপর তাঁর দুধ মা আসলেন, তখন

তিনি তাঁর কাপড়টির অপর পার্শ্ব তার জন্য বিছিয়ে দিলেন। দুধ মা তার উপর বসলেন। অতঃপর তাঁর দুধ ভাই আসলো, তখন রসূল (ﷺ) তার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাঊদ "আস-সুনান" গ্রন্থে (৪৪৭৯) আহমাদ ইবনু সা'ঈদ হামযানী হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি আম্‌র ইবনুল হারেস হতে, তাকে উমার ইবনুস সায়েব হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তার নিকট পৌঁছেছে যে, রসূল (ﷺ) বসেছিলেন ...।

কয়েকটি কারণে হাদীসটির সনদ দুর্বল :

১। উমার ইবনুস্ সায়েবের নিকট যিনি হাদীসটিকে পৌঁছিয়েছেন তিনি অজ্ঞাত। হতে পরে তিনি সহাবী আবার হতে পারে তিনি তাবে'ঈ। উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তবে যে ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয়নি তিনি তাবে'ঈ। কারণ এ উমারকে ইবনু হিব্বান "কিতাবুস সিকাত" গ্রন্থে (২/১৯৭) তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব হাদীসটি মু'যাল। সহাবী ও তাবে'ঈ উভয়কেই উল্লেখ করা হয়নি। [আর যে সনদে এরূপ ঘটনা ঘটে (তাবে'ঈ এবং সহাবী এক সাথে না থাকে) সে সনদটিকে মু'যাল বলা হয়ে থাকে]।

২। উমার ইবনুস সায়েব আমার নিকট নির্ভরযোগ্য নন। কারণ তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর তিনি যে নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন তা সবারই জানা। ইবনু আবী হাতিম তাকে "আল-জারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/১১৪) উল্লেখ করে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি।

৩। আহমাদ ইবনু সা'ঈদ আল-হামাদানী বিতর্কিত ব্যক্তি। তাকে ইবনু হিব্বান ও 'আজালী নির্ভরযোগ্য আর নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই ..., নাসাঈ বলেছেন : তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : মোটকথা হাদীসটি দুর্বল, এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আলোচ্য হাদীসটিকে অন্যের আগমনে দাঁড়ানো জায়েয মর্মে দলীল গ্রহণ করা যাবে না। যদিও কোন এক শাইখ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে দাঁড়ানো যাবে মর্মে এ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। কারণ হাদীসটি দুর্বল। এছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারাও

দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যার কোন কোনটি সহীহ্ যেমন : "قوموا إلى سيدكم" 'তোমরা তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়াও'। অথচ এ হাদীসটির কোন কোন বর্ণনায় এসেছে "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه." 'তোমরা তোমাদের সরদারের নিকট দাঁড়িয়ে তাকে তোমরা নামাও'। অতএব রসূল (ﷺ) তাকে তার বাহন থেকে নামানোর জন্য তাদেরকে দাঁড়াতে বলেছিলেন। কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন। এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেখুন হাদীস নং (৬৭, ৩৫৭)।

আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : "তাদের নিকট রসূল (ﷺ)-কে দেখার চেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র কোন ব্যক্তি ছিল না। অথচ তারা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে তিনি দাঁড়ানোকে অপছন্দ করেন"। এটিকে বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে এবং তিরমিযী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্। তিনি অধ্যায় রচনা করেছেন : "কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে"।

দাঁড়ানো জায়েয মর্মে দলীল দেয়া হয়েছে যে, যুহ্রী (রহঃ) ইমাম আহমাদের নিকট এসে তাকে সালাম দিলেন। যখন ইমাম আহমাদ তাকে দেখলেন তখন তিনি তার নিকট দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সম্মান করলেন। কী আজব দলীল! এ ঘটনার দ্বারা দলীল গ্রহণকারী নিজেই জানেন না যে ইমাম আহমাদ যুহ্রীর যুগকেই পাননি। কারণ তাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে প্রায় একশত পঁচিশ বছরের তফাৎ রয়েছে!

অনুবাদকের পক্ষ হতে সংযোজন ঃ

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবূ মিজলায হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : মু'আবিয়াহ্ (رضي الله عنه) ইবনুয যুবায়ের ও ইবনু 'আমেরের নিকট বের হলেন। তখন ইবনু 'আমের দাঁড়ালেন আর ইবনুয যুবায়ের বসে থাকলেন। মু'আবিয়া ইবনু 'আমেরকে বললেন : বস। কারণ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি লোকদেরকে তার জন্য দাঁড়ানোকে পছন্দ করলো সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল"।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২৭৫৫), আবূ দাউদ (৫২২৯) ও আহমাদ (১৬৪৭৩) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" এবং "সহীহ্ তিরমিযী"]।

١١٢١. (مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ).

১১২১। কোন পিতা সন্তানকে এমন কোন হাদিয়া দেয়নি যা উত্তম আদবের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (১/১/৪২২), তিরমিযী (১/৩৫৪ - ১৮৭৫), হাকিম (৪/২৬৩), আব্দুল হামীদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ১/৪৬), ওকায়লী "আয্‌যু‘আফা" গ্রন্থে (পৃ ৩১৫) ও আরো অনেকে ‘আমের ইবনু আবী ‘আমের আল-খায্‌যায হতে, তিনি আইউব ইবনু মূসা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে রসূল বলেছেন : ...।

হাদীসটিকে ইমাম তিরযিমী গারীব বলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হাদীসটি আমরা একমাত্র ‘আমের ইবনু আবী ‘আমের হতে জেনেছি। তিনি হচ্ছেন ‘আমের ইবনু সালেহ্ ইবনে রুস্তুম আল-খায্‌যায। ... আমার নিকট এটি মুরসাল।

ইমাম বুখারী বলেন : এটি মুরসাল। নাবী (ﷺ) হতে তার দাদার শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি।

হাকিম বলেছেন : সনদটি সহীহ্। হাফিয যাহাবী তার বিরোধিতা করে বলেছেন : বরং এটি মুরসাল হিসেবেও দুর্বল। তার সনদে ‘আমের ইবনু আবী ‘আমের রয়েছেন তিনি দুর্বল। উকায়লী বলেন : ‘আমের ইবনু সালেহ্ ইবনে রুস্তুমের হাদীসের মুতাবা‘য়াত করা যায় না। তাকে একমাত্র এ হাদীসটিতেই চেনা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি দু’টি কারণে দুর্বল ঃ

১। ‘আমের ইবনু সালেহ্ আল-খায্‌যায দুর্বল। "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি সত্যবাদী, তবে হেফযের দিক দিয়ে ত্রুটিযুক্ত। ইবনু হিব্বান আরো আগে বেড়ে বলেছেন : তিনি জালকারী।

২। হাদীসটি মুরসাল।

হাদীসটির তৃতীয় সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে মূসা ইবনু 'আম্‌র ইবনে সা'ঈদ এর মাজহূল (অপরিচিত) হওয়া। হাফিয যাহাবী বলেন : তার থেকে তার ছেলে আইউব ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার ব্যাপারটি অস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : অন্য দু'টি সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে সনদ দু'টিই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত সনদটিতে মুহাম্মাদ ইবনু মূসা সা'দী নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি মুনকারুল হাদীস। এ সনদে 'আম্‌র ইবনু দীনার নামে আরেক বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি মাক্কী নন। বরং তিনি হচ্ছেন আ'ওয়ার বাসরী আর তিনি দুর্বল।

আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সনদে মাহদী ইবনু হিলাল নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ওকায়লী বলেন : হিশামের হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি নিরাপদ নন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মাহ্‌দীকে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ এবং ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

١١٢٢. (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ] امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا).

১১২২। আমি ও পরিশ্রমের কারণে যে মহিলার দু'গালের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে সে মহিলা কিয়ামতের দিন এ দু'য়ের ন্যায় থাকবো (ইয়াযীদ ইবনু যুরায়' মধ্য ও শাহাদাত আংগুলি দিয়ে ইশারা করে দেখান) : বংশ মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারী সে মহিলা তার স্বামী হারা হয়ে বিধবা হয়ে গেছে, ফলে সে নিজেকে তার ইয়াতীম সন্তানদেরকে লালন-পালন করার স্বার্থে পুনরায় বিয়ে করা হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা অথবা তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাউদ (৫১৪৯), আহমাদ (২৩৪৮৬) আননাহাস ইবনু কাহ্‌ম হতে, তিনি শাদ্দাদ আবূ 'আম্মার হতে, তিনি আউফ ইবনু মালেক হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আননাহাস। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল।

١١٢٣. (الإِسلامُ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ).

১১২৩। ইসলাম প্রসারিত হয় (ইসলাম গ্রহণ করা অথবা দেশ বিজয়ের দ্বারা), ইসলাম (ইসলাম ত্যাগ করা বা দেশ হারানোর দ্বারা) কমে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে আবূ দাঊদ (২৯১৩), ইবনু আবী আসেম "আসসুন্নাহ" (৯৫৪), হাকিম (৪/৩৪৫), বাইহাক্বী (৬/২৯৪), তায়ালিসী (৫৬৮), আহমাদ (৫/২৩০, ২৩৬) ও জুযকানী "আল-আবাতীল" গ্রন্থে (২/১৫৭) শু'বা সূত্রে 'আমর ইবনু আবী হাকীম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ্ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু ই'য়ামার হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু বিচ্ছিন্নতার কারণে সনদটি ত্রুটিযুক্ত। আবূ দাঊদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আসওয়াদ নাম উল্লেখ না-করা এক ব্যক্তির মাধ্যমে মু'য়ায (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন। আর তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ নাম উল্লেখ না করা ব্যক্তিই আর তার দ্বারাই বাইহাক্বী সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : এ ব্যক্তি মাজহূল, সনদটি বিচ্ছিন্ন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাত্হ" গ্রন্থে (১২/৪৩) হাকিম কর্তৃক সহীহ্ আখ্যা দানকে উল্লেখ করার পর তার সমালোচনা করে বলেছেন : আবুল আসওয়াদ এবং মু'য়াযের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তবে তার থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জুযকানী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটি বাতিল ...।

আমি (আলবানী) বলছি : জুযকানী যে বাতিল বলেছেন, তা কাফের ইয়াহুদীর সম্পদ হতে মুসলিম ব্যক্তিকে মীরাস প্রদান করার দৃষ্টিকোণে থেকে। কারণ সহীহ্ হাদীসগুলো এর বিপরীতে এসেছে। যেমন রসূল (ﷺ) বলেছেন : "ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু'ব্যক্তি পরস্পরের সম্পদের অরিস হতে পারবে না"। এ হাদীসটিকে আমি "ইরউয়াউল গালীল" (১৬৭৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

এছাড়া জুযকানী বাতিল বলেছেন অন্য সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে। যেটিকে ইবনুল জাওযী জুযকানী সূত্রে "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে অন্য সনদে উল্লেখ করেছেন।

কারণ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাজের নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাদীসটি বর্ধিত "الإسلام يعلو ولا يعلى' 'ইসলাম উঁচু হয় নীচু হয় না' এ বাক্যে "আবূ দাউদ" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু আবূ দাউদে এটি বর্ণিত হয়নি। তবে "তারীখু অসেত" গ্রন্থে ইমরান ইবনু আবান সূত্রে শু'বা হতে, ইসলামের স্থলে ঈমান শব্দ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ইমরান ইবনু আবান দুর্বল।

তবে এ বর্ধিত বাক্যে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে মারফূ' হিসেবে হাসান, আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে সহীহ্। এ বিষয়ে "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (১২৬৮/১২৫৫) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

মানাবী আলোচ্য হাদীসকে দৃঢ়তার সাথে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١١٢٤. (كَانَ أَحَبَّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٌّ).

১১২৪। রসূল (ﷺ)-এর নিকট মহিলাদের মধ্য হতে ফাতিমা (রাঃ) আর পুরুষদের মধ্যে আলী (রাঃ) সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিলেন।

হাদীসটি বাতিল।

এটিকে তিরমিযী (২/৩১৯-৩৮৬৮), হাকিম (৩/১৫৫) জা'ফার ইবনু যিয়াদ আল-আহমার সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান গারীব, একমাত্র এ সূত্রেই এটিকে চিনি।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!!

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আতা সম্পর্কে হাফিয যাহাবী নিজে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন :

নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন এবং তাদলীস করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হাদীসটি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। এ অবস্থায় তিনি যদি নির্ভরযোগ্য হতেন তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হতো না। কারণ তিনি মুদাল্লিস। তাহলে যেখানে তিনি ভুল করতেন সেখানে কী করে সহীহ্।

তার থেকে বর্ণনাকারী জা'ফার ইবনু যিয়াদ আল-আহমার বিতর্কিত ব্যক্তি। হাফিয যাহাবী তাকেও "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, শী'আ মতের অনুসারী।

আমি (আলবানী) বলছি : এরূপ ব্যক্তির হাদীস দ্বারা হৃদয় সন্তুষ্ট হয় না। বিশেষ করে 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে ফাযীলত বর্ণিত হওয়ার কারণে। কারণ শী'য়ারাই তার ফাযীলত বর্ণনা করার ব্যাপারে ভিত্তিহীন বহু হাদীস উল্লেখ করে বাড়াবাড়ি করেছে।

আমি (আলবানী) হাদীসটিকে অর্থের দিক দিয়ে বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছি। কারণ নারী ও পুরুষদেরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে রসূল (ﷺ) হতে এর বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি আয়েশা (রাঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে, সেটিও বাতিল। সেটিকে জামী' ইবনু উমায়ের আত্তায়মী বর্ণনা করেছেন। এ জামী' মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তা সত্ত্বেও হাকিম সনদটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন! হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে ভালই করেছেন।

আসলেই আয়েশা (রাঃ) এটি বলেননি, কারণ :

১। তার থেকে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। ইমাম আহমাদ (৬/২৪১) বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু শাকীক বলেন : আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : "কোন্ লোকটি রসূল (ﷺ)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল? তিনি বলেন : আয়েশা। আমি আবার বললাম : পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি (আয়েশা) বললেন : তার পিতা"।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সহীহ্।

২। 'আম্র ইবনুল আস (রাঃ)-এর বর্ণনায়ও নাবী (ﷺ) হতে সহীহ্ হিসেবে আলোচ্য হাদীসের বিপরীত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : "আমি রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলাম অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম : কোন ব্যক্তি আপনার নিকট বেশী প্রিয়? তিনি বললেন : আয়েশা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন : তার পিতা। অতঃপর কে? তিনি বললেন : উমার, অতঃপর তিনি কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন।"

হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ (৪/১০৩) বর্ণনা করেছেন। আনাস (রাঃ) হতে তার একটি শাহেদও রয়েছে। এ শাহেদটি ইবনু মাজাহ্ (১০১) ও হাকিম

(২/১২) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেন : হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

আরেকটি শাহেদ তায়ালিসী (১৬১৩) বর্ণনা করেছেন। শাহেদ হিসেবে এর সনদটির ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

এসব হাদীসগুলোই প্রমাণ করছে যে আলোচ্য হাদীসটি বাতিল।

ফায়েদাহ্ :

ফাতেমা বেশী প্রিয় ছিলেন মর্মে হাকিম যে হাদীস বর্ণনা করে (৩/১৫৫) বলেছেন : সনদটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্। সেটির ব্যাপারে হাফিয যাহাবী বলেছেন : এটি গারীব ও আযব ব্যাপার।

আমি (আলবানী) বলছি : শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ কথাটি নিঃসন্দেহে তার ধারণা মাত্র। কারণ আব্দুস সালামের নিচের বর্ণনাকারীদের থেকে তারা দু'জন হাদীস বর্ণনা করেননি। আর আব্দুস সালাম ইবনু হারবও তাদের দু'জনের শাইখ নয়।

১১২৫. (كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ، قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ).

১১২৫। দাউদ (আঃ) দু'আর মধ্যে বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি তোমার ভালোবাসা প্রার্থনা করছি, তোমাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করছি এবং সেই কর্ম প্রার্থনা করছি যে কর্ম আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকট পৌঁছে দিবে। হে আল্লাহ্! তোমার ভালোবাসাকে আমার আত্মা, আমার পরিবার ও ঠাণ্ডা পানি হতে বেশী প্রিয় করে দাও। বর্ণনাকারী সহাবী বলেন : রসূল (ﷺ) যখন দাউদ (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেন তখন তার সম্পর্কে বলতেন : তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ইবাদাতকারী ছিলেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (৩৪৯০), হাকিম (২/৪৩৩), ইবনু আসাকির (৫/৩৫২/২) মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ আনসারী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাবী'য়াহ্ দেমাস্কী

হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

কিন্তু হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : বরং উক্ত বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থের বাহ্যিকতার দিকে লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ দেমাস্কীকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আদাম দেমাস্কী মনে করে উক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন। কারণ ইমাম আহমাদ ... ইবনু আদাম দেমাস্কী সম্পর্কে বলেন : তার হাদীসগুলো বানোয়াট। আর ইমাম তিরমিযী ও হাকিমের বর্ণনা স্পষ্ট করছে যে, এ হাদীসটি বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ নয় বরং ইবনু রাবী'য়াহ্ ইবনে ইয়াযীদ, এ ব্যক্তি ভিন্ন এক আব্দুল্লাহ্। এ কারণেই এর সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : তিনি মাজহূল।

তবে হাদীসটির শেষাংশ "দাঊদ (আঃ) মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ইবাদাতকারী ছিলেন" সহীহ্। কারণ ইবনু 'আম্রের হাদীসে এর শাহেদ পাওয়া যায় যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আমি এটিকে "সিলসিলা সহীহাহ্" গ্রন্থে (৭০৭) উল্লেখ করেছি।

١١٢٦. (يَا ابْنَ عُمَرَ! دِيْنَكَ دِيْنَكَ، إِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُ، خُذْ عَنِ الَّذِيْنَ اسْتَقَامُوْا وَلاَ تَأْخُذْ عَنِ الَّذِيْنَ مَالُوْا).

১১২৬। হে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার! তুমি তোমার দ্বীনকে ধরে রাখো তোমার দ্বীনকে ধরে রাখো। দ্বীনই হচ্ছে তোমার গোশ্ত আর তোমার রক্ত। অতএব তুমি কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ তা দেখে শুনে গ্রহণ কর। তুমি তাদের নিকট থেকেই গ্রহণ কর যারা সঠিক পথের উপর অটল রয়েছে। তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করো না যারা বক্র পথের দিকে ধাবিত হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আল-খাতীব "আল-কিফায়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ১২১) দু'টি সূত্রে ইব্রাহীম ইবনু হিশাম আল-মুরাবিতির দাস আল-মুবারাক হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি আল-আত্তাফ ইবনু খালিদ নাফে' সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। আত্তাফ সম্পর্কে মতবিরোধ করা হয়েছে। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

ইমাম আহমাদ প্রমুখ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ হাতিম বলেন : তিনি সেরূপ নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহ করতেন।

অপর বর্ণনাকারী আল-মুবারাকের জীবনী পাচ্ছি না। অর্থাৎ তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

১১২٧. (كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيْهِ وَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ).

১১২৭। তাঁর নিকট যখন খাদ্য নিয়ে আসা হতো তখন তিনি তাঁর নিকটের দিক থেকে খেতেন আর যখন খেজুর নিয়ে আসা হতো তখন তিনি তাঁর হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চতুর্দিক থেকে খেতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/৩১৫) ও আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (১১/৯৫) ওবাইদ ইবনুল কাসেম সূত্রে হিশাম হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ)-এর নিকট যখন ...।

বর্ণনাকারী ওবাইদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওবাইদ সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক, খাবীস।

তার সম্পর্কে আবূ আলী সালেহ্ ইবনু মুহাম্মাদ বলেন : তিনি মিথ্যুক ছিলেন, হাদীস জাল করতেন।

আবূ দাউদ তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস বানাতেন।

হাদীসটি ৯০৫ নম্বরেও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ একটি দীর্ঘ হাদীস 'আলা ইবনু ফায্ল ইবনে আব্দিল মালেক আবূ হুযাইল হতে বর্ণিত হলেও তার সূত্রটিও যে বিশুদ্ধ নয় তা বুঝানোর লক্ষ্যেই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১৮৪৮) ও সংক্ষেপে ইবনু মাজাহ্ (৩২৭৪) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ণনাকারী 'আলা ইবনুল ফায্ল দুর্বল, যেমনটি "আত্তারগীব" গ্রন্থে এসেছে।

আরেক বর্ণনাকারী ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু ইকরাশ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন : তার সনদের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাজহূল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তবে খাদ্য খাওয়ার সময় ভক্ষণকারী পাত্র থেকে তার নিজের নিকটের স্থান থেকে খাবে। এ মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল (ﷺ) যখন খাদ্য খেতেন তখন তাঁর নিকটের দিক থেকেই খেতেন। আবার তিনি নিকটের দিক থেকেই খাদ্য খাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন। [দেখুন বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী (৩২১৮), নাসাঈ (৩৩৮৭) বর্ণনা করেছেন]।

١١٢٨. (لَيْلَةُ الْغَارِ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَجَرَةً فَخَرَجَتْ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْتُرُهُ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَبَعَثَ الْعَنْكَبُوْتَ فَنَسَجَتْ مَا بَيْنَهُمَا فَسَتَرَتْ وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَرَ اللهُ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَتَيْنِ فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانِ (وَفِيْ نَسْخَةٍ تَرِفَّانِ) حَتَّى وَقَعَتَا بَيْنَ الْعَنْكَبُوْتِ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ فَأَقْبَلَ فِتْيَانُ قُرَيْشٍ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ مَعَهُمْ عِصِيُّهُمْ وَقِسِيُّهُمْ وَهَرَاوَاتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوْا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ قَالَ الدَّلِيْلُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجُ انْظُرُوْا هَذَا الْحَجَرَ ثُمَّ لاَأَدْرِيْ أَيْنَ وَضَعَ رِجْلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْفِتْيَانُ إِنَّكَ لَمْ تَخْطُرْ مُنْذُ اللَّيْلَةِ أَثَرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا قَالَ انْظُرُوْا فِي الْغَارِ فَاسْتَقْدَمَ الْقَوْمُ حَتَّى إِذَا كَانُوْا عَلَى خَمْسِيْنَ ذِرَاعًا نَظَرَ أَوَّلُهُمْ فَإِذَا الْحَمَامَاتُ فَرَجَعَ قَالُوْا مَا رَدَّكَ أَنْ تَنْظُرَ فِي الْغَارِ قَالَ رَأَيْتُ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَّتَيْنِ بِفَمِ الْغَارِ فَعَرَفْتُ أَنْ لَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ فَسَمِعَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَرَفَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ دَرَأَ عَنْهُمَا بِهِمَا فَسَمَّتَ عَلَيْهِمَا فَأَحْرَزَهُمَا اللهُ تَعَالَى بِالْحَرَمِ فَأَفْرَجَا كُلَّ مَا تَرَوْنَ)

১১২৮। গারে সাওরের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বৃক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফলে সে রসূল (ﷺ)-এর মুখে বেরিয়ে তাঁকে ঢেকে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাকড়সাকে প্রেরণ করেছিলেন সে তাদের দু'জনের মাঝে জাল বুনিয়ে দিয়ে রসূল (ﷺ)-এর চেহারাকে পর্দা করে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি জংলী কবুতরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে কবুতর দু'টি

উড়তে উড়তে এসে মাকড়সা আর বৃক্ষের মাঝে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক গোত্রের একেকজন করে কুরাইশ যুবকরা যখন আগমন করল যাদের সাথে তাদের সাধারণ লাঠি, অস্ত্র ও মোটা লাঠি ছিলো। তারা যখন নাবী হতে দু'শত হাত দূরত্বে পৌঁছল তখন তাদের পথ প্রদর্শক সুরাকা ইবনু মালেক আল-মুদলিজ বললো : এ পাথরটির দিকে লক্ষ্য কর, অতঃপর জানি না রসূল (ﷺ) তাঁর পা কোথায় রাখলেন। যুবকরা বলল : তুমি বিগত রাত থেকে তাঁর কোন চিহ্ন সম্পর্কেই জানতে পারোনি। এরপর যখন আমরা সকাল করলাম তখন সে বলল : এ গর্তে দেখ। তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো অতঃপর যখন পঞ্চাশ হাত দূরত্বে পৌঁছল তখন তাদের প্রথমজন কবুতর দেখতে পেয়ে ফিরে আসলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো কোন বস্তুটি গর্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তোমাকে বাধা প্রদান করেছে? সে উত্তরে বলল : গর্তের মুখে আমি দু'টি জংলী কবুতর দেখেছি, এর দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, সেখানে কেউ নেই। নাবী তাঁর এ কথা শুনে বুঝলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনকে কবুতর দু'টির দ্বারা হেফাযাত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ কবুতর দু'টিকে নিদর্শন বানিয়ে দিয়ে হারামে সেদু'টোকে রক্ষা করেন অতঃপর কবুতর দু'টি তোমরা যেসব কবুতর দেখছো সেগুলোকে জন্ম দিয়েছে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু সা'দ (১/২২৮, ২২৯), আল-মুখলিস "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১৭/১৩/১-২), বায্যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/২৯৯/১৭৪১), ত্বারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে (২০/৪৪৩/১০৮২), ওকায়লী (৩৪৬), খায়সামাহ্ আল-আত্বরাবলিসী "ফাযাইলু সিদ্দীক" গ্রন্থে (১৬/৫/২), আশশারীফ আবূ আলী হাশেমী "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১/১০৮), আবূ নাঈম "আদ-দালাইল" গ্রন্থে (২/১১১) ও বাইহাক্বী (২/৪৮১-৪৮২) আউফ ইবনু আম্র আবূ আম্র কাইসী (ওয়াইন) সূত্রে আবূ মুস'আব মাক্কী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : বর্ণনাকারী আবূ মুস'আব মাজহূল (অপরিচিত) ব্যক্তি।

আমি (আলবানী) বলছি : বায্যার তার অপরিচিত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন : এটিকে একমাত্র আউন ইবনু ওমায়ের বর্ণনা করেছেন আর আবূ মুস'আব হতে ওয়াইন ব্যতীত অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

ইবনু মা'ঈন অন্য সূত্রে ওয়াইনের স্থলে বর্ণনাকারী আউন ইবনু উমায়ের সম্পর্কে বলেন : তিনি কিছুই নন।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস ও মাজহূল (অপরিচিত)।

হাফিয যাহাবী তাকে (আউনকে) "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার দু'টি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেদু'টির একটি।

হাফিয ইবনু কাসীর "আল-বিদায়াহ্ অন-নিহায়াহ্" গ্রন্থে (৩/১৮২) বলেন : এ হাদীসটি খুবই গারীব (খুবই দুর্বল) ধরনের হাদীস।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৬/৫৩) বলেন : হাদীসটি বায্যার ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একদল রয়েছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি তার এ কথার দ্বারা আউন ইবনু উমায়ের এবং আবূ মুস'আবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তাদের দু'জনের নিচের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য ও পরিচিত।

১১২৯. (اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ إِلَى الْغَارِ فَدَخَلاَ فِيْهِ، فَجَاءَتِ الْعَنْكَبُوْتُ فَنَسَجَتْ عَلَى بَابِ الْغَارِ وَجَاءَتْ قُرَيْشٌ يَطْلُبُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانُوْا إِذَا رَأَوْا عَلَى بَابِ الْغَارِ نَسَجَ الْعَنْكَبُوْتُ، قَالُوْا: لَمْ يَدْخُلْهُ أَحَدٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ يَرْتَقِبُ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ هَؤُلاَءِ قَوْمُكَ يَطْلُبُوْنَكَ، أَمَا وَاللهِ مَا عَلَى نَفْسِيْ أَبْكِيْ، وَلَكِنْ مَخَافَةً أَنْ أَرَى فِيْكَ مَا أَكْرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿لاَتَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾.

১১২৯। নাবী (ﷺ) ও আবূ বাক্র (রাঃ) গারে সাওর অভিমুখে রওয়ানা করলেন অতঃপর সেখানে পৌঁছে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এরপর একটি মাকড়সা এসে গর্তের প্রবেশ পথে জাল বুনে দিল। এমতাবস্থায় কুরাইশরা এসে নাবী (ﷺ)-কে অনুসন্ধান করতে লাগল, তারা যখন গর্তের প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল বোনা রয়েছে দেখতে পেলো তখন তারা বললো : এতে কেউ প্রবেশ করেনি। অথচ রসূল (ﷺ) সে সময় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন আর আবূ বাক্র (রাঃ) পাহারা দিচ্ছিলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, ওরা আপনার সম্প্রদায়ের লোক আপনাকে সন্ধান করছে। আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আমার নিজের জন্য কাঁদছিনা বরং এ ভয়ে কাঁদছি যে, আমি আপনার ব্যাপারে এমন কিছু দেখব যাকে আমি অপছন্দ করি। এ সময় নাবী (ﷺ) তাকে বললেন : [তুমি চিন্তিত হয়ো না অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন]।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাফিয আবূ বাক্‌র কাযী "মুসনাদু আবী বাক্‌র" গ্রন্থে (৯১/১-২) বাশ্‌শার আল-খাফ্‌ফাফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ দু'টি কারণে দুর্বল :

১। হাদীসটির সনদ মুরসাল। কারণ, হাসান বাসরী রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি একজন তাবে'ঈ বহু মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারী এবং তাদলীসকারী।

২। বর্ণনাকারী বাশ্‌শার আল-খাফ্‌ফাফ, তিনি হচ্ছেন বাশ্‌শার ইবনে মূসা, তাকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : আবূ যুর'য়াহ্‌ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইবনু আদী বলেন : আমি আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, বহু ভুলকারী, বহু হাদীস বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির শেষাংশ (নিচে দাগ দেয়া অংশ) সহীহ্‌। কারণ, কুরআনে এর সমর্থনে আয়াত বর্ণিত হওয়ার কারণে।

এছাড়া আবূ বাক্‌র (রাঃ) যে কথা বলেন তার সমর্থনে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু কাসীর "আল-বিদায়াহ্‌ অন-নিহায়াহ্‌" গ্রন্থে (৩/১৮১) বলেন : এটি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, শাহেদ থাকার কারণে এটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। তিনি শাহেদ দ্বারা ইমাম আহমাদ কর্তৃক "আল-মুসনাদ" গ্রন্থে (৩২৫১), আব্দুর রায্‌যাক কর্তৃক "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৫/৩৮৯) আর তার থেকে ইমাম ত্ববারানী কর্তৃক "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১১/৪০৭/১২১৫৫) উসমান আল-জাযারী সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে বুঝিয়েছেন।

কিন্তু উক্ত উসমান আল-জাযারী দ্বারা যদি উসমান ইবনু আম্‌র ইবনে সাজ আল-জাযারীকে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত-তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/১৬২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর হাফিয যাহাবী তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে বলেছেন : তার সমালোচনা করা হয়েছে। আর তার দ্বারা যদি উসমান ইবনু সাজ আল-জাযারীকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এ ইবনু সাজ আর ইবনু আম্‌র একই ব্যক্তি নয়। এ ইবনু সাজ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে বলেন :

তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না, অর্থাৎ ইবনু সাজ অপরিচিত, তারা দু'জন একজন নয়। আর তিনি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না করে বলেন : তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

এ ইবনু আম্‌রকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর তিনি যে এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শনকারী তা জানা বিষয়। এ কারণে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৭/২৭) বলেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর সনদের মধ্যে উসমান ইবনু আম্‌র আল-জাযারী রয়েছেন, তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর অন্য মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ কারণে আহমাদ শাকের "আল-মুসনাদ" গ্রন্থের টীকায় বলেন : এ হাদীসের সনদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আল্লাহ্‌র ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ "এবং এমন এক বাহিনী দ্বারা তাকে শক্তি যোগালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি" (সূরা তাওবাহ্ : ৪০) এ বাণী হাদীসটির দুর্বল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে। কারণ আয়াতটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে সাহায্য এমন সব যোদ্ধা দ্বারা করা হয়েছে যাদেরকে দেখা যায়নি। অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে সাহায্য করা হয়েছিল মাকড়সার দ্বারা যাকে দেখা যাচ্ছিল।

আয়াতে 'জুনূদ' দ্বারা ফেরেশতাদেরকেই যে বুঝানো হয়েছে তাই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ, মাকড়সা আর কবুতর নয়। এ কারণেই ইমাম বাগাবী তার তাফসীর গ্রন্থে (৪/১৭৪) বলেন : ফেরেশতারা অবতরণ করে কাফেরদের চেহারা ও চোখগুলোকে রসূল (ﷺ)-কে দেখতে পাওয়া থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কোন কোন হাদীসের মধ্যে এ অর্থকেই স্পষ্ট করা হয়েছে। আবূ নুয়াঈম আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাক্‌র (رضي الله عنه) গর্তের মুখের দিকে এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ সময় রসূল (ﷺ) বললেন : কক্ষণও নয়, এ মুহূর্তেই ফেরেশতারা তাঁকে তাদের ডানা দিয়ে আড়াল করে রাখবে। এ সময় সে ব্যক্তি তাদের দু'জনকে সামনে করে পেশাব করতে বসে পড়ল। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : সে যদি তোমাকে দেখতে পেতো তাহলে এভাবে বসত না।"

হাদীসটিকে ত্বাবারানীও "আল-মু'জামুল কাবীর" (২৪/১০৬/২৮৪) ও "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৯/১-৩০/১) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। বিস্তারিত জানতে চাইলে মূল গ্রন্থ দেখার অনুরোধ করছি।

[কেউ যদি বলেন : কবুতরগুলোই ফেরেশতা ছিলো আর তাদের ডানা দিয়েই তারা আড়াল করেছিল। কথাটি সঠিক হবে না এ কারণে যে, যদি কবুতর দু'টি ডানা দিয়ে আড়াল করতো তাহলে অবশ্যই তারা সন্দেহ্ করতো এবং বুঝেও ফেলতো যে এখানে অবশ্যই কিছু আছে। অতএব অদৃশ্য ডানা দিয়েই আড়াল করা হয়েছিল]।

١١٣٠. (لَيْسَ مِنْ امْبِرِّ امْصِيَامُ فِي امْسَفَرِ).

১১৩০। সফরের মধ্যে সওম পালন করাতে কোন সাওয়াব নেই।

হাদীসটি উল্লেখিত আরবী বাক্যে শায। (অনুরূপ ভাবার্থে আরবীতে যে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বাংলায় সেটির আর এটির অর্থ এক)।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ মা'মার সূত্রে যুহ্‌রী হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ বাহ্যিকভাবে সহীহ্, বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উক্ত ভাষায় হাদীসটি বিচ্ছিন্নভাবে এবং একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন : আমাদের নিকট সুফইয়ান- যুহ্‌রী থেকে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন : (لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)

একই ভাষায় ইবনু জুরায়েজ, ইউনুস, মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাফসাহ্ ও যুবায়দীও যুহ্‌রী থেকে সুফইয়ানের ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বীর বর্ণনায় মা'মার নিজেও এ ভাষাতেই বর্ণনা করেছেন এবং নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া সঠিক ভাষা এটিই।

অতএব কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ মর্মে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না যে, মা'মার কর্তৃক বর্ণিত যে ভাষাটি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ভাষার সাথে মিল রয়েছে সে ভাষাই সঠিক এবং সেটিই গ্রহণ করা উচিত। কারণ মা'মার কর্তৃক দ্বিতীয় ভাষাতেও বর্ণিত হওয়াটাই প্রমাণ করছে যে, তিনি প্রথম ভাষাটি সন্দেহ্ বশত বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া উক্ত দ্বিতীয় ভাষাতেই একদল সহাবী যেমন জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী বারযাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আম্মার ইবনু ইয়াসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١١٣١. (لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ).

১১৩১। [পূর্ণ হাদীসটি এরূপ : জা'দা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি নাবী (ﷺ) হতে শুনেছি, তিনি এক মোটা ব্যক্তিকে দেখে তাঁর হাত দিয়ে তার (মোটা) পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ] এটি যদি এখানে না হয়ে অন্যত্র হতো তাহলে তোমার জন্য বেশী কল্যাণকর হতো।"

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (১/২/২৩৮), হাকীম (৪/১২১-১২২), আহমাদ (২/৪৭১, ৪/৩৩৯- ১৫৪৪১, ১৫৪৪২), ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১০০/২) ও বাইহাক্বী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে (২/১৬১/২-১৬২/১) শু'বাহ্ সূত্রে আবূ ইসরাঈল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির সনদ সম্পর্কে হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্, হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাফিয মুনযেরী বলেন : হাদীসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া, ত্ববারানী ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন, হাকিম ও বাইহাক্বীও বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী "আল-মুগনী" গ্রন্থে (৩/৮৮) অনুরূপ কথাই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ ইসরাঈলকে শুধুমাত্র ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। আর এটি প্রসিদ্ধ বিষয় যে, তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী। এ কারণে হাফিয যাহাবী ও আসকালানী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ যে বর্ণনাকারীকে ইবনু হিব্বান এককভাবে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেন তা গ্রহণ করেন না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা না দিয়ে বলেছেন : অন্য কোন বর্ণনাকারীর সাথে মিলে বর্ণনা করলে তিনি গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তিনি দুর্বল।

এ কারণে ইবনু হিব্বানের নির্ভরযোগ্য আখ্যা দানের উপর ভিত্তি করে অন্য যারা সনদটিকে ভালো বলেছেন তা আমার মতে ভালো নয়। কারণ আবূ ইসরাঈল অপরিচিত (মাজহূল) হওয়াই সঠিক।

এ ছাড়া আমি (আলবানী) হাদীসটির অন্য একটি সমস্যাও পেয়েছি। সেটি হচ্ছে এই যে, জা'দাহ্ (ইবনু হুবাইরাহ্ আশজা'ঈ) সহাবী নাকি সহাবী নয় তা নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনু হাজার তার দু'গ্রন্থে দু'ধরনের মত প্রকাশ

করেছেন, “আত্‌তাহ্‌যীব” গ্রন্থে আবূ হাতিমের মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন : তিনি তাবে‘ঈ আর “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেছেন : তিনি ছোট সহাবী। তার এ দু’ধরনের মতামত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি সহাবী কি সহাবী নন এ মর্মে কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই।

কারণ ইবনু হিব্বান যিনি আবূ ইসরাঈলকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন তিনি নিজেই “জা‘দাহ্”-কে তার “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে (৪/১১৫) তাবে‘ঈ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন : জা‘দার সহাবী হওয়ার ব্যাপারে আমি নির্ভর করতে পারি এরূপ কোন সহীহ্ দলীল জানতে না পারার কারণে তাকে তাবে‘ঈদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছি।

এ কারণেই ইবনু হিব্বান আবূ ইসরাঈলকে “আস্‌সিকাত” গ্রন্থে (৬/৪৩৮) তাবে‘ তাবে‘ঈদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার এরূপ কথাই প্রমাণ করছে যে, আবূ ইসরাঈল নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তাহলে তার পূর্বোক্ত কথা অনুযায়ী জা‘দাকে সহাবী হওয়া লাগে। শু‘বাহ্ও তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব আবূ ইসরাঈল নির্ভরযোগ্য নয়।

١١٣٢. (قُوْمُوْا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّأُوْا)

১১৩২। তোমরা সকলে দাঁড়াও অতঃপর অযূ করো।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১৭/৩৬০/২) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ্ বাবলাতী সূত্রে আওযা‘ঈ হতে, তিনি ওয়াসিল ইবনু আবী জামীল আবূ বাক্‌র হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তির বাতাস ছাড়ার আলামত পেয়ে বললেন : যে ব্যক্তি বাতাস ছেড়েছে সে যেন উঠে গিয়ে অযূ করে। কিন্তু সে ব্যক্তি দাঁড়াতে লজ্জা পেলে রসূল (ﷺ) আবারও বললেন : এ বাতাস ত্যাগকারী ব্যক্তি উঠে গিয়ে যেন অযূ করে। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা সত্যের (হক্ব প্রকাশের) ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। এ সময় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন : আমরা সকলে উঠে গিয়ে কি অযূ করবো না? তিনি এ সময় উল্লেখিত নির্দেশ প্রদান করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ধারাবাহিক একাধিক কারণে হাদীসটির সনদটি দুর্বল। মুজাহিদ ইবনু জাব্‌র হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে আর ওয়াসিল ইবনু আবী জামীল এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ্ বাবলাতী দুর্বল।

হাদীসটি মুজালিদ ইবনু সা‘ঈদ হামদানী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যেটিকে ত্ববারানী “আল-মু’জামুল কাবীর” গ্রন্থে

(১/১০৭/১) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু মওকূফ হিসেবেও সহীহ্ নয়, কারণ এ মুজালিদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন, তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

অতএব হায়সামী (১/২৪৪) যে বলেছেন : বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী। তার এ মন্তব্যটি সঠিক থেকে দূরবর্তী মন্তব্য সেই ব্যক্তির নিকট, যিনি আমাদের ব্যাখ্যা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

এ হাদীসটির সাথে বহু সাধারণ মানুষ এবং তাদের ন্যায় কিছু খাস ব্যক্তিদের নিকট প্রসিদ্ধ এক ঘটনার সাদৃশ্যতা রয়েছে। তারা ধারণা করেন যে, নাবী (ﷺ) একদিন খুৎবাহ্ দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় তাদের একজন থেকে বাতাস বের হলে সে লোকদের মধ্য থেকে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করল। সে ব্যক্তি উটের গোশ্‌ত খেয়েছিল। তাই রসূল (ﷺ) তার মর্যাদাহানি হওয়া থেকে রক্ষার জন্য বললেন : “যে ব্যক্তি উটের গোশ্‌ত খাবে সে যেন অযূ করে।” এ সময় একদল লোক যারা উটের গোশ্‌ত খেয়েছিল তারা উঠে গেলো অতঃপর অযূ করলো।

আমার জানা মতে সুন্নাত এবং সুন্নাত ছাড়া ফিক্‌হ ও তাফসীরের কোন গ্রন্থেও এ ঘটনার কোনই ভিত্তি নেই। তা সত্ত্বেও এর কুপ্রভাব ঘটনাটি বর্ণনাকারীদের নিকট বিস্তৃতি লাভ করেছে। কারণ বানোয়াট ঘটনাটি তাদেরকে নাবী (ﷺ) যে উটের গোশ্‌ত খেলে অযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত সে সহীহ্ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বিমুখ করেছে। সে হাদীসটি হচ্ছে এরূপ ঃ

“সহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! ছাগলের গোশ্‌ত খেলে আমরা কি অযূ করবো? তিনি বললেন : না। তারা আবার প্রশ্ন করলেন : উটের গোশ্‌ত খেলে কি আমরা অযূ করবো? তিনি বললেন : হাঁ, তোমরা অযূ করো।” [মুসলিম (৩৬০), তিরমিযী (৮১), আবূ দাউদ (১৮৪), ইবনু মাজাহ্ (৪৯৪, ৪৯৫) ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন]।

অথচ তারা উক্ত বানোয়াট ঘটনার দ্বারা এ সহীহ্ বিশুদ্ধ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করছে।

১১٣٣. (أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيفًا).

১১৩৩. হে কুদায়েম! তুমি যদি মারা যাও এমতাবস্থায় যে তুমি আমীর, লেখক ও আরীফ (মানুষের প্রয়োজনে দায়িত্ব পালনকারী) ছিলে না তাহলে তুমি সফলকাম হয়েছ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (২৯৩৩), আহমাদ (৪/১৩৩-১৬৭৫৪) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৭/৮০/১) সালেহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনিল মিকদাম সূত্রে তার দাদা মিকদাম ইবনু মা'দিকারুবা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এ সালেহ্কে হাফিয যাহাবী "দিওয়ানুয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মাজহূল (পরিচয়হীন বর্ণনাকারী)।

তিনি তার সম্পর্কে "আল-মুগনী" ও "আল-কাশেফ" গ্রন্থে বলেন : ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

হাফিয মুনযেরী যে বলেছেন : তার সম্পর্কে এরূপ সমালোচনা করা হয়েছে, যা তাকে ক্রটিযুক্ত না করার নিকটবর্তী। তার এ কথা দু'দিক দিয়ে প্রত্যাখ্যাত ঃ

প্রথমত : যারা সালেহের জীবনী আলোচনা করেছেন, তাদের উক্তিগুলো তিন ধরনের ঃ

১। তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী তার এ বাণী : "তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে" দ্বারা খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কেননা বিষয়টি সবার নিকট প্রসিদ্ধ যে, বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর সমালোচনামূলক এ ভাষাটি তার নিকট সর্বাপেক্ষা কঠোর ভাষা।

২। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে পরিচয়হীন বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন, যেমন মূসা ইবনু হারূন আল-হাম্মাল ও ইবনু হায্ম।

৩। আর একমাত্র ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে বলেছেন : তিনি কখনও কখনও ভুল করেন।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা সকলে তাকে ক্রটিযুক্ত আখ্যা দানের ক্ষেত্রে একমত। কেউ তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, কেউ মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন আবার কেউ সন্দেহ্ পোষণকারী আখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : যদি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে, এরূপ কথা তাকে ক্রটিযুক্ত করে না, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। আর ইবনু হিব্বানের এককভাবে নির্ভরযোগ্য আখ্যাদান যে গ্রহণযোগ্য নয় তা জানা বিষয়। কারণ তিনি এ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

১১ৣ٤. (كَانَ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى،

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ).

১১৩৪। রসূল (ﷺ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর যুগে এবং উমার (রাঃ)-এর খেলাফাত আমলের প্রথম দিকে কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তিন ত্বলাক দিতো তখন তারা সে তিন ত্বলাককে এক ত্বলাক হিসেবে গণ্য করতো। ইবনু আব্বাস বলেন : হাঁ, রসূল (ﷺ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর যুগে এবং উমার (রাঃ)-এর খেলাফাত আমলের প্রথম দিকে কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তিন ত্বলাক দিতো তখন তারা সে তিন ত্বলাককে এক ত্বলাক হিসেবে গণ্য করতো। অতঃপর উমার (রাঃ) যখন লোকদেরকে দেখলেন যে তারা এরূপ তিন ত্বলাক দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করছে, তখন তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন : তোমরা তাদের বিপক্ষে তিন ত্বলাকই গণ্য কর।

হাদীসটি এ ভাষায় মুনকার।

হাদীসটি আবূ দাঊদ (২১৯৯) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৭/৩৩৮-৩৩৯) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল মালেক ইবনে মারওয়ান সূত্রে আবুন নু'মান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি আবূন নু'মানের কারণে ত্রুটিযুক্ত। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল আস-সাদূসী আর তার উপাধি হচ্ছে আরেম। যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার এ সমস্যার কথা একদল ইমাম উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ ইমাম রয়েছেন। আর ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (৪/১/৫৯) বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, তিনি জ্ঞান শূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে যিনি তার নিকট থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে শুনেছেন তার শ্রবণ সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি ইবনু মারইয়াম আবূ জা'ফার আদ-দাকীকীর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। জানিনা হাদীসটি তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে শুনেছেন নাকি পরে শুনেছেন?

এ আরেম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদ এবং ভাষার বিরোধিতা করে অন্য যে সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে "স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে" কথাটি নেই।

আর এটিকে ইমাম মুসলিম (১৪৭২) ও বাইহাক্বী (৭/৩৩৬) বর্ণনা করেছেন।

অতএব এ হাদীসটি উক্ত বাড়তি কথার কারণে শায যদিও মুনকার না হয়। কারণ সহীহ্ বর্ণনার মধ্যে উক্ত বাড়তি কথাটি নেই। যেটিকে ইমাম মুসলিম ছাড়াও ইমাম নাসাঈ (৩৪০৬), ত্বহাবী (২/৩১), দারাকুতনী (৪৪৪), আহমাদ (১/৩১৪) ও হাকিমও (২/১৯৬) বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীস গ্রন্থসমূহের সহীহ্ বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরেম মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে উক্ত বর্ধিত অংশসহ বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ-র নিকট আলোচ্য হাদীসের সনদের উক্ত সমস্যা গোপন থেকে যাওয়ায় তিনি "যাদুল মা'দ" গ্রন্থে (৪/৫৫) (বর্ধিত অংশসহ) হাদীসটির সনদকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার এ মন্তব্য সঠিক নয়। আর এ কারণেই ত্বলাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে স্বামী মিলিত হয়ে থাক আর মিলিত না হয়ে থাক উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হুকুম রহিত না হয়ে যাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যার উপরে রসূল (ﷺ), আবূ বাক্‌র (رضي الله عنه) ও উমার (رضي الله عنه)-এর খেলাফাতের প্রথম দু'বছর আমল হয়ে এসেছে, উমার (رضي الله عنه) কি অন্য কোন দলীলের কারণে সে বিধানের বিরোধিতা করলেন? নাকি তিনি তার ইজতিহাদের দ্বারা তা করলেন? বাস্তবতা এই যে, তিনি তার ইজতিহাদের দ্বারাই করেছেন, কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন : "লোকেরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ... আমরা যদি তিন ত্বলাক হয়ে যাওয়ার বিধান চালু করে দি..."।

উমার (رضي الله عنه) যে বলেছিলেন : 'লোকেরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে' তার এ কথা প্রমাণ করছে যে, পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। তাই তিনি শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং শাস্তির উদ্দেশ্যেই এ বিধান চালু করেছিলেন। কিন্তু তার এ ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের কারণে 'সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান যার উপরে তিনযুগেই সকল মুসলিমগণের ইজমা' হয়েছিল' এরূপ বিধানকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে তার ইজতিহাদকে গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

যদি এরূপ ভাবা হয় তাহলে ইসলামী ফিক্‌হের মধ্যে তা হবে সংঘটিত হয়ে যাওয়া এক অদ্ভুত ঘটনা। হে আলেম সমাজ! আপনারা সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতী বিধানের দিকে ফিরে আসুন। প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে উমার (رضي الله عنه) কর্তৃক ইজতিহাদী সিদ্ধান্তকেই প্রকৃত বিধান হিসেবে রূপায়িত করা হবে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ এরূপ করা হলে পরবর্তী যুগের শাসকদেরকেও অন্য কোন বিধানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কিছু পরিবর্তন করা তো যায় যেরূপ উমার (رضي الله عنه) করেছিলেন এরূপ সুযোগ দেয়া হয়ে যেতে পারে। উমার (رضي الله عنه) যা করেছিলেন তা তিনি তার ইজতিহাদ

দ্বারাই করেছিলেন আর একজন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। অতএব অন্য কারো জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আর কোনই সুযোগ নেই। বরং হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে (তা যে কারো পক্ষ থেকেই হোক না কেন) হাদীসের সিদ্ধান্তের দিকে (নাবী (ﷺ)-এর সিদ্ধান্তের দিকে) ফিরে আসাই হচ্ছে সত্যের অনুসরণকারীর প্রকৃত আলামত।

١١٣٥. (مَا أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ إِلاَّ مُتَقَنِّعًا ، يُرْخِي الثَّوْبَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَمَا رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ رَآهُ مِنِّي).

১১৩৫। রসূল (ﷺ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর নিকটেও মাথা ও তাঁর অধিকাংশ চেহারা না ঢেকে আসতেন না। তিনি তাঁর মাথার উপরে কাপড় ঝুলিয়ে দিতেন। আমি রসূল (ﷺ)-এর মাথার কিছুই দেখিনি আর তিনিও আমার মাথার কিছুই দেখেননি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবুশ শাইখ "আখলাকুন্নাবী (ﷺ)" গ্রন্থে (২৫১-২৫২) মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম আল-আসাদী সূত্রে কামেল আবুল 'আলা হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট, এর সমস্যা হচ্ছে আল-আসাদী। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়ে বলেছেন : তার হাদীসগুলো বানোয়াট, কিছুই না।

আর আবূ সালেহ্ এর নাম হচ্ছে বাযাম, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

উক্ত হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি ভিন্ন দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সে সূত্র দু'টিও খুবই দুর্বল যেমনটি "আদাবুয যুফাফ" গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

١١٣٦. (مَا ابْتَلَى اللهُ عَبْدًا بِبَلاَءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيْقَةٍ يَكْرَهُهَا إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ذَلِكَ الْبَلاَءَ لَهُ كَفَّارَةً وَطَهُوْرًا مَا لَمْ يَنْزِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلاَءِ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوْ غَيْرَ اللهِ فِيْ كَشْفِهِ).

১১৩৬। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন সে যাকে (বিপদকে) অপছন্দ করে, আল্লাহ্ তখন তার সে বিপদকে তার জন্য কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ ও পবিত্রকারী বানিয়ে দেন। যদি তাকে যে বিপদ গ্রাস করেছে তা গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাযিল না হয়ে থাকে অথবা সে যদি বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য গায়রুল্লাহ্কে না ডেকে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া “আল-মারাযু অল-কাফ্ফারাত” নামক গ্রন্থে (১/১৬২) ইয়াকূব ইবনু ওবায়েদ সূত্রে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু হামযাহ্ হতে, তিনি হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে সা'দ আইলীর কারণে এ সনদটি বানোয়াট। হাফিয যাহাবী “আয্যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

তিনি “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : ইমাম আহমাদ বলেছেন : তার সব হাদীসগুলোই বানোয়াট। ইবনু মা‘ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আস্সা‘দী ও আবূ হাতিম বলেন : তিনি মিথ্যুক।

١١٣٧. (يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ فِيْهِ أَذَلَّ مِنْ شَاتِه).

১১৩৭। লোকদের নিকট এমন একটি সময় আসবে যে সময়ে মু'মিন ব্যক্তি তার বকরীর চেয়েও নিকৃষ্ট হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির (১৫/৩৯০/২) আব্বাদ ইবনু ইয়াকূব রাওয়াজিনী সূত্রে ‘ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনু ‘উমার ইবনে ‘আলী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ‘ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ্ সম্পর্কে আবূ নু‘য়াইম বলেন : তিনি তার বাপ-দাদাদের থেকে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার হাদীস লিখা যাবে না, তিনি কিছুই না।

ইবনু আদী বলেন : তিনি তার বাপ-দাদাদের থেকে অরক্ষিত (অনির্ভরযোগ্য) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করে একটি সম্পর্কে বলেছেন : সম্ভবত হাদীসটি বানোয়াট।

আলোচ্য হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূতী ইবনু আসাকিরের বর্ণনা থেকে “আল-জামে‘” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

١١٣٨. (هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ . آية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾).

১১৩৮। সেটি হচ্ছে যাকাতুল ফিত্‌র। আয়াহ্ : “যে ব্যক্তি (হেদায়াতের আলোকে নিজের জীবনকে) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে” (সূরা আ'লা : ১৪)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি বায্যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৪২৯/৯০৫), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩৩৩) ও বাইহাক্বী (৪/১৫৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনু নাফে' সূত্রে কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল-মুযানী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-কে ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে উক্ত কথা বলেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ ও আবূ দাউদ বলেন : তিনি মিথ্যার স্তম্ভসমূহের একটি স্তম্ভ।

দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেন : তিনি মাতরূক।

আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু নাফে' সায়েগ মাখযূমী মাদানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল।

আবূ হাম্মাদ হানাফী সূত্রে ... উমার (রাঃ) হতে হাদীসটির মওকূফ একটি শাহেদ পাওয়া গেলেও সেটির সনদও খুবই দুর্বল। কারণ আবূ হাম্মাদ হানাফী (মুফায্যাল ইবনু সাদাকাহ্) সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

আরেক বর্ণনাকারী ওবাইদুল্লাহ্ অথবা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার, তিনি যদি মুকাব্বার হন তাহলে তিনি দুর্বল আর যদি মুসাগ্গার হন তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য।

١١٣٩. (أَكْلُ اللَّحْمِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَيُحَسِّنُ الْخُلُقَ).

১১৩৯। গোশ্‌ত ভক্ষণ চেহারাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং চরিত্রকে সুন্দর করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আর্‌রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১৫/১০১/২) ও ইবনু আসাকির (১৪/২১১/১) মুহাম্মাদ ইবনু হারূন ইবনে শু'য়াইব আনসারী সূত্রে আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনিল হুরাইস হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাস্সান ইবনে ইয়াযীদ আলহূরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদটি খুবই দুর্বল বরং বানোয়াট। কারণ উক্ত আনসারী সম্পর্কে হাফিয আব্দুল আযীয কাতানী বলেন : তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হতো।

আর তার উপরের বর্ণনাকারী দুই মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। অর্থাৎ তারা দু'জন পরিচয়হীন বর্ণনাকারী।

١١٤٠. (إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيْلاَنُ فَنَادُوْا بِالأَذَانِ).

১১৪০। যদি পিশাচ (ভূত) সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে তোমরা আযান দেয়া শুরু কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১২/৪৪/১) ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাস্সান হতে, তিনি আলহাসান হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদেই ইমাম আহমাদ (১৪৬৭২) ও আবূ 'ইয়ালা (৫৯৩-৫৯৪) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ভিন্ন দু'টি সনদে ইমাম আহমাদ (১৩৮৬৫) ও ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অল-লাইলাহ্" গ্রন্থে (৫১৭) হিশাম ইবনু হাস্সান হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১/২৫৬;১) ও আবূ দাউদ (২৫৭০) ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও এর সনদটি দুর্বল। কারণ এর সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ হাসান বাসরী আর জাবের (রাঃ)-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেনি। তিনি তার থেকে শুনেননি যেমনটি আবূ হাতিম ও বায্যার বলেছেন।

বায্যার অন্য দু'টি সূত্রে হাসান বাসরী কর্তৃক সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন : হাসান বাসরী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে কিছু শ্রবণ করেছেন বলে আমরা জানিনা।

হায়সামী বলেন : বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কিন্তু হাসান বাসরী সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে আমার ধারণা মতে শ্রবণ করেননি।

এর আরেকটি খুবই দুর্বল শাহেদ উমার ইবনু সুবৃহ সূত্রে মুকাতিল ইবনু হিব্বান হতে ... বর্ণিত হয়েছে।

এ ইবনু সুবৃহ মুনকারুল হাদীস। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন, নিরাপদও নন। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

١١٤١. (مَنْ أَكَلَ فَشَبِعَ ، وَشَرِبَ فَرَوِيَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي فَأَشْبَعَنِي ، وَسَقَانِي ، فَأَرْوَانِي ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

১১৪১। যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত এবং পান করে সিক্ত হয়ে বলবে : সমস্ত 'প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ভক্ষণ করিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করেছেন আর পান করিয়ে সিক্ত করেছেন' সে তার সমস্ত গুনাহ্ থেকে বের হয়ে সেই দিনের ন্যায় হয়ে যাবে যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওয়াম অল-লাইলাহ্" **গ্রন্থে** (৪৬৭) আবূ ই'য়ালা সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আস্সামী হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি হার্ব সুরাইজ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল। হার্ব ইবনু সুরাইজ ব্যতীত হাদীসটির অপর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" **গ্রন্থে** বলেন : তিনি সত্যবাদী, ত্রুটিকারী।

হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" **গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন** : তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি (কুরতুবী) বলছি : তার দোষটা মুনযেরীর নিকট লুক্কায়িত থেকে যাওয়ার কারণে তিনি "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/১২৯) চুপ থেকে আবূ ই'য়ালার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হায়সামী (৫/২৯) বলেছেন : হাদীসটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন, যার সনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি রয়েছেন যাকে আমি চিনি না। অথচ এর সনদের মধ্যে কোন অপরিচিত বর্ণনাকারী নেই।

١١٤٢. (يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ).

১১৪২। কিয়ামাতের দিন ন্যায়পরায়ণ বিচারককে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর সে এমন প্রচণ্ড শাস্তির (হিসেবের) সম্মুখীন হবে যে, সে এরূপ বলাকে পছন্দ করবে যে, সে কখনও কোন একটি খেজুরের ব্যাপারেও দু'জনের মধ্যে সমাধান প্রদান করেনি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১৫৪৬) উমার ইবনুল 'আলা ইয়াশকুরী হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু সারাজ হতে ... বর্ণনা করেছেন। আর

তায়ালিসীর সূত্র থেকে ইমাম আহমাদ (৬/৭৫), আবূ বাক্‌র মারওয়াযী "আখবারুশ শুয়ূখ" গ্রন্থে (১/২৭/২), ইবনু আবিদ দুনিয়া "আল-আশরাফ" গ্রন্থে (২/৭৩/২) ও বাইহাক্বী (১০/৯৬) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান (১৫৬৩), ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২৭৮১) ও বাইহাক্বীও অন্য দু'টি সূত্রে উমার ইবনুল 'আলা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। সালেহ্ ইবনু সারাজকে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে শুধুমাত্র বলেছেন : ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি খারেজীদের অন্ত র্ভুক্ত।

আর "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মাজহূল (পরিচয়হীন বর্ণনাকারী)।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে (৬/৪৬০) উল্লেখ করেছেন।

২। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে উমার ইবনুল 'আলা, অন্য গ্রন্থে উমারকে আম্‌র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থে বলেন : এটিই অধিকাংশের মতামত।

তার জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার থেকে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অতএব তিনি মাজহূল (পরিচয়হীন বর্ণনাকারী), তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : হায়সামী যে, "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৪/১৯৩) বলেছেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদটি হাসান, তার এ মন্তব্যটা ভাল নয়, এর কারণ তাদের দু'জনের সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যাখ্যা।

١١٤٣. (أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إِبْلِيسُ يَضَعُهَا عَلَى حَاجِبَيْهِ وَهُوَ يَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ! وَهُمْ يُنَادُونَ يَا ثُبُورَاهُمْ، حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا ثُبُورَاهُ! فَيُنَادُونَ يَا ثُبُورَاهُمْ، فَيُقَالُ: ﴿لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾)

১১৪৩। সর্বপ্রথম দু'কাপড় বিশিষ্ট জাহান্নামী পোষাক যাকে পরিধান করানো হবে সে হচ্ছে ইবলীস। সে তা তার দু'কাঁধের উপর রেখে দিয়ে তাকে তার পেছন থেকে হেঁচড়াতে থাকবে। আর তার অনুসারীরা থাকবে তার (ইবলীসের) পেছনে। সে ধ্বংসকে ডেকে বলবে! হায় তার ধ্বংস! অতঃপর তাদেরকে ডাকতে থাকা হবে হায় তাদের ধ্বংস! এভাবে সে জাহান্নামের উপরে

দাঁড়িয়ে যাবে অতঃপর বলবে : হায় তার ধ্বংস! অতঃপর তাদেরকে ডাকতে থাকা হবে হায় তাদের ধ্বংস! এরপর তাকে বলা হবে : "আজ তোমরা ধ্বংস হওয়াকে একবারই শুধু ডেকো না, বরং বহুবার ধ্বংসকে ডাকো।"

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১২১৫০), বায্যার (৪/১৮৩) ও ত্ববারানী তার তাফসীর গ্রন্থে (১৮/১৪১) হাম্মাদ ইবনু সালামা সূত্রে আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক হতে ... বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান, তিনি দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/৩৯২) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও বায্যার বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনু যায়েদ ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

ইবনুল জাওযী তার তাফসীর গ্রন্থ "যাদুল মুয়াস্সার" এর মধ্যে (৬/৭৬) হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করা থেকে চুপ থেকেছেন। তিনি বহু দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রেই এরূপ করেছেন।

١١٤٤. (كُلْ (بِاسْمِ اللهِ) ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ).

১১৪৪। বিসমিল্লাহ্ বলে ভক্ষণ কর আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং তার প্রতি ভরসা রেখে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাঊদ (৩৯২৫), তিরমিযী (১৮১৭), ইবনু মাজাহ্ (৩৫৪২) ও ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াওমি অল-লাইলাহ্" (৪৫৭) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ মুফায্যাল ইবনু ফাযালা সূত্রে হাবীব ইবনুশ শাহীদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব।

ওকায়লী বলেন : মুফায্যাল ইবনু ফুযালা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন। ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি সেরূপ নন।

ইবনু আদী বলেন : তার থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে এর চেয়ে মুনকার হাদীস আমি দেখিনি ...।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : 'তিনি মুকারিবুল হাদীস, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইমাম তিরমিযী এ কথা বলেন।'

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিম যে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্ আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তাদের এ কথা সঠিক হতে বহু দূরে।

অন্য এক সূত্রে মুফায্যালের স্থলে হাদীসটি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু তাম্মাম ইসমাঈল আল-মাক্কী হতে ... বর্ণনা করেছেন। যেটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (৮/২, ১/২৩৭) উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আদী এক স্থানে বলেন : এ ইসমাঈল কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো নিরাপদ নয়, তবে তার হাদীস লিখা যেতে পারে।

অন্যত্র বলেন : ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু তাম্মাম তার কোন কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল জাওযী তার "আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/৩৮৬) তাকে উল্লেখ করেছেন।

١١٤٥. (مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ).

১১৪৫। যে দাবা খেলে সে ব্যক্তি অভিশপ্ত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি দায়লামী (৪/৬৩) আব্বাদ ইবনু আব্দিস সামাদ সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ আব্বাদ, তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি আনাস (রাঃ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার সবগুলোই বানোয়াট।

হাফিয সাখাবী "উমদাতুল মুহতাজ ফী হুকমিশ শাতরঞ্জ" গ্রন্থে (৯/১) বলেন ঃ

ইমাম নাবাবীকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি বলেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়।

ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীস আবদান, আবূ মূসা ও ইবনু হায্ম সূত্রে হাব্বাতু ইবনু মুসলিম হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"সাতরঞ্জের দিকে দৃষ্টি দানকারী শুকুরের গোশ্‌ত ভক্ষণকারীর ন্যায়।"

ইমাম মানাবী বলেন : এ বর্ণনাকারী হাব্বা একজন তাবে'ঈ, তিনি এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না।

"আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে যে, এ হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনু জুরায়েজের বর্ণনায় হাব্বা হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূত্র দু'টিই দুর্বল।

এ হাদীসের সনদে দু'টি সমস্যা : মুরসাল ও মুনকাতি' (সনদে বিচ্ছিন্নতা) হওয়া।

١١٤٦. (إِذَا مَرَرْتُمْ بِهَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَلْعَبُوْنَ الأَزْلَامَ: الشَّطْرَنْجَ وَالنَّرْدَ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهْوِ، فَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ فَإِنْ سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَرُدُّوْا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوْا وَأَكَبُّوْا عَلَيْهَا، جَاءَ إِبْلِيْسُ أَخْزَاهُ اللهُ بِجُنُوْدِهِ فَأَحْدَقَ بِهِمْ، كُلَّمَا ذَهَبَ رَجُلٌ يُصْرِفُ بَصَرَهُ عَنِ الشَّطْرَنْجِ لَكَزَ فِيْ ثُغْرِهِ، وَجَاءَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فَأَحْدَقُوْا بِهِمْ وَلَمْ يُدْنُوا مِنْهُمْ، فَمَا يَزَالُوْنَ يَلْعَنُوْنَهُمْ حَتَّى يَتَفَرَّقُوْا عَنْهَا حِيْنَ يَتَفَرَّقُوْنَ كَالْكِلاَبِ اجْتَمَعَتْ عَلَى جِيْفَةٍ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا، حَتَّى مَلأَتْ بُطُوْنَهَا ثُمَّ تَفَرَّقَتْ).

১১৪৬। যখন তোমরা সেই সব লোকদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে যারা আযলাম (জুয়া খেলার পালক বিহীন তীর বা গুটি) নিয়ে খেলা করে : (যেমন) দাবা, নার্‌দ (বক্র বক্র করে তৈরি করা ঘরে পাথর দিয়ে তৈরি গুটি দ্বারা খেলা) এবং এ জাতীয় খেলার অন্যরূপ। তখন তোমরা তাদের প্রতি সালাম দিও না। তারা যদি তোমাদেরকে সালাম প্রদান করে তাহলে তোমরা তাদের সালামের উত্তর দিও না। কারণ তারা যখন একত্রিত হয় এবং সেসব খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন ইবলীস তার দলবলসহ আগমন করে (আল্লাহ্ তাকে অপমানিত করুন) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। যখনই কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে দাবা থেকে ফিরিয়ে নিতে চাই তখনই সে তার গলার নিম্ন ভাগের গর্তে আঘাত করে। আর ফেরেশতারা পেছন থেকে এসে তাদেরকে ঘিরে রেখে তাদের নিকটবর্তী না হয়ে তাদের প্রতি সর্বদাই অভিসম্পাত করতে থাকে যে পর্যন্ত তারা সে সব খেলা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই লোকগুলো যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন তারা সেই সব কুকুরের ন্যায় যারা একটি লাশের নিকট একত্রিত হয় অতঃপর তাদের পেট ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে

ভক্ষণ করতে থাকে অতঃপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আজুররী "কিতাবু তাহরীমিন নারদি অশ-শাতরাঞ্জ অল-মালাহী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪৩) সুলাইমান ইবনু দাউদ ইয়ামামী সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সুলাইমান ইবনু দাউদ ইয়ামামী। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, ইমাম বুখারী বলেন : আমি যার সম্পর্কে বলেছি যে, 'তিনি মুনকারুল হাদীস' তার হাদীস বর্ণনা করাই বৈধ না। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি দুর্বল। অন্যরা বলেন : তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনুল মুহিব্ব আল-মাকদেসী আজুররীর গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন : এ হাদীসটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং হাদীসটি বানোয়াট। আর বানোয়াটের আলামত সুস্পষ্ট। এর সমস্যা উক্ত বর্ণনাকারী ইয়ামামী। কারণ তিনি ইমাম বুখারীর নিকট মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী যেমনটি আপনারা জেনেছেন।

١١٤٧. (إِذَا مَرَرْتَ عَلَيْهِمْ (يَعْنِيْ أَهْلَ الْقُبُوْرِ)، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تُبَعٌ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ". قال أبو رزين: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَيَسْمَعُوْنَ؟ قال: وَيَسْمَعُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبوا، أَوَ لاَ تَرْضَى يا أَبَا رزين، أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ (بِعَدَدِهِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ).

১১৪৭। যখন তুমি কবরবাসীকে অতিক্রম করবে তখন বলবে : আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে মিনাল মুসলিমীনা অল-মু'মিনীন, আনতুম লানা সালাফুন, অ-নাহনু লাকুম তাব'উন, অ-ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন। আবূ রাযীন বলেন : হে আল্লাহর রসূল! তারা কি শ্রবণ করে? তিনি বলেন : তারা শ্রবণ করে। কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়। হে আবূ রাযীন! তাদের সংখ্যার সমপরিমাণ ফেরেশতা কর্তৃক তোমার সালামের উত্তর প্রদান করাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৬৯) ও আব্দুল গানী মাকদেসী "আস-সুনান" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯২) নাজ্ম ইবনু বাশীর ইবনে আব্দিল মালেক ইবনে উসমান আল-কুরাশী সূত্রে মুহাম্মাদ আল-আশ'য়াস হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবূ রাযীন (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার যাতায়াতের পথ হচ্ছে কবরস্থানের নিকট দিয়ে, আমি কি তাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় কোন কথা বলতে পারি? তখন রসূল (ﷺ) উক্ত কথা বলেন।

ওকায়লী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'য়াস, তিনি বংশ পরিচয় এবং বর্ণনা করা উভয় ক্ষেত্রে মাজহূল (পরিচয়হীন বর্ণনাকারী)। তার এ হাদীস নিরাপদ নয়, শুধুমাত্র এ সনদের মাধ্যমেই এটি জানা যায়।

সালামের অংশটি সালেহ্ সূত্রে অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করলে হাদীসটি নিরাপদ নয়।

এছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আন্নাজম ইবনু বাশীরকে ইবনু আবী হাতিম (১/৪) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি উক্ত বাড়তি অংশের (আবূ রাযীন (রাঃ) বলেন : ...) কারণে মুনকার। উক্ত পরিচয়হীন বর্ণনাকারী কর্তৃক এককভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে। এ বাড়তি অংশ ছাড়া দু'আর শেষ পর্যন্ত বর্ণিত অংশটি সহীহ্। সেটি ইমাম মুসলিম আয়েশা ও বুরায়দাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ধিত অংশটুকুর ভাষাও অপছন্দনীয়। কারণ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এরূপ কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, মৃত ব্যক্তিরা শুনে থাকে। বরং দলীলের বাহ্যিকতা প্রমাণ করে যে, তারা শ্রবণ করে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) "তুমি কখনও এমন মানুষদের কিছু শোনাতে পারবে না যারা কবরের অধিবাসী" (সূরা ফাতের : ২২)।

আর রসূল (ﷺ) মাসজিদের মধ্যে তার সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "তোমরা জুম'আর দিন আমার প্রতি বেশী দুরূদ পাঠ কর, কারণ তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছবে ...।" তিনি বলেননি যে, আমি তোমাদের দুরূদ পাঠ করাকে শুনতে পাব। বরং অন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে ফেরেশতারা পঠিত দুরূদকে তাঁর নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। নাবী (ﷺ) বলেন : আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের ভ্রমনকারী ফেরেশতা রয়েছে তারা আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।" [এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (১২৮২), আহমাদ (৩৬৫৭, ৪১৯৮, ৪৩০৮) ও দারেমী

(২৭৭৪) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন]।

আর বুখারীতে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে "বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় অতঃপর তার সাথীরা যখন সেখান থেকে বিদায় নেয় তখন সদ্য কবরে রাখা ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে থাকে, তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসে অতঃপর তাকে উঠিয়ে বসায়, অতঃপর তাকে তারা দু'জনে জিজ্ঞাসা করে ...।" আলহাদীস। এ হাদীসের (বিভিন্ন ভাষা) থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে সময় মৃত ব্যক্তির নিকট প্রশ্নোত্তরের জন্য তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় যাতে সে শুনে দু'ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যেমনটি হাদীসটির পারিপার্শ্বিকতা থেকে বুঝা যায়।

আর বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের সম্পর্কে রসূল (ﷺ) উমার (رضي الله عنه)-কে লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন : "...আমি তাদের সম্পর্কে যে কথা বলছি তাদের চেয়ে তা তোমরা বেশী শুনতে পাচ্ছ না।" এটি ছিল তাদের সাথেই সম্পৃক্ত বিশেষ ঘটনা। মূলত মৃত ব্যক্তিরা শ্রবণ করে না। রসূল (ﷺ) যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলেন তখন এ মূলের উপরে ভিত্তি করেই উমার (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন : আপনি তো সেই সব দেহগুলোকে ডাকছেন যেগুলো লাশে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ উমার (رضي الله عنه) জানতেন যে, মৃতরা কিছু শ্রবণ করতে পারে না। আর তার এ কথাকে রসূল (ﷺ) প্রত্যাখ্যান করেননি বরং সমর্থন করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এটি একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ যদি বিশেষ ঘটনা না হতো তাহলে তিনি উমার (رضي الله عنه)-এর ধারণার বিপরীতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন যে, তারা শ্রবণ করে। অতএব তিনি যখন এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলেননি তখন বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি উমার (رضي الله عنه)-এর কথাকে সমর্থন করেন। অতএব এটি ছিলো বিশেষ ঘটনা যা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং আসল হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তিরা শুনতে পায় না।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান যুগে বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহকে ডাকা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে কবরে থাকা তথাকথিত মৃত অলী-আওলিয়া আর নেক্কার ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে, তাদেরকে অসীলা ধরছে এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা তাদের কথা শ্রবণ করে থাকে এবং তারা সাহায্য করতে সক্ষম। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾.

"যদি তোমরা তাদের ডাকো তারা তো শোনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোন উত্তর দেবে না, আর কিয়ামাতের দিন তারা

তোমাদের এ শির্ককে অস্বীকার করবে। একমাত্র সুবিজ্ঞ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না।" (সূরা ফাতের : ১৪)।

١١٤٨ . (أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ : زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ ، وَ وَلَدٌ أَبْرَارٌ ، وَ خُلَطَاءُ صَالِحُوْنَ ، وَ مَعِيْشَةٌ فِيْ بَلَدِهِ).

১১৪৮। চারটি বস্তুর মাঝে মানুষের সৌভাগ্য রয়েছে : নেককার স্ত্রী, সৎ সন্তান, নেককারদের সংস্পর্শে থাকায় এবং তার দেশে বসবাসের মাঝে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/১৬৬) সাহ্ল ইবনু 'আমের বাজালী সূত্রে আম্র ইবনু জামী' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এর সমস্যা দু'টি ঃ

১। আম্র ইবনু জামী'কে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনীসহ একদল বলেছেন : তিনি মাতরূক। ইবনু আদী বলেন : তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হতো।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

২। সাহ্ল ইবনু 'আমের বাজালীকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২০২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে আমি কূফাতে পায়। তিনি হাদীস বানাতেন।

١١٤٩ . (لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيْرِ).

১১৪৯। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্ত খাওয়া হালাল নয়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৭৯০), নাসাঈ (৪৩৩১), ইবনু মাজাহ্ (৩১৯৮), ত্বহাবী "শারহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (২/৩২২), বাইহাক্বী (৯/৩২৮), আহমাদ (৪/৮৯), ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ : ১৮৮), ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩৮২৬) ও ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" গ্রন্থে (২/১২৭/২) বিভিন্ন সূত্রে বাকীয়াহ্ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি সালেহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনিল মিকদাম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : বর্ণনাকারী সালেহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য

রয়েছে। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) আমাদেরকে ঘোড়ার গোশ্ত খাইয়েছেন। আর আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (রাঃ) বলেন : আমরা রসূল (ﷺ)-এর যুগে একটি ঘোড়া যাব্‌হ করে খেয়েছি। এ হাদীস দু'টির সনদ ভাল।

বাইহাক্বী বলেন : আলোচ্য হাদীসটির সনদ গোলমেলে। গোলমেলে হওয়া ছাড়াও হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস বিরোধী।

এছাড়া মূসা ইবনু হারূন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : সালেহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ও তার পিতাকে একমাত্র তার দাদার পরিচয়েই চেনা যায়। এই সালেহ্ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির মধ্যে চারটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। সালেহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া দুর্বল। যেমনটি ইমাম বুখারী তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। অথবা তিনি পরিচয়হীন বর্ণনাকারী যেমনটি মূসা ইবনু হারূন বলেছেন। হাফিয যাহাবীও "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

২। সালেহের পিতা ইয়াহ্ইয়া ইবনুল মিকদাম পরিচয়হীন বর্ণনাকারী যেমনটি মূসা ইবনু হারূন বলেছেন। হাফিয যাহাবী তার কথার উপরে নির্ভর করে "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তার থেকে একমাত্র তার ছেলে সালেহের বর্ণনার দ্বারাই তাকে চেনা যায়।

তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার অবস্থা লুক্কায়িত।

৩। সনদের মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

৪। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধিতা করে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি বাইহাক্বী বলেছেন।

(শাইখ আলবানী মূল গ্রন্থে উক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন)।

١١٥٠. (إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : الْمَسَاجِدُ ، قُلْتُ : وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ).

১১৫০। তোমরা যখন রিয়াযুল জান্নাহ্কে অতিক্রম করবে তখন তোমরা আল্লাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করো। আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রসূল!

রিয়াযুল জান্নাহ্ কী? তিনি বললেন : মাসজিদসমূহ। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! রাত'উ কী? তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার।"

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৩৫০৯) ইয়াযীদ ইবনু হিব্বান সূত্রে হুমাইদ আল-মাক্কী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

হুমাইদ আল-মাক্কী সম্পর্কে "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীসের অনুসরণ করা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাকুরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি পরিচয়হীন বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : অতএব হাদীসটি কীভাবে হাসান হতে পারে?

আর ইয়াযীদ ইবনু হিব্বান, সঠিক হচ্ছে যায়েদ ইবনু হুবাব। যায়েদ ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে সাওরীর হাদীসের ব্যাপারে ভুল করতেন।

তবে হাদীসটি নিম্নের ভাষায় হাসান ঃ

"তোমরা যখন রিয়াযুল জান্নাহকে অতিক্রম করবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী করে স্মরণ করো। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রসূল! রিয়াযুল জান্নাহ্ কী? তিনি বললেন : আল্লাহকে স্মরণ করার মজলিসসমূহ।" [এ ভাষার হাদীসটিকে শাইখ আলবানী "সহীহ্ তিরমিযী" (৩৫১০), "সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব" (১৫১১) ও "সিলসিলা সহীহাহ্" (২৫৬২) গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন যদিও তিনি পূর্বে এ ভাষার হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছিলেন]।

١١٥١. (الْحَزْمُ سُوْءُ الظَّنِّ).

১১৫১। (মানুষের ব্যাপারে) মন্দ ধারণা পোষণ করাই হচ্ছে দৃঢ়তা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৩/২) আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বান্দার ইবনে খায়ের হতে, তিনি হুসাইন ইবনু উমার ইবনে মওদূদ হতে, তিনি আবুত তাক্বী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু কামেল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কোন কোন মুহাদ্দিস লিখেছেন সম্ভবত তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব : হাদীসটি মুরসাল এবং ওয়ালীদ দুর্বল বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে বান্দার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে মুহাম্মাদ ইবনু ত্বাহের মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

"লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এসেছে : আব্দুল আযীয আন-নাখশাবী বলেন : আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ না।

আলোচ্য হাদীসটিকে আবুশ শাইখও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদের দু'টি সমস্যা রয়েছে :

প্রথমত : তিনি আলী (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয সাখাবী "আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে (৩২) আবুশ শাইখের বর্ণনা থেকে এরূপই উল্লেখ করেছেন আর তার সূত্র থেকে দাইলামীও বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী "আদ্দুরার" গ্রন্থে অনুরূপভাবে আলী (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত : এটিও অত্যন্ত দুর্বল। সুয়ূতী নিজেই উক্ত গ্রন্থের মধ্যে বলেন : আবুশ শাইখ আলী হতে মওকূফ হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে সাখাবীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইমাম সুয়ূতীর ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল বলেননি। এটি তার ত্রুটি।

١١٥٢. (مَنْ حَسَّنَ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ كَثُرَتْ نَدَامَتُهُ).

১১৫২। যে ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করবে তার লজ্জিত হওয়া বৃদ্ধি পাবে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১৪/১/২) ও ইবনু আসাকির (১৬/১৪৯/২) আবুল আব্বাস মাহমূদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল ফায্ল ওয়াকেফী হতে, তিনি আবূ আব্দিল্লাহ্ আহমাদ ইবনু আবী গানেম ওয়াকেফী হতে, তিনি ফিরইয়াবী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির আবুল আব্বাসের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

তার শাইখ আহমাদ ইবনু আবী গানেম ওয়াকেফীকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। তার পিতার নাম বুযাইগ যেমনটি আবুল আব্বাসের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু আসাকির উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি আমার (আলবানীর) নিকট বাতিল। কারণ হাদীসটি মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করতে উৎসাহিত

করেছে, যা শারী'আতের মধ্যে যে ভাল ধারণা পোষণ করার মূলনীতি রয়েছে সম্পূর্ণরূপে এটি তার বিরোধী।

١١٥٣. (اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهٍ اسْتَحْدَثْنَاهُ، وَلا بِرَبٍّ ابْتَدَعْنَاهُ، وَلا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ إِلَهٌ نَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَنَذَرُكَ، وَلا أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا أَحَدٌ، فَنُشْرِكَهُ فِيكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ"، قَالَ كَعْبٌ: وَهَكَذَا كَانَ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدُ ﷺ يَدْعُو).

১১৫৩। হে আল্লাহ্! অবশ্যই তুমি এমন উপাস্য নও যাকে আমরা নতুনভাবে বানিয়েছি আর তুমি এমন প্রতিপালকও নও যাকে নতুনভাবে আবিস্কার করেছি। তোমার পূর্বে আমাদের জন্য এমন কোন উপাস্য ছিল না যে তার নিকটে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করব আর তোমাকে ছেড়ে দিব। আমাদেরকে সৃষ্টি করতে তোমাকে কেউ সাহায্য করেনি যে, আমরা তাকে তোমার সাথে অংশীদার বানাবো। তুমি মহান ও পবিত্র এবং সর্বোচ্চ। কা'ব বলেন : আল্লাহর নাবী দাউদ এরূপই দু'আ করতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী (৭৩০০), তার থেকে এবং অন্যদের থেকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৫৫, ৩৭৩, ৬/৪৭), হাকিম (৩/৪০১) ও ইবনু আসাকির (৫/৩৫৯/১) আম্র ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি ফুযাইল ইবনু সুলাইমান আন্নুমাইরী হতে, তিনি মূসা ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি আতা ইবনু আবী মারওয়ান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মুগীস হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আম্র ইবনুল হুসাইন। খাতীব বাগদাদী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'আফা" গ্রন্থে বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/১৭৯) বলেন : হাদীসটি ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আম্র ইবনুল হুসাইন ওকায়লী রয়েছেন তিনি মাতরূক। তার থেকে মানাবী হাদীসটি বর্ণনা করে তিনি বাড়তি কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তার উপরের বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনটি সমস্যা রয়েছে :

১। ফুযাইল ইবনু সুলাইমান আন-নুমায়রীকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'আফা"

গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মা‘ঈন তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুর‘য়াহ্ বলেন : হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। আর তাকে ইমাম মুসলিম নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তার বহূ ভুল রয়েছে।

২। আতার পিতা আবূ মারওয়ান সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি পরিচিত নন।

৩। আব্দুর রহমান ইবনু মুগীস মাজহূল যেমনটি “আত্‌তাক্বরীব” গ্রন্থে এসেছে।

আবূ নু‘য়াঈমের নিকট হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আম্‌র ইবনুল হুসায়েন এর স্থলে আম্‌র ইবনু মালেক রাসেবীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ ঐকমত্যের দ্বারা কোন লাভ হয়নি। কারণ, এ রাসেবী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি হাদীস চোর।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ যুর‘য়াহ্ তাকে ত্যাগ করেছেন। হতে পারে তিনি হাদীসটি আম্‌র ইবনুল হুসায়েন হতে চুরি করেছেন।

অনুরূপ একটি হাদীস হাকিম (২/৬১৯-৬২০) ইয়ামান ইবনু সা‘ঈদ মাসীসী সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ্ মিসরী হতে, তিনি আব্দুর রায্‌যাক হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ্ মিসরী সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানিনা।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : তিনিই তো হাদীসটি তৈরি করেছেন।

তিনি “আলমীযান” গ্রন্থে তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : তিনি আব্দুর রায্‌যাক হতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তিনিই সেটিকে বানিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করে একটু বাড়িয়ে বলেছেন : হাদীসটি ইমাম হাকিম বর্ণনা করে বলেছেন : এ হাদীসটি উক্ত সনদে বানোয়াট।

١١٥٤. (مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ).

১১৫৪। যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব চেয়ে নিবে তার দায়দায়িত্ব তার নিজের উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তিকে বিচারের দায়িত্বভার জোর করে প্রদান করা হবে তার নিকটে আল্লাহ্ তা‘আলা একজন ফেরেশতা নাযিল (প্রেরণ) করবেন সে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৫৭৮), তিরমিযী (১৩২৩), ইবনু মাজাহ্ (২৩০৯), হাকিম (৪/৯২), বাইহাক্বী (১০/১০০) ও আহমাদ (১১৭৭৪) বিভিন্ন সূত্রে ইসরাঈল হতে, তিনি আব্দুল আ'লা হতে, তিনি বিলাল ইবনু আবী মূসা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অথচ হাফিয যাহাবী নিজেই বর্ণনাকারী আব্দুল আ'লাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে ইমাম আহমাদ ও আবূ যুর'য়াহ্ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহ্ পোষণ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এ হাদীসটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

١١٥٥. (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْعَلْ نَفْسَهُ مَوْضِعَ التُّهْمَةِ).

১১৫৫। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখবে সে নিজেকে অপবাদ পাওয়ার স্থলে রাখবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আবূ আব্দিল্লাহ্ ফালাকী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৯০-৯১) আহমাদ ইবনু আম্মার হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি নাফে' হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ ইবনু আম্মার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। ৫৫০ নম্বরে তার আরেকটি হাদীস আলোচিত হয়েছে।

١١٥٦. (إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ).

১১৫৬। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ হবে এবং বসার স্থান লাভের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা তার নিকটবর্তী হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক (ইমাম)। আর মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত এবং তার থেকে স্থান লাভের দিক দিয়ে দূরবর্তী ব্যক্তি হবে অত্যাচারী শাসক।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১৩২৯) ও আহমাদ (১০৭৯০, ১১১৩১) ফুযাইল

ইবনু মারযূক হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১৫৯১, ৪৭৭০) আর তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১০/১১৪) ও আস্‌সিলাফী "আত-তায়ূরিয়্যাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৭৭) মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাহ্ হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে সংক্ষেপে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে অত্যাচারী শাসক।" ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটিকে চিনি না।

আতিয়্যাহ্ হচ্ছেন ইবনু সা'দ আওফী, তিনি দুর্বল ও মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। যেমনটি ২৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

١١٥٧. (أَفْضَلُ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَدْلٌ رَفِيْقٌ ، وَ شَرُّ عِبَادِ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ).

১১৫৭। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ দয়ালু শাসক, আর কিয়ামাতের দিন মর্যাদার (মন্দের) দিক দিয়ে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে অত্যাচারী বোকা শাসক।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২০০/২) আহমাদ ইবনু রিশদীন হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুকায়ের হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে... বর্ণনা করে বলেছেন :

হাদীসটি ইবনু লাহী'য়াহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। কিন্তু ইবনু রিশদীন তার চেয়েও বেশী দুর্বল। তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাজ্জাজ ইবনে রিশদীন ইবনে সা'দ আবূ জা'ফার মিসরী। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু আদী বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আমি তার অনেক কিছুই প্রত্যাখ্যান করেছি। অতঃপর তিনি তার বাতিল হাদীসগুলোর মধ্য থেকে হাসান ও হুসাইন এর ফাযীলাত সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এ সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে হাফিয মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৩৬) অতঃপর হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/১৯৭) শুধুমাত্র ইবনু লাহীয়্যার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর প্রথম জন বলেছেন :

মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে তার হাদীস **গ্রহণযোগ্য**। আর দ্বিতীয় জন বলেছেন : তার হাদীস হাসান, তবে তার মধ্যে **দুর্বলতা রয়েছে**।

১১৫৮. (يُجَاءُ بِالأَمِيْرِ الْجَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ ، يَتَفَلَّجُوْنَ عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ لَهُ: سُدَّ عَنَّا رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ جَهَنَّمَ).

১১৫৮। কিয়ামাতের দিন অত্যাচারী শাসককে নিয়ে আসা হবে, তার সাথে তার প্রজারা ঝগড়া করবে, তারা তার বিপক্ষে সঠিকভাবে নিজেদের যুক্তিকে দাঁড় করাবে। তখন তাকে বলা হবে : আমাদের থেকে জাহান্নামের স্তম্ভসমূহের একটি স্তম্ভ বন্ধ করে দাও।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি বায্‌যার (১৭৮), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৯) ও আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১৪০) হিব্বান ইবনু আগলাব ইবনে তামীম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী আগলাবের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়, তবে তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস লিখা যায়।

ইবনু মা'ঈন হতে তার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : তিনি কিছুই না।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি হাফিয মুনযেরী উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি বায্‌যার বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীস সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আগলাব ইবনু তামীমের বিপক্ষে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ছেলে হাব্বান সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

১১৫৯. (إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَهَؤُلاءِ الْمُصَوِّرُوْنَ).

১১৫৯। কিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে **সর্বাপেক্ষা কঠোর** শাস্তির সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি যে কোন নাবীকে হত্যা করেছে **অথবা যাকে** কোন নাবী হত্যা করেছে এবং অত্যাচারী শাসক ও ছবি **অঙ্কণকারীরা**।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী (৩/৮১/১) উমার ইবনু খালেদ মাখযূমী হতে, তিনি আবূ নুবাতাহ্ ইউনুস ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি লাইস ইবনু আবী সুলাইম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবী সুলাঈম দুর্বল।

২। আব্বাদ ইবনু কাসীর যদি সাকাফী বাসরী হন তাহলে তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দ্বারা দোষী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি কতিপয় মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর তিনি যদি রামলী ফিলিস্তীনী হন, আমার ধারণা আব্বাদ দ্বারা এ ফিলিস্তীনী ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে, তাহলে তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার এর সম্পর্কে বলেন : তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেন : ইনি আব্বাদ সাকাফীর চেয়ে উত্তম।

অনুরূপ একটি হাদীস ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটি সহীহ্। আমি সেটিকে "সিলসিলা সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৮১ নং) উল্লেখ করেছি। আলোচ্য এ দুর্বল হাদীসটি আর ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসটির মধ্যে ভাষায় কিছু পার্থক্য রয়েছে।

١١٦٠. (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ إِمَامٍ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ).

১১৬০। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সেই শাসকের সলাত কবূল করবেন না যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে অন্য কিছুর দ্বারা ফয়সালা প্রদান করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২২০), বাগেন্দী "মুসনাদু উমার" গ্রন্থে (পৃ ১২০) এবং তার থেকে আল-মাকদেসী "আল-মুখতারাহ্" গ্রন্থে (২/১০৩) ইউনুস ইবনু মূসা কুদাঈম হতে, তিনি আল-হাসান ইবনু হাম্মাদ কূফী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আদাবী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : এ হাদীসটি নিরাপদ নয় আর আদাবীর হাদীস সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম বুখারী "আয্যু'য়াফাউস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ : ২০) বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

অনুরূপ কথা তার "আত-তারীখুস সাগীর" গ্রন্থেও (১৭০) বলেছেন।

ওয়াকী' বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

হাফিয যাহাবী তাকে উল্লেখ করে তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সে

দু'টির একটি।

আমি (আলবানী) বলছি : মিথ্যুক মুহাম্মাদ আল-কুদায়মীর পিতা ইউনুস ইবনু মূসার জীবনী পাচ্ছি না। তবে তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। হাকিম "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে (৪/৮৯) বলেন ঃ

আমাকে হাদীসটি আবুন নায্‌র ফাকীহ্ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শামী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তারা দু'জন বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি আল-হাসান ইবনু হাম্মাদ কূফী শুনিয়েছেন। অতঃপর হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্।

কিন্তু হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আদাবী রয়েছেন তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তিনি "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

মুনযেরী হাদীসটি 'অত্যাচারী শাসক' এ শব্দে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৩৬) হাকিমের বর্ণনার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বর্ণনাকারী আদাবীর দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। অথচ হাকিমের নিকট এখানে উল্লেখকৃত ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় দেখছি না।

১১৬১. (لَا يُوْلَدُ بَعْدَ سَنَةِ مِائَةٍ مَوْلُوْدٌ لِلّٰهِ فِيْهِ حَاجَةٌ).

১১৬১। একশত বছর পরে এমন কোন সন্তান ভূমিষ্ট হবে না যার ব্যাপারে আল্লাহর কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭২৮৩) আহমাদ ইবনুল কাসেম ইবনে মুসাবির জাওহারী ও মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনে আ'য়ুন হতে, তারা দু'জন খালেদ ইবনু খুদাশ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি আইয়ূব হতে, তিনি আল-হাসান হতে, তিনি সাখ্‌র ইবনু কুদামাহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল আর হাদীসের ভাষা বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে উক্ত সাখ্‌র ইবনু কুদামাহ্। কারণ, তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। তাকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে, ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটি হাসান বাসরী হতে আন আন করে বর্ণনাকৃত। কারণ তিনি মুদাল্লিস। আমার নিকট স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সাখরের উদ্ধৃতিতে যিনি হাদীসটি হাসান বাসরীর নিকট বর্ণনা করেছেন তার থেকেই। কারণ, আইউব বলেন : আমি সাখ্‌র ইবনু কুদামার সাথে সাক্ষাৎ

করে তাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি উত্তরে বলেন : আমি হাদীসটি সম্পর্কে জানি না।

হাফিয ইবনু হাজার সাখ্‌র ইবনু কুদামাকে "আল-ইসাবা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মান্দা বলেন : সাখ্‌র ইবনু কুদামার নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে কিনা তা বিতর্কিত বিষয়। তিনি স্পষ্ট করেননি যে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে শ্রবণ করেছেন, আর হাসান বাসরীও স্পষ্ট করেননি যে তিনি সাখ্‌র হতে শ্রবণ করেছেন। আলোচ্য হাদীসটির ব্যাপারে এটি দ্বিতীয় সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি : তার (সাখরের) ন্যায়পরায়ণতা যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে সে ব্যক্তিই মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী যে সাখ্‌র এবং হাসান বাসরীর মাঝে মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছে।

হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী খালেদ ইবনু খুদাশের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এ খালেদ সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। 'সাখ্‌র একজন তাবে'ঈ, আর হাদীসটি মুনকার।'

আমি (আলবানী) বলছি : উক্ত খালেদকে একদল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তবে তিনি যে হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন তাই সঠিক।

ইবনু শাহীনও হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন।

মোটকথা : হাদীসটির সনদের সমস্যা হচ্ছে মুরসাল হওয়া, মুরসাল হিসেবে বর্ণনাকারীর অপরিচিত হওয়া এবং হাসান বাসরী হতে আন আন করে বর্ণনাকৃত হওয়া। আর হাদীসের ভাষা নির্দ্ধিধায় বানোয়াট। কারণ, হাদীসটি বহু সহীহ্ হাদীস বিরোধী। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে "আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ...।" এ হাদীসটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ২৭০, ৪০৩) উল্লেখ করেছি। আরেকটি হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে : "আমার উম্মাত বৃষ্টির ন্যায়, যে বৃষ্টি সম্পর্কে জানা যায় না যে কল্যাণ তার প্রথমাংশে নাকি শেষাংশে।" এ হাদীসটিও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ২২৮৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٦٢. (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ).

১১৬২। তোমাদের কেউ যদি (কোন ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করে, অতঃপর (ঋণগ্রহীতা) তাকে (ঋণ প্রদানকারীকে) হাদিয়্যাহ্ দেয়, অথবা সে যদি

ঋণদাতাকে বাহনে আরোহণ করায় তাহলে সে (তার) বাহনে আরোহণ করবে না এবং কিছু গ্রহণ করবে না। তবে ঋণদাতা আর ঋণগ্রহীতার মাঝে যদি এরূপ রীতি পূর্ব থেকেই চলে এসে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

হাদীসটি দুর্বল। (যদিও তিনি হাদীসটিকে পূর্বে "মিশকাত" গ্রন্থে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছিলেন)।

হাদীসটি "ইবনু মাজাহ্" হিশাম ইবনু আম্মার সূত্রে ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ হতে, তিনি উতবাহ্ ইবনু হুমায়েদ যব্বী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী ইসহাক হুনাঈ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সুস্পষ্ট দুর্বল। কারণ শামী ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনা দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি সেই সব বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত কারণ উতবাহ্ বাসরী। তিনি সত্যবাদী তবে তার বহু সন্দেহযুক্ত বর্ণনা রয়েছে যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে হচ্ছে এই যে, উতবাহ্ ইবনু হুমায়েদ যব্বীকে ইমাম আহমাদ ও আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান তাকে "আসসিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী ইসহাককে চেনা যায় না।

বাইহাক্বীর বর্ণনায় বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী ইসহাকের স্থলে ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াযীদ হুনাঈ উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী ইসহাক কর্তৃক বর্ণনাকৃত, ইবনু ইয়াযীদ কর্তৃক নয়। আর অবগত হয়েছেন যে, ইবনু আবী ইসহাক একজন মাজহূল (পরিচয়হীন) বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে স্পষ্ট করেই তা উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে পাঁচটি ঃ

১। ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ দুর্বল।

২। উতবাহ্ ইবনু হুমায়েদ যব্বী দুর্বল।

৩। সনদের মধ্যে ইযতিরাব।

৪। ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া মাজহূল (অপরিচিত)।

৫। হাদীসটি মওকূফ।

আশ্চার্যের ব্যাপার এই যে, এতোগুলো সমস্যা থাকার পরেও ইমাম সুয়ূতী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আর আরো বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, হাদীসটিকে আযীযী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি ভাষ্যকার "আল-মুওয়াফাকাত" গ্রন্থে

(২/৩৮৪) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির সনদ উল্লেখিত কারণে দুর্বল, উপরন্তু বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ রসূল (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়াবাড়ি করে কঠোরতা করলে রসূল (সাঃ)-এর সহাবীগণ মৌখিকভাবে অথবা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হলে তিনি তাদেরকে বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কারণ হক্বের অধিকারী ব্যক্তির কথা বলার অধিকার রয়েছে। বরং তোমরা তার জন্য একটি উট খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। তারা বলল : আমরা তার জন্য তার পাওনা ছোট উটের চেয়ে বেশী বয়সের উট পাচ্ছি। এ সময় তিনি বললেন : তোমরা তার জন্য সেটিকেই খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই বেশী উত্তম যে ভালভাবে ঋণ পরিশোধ করে।" [দেখুন বুখারী (২৩০৫, ২৩০৬, ২৩৯০) ও মুসলিম (১৬০১)]।

রসূল (সাঃ) ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতাকে এরূপ বেশী প্রদানের ব্যাপারে বহু হাদীসের মধ্যে উৎসাহিত করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্-ও হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন।

কারণ ইমাম আহমাদ বলেন : শামীদের থেকে ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনার অবস্থা ভাল, তিনি মাদানী ও অন্যদের থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে। আবূ দাঊদও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইবনুল মাদীনী বলেন : তার শামী সাথীদের থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হতো। আর তিনি শামী ব্যতীত অন্য যাদের থেকে বর্ণনা করেছেন তার সে সব বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনু আদীও শামী ব্যতীত অন্যদের থেকে ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : শুধুমাত্র শামীদের থেকে তার বর্ণনা সঠিক এবং শামীদের থেকে বর্ণিত তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

হাফিয ইবনু হাজার "তাহ্যীবুত তাহযীব" গ্রন্থে বলেন : শামী ছাড়া অন্যদের থেকে তার বর্ণনাকে ইমাম নাসাঈ, আবূ আহমাদ হাকিম, বারক্বী ও সাজীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম বুখারীও একই কথা বলেছেন। যেমনটি "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৬/২২৪) এসেছে : তিনি বলেন : যদি তিনি তার দেশীদের থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তার বর্ণনা সহীহ্। আর যদি দেশী ছাড়া

অন্যদের থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১২৫) শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে তার বর্ণনা দুর্বল হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছেন।

আমরা বর্ণনা করেছি হাদীসটির সমস্যা শুধুমাত্র ইসমাঈলই নয়। বরং অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মধ্যেও সমস্যা রয়েছে। এছাড়া হাদীসটির ভাবার্থ সহীহ্ হাদীসের ভাবার্থ বিরোধী হওয়াও হাদীসটি দুর্বল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে।

অতএব হাদীসটির ব্যাপারে আমরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি তাদের সিদ্ধান্তগুলো তাকেই শক্তি যোগাচ্ছে।

١١٦٣. (اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ).

১১৬৩। চলে যাও তোমরা স্বাধীন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু ইসহাক "আস-সীরাহ্" গ্রন্থে (৪/৩১-৩২) আর তার থেকে ইমাম ত্বারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৩/১২০) কোন এক বিদ্বান হতে বর্ণনা করেছেন।

দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে উক্ত কথা বলেন।

হাফিয ইবনু কাসীর "আল-বিদায়্যাহ্ অননিহায়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/৩০০-৩০১) হাদীসটি উল্লেখ করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

এ সনদটি দুর্বল মুরসাল। কারণ ইবনু ইসহাকের শাইখের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি অপরিচিত। এছাড়া ইবনু ইসহাকের শাইখ সহাবী নন। কারণ, ইবনু ইসহাক কোন সহাবীকে পাননি। বরং তিনি তাবে'ঈ এবং তার সমসাময়িকদের থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মুরসাল অথবা মু'যাল।

١١٦٤. (أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ).

১১৬৪। তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার আত্মা যার অবস্থান তোমার দু'পাঁজরের মাঝে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি বাইহাক্বী "আয্যুহুদুল কাবীর" গ্রন্থে (২/২৯) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে গাযওয়ান হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ হতে, তিনি হানশ সারজী হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে মওকূফ হিসেবে

বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। ইবনু গাযওয়ান পরিচিত মিথ্যুক। হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি নির্লজ্জভাবে ইমাম মালেক, শুরাইক ও যিমাম ইবনু ইসমাঈল হতে বহু বিপদজনক হাদীস বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু আদী বলেন : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে তার বহু বাতিল হাদীস রয়েছে।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্‌ইয়া" গ্রন্থে (৩/৪) এর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি জালকারীদের একজন।

এছাড়া ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনা শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে দুর্বল। আর এটি তারই অন্তর্ভুক্ত। আর বর্ণনাকারী হানশের নাম হচ্ছে হুসাইন, তিনি মাতরূক।

١١٦٥. (أَنْتَ عَلَى ثَغْرَةٍ مِنْ ثُغَرِ الإِسْلاَمِ فَلاَ يُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكَ).

১১৬৫। তুমি ইসলামের বিপদসঙ্কুল পথসমূহের একটি পথে অবস্থান করছ, তোমার দিক থেকে (শত্রু কর্তৃক) সে পথের আগমন যেন না ঘটে।

এ ভাষায় হাদীসটি পাচ্ছি না। অর্থাৎ হাদীসটি ভিত্তিহীন।

কিন্তু কোন এক ভাই (আল্লাহ্ তাকে উত্তম বদলা দান করুন) আমাকে অবহিত করেন যে, হাদীসটি মারওয়াযী "আস-সুন্নাহ্" গ্রন্থে (পৃ : ৮) অযীন ইবনু আতা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মারসাদ হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেন:

(كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام ، الله الله ، لا يؤتى الإسلام من قبلك).

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি ইসলামের বিপদসঙ্কুল পথসমূহের একটি পথে অবস্থান করছে। আল্লাহ্, আল্লাহ্, ইসলামে সে বিপদ সঙ্কুল পথের আগমন যেন তোমার দিক থেকে না ঘটে।

এটির উপরোক্ত হাদীসের ভাবার্থের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু এর মাঝে দু'টি সমস্যা রয়েছে :

১। এটি মুরসাল। কারণ ইয়াযীদ ইবনু মারসাদ একজন তাবে'ঈ, তার বহু মুরসাল বর্ণনা রয়েছে যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

২। বর্ণনাকারী ওয়াযীন ইবনু আতা সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। হাফিয ইবনু

হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন : তার হেফযে ত্রুটি ছিল। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, তিনি ভুল করে হাদীসটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। মারওয়াযী পরক্ষণেই আওযাঈ ও হাসান ইবনু হাইয়্ থেকে দু'টি মওকূফ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সে দু'টোতেও দুর্বলতা রয়েছে। আল্লাহই বেশী জানেন।

তবে সহীহ্ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেছেন : "তুমি এ পাহাড়ী পথ অথবা দু'পাহাড়ের মধ্যের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার সর্বোচ্চে অবস্থান কর। তোমার দিক থেকে রাতের বেলা যেন (শত্রু কর্তৃক) আমরা ধোঁকায় না পড়ি।" [দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৩৭৮) ও "সহীহ্ আবী দাউদ" (২৫০১)]।

١١٦٦. (مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ).

১১৬৬। যে ব্যক্তি মারা গেল তার কিয়ামাত কায়েম হয়ে গেল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজু ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/৫৬) বলেন : হাদীসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল মাওতি" গ্রন্থে আনাস হতে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তার হাদীস হতে আসকারী ও দায়লামী বর্ণনা করেছেন যেমনটি নিম্নের ভাষায় "মাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে (পৃ : ৭৫, ৪২৮) বর্ণিত হয়েছে :

(إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته).

তোমাদের কেউ যখন মারা যাবে তখন তার কিয়ামাত কায়েম হয়ে যাবে।

١١٦٧. (لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ أَمْسَى كَرِيْمًا).

১১৬৭। ইবনু মাসউদ সকাল এবং সন্ধ্যা করেছে ভদ্র ব্যক্তি হিসেবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হতে, আর তিনি ইব্রাহীম ইবনু মায়সারাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার নিকট পৌঁছেছে যে, ইবনু মাসউদ (রাঃ) খেলাকে অতিক্রম করার সময় সেখানে না দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে চললে রসূল (ﷺ) তাকে লক্ষ্য করে উক্ত কথা বলেন।

তাফসীর ইবনু কাসীরের মধ্যে অনুরূপভাবে এসেছে। অতঃপর ইব্রাহীম ইবনু মায়সারাহ্ পাঠ করেন : ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ "তারা যদি কোন অযথা বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে যায় তাহলে একান্ত ভদ্রতার সাথে (সেখান থেকে) তারা সরে

যায়।" (সূরা ফুরকান : ৭২)।

অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন যেমনটি "দুররুল মানসূর" গ্রন্থে (৫/৮০/৮১) এসেছে।

এর সনদটি দুর্বল। কারণ ইব্‌রাহীম ইবনু মায়সারাহ্ একজন নির্ভরযোগ্য তাবে'ঈ। অতএব হাদীসটি মুরসাল। আর মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হচ্ছেন ত্বায়েফী, তিনি সত্যবাদী কিন্তু ভুল করতেন যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীসটিকে দু' হালীবী তাদের "মুখতাসার ইবনু কাসীর" গ্রন্থে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের দু'জনকে হেদায়াত দান করুন।

١١٦٨. (مَنْ أَسْرَجَ فِيْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ بِسِرَاجٍ ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ; مَا دَامَ فِيْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ السِّرَاجِ).

১১৬৮। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর মাসজিদসমূহের কোন এক মাসজিদকে বাতি দ্বারা আলোকিত করবে, ফেরেশতারা এবং আরশকে বহনকারীরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, যে পর্যন্ত সে মাসজিদে সে বাতির আলো থাকবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনু আবী শাইবাহ্ "কিতাবুল আর্‌শ" গ্রন্থে (১১১/১-২) আবূ ইয়াকূব কাহেলী সূত্রে মুহাজির ইবনু কাসীর আসাদী আবূ আমের হতে, তিনি হাকাম ইবনু মুসকালাহ্ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে হারিস ইবনু আবী উমামাহ্ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (পৃ ৩১) ইসহাক ইবনু বিশ্‌র সূত্রে আবূ 'আমের আসাদী মুহাজির ইবনু কাসীর হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এতে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। হাকাম ইবনু মুসকালাহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : আযদী বলেছেন : তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন : তার নিকট আজব আজব বস্তু রয়েছে। অতঃপর তিনি তার একটি বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু বিশ্‌র রয়েছেন, তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি : অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। মুহাজির ইবনু আবী কাসীর সম্পর্কে আবূ হাতিম ও আযদী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

৩। ইসহাক ইবনু বিশ্‌র হচ্ছেন আবূ ইয়াকূব কাহেলী, ইবনু আবী শায়বার সনদে তাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। একদল মুহাদ্দিসের নিকট তিনি একজন মিথ্যুক। দারাকুতনী বলেন : তিনি সে দলেরই অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীস জাল করত।

সতর্কবাণী : শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ এর সনদটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে, হাদীসটিকে "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১৯৮) উল্লেখ করে বলেছেন : আমি নাবী (ﷺ) হতে এর সনদ সম্পর্কে অবগত নই।

কিন্তু আমরা এটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি এবং তার দুরবস্থা সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছি।

١١٦٩. (مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِي السِّرَاجِ قَطْرَةٌ).

১১৬৯। যে ব্যক্তি মাসজিদে বাতি জ্বালিয়ে (মাসজিদকে) আলোকিত করবে, ফেরেশতারা তার প্রতি রহমাত কামনা করে দু'আ করতে থাকবে যে পর্যন্ত বাতিতে এক ফোঁটা (তেল) থাকবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবুল হাসান আল-হামামী "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৯/২০৬/২) মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস হতে, তিনি সিনান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে তালেব হতে, তিনি **আব্দুল্লাহ্ ইবনু আইয়ূব** হতে, তিনি **আইয়ূব ইবনু উতবাহ্** হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবুল ফাত্হ ইবনু আবিল ফাওয়ারিস বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে বর্ণিত এ হাদীসটি গারীব। আইয়ূব ইবনু উতবাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (আইয়ূব ইবনু উতবাহ্) দুর্বল, যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। কিন্তু সমস্যা তার থেকে নয়, সমস্যা হচ্ছে তার থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আইয়ূব থেকে তিনি হচ্ছেন ইবনু আবী ইলাজ মুসেলী।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি জাল করার দোষে দোষী যদিও তিনি বড় বড় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি তার চারটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাপারে বলেন : এগুলো বাতিল হাদীস। আর সেগুলোর একটির ব্যাপারে বলেন : এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা।

١١٧٠. (إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ، فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ

الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا).

১১৭০। আমার উম্মাত যখন পনেরোটি মন্দ চরিত্রের সাথে জড়িত হবে তখন তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। কারো পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হলো : হে আল্লাহ্‌র রসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন : গানীমাত যখন একটি সম্প্রদায়ের মাঝেই ঘুরপাক করবে অথবা দরিদ্রদের প্রাপ্যকে ধনী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন নিজেদের মাঝে বণ্টন করবে, রক্ষিত আমানাতকে যখন গানীমাত মনে করে নিজের সম্পদ ভেবে নেয়া হবে, যাকাত বের করাকে যখন মুশকিল মনে করা হবে, স্বামী যখন তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে আর তার মায়ের অবাধ্য হবে, তার বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করবে আর পিতার সাথে দুর্ব্যবহার করবে, মাসজিদসমূহে উঁচু আওয়াজে কথা বলা হবে, সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর লোক যখন নেতৃত্বদানকারী হবে, কোন ব্যক্তির অনিষ্টতার ভয়ে যখন তাকে সম্মান করা হবে, মদ্য পান করা হবে, রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে, নর্তকী বা গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হবে এবং এ উম্মাতের শেষের লোকেরা যখন প্রথম যুগের লোকদের অভিশাপ দিবে সে সময় তারা যেন লাল বায়ু অথবা ভূমি ধস এবং মানুষের রূপ (আকৃতি) পরিবর্তনের অপেক্ষা করে।

হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২২১০) ও খাতীব বাগদাদী (৩/১৫৮) ফারাজ ইবনু ফুজালা আশ্‌শামী সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। কোন কোন মুহাদ্দিস ফারাজ ইবনু ফুজালার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

"আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে এসেছে : বারকানী বলেন : আমি দারাকুতনীকে তার এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি বলেন : হাদীসটি বাতিল। আমি বললাম : ফারাজের কারণে? তিনি বললেন : হাঁ। আর সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ্।

"ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে : হাফিয ইরাকী এবং মুনযেরী বলেন : হাদীসটি দুর্বল ফারাজ ইবনু ফুজালা দুর্বল হওয়ার কারণে। হাফিয যাহাবী বলেন : হাদীসটি মুনকার। ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি মাকতূ' খুবই দুর্বল, এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে ফারাজ অন্য সনদে অনেক বেশী কিছু সহকারে বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে আগত হাদীসটি।

১১৭১. (من اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً : إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ ، وَأَضَاعُوا الأَمَانَةَ ، وَأَكَلُوا الرِّبَا ، وَاسْتَحَلُّوا الْكَذِبَ ، وَاسْتَخَفُّوا الدِّمَاءَ ، وَاسْتَعْلَوُا الْبِنَاءَ وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا ، وَتَقَطَّعَتِ الأَرْحَامُ ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضَعْفًا ، وَالْكَذِبُ صِدْقًا وَالْحَرِيرُ لِبَاسًا ، وَظَهَرَ الْجَوْرُ ، وَكَثُرَ الطَّلَاقُ ، وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ ، وَائْتُمِنَ الْخَائِنُ ، وَخُوِّنَ الأَمِينُ ، وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ ، وَكُذِّبَ الصَّادِقُ ، وَكَثُرَ الْقَذْفُ ، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْظًا وَالْوَلَدُ غَيْظًا ، وَفَاضَ اللِّئَامُ فَيْضًا ، وَغَاضَ الْكِرَامُ غَيْضًا ، وَكَانَ الْأُمَرَاءُ فَجَرَةً ، وَالْوُزَرَاءُ كَذَبَةً ، وَالْأُمَنَاءُ خَوَنَةً ، وَالْعُرَفَاءُ ظَلَمَةً ، وَالْقُرَّاءُ فَسَقَةً ، وَإِذَا لَبِسُوا مُسُوكَ الضَّأْنِ ، قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ ، وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ ، يُغَشِّيهِمُ اللهُ فِتْنَةً يَتَهَاوَكُونَ فِيهَا تَهَاوُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ ، وَتَظْهَرُ الصُّفْرَاءُ - يَعْنِي الدَّنَانِيرَ - وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ - يَعْنِي الدَّرَاهِمَ - وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا ، وَتَغُلُّ الأُمَرَاءُ ، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ , وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ ، وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ ، وَخُرِّبَتِ الْقُلُوبُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ ، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا ، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ وَقَدْ صَارُوا مُلُوكًا ، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ ، وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ، وَحُلِفَ بِاللهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، وَشَهِدَ الْمَرْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ، وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَطُلِبَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ ، وَاتُّخِذَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَعَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَجَفَا أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ ،وَأَطَاعَ زَوْجَتَهُ ، وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ , وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطُّرُقِ ، وَاتُّخِذَ الظُّلْمُ فَخْرًا ، وَبِيعَ الْحُكْمُ ، وَكَثُرَتِ الشُّرَطُ ، وَاتُّخِذَ الْقُرْآنُ

مَزَامِيرَ ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ صِفَاقًاوَالْمَسَاجِدُ طُرُقًا ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَلْيَتَّقُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ ، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَات).

১১৭১। কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার জন্য বাহাত্তরটি মন্দ চরিত্র রয়েছে। তোমরা যখন লোকদেরকে দেখবে তারা সলাতকে মেরে ফেলছে (ছেড়ে দিচ্ছে), আমানাতকে নষ্ট করছে, সুদ খাচ্ছে, মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে করছে, রক্ত প্রবাহিত করাকে হাল্কা মনে করছে, উঁচু উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ করছে, দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দিচ্ছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে, বিচার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে, মিথ্যাটাই সত্য হয়ে যাচ্ছে, রেশমী কাপড় দ্বারাই পোষাক বানানো হচ্ছে, অত্যাচার বেড়ে যাচ্ছে, ত্বলাক প্রদান এবং হঠাৎ মৃত্যু বেশী বেশী ঘটছে, খিয়ানাতকারীর নিকট আমানাত রাখা হচ্ছে আর সত্যিকারের আমানাত রক্ষাকারীকে খিয়ানাতকারী বানানো হচ্ছে, মিথ্যুককে সত্যবাদী আখ্যা দেয়া হচ্ছে আর সত্যবাদীকে মিথ্যুক বানানো হচ্ছে, অপবাদ প্রদান বেশী বেশী হচ্ছে, বৃষ্টি হবে গরম আর সন্তান হবে ক্রোধান্বিত, কৃপণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে আর দয়া প্রদর্শন কমে যাবে, রাষ্ট্রের প্রধানগণ হবে পাপাচারী আর মন্ত্রীগণ হবে মিথ্যাচারী, আমানত রক্ষাকারীরা হবে খিয়ানাতকারী, উপদেষ্টাগণ হবে অত্যাচারী, ক্বারীগণ হবে ফাসেক, তারা যখন মেষের চামড়া পরিধান করবে তখন তাদের অন্তরগুলো হবে মৃত দেহের চেয়েও বেশী দুর্গন্ধযুক্ত এবং তিক্ত বস্তুর চেয়েও বেশী তিক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন ফেতনা দ্বারা ছেয়ে দিবেন যার মধ্যে তারা অত্যাচারী ইয়াহূদদের অস্থিরতার ন্যায় পরস্পরে অস্থিরতায় হাবুডুবু খাবে। দীনারের প্রচলন প্রাধান্য পাবে আর দেরহাম অনুসন্ধান করা হবে। বেশী বেশী ভুল সংঘটিত হবে, রাষ্ট্রীয় নেতারা খিয়ানাত করবে। কুরআনকে অলঙ্কৃত করা হবে, মাসজিদসমূহের ছবি তোলা হবে (সৌন্দর্য মণ্ডিত হওয়ার কারণে), উঁচু উঁচু মিনারা নির্মান করা হবে। হৃদয়সমূহ মন্দ হয়ে যাবে, মদ্য পান করা হবে, হুদূদ (অপরাধীর শাস্তিকে) বাতিল করে দেয়া হবে, দাসী (মা) তার মুনিবকে জন্ম দিবে, তুমি খালি পা আর উলঙ্গ বদনে থাকা দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে দেখবে তারা দেশের রাজা-বাদশা হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করবে, পুরুষরা মহিলাদের সাদৃশ্য আর মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। শপথ পাঠ করতে বলা ব্যতীতই আল্লাহর নামে শপথ পাঠ করা হবে। পরিচিতজনকেই সালাম দেয়া হবে, দ্বীনহীন জ্ঞান অর্জন করা হবে, আখেরাতের কর্মের দ্বারা দুনিয়াকে অনুসন্ধান করা হবে। গানীমাত যখন একটি সম্প্রদায়ের মাঝেই ঘুরপাক করবে,

রক্ষিত আমানাতকে যখন গানীমাত মনে করে নিজের সম্পদ ভেবে নেয়া হবে, যাকাত বের করাকে যখন মুশকিল মনে করা হবে, সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর লোক যখন নেতৃত্বদানকারী হবে। ব্যক্তি যখন তার পিতার অবাধ্য হবে, মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করবে আর তার বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ফাসিকরা মাসজিদসমূহে উঁচু আওয়াজে কথা বলবে, নর্তকী বা গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হবে, রাস্তা-ঘাটে মদ্য পান করা হবে, অত্যাচার করাকে অহংকার হিসেবে গণ্য করা হবে, বিচারকার্য ক্রয়-বিক্রয় করা হবে, পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কুরআনকে সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হবে। পশুর চামড়াকে মুদ্রণ কাজে ব্যবহার করা হবে, মাসজিদগুলো রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং এ উম্মাতের শেষের লোকেরা যখন প্রথম যুগের লোকদের অভিশাপ দিবে সে সময় তারা যেন লাল বায়ু অথবা ভূমি ধস এবং রূপ (আকৃতি) পরিবর্তন ও বহু নিদর্শনের অপেক্ষা করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৩/৩৫৮) সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ সূত্রে ফারাজ ইবনু ফুযালাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবাইদ লাইসী হতে, তিনি হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নু'য়াইম বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আমার জানা মতে তার থেকে একমাত্র ফারাজ ইবনু ফুযালাহ্-ই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইরাকী (৩/২৯৭) বলেছেন। এ হাদীসের সনদে দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটি মুনকাতি' (অর্থাৎ সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে)।

আবূ নু'য়াইম আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে (৩/৩৫৬) বলেছেন : তিনি আবুদ দারদা (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ) প্রমুখের উদ্ধৃতিতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١١٧٢. (مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا هُوَ لله رِضًى فَأَنَا قُلْتُهُ وَبِه أُرْسِلْتُ).

১১৭২। যে ব্যক্তি আমার উদ্ধৃতিতে কোন হাদীস আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বর্ণনা করবে, আমি সে হাদীস বলেছি এবং তা দিয়েই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/৪১) বাখতারী ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি তার পিতা (ওবায়েদ) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বাখতারী তার পিতার উদ্ধৃতিতে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে আনুমানিক ২০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো মুনকার। অতঃপর তিনি তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ নু‘য়াইম আসবাহানী বলেন : তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ কথা হাকিম ও নাক্কাশও বলেছেন।

আমার নিকট এ হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ হাদীসের মধ্যে নাবী -এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বানাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কমপক্ষে তাঁর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয আখ্যা দেয়া হয়েছে যদি হাদীসের ভাবার্থ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে! সম্ভবত এ বাখতারী সেই সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা তাদের ধারণায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় রসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করাকে বৈধ মনে করতো। তারা বলতো যে, আমরা রসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছি না বরং আমরা তার জন্য মিথ্যা বলছি। যেমনটি কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এরূপ কথা বলেছেন। নিম্নে এরূপ আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٧٣. (مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا كَمَا سَمِعَ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا وَصِدْقًا فَلَكَ وَلَهُ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَعَلَى مَنْ بَدَأَه).

১১৭৩। যে ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করবে সেভাবে যেভাবে শুনেছে, সে যদি সৎ ও সত্যবাদী হয় তাহলে তোমার জন্য এবং তার জন্য, আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি বর্তাবে যে তার দ্বারা শুরু করেছিল।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭৯৬১, ৭৮৮৮) জা‘ফার ইবনুয যুবায়ের সূত্রে আবূ উমামাহ্ হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

"আল-মাজমা‘উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১৫৪) এসেছে : এর সনদে জা‘ফার ইবনুয যুবায়ের রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

অনুরূপ একটি হাদীস মিস‘আদাহ্ ইবনু সাদাকাহ্ জা‘ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা (মুহাম্মাদ) হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন :

(إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده ، فإن يكن حقا كنتم شركاءه في الأجر، وإن يكن باطلا كان وزره عليه).

যখন তোমরা হাদীস লিখবে তখন তাকে তার সনদ সহকারে লিখ। কারণ, হাদীসটি যদি সত্য হয় তাহলে তোমরা তার সাওয়াবের ব্যাপারে অংশীদার হবে, আর যদি হাদীসটি বাতিল হয় তাহলে তার গুনাহ্ তার উপরেই বর্তাবে।

হাফিয যাহাবী মিস'আদার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী এবং মানাবীও হাদীসটি বানোয়াট হওয়াকে সমর্থন করেছেন।

১১৭٤. (مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ حَدِيْثًا وَاحِدًا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَحَدٍ وَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا صِدِّيْقًا).

১১৭৪। আমার উম্মাতের জন্য যে ব্যক্তি একটি হাদীস হেফ্য করবে, একাত্তর নাবী ও সিদ্দীকের সাওয়াব তার জন্য হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি হাফিয যাহাবী "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে (৪/৩৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন : এটি বর্ণনা করা হারাম, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে কোন প্রকার সন্দেহ্ না করে এটি যে রসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে তাও উল্লেখ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির অমঙ্গল করুন যে হাদীসটিকে বানিয়েছে। এটির সনদ অন্ধকারচ্ছন্ন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনু রাযাম নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মিথ্যুক। সম্ভবত সেই হাদীসটির সমস্যা।

١١٧٥. (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ فَإِنَّمَا صُوْرَةُ الإِنْسَانِ عَلَى صُوْرَةِ وَجْهِ الرَّحْمَنِ).

১১৭৫। তোমাদের কেউ যখন মারামারি করবে সে যেন চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। কারণ মানুষের আকৃতি রহমানের চেহারার আকৃতির ন্যায়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ "কিতাবুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (পৃ : ১৮৬), আবূ বাক্র ইবনু

আবী আসেমও "কিতাবুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১/২৩০/৫২১) ও দারাকুতনী "আসসিফাত" গ্রন্থে (৬৫/৪৫) ইবনু লাহী'য়াহ্ সূত্রে আবূ ইউনুস হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদের বর্ণনাকারী ইবনু লাহী'য়াহ্ ব্যতীত সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আর তিনি দুর্বল তার হেফ্যে ত্রুটি থাকার কারণে। অনুরূপ ভাবার্থের সহীহ্ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তাতে 'রহমানের চেহারার আকৃতিতে' এ ভাষাটি নেই। এ বর্ধিত অংশটুকু মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) সেই সব সহীহ্ সূত্রগুলোতে বর্ণিত সহীহ্ ভাষার বিপরীত হওয়ার কারণে। সেগুলোর কোন কোনটি বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটি আতিয়াহ্ আওফী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তবে শেষের (فإنما صورة الانسان على صورة وجه الرحمن) **"কারণ মানুষের আকৃতি রহমানের চেহারার আকৃতির ন্যায়"** এ অংশটুকু ছাড়া। এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান শাহেদের ক্ষেত্রে। আর এর শাহেদও রয়েছে।

১১৭৬. (لاَ تُقَبِّحُوْا الْوَجْهَ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُوْرَةِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ).

১১৭৬। তোমরা চেহারাকে মন্দ হিসেবে আখ্যা দিওনা। কারণ, আদমের সন্তানকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আজুররী "আশ-শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ : ৩১৫), ইবনু খুযায়মাহ্ "আত-তাওহীদ" গ্রন্থে (পৃ : ২৭), ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২০৬/২), দারাকুতনী "কিতাবুস সিফাত" গ্রন্থে (৬৪/৪৮) ও বাইহাক্বী "আল-আসমা অসসিফাত" গ্রন্থে (পৃ : ২৯১) বিভিন্ন সূত্রে জারীর ইবনু আব্দিল হামীদ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি হাবীব ইবনু আবী সাবেত হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের সনদের বর্ণনাকারী। কিন্তু সনদটিতে চারটি সমস্যা রয়েছে। ইবনু খুযায়মাহ্ তিনটি উল্লেখ করেছেন ঃ

১। সাওরী আ'মাশের বিরোধিতা করে তার সনদে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেননি : "ইবনু উমার (রাঃ) হতে'।

২। আ'মাশ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। তিনি বলেননি যে, তিনি হাবীব ইবনু আবী সাবেত থেকে শ্রবণ করেছেন।

৩। বর্ণনাকারী হাবীব ইবনু আবী সাবেতও মুদাল্লিস। তিনি অবহিত করেননি যে

তিনি আতা থেকে শুনেছেন।

অতঃপর ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন : বর্ণনার দিক দিয়ে হাদীসটি যদি সহীহ্ হয় তাহলে এর ভাবার্থ এই যে, 'আদম সন্তানকে সেই আকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে আকৃতিতে রহমান তাকে সৃষ্টি করেছেন যখন তাকে আকৃতি দান করেন। অতঃপর তার মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।'

৪। আমি (আলবানী) বলছি : চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে জারীর ইবনু আব্দিল হামীদ। কারণ তিনি যদিও নির্ভরযোগ্য, হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, বাইহাক্বী জারীর ইবনু আব্দিল হামীদের ত্রিশটি হাদীসের ব্যাপারে তার "সুনান" গ্রন্থে বলেছেন : তাকে তার শেষ বয়সে ত্রুটিপূর্ণ হেফযের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সমস্যাকে শক্তিশালী করছে যে, তিনি একবার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (على صورته) এ ভাষায়। যেটিকে ইবনু আবী আসেম (৫১৮) বর্ণনা করেছেন আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বিভিন্ন সহীহ্ সূত্রে সহীহ্ হিসেবে এটিই সাব্যস্ত হয়েছে। এ হাদীসে জারীর (الرحمن) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

ইবনু কুতায়বাহ্-ও হাদীসটিকে "মুখতালিফুল হাদীস" গ্রন্থে (পৃ : ২৭০-২৮০) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এর পরে এ হাদীসটি সম্পর্কে অন্য কারো কোন কথাতে কোনই উপকারিতা নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হাদীসটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শাইখ আলবানী "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" গ্রন্থে ছয় পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন। আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে সেগুলো পড়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। (অনুবাদক)

١١٧٧. (إِنِّيْ كُنْتُ أَعْلَمُهَا (أَيْ سَاعَةَ الإِجَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا كَمَا أُنْسِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ).

১১৭৭। আমি সে সময়টি (অর্থাৎ জুম'আর দিবসে দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সময়টি) সম্পর্কে জানতাম। অতঃপর আমাকে সে সময়টি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যেরূপ আমাকে কদরের রাত নির্দিষ্ট করণকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু খুযায়মাহ্ (১৭৭১) ও হাকিম (১/২৭৯) ফুলায়হ্ ইবনু সুলাইমান

সূত্রে সা‘ঈদ ইবনুল হারেস হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ (ﷺ) হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্, হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ, ফুলায়হ্ যদিও বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী, তার ব্যাপারে বহু সমালোচনা রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন :

তিনি সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন। সম্ভবত তিনি এ কারণেই "ফতহুলবারী" গ্রন্থের মধ্যে (২/৩৩৩) তার সনদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, সহীহ্ আখ্যা দেননি। হাফিয ইরাকীও সহীহ্ আখ্যা দেননি। বরং তিনি বলেছেন : তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী। যেমনটি শাওকানী (৩/২০৯) উল্লেখ করেছেন। আর এরূপ কথা সহীহ্ হওয়াকে অপরিহার্য করে না। বরং এর মধ্যে সহীহ্ না হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে, অন্যথায় তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন যে, তার সনদটি সহীহ্।

তাকে ইবনু মা‘ঈন, আবূ হাতিম ও নাসাঈ প্রমুখও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সাজী বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহ্ পোষণ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ন্যায় ব্যক্তি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে তার হাদীস সহীহ্ হওয়াকে হৃদয় সমর্থন করে না। অতএব যখন তার বিরোধিতা করে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হবে তখন তা কীভাবে সমর্থনযোগ্য হবে।

১١٧٨. (فِى الإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِى الْبَزِّ صَدَقَتُهُ وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لاَ يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلاَ يُنْفِقُهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১১৭৮। উটে সাদাকা (যাকাত) রয়েছে, ছাগলে সাদাকা রয়েছে, গরুতে সাদাকা রয়েছে, কাপড় বিক্রেতার কাপড়ে সাদাকা রয়েছে। যে ব্যক্তি দীনার অথবা দেরহাম অথবা খণির স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অর্জন করে সেগুলোকে ঋণগ্রস্তের জন্য (সাহায্য হিসেবে) প্রস্তুত করবে না এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে না সেগুলো গচ্ছিত সম্পদ এগুলোর দ্বারা তাকে কিয়ামাতের দিন ছ্যাক (দাগ) দেয়া হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (পৃ : ২০৩) দা'লাজ ইবনু আহমাদ সূত্রে হিশাম ইবনু আলী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাজা হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি মূসা হতে, তিনি ইমরান ইবনু আবী আনাস হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বর্ণনাকারী মূসার কারণে দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু ওবাইদাহ্, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

হাদীসটি হাকিম "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে (১/৩৮৮, ৩/৪৬২-১৩৮২) এ সনদেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদে এ দুর্বল বর্ণনাকারীকে উহ্য করে ফেলা হয়েছে। জানিনা এ ঘটনা হাকিমের পক্ষ থেকে নাকি তার শাইখের পক্ষ থেকে ঘটেছে। এ মূসা ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ই হাদীসটির সমস্যা। কিন্তু হাকিম বাহ্যিকতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধোঁকায় পড়ে বলেছেন : সনদটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ ইমরান ইবনু আবী আনাস আর সা'ঈদ ইবনু সালামার দ্বারা ইমাম বুখারী দলীল গ্রহণ করেননি। যেমনটি "আত্তা'লীকাতুল যিয়াদ" গ্রন্থে (৩/৮৬) এসেছে। অতএব হাকিম কর্তৃক হাদীসটিকে শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আখ্যা দান সুস্পষ্ট ভুল।

হাকিমের ভুলকে আরো শক্তিশালী করছে বাইহাক্বী কর্তৃক বর্ণিত (৪/১৪৭) ভিন্ন একটি সনদ। তাতেও সা'ঈদ ইবনু সালামার শাইখ হিসেবে মূসাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

১١٧٩. (كُوْنُوْا فِي الدُّنْيَا أَضْيَافًا، وَاتَّخِذُوْا الْمَسَاجِدَ بُيُوْتًا، وَعَوِّدُوْا قُلُوْبَكُمُ الرِّقَّةَ، وَأَكْثِرُوْا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَاءَ، وَلاَ تَخْتَلِفَنَّ بِكُمُ الأَهْوَاءُ، تَبْنُوْنَ مَالاَ تَسْكُنُوْنَ، وَتَجْمَعُوْنَ مَالاَ تَأْكُلُوْنَ، وَتَأَمَّلُوْنَ مَالاَ تُدْرِكُوْنَ).

১১৭৯। তোমরা দুনিয়াতে মেহমান স্বরূপ হয়ে যাও। মসজিদগুলোকে গৃহ হিসেবে গ্রহণ করো। তোমাদের হৃদয়সমূহকে অনুগ্রহকারী হিসেবে (অথবা আল্লাহকে স্মরণ করার সময় লজ্জিত রাখতে) অভ্যস্ত করো। বেশী বেশী করে চিন্তা ফিক্র কর এবং ক্রন্দন কর। দুনিয়ার চাহিদাসমূহ তোমাদেরকে যেন (আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া থেকে) বিচ্ছিন্ন না করে। তোমরা তো তাই নির্মাণ করছ যাতে তোমরা বসবাস করবে না (বসবাস করার সুযোগ পাবে না)। তোমরা তো তাই জমা করছ যা তোমরা ভক্ষণ করবে (করার সুযোগ পাবে) না। তোমরা তো সে বস্তু নিয়ে গবেষণা করছো যাকে তোমরা জানতে পারবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আল-হিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৩৫৮) ও কাযা'ঈ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৭৩১) বাকিয়ার সূত্রে ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি মূসা ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি রসূল (ﷺ)-এর সাথী আল-হাকাম ইবনু ওমায়ের হতে,

তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সনদটিতে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। রসূল (ﷺ)-এর সাথে হাকাম ইবনু ওমায়ের এর সাক্ষাৎ ঘটেছে কি ঘটেনি তা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ঈসা ইবনু ইব্‌রাহীম বর্ণনা করেছেন আর এই ঈসা দুর্বল বর্ণনাকারী। ঈসা বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনু আবী হাবীব হতে, আর তিনি তার চাচা হাকাম হতে। এ মূসাও দুর্বল বর্ণনাকারী।

যে ব্যক্তি হাকামকে সহাবী আখ্যা দিয়েছেন হাফিয যাহাবী সে ব্যক্তির মতকে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যার প্রমাণ বহন করছে নিম্নের কারণ ঃ

২। মূসা ইবনু আবী হাবীব সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে আবূ হাতিম প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তিনি সাকেত। হাকাম ইবনু ওমায়ের থেকে তার বর্ণনা রয়েছে। এ হাকাম এমন এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে নাবী (ﷺ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি। মূসা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বড় কোন সহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি, অর্থাৎ তিনি শেষ যুগের তাবে'ঈ। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তার এ বক্তব্যকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

৩। বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু ইব্‌রাহীম 'মাতরূক'। যেমনটি হাফিয যাহাবী এবং তার পূর্বে ইমাম নাসাঈ বলেছেন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

তিনি তার কয়েকটি হাদীস এ সনদ এবং অন্যান্য সনদে উল্লেখ করে কোন কোনটি সম্পর্কে বলেন : মুনকার।

١١٨٠. (إِنَّ لِلَّهِ دِيكًا رَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، وجَنَاحُهُ فِي الْهَوَاءِ، وَبَرَاثِنُهُ فِي الأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ فِي الأسحار، وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، خَفَقَ بِجَنَاحِه، وَصَفَّقَ بِالتَّسْبِيحِ، فَتَصِيحُ الدِّيَكَةُ تُجِيبُهُ بِالتَّسْبِيحِ).

১১৮০। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের একটি মোরগ রয়েছে তার মাথা আরশের নীচে, ডানা হাওয়াতে আর তার চোঙ্গল যমীনে। রাতের শেষভাগে এবং সলাতের পরে পরে সে তার ডানা হেলাতে থাকে এবং তাসবীহ্ পাঠের দ্বারা তার ডানা ঝাপটাতে থাকে। ফলে মুরগী চীৎকার করে তাসবীর দ্বারা

মোরগের উত্তর দেয়।

এটি মারফূ' হাদীস নয় বরং মওকূফ, তা সত্ত্বেও দুর্বল।

হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মাজমা'উল কাবীর" গ্রন্থে (৭৩৯১, ৭২৫৮) বাক্‌র ইবনু আহমাদ ইবনে মুকবিল বাসরী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ মু'য়াল্লা আদামী হতে, তিনি জা'ফার ইবনু সালামাহ্‌ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ ইয়াযীদ আল-মুকরী হতে, তিনি আসেম ইবনু বাহদালা হতে, তিনি যির হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু আস্‌সাল হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে এটিকে বর্ণনা করেননি।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৩৪) ত্বাবারানীর বর্ণনায় হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এর সনদের মধ্যে আসেম ইবনু বাহ্‌দালা রয়েছেন, তিনি দুর্বল। কখনও কখনও তার হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তার হাদীস হাসান এবং তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে যখন তার হাদীসের বিপরীতে সহীহ্‌ হাদীস বর্ণিত না হবে।

কিন্তু আরেক বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ ইয়াযীদ মুকরী প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী নন। ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (২/১/২১) আর ইবনু আবী হাতিম (১/২/১৫১) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

١١٨١. (إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ : هَبْهَبُ، حَقًّا عَلَى اللهِ أَن يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ).

১১৮১। জাহান্নামের একটি উপত্যকা রয়েছে তাকে বলা হয় : হাবহাব। আল্লাহর কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তিনি তাতে প্রত্যেক একগুঁয়ে অত্যাচারী শাসককে সেখানে স্থান দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৯), ইবনু লাল তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১২৩), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/৪২০), হাকিম (৪/৫৯৬), ইবনু আসাকির (৫/৫৮/১), আবূ ই'য়ালা ও ত্বাবারানী আযহার ইবনু সিনান সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু অসে' হতে, তিনি আবূ বুরদাহ্‌ ইবনু আবী মূসা হতে ... মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম ও হাফিয যাহাবী বলেন : আযহার ইবনু সিনান এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। এ কারণেই হাকিম ও হাফিয যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দেননি। বরং হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসগুলো খুব বেশী মুনকার নয়। আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন : তিনি কিছুই না।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

আযহার ইবনু সিনান হাদীসটি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে ভুল করেছেন। সঠিক হচ্ছে হাদীসটি মওকূফ।

মুনযেরী যে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৩৯) বলেছেন : 'ত্ববারানী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ ই'য়ালা ও হাকিম বর্ণনা করে বলেছেন যে, হাদীসটির সনদটি সহীহ্' তা সঠিক নয়। অনুরূপভাবে হায়সামী (৫/১৯৭) যে বলেছেন : ত্ববারানীর সনদটি হাসান, দু'টি কারণে তা সঠিক নয় ঃ

১। সনদটি দুর্বল, হাসান নয়।

২। হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দেননি।

١١٨٢. (صِحَّةٌ يَا أُمَّ يُوْسُفَ قَالَهُ لَهَا لِمَا شَرِبَتْ بَوْلَهُ).

১১৮২। তোমার স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য হে ইউসুফের মা! (রসূল) তাকে এ কথা বলেন যখন সে তার পেশাব পান করে ফেলেছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদসীটি "আল-মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/২৩১) উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু জুরাইজ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) একটি কাঠের পিয়ালাতে পেশাব করতেন অতঃপর তা তাঁর খাটের নিচে রেখে দেয়া হতো। তিনি একদা এসে দেখলেন সে পেয়ালাতে কিছুই (পেশাব) নেই। তাই তিনি বারাকাহ্ নামের এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন যে উম্মু হাবীবার খেদমাত করত তাকে সে হাবশা থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল : পেয়ালাতে থাকা পেশাবগুলো কোথায়? সে বলল : আমি পেশাব পান করে ফেলেছি। তিনি বললেন : তোমার স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য হে ইউসুফের মা! অতঃপর সে মহিলা আর কখনও রোগাক্রান্ত হয়নি সেই রোগ ব্যতীত যে রোগে সে মারা যায়।

এ হাদীসটি আব্দুর রায্‌যাক তার "মুসান্নাফ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদও মুত্তাসিল হিসেবে ইবনু জুরায়েয সূত্রে হুকায়মাহ্ হতে, তিনি তার মা

উমাইমাহ্ বিনতু রুকাইক্বাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ দাউদ তার থেকে মুত্তাসিল হাসান সনদে “... অতঃপর তা তাঁর খাটের নিচে রেখে দেয়া হতো” এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই আমি (এ পর্যন্ত) আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসকে “সহীহ্ আবী দাউদ” গ্রন্থে (১৯) উল্লেখ করেছি।

বাইহাক্বী তার “সুনান” গ্রন্থে (৭/৬৭) মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তবে তিনি “তোমার স্বাস্থ্যের উপকারের জন্য হে ইউসুফের মা! ...” এ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অংশকে উল্লেখ করেননি।

অনুরূপভাবে হায়সামী “আল-মাজমা‘” গ্রন্থে (৮/২৭১) উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বাইহাক্বীর বাদ দেয়া অংশের পরিবর্তে “নাবী (ﷺ) বললেন : তুমি তো জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী বস্তুকে গ্রহণ করেছো” এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করে বলেছেন : ত্ববারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ গ্রন্থের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও হুকায়মাহ্ ছাড়া। আর তারা দু’জনই নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, “তোমার সাস্থের উপকারের জন্য হে ইউসুফের মা ...” এ বর্ধিত অংশ দুর্বল। এ অংশটি শায এবং মুরসাল হওয়ার কারণে।

١١٨٣. خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلِي جِبْرِيلُ آنِفًا فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبْدًا مِنْ عَبِيْدِهِ عَبَدَ اللهَ خَمْسَمِائَةَ سَنَةً عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ فِي الْبَحْرِ ، عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَلَاثِينَ ذِرَاعًا ، وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ فَرْسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَأَخْرَجَ لَهُ عَيْنًا عَذْبَةً بِعَرْضِ الْأُصْبُعِ تَبِضُّ بِمَاءٍ عَذْبٍ ، فَتَسْتَنْقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ ، وَشَجَرَةَ رُمَّانٍ تُخْرِجُ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً فَتُغَذِّيهِ يَوْمَهُ، فَإِذَا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَخَذَ تِلْكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَلَاتِهِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عِنْدَ وَقْتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا ، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ ، وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَبْعَثَهُ ، وَهُوَ سَاجِدٌ، قَالَ: فَفَعَلَ، فَنَحْنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا ، وَإِذَا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ : أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، فَيَقُولُ : رَبِّ بَلْ

بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، فَيَقُولُ : رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، فَيَقُولُ : رَبِّ بَلْ بِعَمَلِي، فَيَقُولُ اللهُ : قَايِسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ ، فَتُوجَدُ نِعْمَةُ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ خَمْسمِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْجَسَدِ فَضْلًا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ : أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّارَ، قَالَ: فَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ فَيُنَادِي : رَبِّ بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ : رُدُّوهُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ خَلَقَكَ ، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ يَا رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : كَانَ ذَلِكَ قِبَلَكَ أَوْ بِرَحْمَتِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : بَلْ بِرَحْمَتِكَ ، فَيَقُولُ : مَنْ قَوَّاكَ لِعِبَادَةِ خَمْسمِائَةِ عَامٍ ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْزَلَكَ فِي جَبَلٍ وَسَطَ اللُّجَّةِ ، وَأَخْرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنْ الْمَاءِ الْمَالِحِ ، وَأَخْرَجَ لَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً ، وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ ، وَسَأَلْتَهُ أَنْ يَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ يَا رَبِّ، قَالَ : فَذَلِكَ بِرَحْمَتِي ، وَبِرَحْمَتِي أُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ ، أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ ، فَنِعْمَ الْعَبْدُ كُنْتَ يَا عَبْدِي، فَيُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ. قَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحْمَةِ اللهِ يَا مُحَمَّدُ).

১১৮৩। এ মুহূর্তে আমার বন্ধু জীবরীল আমার নিকট থেকে বের হলেন। তিনি বললেন : হে মুহাম্মাদ! সেই সত্ত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর এক বান্দা রয়েছে যে সমুদ্রের এমন এক পাহাড়ের চূঁড়ায় পাঁচশত বছর ইবাদাত করেছে যার প্রস্থ ও দৈর্ঘ ৩০✕৩০=৯০০ হাত (গজ)। সমুদ্রটিকে প্রত্যেক দিক থেকেই চার হাজার ফারসাখ (বারো হাজার মাইল) পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একটি মিষ্টি ঝর্ণা চালু করেছেন যার প্রস্থ আংগুলের সমান। সে ঝর্ণাটা মিষ্টি পানি প্রবাহিত করছে। অতঃপর মিষ্টি পানিগুলো পাহাড়ের নিচে জমছে। আল্লাহ্ তার জন্য আঙ্গুরের একটি বৃক্ষ বের করেছেন, বৃক্ষটি তার জন্য প্রতি রাতে আঙ্গুর বের করছে। সে তাকে তার দিনের জন্য (প্রয়োজনীয়) খাদ্য প্রদান করছে। যখন সন্ধ্যা হচ্ছে তখন সে নেমে অযূর পানি গ্রহণ করছে এবং সে আঙ্গুর গ্রহণ করছে, অতঃপর ভক্ষণ করছে, এরপর সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা জানালো মৃত্যুর সময় তার

আত্মাকে যেন সাজদারত অবস্থায় কবয করা হয় এবং যমীন সহ অন্য কোন কিছুকেই যেন তাকে নষ্ট করার সুযোগ দেয়া না হয় এবং তাকে সাজদারত অবস্থাতেই যেন (কিয়ামাতের দিন) উঠানো হয়। জীবরীল বললেন : তাই করা হলো। আমরা যখন (যমীনে) অবতরণ করি এবং যখন (আকাশে) উঠে যায় তখন তার সম্পর্কে এটাই জানি যে, তাকে কিয়ামাতের দিন উঠিয়ে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর প্রতিপালক আল্লাহ্ তাকে বলবেন : আমার রহমাতের বিনিময়ে আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে বলবে : বরং আমার আমলের বিনিময়ে। অতঃপর প্রতিপালক আল্লাহ্ বলবেন : আমার রহমাতের বিনিময়ে আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! বরং আমার আমলের বিনিময়ে। অতঃপর প্রতিপালক আল্লাহ্ বলবেন : আমার রহমাতের বিনিময়ে আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! বরং আমার আমলের বিনিময়ে। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন : তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি প্রদত্ত নে'য়ামাতকে আর তার কৃত আমলকে মাপো। অতঃপর শুধুমাত্র চোখের নে'য়ামাত এরূপ পাওয়া যাবে যে পাঁচশত বছরের ইবাদাতকে ছেয়ে ফেলছে আর শরীরের অবশিষ্ট নে'য়ামাত তার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমার বান্দাকে তোমরা জাহান্নামে দাও। জীবরীল বললেন : তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। এ সময় সে ডাক দিয়ে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! তোমার রহমাতের বিনিময়ে তুমি আমাকে জান্নাত প্রদান কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে আর আল্লাহ্ বলবেন : হে আমার বান্দা! তুমি যখন কিছুই ছিলে না তখন তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আপনি। আল্লাহ্ বলবেন : তা কি তোমার পক্ষ থেকে ছিল নাকি আমার রহমাতের কারণে ছিল? আল্লাহ্ বলবেন : বরং তোমার রহমাতের কারণে ছিল। আল্লাহ্ বলবেন : তোমাকে পাঁচশত বছর ইবাদাত করার শক্তি কে প্রদান করেছিল? আল্লাহ্ বলবেন : তোমাকে পানির গভীরতার মাঝে পাহাড়ে কে তোমাকে স্থান দান করেছিল? তোমার জন্য লবণাক্ত পানির মধ্য থেকে মিঠা পানি বের করেছিল কে? তোমার জন্য প্রতি রাতে আঙ্গুর বের করত কে? অথচ তা বের করা হয় বছরে মাত্র একবার। তুমি আমার নিকট চেয়েছিলে তোমার আত্মাকে যেন সাজদারত অবস্থায় আমি কবয করি। আমি তোমার জন্য তা

করেছি? সে বলবে : তুমি হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : সে সবই তো আমার রহমাত, আমার রহমাত দ্বারাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তোমরা আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে আমার বান্দা! তুমি কতই না উত্তম বান্দা ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জীবরীল বললেন : হে মুহাম্মাদ! সব কিছুই আল্লাহর রহমাতে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি খারায়েতী "ফাযীলাতুশ শুক্র" গ্রন্থে (১৩৩-১৩৪), ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৬৫), তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৬৫-২৬৬), ইবনু কুদামা "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে ((২/৬/১-২) ও হাকিম (৪/২৫০-২৫১) সুলায়মান ইবনু হারাম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। আর ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ "শিফাউল গালীল" গ্রন্থে (পৃ : ১১৪) তার অনুসরণ করে তিনিও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তার থেকে এরূপ মন্তব্য আশ্চর্যজনক। কারণ বর্ণনাকারী সুলাইমান মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি ওকায়লীর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয যাহাবী হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন : আল্লাহর কসম সনদটি সেরূপ নয়, বর্ণনাকারী সুলায়মান নির্ভরযোগ্য নন।

তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে সুলায়মানের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, আযদী বলেন : সুলায়মানের হাদীস সহীহ্ নয়।

ওকায়লী বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত), তার হাদীস নিরাপদ নয়। এরপর হাফিয যাহাবী বলেন : এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) "তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা নাহাল : ৩২)। কিন্তু কোন ব্যক্তিকেই তার কৃত আমল আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না যেমনটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বরং সৎ আমলগুলোও আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর দয়া এবং তাঁর নে'য়ামাত।

١١٨٤. (مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّت فَلِلَّذِيْ حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِه وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِه وَمَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِله).

১১৮৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে সে যার পক্ষ থেকে হাজ্জ করল তার জন্য তার নিজের (হাজ্জকারীর) সমান সাওয়াব হবে। যে ব্যক্তি

কোন সায়েম ব্যক্তিকে ইফতার করাবে সায়েম ব্যক্তির ন্যায় তার সাওয়াব হবে, আর যে ব্যক্তি (অন্য কোন ব্যক্তিকে) কল্যাণকর কর্মের দিকে আহবান করবে তার জন্য সে কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় সাওয়াব হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি খাতীবুল বাগদাদী (১১/৩৫৩) আবূ হাজিয়্যাহ্ আলী ইবনু বাহ্রাম আত্তার সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু আবী কারীমাহ্ হতে, তিনি ইবনু জুরায়েয হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। আবূ হাজিয়্যাহ্ মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। আল-খাতীব তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

২। হাদীসটি ইবনু জুরায়েয কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত, তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

হাদীসটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশ দু'টি সহীহ্ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে হাদীসটি উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র হাজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম বাক্যটির কারণে। কারণ সেটি মুনকার ও গারীব।

١١٨٥. (ارْفَعْ إِلَى السَّمَاءِ وَسَلِ اللهَ السَّعَةَ).

১১৮৫। তুমি আকাশের দিকে উঁচু কর আর আল্লাহর নিকট প্রশস্ততার জন্য প্রার্থনা কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্বারানী (নং ৩৮৪২) আহমাদ ইবনু আম্র খাল্লাল মাক্কী হতে, তিনি ই'য়াকূব ইবনু হুমায়েদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ উমাবী হতে, তিনি আল-ইয়াসা' ইবনুল মুগীরাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি খালেদ ইবনু ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি রসূল (ﷺ)-এর নিকট তার গৃহ সংকীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ উপস্থাপন করলে তিনি তাকে উক্ত কথা বলেন।

ত্বারানী (৩৮৪৩) নম্বরেও হাদীসটিকে অন্য সনদে ... আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে; তিনি রাবী' ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আল-ইয়াসা' ইবনুল মুগীরাহ্ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদটি দুর্বল, কারণ এর সনদের বর্ণনাকারী ইবনুল মুগীরাহ্ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

অনুরূপভাবে প্রথম সূত্রে তার থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ উমাবীও তার ন্যায়।

আর দ্বিতীয় সূত্রে রাবী' ইবনু সা'ঈদ নাওফালীকে ইবনু আবী হাতিম (১/২/৪৬২) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

বর্ণনাকারী ই'য়াকূব ইবনু হুমায়েদ নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার হেফ্য শক্তিতে অল্প পরিমাণ দুর্বলতা রয়েছে। হতে পারে উভয় সূত্রে তার থেকে বর্ণিত হাদীসকে তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেননি।

হাদীসটিকে ইয়াসা' ইবনুল মুগীরাহ্ হতে মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এটিকে আবূ দাউদ "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (ফটো কপি- ক্বাফ ১/২৬) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আল-জামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৯৩/২) নিম্নের ভাষায় উল্লেখ করেছেন : "ভিতকে আসমানের দিকে উঁচু কর আর আল্লাহর নিকট প্রশস্ত তার জন্য প্রার্থনা কর।" অতঃপর সুয়ূতী বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এবং খাতীব ও ইবনু আসাকির আল-ইয়াসা' ইবনুল মুগীরাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আল-খাতীব বলেন : ইয়াসা'র ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হায়সামী হাদীসটি (১০/১৬৯) উল্লেখ করে যে বলেছেন : ত্বাবারানী হাদীসটি দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন যার একটি সূত্র হাসান। তার এ কথা বলাটা ভাল হয়নি। গুমারী "আল-ইতকান" গ্রন্থে (১২৭) তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন। অনুরূপভাবে মানাবী যে কথা বলেছেন তাও সঠিক নয়। কারণ সুয়ূতী যে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তাই সঠিক। কারণ হাফিয ইরাকীও বলেছেন : তার সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

١١٨٦. (مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ).

১১৮৬। যে ব্যক্তি মুসলিমদের ঋণ পরিশোধ করাকে অনুসন্ধান করবে এবং তা পেয়েও যাবে। অতঃপর তার ন্যায়পরায়ণতা অগ্রাধিকার পাবে তার অত্যাচারের উপর তার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যার অত্যাচার তার ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাধান্য পাবে তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৫৭৫) ও তার থেকে বাইহাক্বী (১০/৮৮) মূসা ইবনু নাজদাহ্ সূত্রে তার দাদা ইয়াযীদ ইবনু আব্দির রহমান আবূ কাসীর হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। মূসা ইবনু নাজদাহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় না (অর্থাৎ তিনি অপরিচিত)।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি মাজহূল।

١١٨٧. (خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَخَالِفُوْهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ).

১১৮৭। তোমরা মানুষের চরিত্রে চরিত্রবান হও আর তাদের কর্মের বিরোধিতা কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ : ৪৫৫-৪৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে ওয়ালীদ হতে, তিনি আবূ তাওবাহ্ রাবী' ইবনু নাফে' হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ হতে, তিনি আবুল আশ'য়াস সন'য়ানী হতে, তিনি আবূ উসমান হতে, তিনি সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ আর-রাহাবীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারী হতে তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : তার নিকট বহু মুনকার হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাফিয যাহাবীও "আল-মীযান" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : আবূ দাউদ প্রমুখ বলেন : তিনি দুর্বল। আর নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক।

কিন্তু "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াকে পাল্টিয়ে রাবী'য়াহ্ ইবনু ইয়াযীদ করে ফেলা হয়েছে এবং আবূ যার (রাঃ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আমি (আলবানী) জানিনা এরূপ ঘটেছে গ্রন্থকার নাকি বর্ণনাকারী নাকি কপি কারকের পক্ষ থেকে।

তিনি (হাকিম) বলেছেন : হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্। কিন্তু হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : ইবনু ইয়াযীদ (সঠিক হচ্ছে ইবনু রাবী'য়াহ্) থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আর নাসাঈ প্রমুখ বলেন : তিনি মাতরূক। (যদিও হাফিয যাহাবী হাকিমের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : ইবনু ইয়াযীদ। কিন্তু আসলে ইবনু ইয়াযীদ হবে না, বরং হবে ইবনু রাবী'য়াহ্, কারণ ইবনু রাবী'য়াহ্ হতেই বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেননি)।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ণনাকারীদের মধ্যে রাবী'য়াহ্ ইবনু ইয়াযীদ একজন ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ নেই, আর তিনি হচ্ছেন আবূ শু'য়াইব ইয়াদী দেমাস্কী আল-কাসীর। তিনি ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়ার উপরের স্তরের। তিনি একাধিক সহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে একদল তাবে'ঈ এবং তাবে'ঈ ব্যতীত অন্যরাও বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে আলোচ্য ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াও রয়েছেন যেমনটি "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে। তিনি (রাবী'য়াহ্ ইবনু ইয়াযীদ) ১২৩ হিজরীতে মারা গেছেন, তিনি (ইবনু রাবী'য়াহ্) রাবী'য়াহ্ ইবনু ইয়াযীদের স্তরেরও নন। অতএব কিভাবে তার থেকে আবূ তাওবাহ্ রাবী' ইবনু নাফে' বর্ণনাকারী হতে পারেন যিনি মারা গেছেন ২৪১ হিজরীতে। কারণ উভয়ের মৃত্যুর সময়ের পার্থক্য আশি বছরের।

এ কারণে "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে যে পরিবর্তন করে রাবী'য়াহ্ ইবনু ইয়াযীদ বলা হয়েছে তা ভুল হওয়ার ব্যাপারে আমি কোন সন্দেহ্ পোষণ করছি না।

আমি (আলবানী) এ ভুলটি যে হাকিম কর্তৃকই ঘটেছে এটাকে দূরবর্তী মনে করছি না। কারণ তার কিতাবের মধ্যে বহু সন্দেহ্যুক্ত বর্ণনা রয়েছে। যেগুলোর ব্যাপারে হাদীস ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অবগত রয়েছেন। কেউ কেউ তার পক্ষ থেকে এরূপ ওযর পেশ করেছেন যে, তিনি তার কিতাবকে পুনরায় দেখার পূর্বেই মারা যান এ কারণেই ভুলগুলো রয়ে গেছে। আল্লাহই বেশী জানেন।

অতএব আলোচ্য ভাষায় হাদীসটি উক্ত বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল।

١١٨٨. (الْخِلاَفَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمَلِكُ بِالشَّامِ).

১১৮৮। খেলাফাত হচ্ছে মদীনায় আর বাদশাহী হচ্ছে শাম দেশে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (২/২/১৬), হাকিম (৩/৭২) ও বাইহাক্বী "আদ-দালাইল" গ্রন্থে (৬/৪৪৭) হুশাইম হতে, তিনি আল-আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটি সহীহ্।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : আমি বলছি : সুলাইমান ও তার পিতা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত)।

তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : সুলাইমানকে চেনা যায় না।

ইবনু কুদামার "আল-মুন্তাখাব" গ্রন্থে (১০/২০৬/১) এসেছে : মাহনা বলেন :

আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈনকে সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যার থেকে আল-আওয়াম ইবনু হাওশাব আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তিনি এ হাদীসটিও উল্লেখ করেন)। তিনি উত্তরে বলেন : আমি এ সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমানকে চিনি না। আমাকে ইমাম আহমাদ বলেছেন : আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ)-এর সাথীগণ **পরিচিত,** তাদের মধ্যে এ সুলাইমান নেই।

১১৮৯. (جَزَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَنْكَبُوْتَ عَنَّا خَيْرًا فَإِنَّهَا نَسَجَتْ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فِي الْغَارِ حَتَّى لَمْ يَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ وَلَمْ يَصِلُوْا إِلَيْنَا).

১১৮৯। আল্লাহ্ তা'আলা মাকড়সাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। কারণ, হে আবূ বাক্র! সে গর্তে (গর্তের মুখে) আমার ও তোমার উপরে জাল বুনেছি। ফলে মুশরিকরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি এবং আমাদের নিকট পৌঁছতেও পারেনি।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক বর্ণনাকারী তার শাইখ থেকে হাদীসটি শুনে বলেন : আমি মাকড়সাকে ভালবাসি যখন থেকে হাদীসটি আমার শাইখ থেকে শুনেছি ।

তাই আমি (আলবানী) বলছি : আমি মাকড়সাকে ভালবাসি না, আবার অপছন্দও করি না রসূল (ﷺ) হতে উপরোক্ত হাদীসটি সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে। বরং হাদীসটি যদি বানোয়াট নাও হয় তবুও হাদীসটি মুনকার। যদিও ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে চুপ থেকেছেন।

কারণ, হাদীসটির এক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু মূসা সুলামীর জীবনী আলোচনা করে খাতীব বাগদাদী (১০/১৪৮-১৪৯) বলেন : তার বর্ণনাগুলোর মধ্যে গারীব, মুনকার ও আজব ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

অতঃপর তিনি আবূ সা'দ ইদরীসী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তার শ্রবণ সঠিকই ছিল কিন্তু তিনি মাজহূল (অপরিচিত) এবং সূফীদের থেকে লিখেছেন। তিনি আরো বলেন : তার সম্পর্কে আবূ আব্দিল্লাহ্ ইবনু মান্দা মন্দ মন্তব্য করেছেন।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি এমন হাদীস বর্ণনা করেছেন যার ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটিকে খাতীব বাগদাদী (৩/৯৮-৯৯) উল্লেখ করেছেন।

তার শাইখ ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনি তার

অপরিচিত (মাজহূল) শাইখদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দিকে খাতীব বাগদাদী ইঙ্গিত করেছেন।

তার নিচের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একটি দল রয়েছে আমি তাদেরকে চিনি না।

জেনে রাখুন! গর্তের মাকড়সা এবং দু'টি কবুতর সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই সহীহ্ নয়। যদিও নাবী (ﷺ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন বই ও বক্তব্যের মাঝে বেশী বেশী করে তা বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

١١٩٠. (حُبُّ قُرَيْشٍ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي).

১১৯০। কুরাইশদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরী। আরবদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরী। যে ব্যক্তি আরবদেরকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল আর যে ব্যক্তি আরবদেরকে ঘৃণা করল সে আমাকে ঘৃণা করল।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৫১) ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২৩০৬) মা'কাল ইবনু মালেক হতে, তিনি হুশাইম ইবনু জাম্মায হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : সাবেত থেকে হুশাইম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

ওকায়লী বলেন : তার হাদীস নিরাপদ নয়। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি দুর্বল।

ইমাম নাসাঈ "আয্‌যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে (৩০) বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০২৩) বলেন : হাদীসটি বায্‌যার [অন্যত্র (১০/৫৩) বলেন : ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে] বর্ণনা করেছেন। এর সনদে বর্ণনাকারী হুশাইম ইবনু জাম্মায রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

হাকিম তার থেকে নিম্নলিখিত ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করে (৪/৮৭) বলেন ঃ

"আরবদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত আর তাদেরকে ঘৃণা করা মুনাফেকী।" হাদীসটির সনদ সহীহ্।

তার এ কথার প্রতিবাদ করে হাফিয যাহাবী বলেন : হুশাইম মাতরূক আর মা'কাল দুর্বল।

হাফিয ইরাকী "আল-কুর্‌ব" গ্রন্থে বলেন : তবে ত্ববারানীর "আল-মু'জামুল

কাবীর" গ্রন্থে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে তার শাহেদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি **দুর্বল**। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষীমূলক হাদীসের ক্ষেত্রে তা কোন প্রভাব ফেলবে না বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে। এ ছাড়া তার সাক্ষ্য প্রদানমূলক বর্ণনাটা পূর্ণাঙ্গ নয় বরং অসম্পূর্ণ।

١١٩١. (لاَ يُبْغِضُ الْعَرَبَ مُؤْمِنٌ ، وَ لاَ يُحِبُّ ثَقِيْفًا إِلاَّ مُؤْمِنٌ).

১১৯১। আরবদেরকে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপছন্দ করতে পারে না। আর সাকীফ গোত্রের লোকদেরকে শুধুমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই ভালবাসে।

হাদীসটি দুর্বল।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/৫৩) মারফূ' হিসেবে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পরে বলেন ঃ

হাদীসটি ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদের মধ্যে সাহ্ল ইবনু আমের নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : দ্বিতীয় অংশটি ইমাম ত্ববারানী (১২৩৩৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদের মধ্যে নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন তিনি দুর্বল।

আর হাদীসটির প্রথম অংশটুকুর শাহেদ (সাক্ষীমূলক বর্ণনা) রয়েছে, কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল।

١١٩٢. (لاَ يُبْغِضُ الْعَرَبَ إِلاَّ مُنَافِقٌ).

১১৯২। আরবদেরকে একমাত্র মুনাফিকরাই অপছন্দ করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু জাবীরাহ্ হতে, তিনি দাঊদ ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী রাফে' হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) বলেন : যায়েদ ইবনু হুবাইরার অধিকাংশ হাদীসের কেউ অনুসরণ করেনি।

আমি (আলবানী) বলছি : "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি মাতরূক।

হাদীসটি "যাওয়াইদুল মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৮১) এ সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন : 'আলী (রাঃ) হতে।

١١٩٣. (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَ هُوَ

أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِيْ غَيْرِهَا).

১১৯৩। আরাফার দিবসটি যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে সে দিনটিই সর্বোত্তম। সে দিনের হাজ্জ অন্যান্য দিনের সত্তরটি হাজ্জের চেয়েও বেশী উত্তম।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সাখাবী "আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ- ২/১০৫) বলেন :

হাদীসটিকে রাযীন তার "আল-জামে'" গ্রন্থে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটিকে বর্ণনাকারী সহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। এ কথাও বলেননি যে কে বর্ণনা করেছেন।

১১৯৪. (جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَلَقَّنَنِيْ لُغَةَ أَبِيْ إِسْمَاعِيْلَ).

১১৯৪। জীবরীল আমার নিকট এসে আমার পিতা ইসমা'ঈলের ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১১৭) আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনিল হাজ্জাজ আল-জারওয়াআনী সূত্রে আম্র ইবনু আলী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হে আল্লাহর নাবী! আপনি কিভাবে আমাদের চেয়ে বেশী বিশুদ্ধভাষী? নাবী (ﷺ) এ সময় উক্ত কথা বলেন।

উক্ত বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। এটি সে মুনকার হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : তার আরেকটি মুনকার হাদীস সামনে আলোচিত হবে।

১১৯৫. (حَامِلُ الْقُرْآنِ مُوَقًّى).

১১৯৫। কুরআন বহনকারী রক্ষিত থাকবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ হাফ্স কাতানী তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১৩৪) ও আল-মুখলেস "আল-ফাওয়াইদুল মুন্তাকাত" গ্রন্থে (৮/১০/১) আবূ হাফ্স হতে, তিনি শামী এক শাইখ হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। এ শামী শাইখ অপরিচিত।

২। মাকহূল আর উসমান (ﷺ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা।

ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দায়লামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেন : হাদীসটি উসমান (ﷺ) হতে দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ আল-মাকহূলী রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তার সম্পর্কে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : প্রথম সূত্রে যে শামী শাইখের কথা বলা হয়েছে সম্ভবত তিনিই এই মাকহূলী।

অতঃপর আমি "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে দেখলাম হাদীসটিকে একটি সূত্রেই বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পৃষ্ঠা নং ৮৯ তে বর্ণনাকারী সূরাহ্ ইবনুল হাকাম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ (মাকহূলী) হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী এ সূরাহ্ মাজহূলুল হালের পর্যায়ভুক্ত।

ইবনু আবী হাতিম (২/১/৩২৭) ও খাতীব বাগদাদী "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৯/২২৭) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি।

١١٩٦. (جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ).

১১৯৬। মাগরিবের সলাতের আযান ও ইকামাতের মধ্যে মুয়াযযিন কর্তৃক বসাটা সুন্নাত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (নং ২২৬৫) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনিল খায্‌র বায্‌যায সূত্রে ইসহাক ইবনু আব্দিল্লাহ্ আবূ ই'য়াকূব আল-বূকী হতে, তিনি হুশাইম হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। হুশাইম কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ার কারণে। তিনি ব্যাপকভাবে তাদলীস করতেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি আন আন করে বর্ণনা করেছেন।

২। আবূ ই'য়াকূব আল-বূকীকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মালেক ও হুশাইম হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মান্দা বলেন : তার

কতিপয় মুনকার হাদীস রয়েছে।

١١٩٧. (خَيْرُ نِسَاءِ أُمَّتِيْ أَصْبَحُهُنَّ وَجْهًا وَأَقَلُّهُنَّ مُهُوْرًا).

১১৯৭। আমার উম্মাতের সর্বোত্তম নারী হচ্ছে বেশী উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট নারী এবং তাদের মধ্যে অল্প মোহর গ্রহণকারী।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/৯৭) এবং তার উদ্ধৃতিতে ইবনু আসাকির (১/৬৪/৫) হুসাইন ইবনুল মুবারাক ত্ববারানী হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটির ভাষা মুনকার। কারণ ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হিজাজ এবং ইরাকের হাদীসের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ... এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে হুসাইন ইবনুল মুবারাক, ইসমাঈল নয়। হুসাইনের হাদীসগুলো মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী ইবনু আদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুসাইন সম্পর্কে বলেন : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। কিন্তু এ কথাটা ইবনু আদীর "আল-কামেল" গ্রন্থে তার জীবনীতে পাচ্ছি না। (আল্লাহই বেশী জানেন)। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি, সেগুলোর একটি।

١١٩٨. (جِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ ذِيْ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ أَوَّلَ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا مِنَ الرُّوْمِ أُعْطِيَ مَلِكًا فَسَارَ حَتَّى أَتَى سَاحِلَ أَرْضَ مِصْرَ فَابْتَنَّى مَدِيْنَةً يُقَالُ لَهَا الإِسْكَنْدَرِيَةَ . الحديث بطوله).

১১৯৮। তোমরা এসে আমাকে যুল কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো, তার প্রাথমিক অবস্থা এই যে, তিনি ছিলেন একজন রোমান যুবক, তাকে বাদশাহী দান করা হয়েছিল। তিনি পথ চলা শুরু করে মিসরের এক সমূদ্র পাড়ে এসে পৌঁছেন। অতঃপর তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন যাকে ইস্কান্দারিয়া বলা হয়। আল-হাদীস।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার ইবনে হাফ্স ইবনে আসেম হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'য়াম হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মাসঊদ

হতে, তিনি কিন্দাহ্ গোত্রের দু’ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদটি দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার এবং আব্দুর রহমান উভয়েই দুর্বল। আর সা‘ঈদ ইবনু মাস‘উদকে আমি চিনি না।

১১৯৯. (خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ).

১১৯৯। তোমাদের সর্বোত্তম সিরকা তোমাদের মদের সিরকা।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি বাইহাক্বী ‘‘আল-মা’রেফা’’ গ্রন্থে মুগীরাহ্ ইবনু যিয়াদের হাদীস হতে, তিনি আবূয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (বাইহাক্বী) বলেছেন : মুগীরাহ্ শক্তিশালী নন।

‘‘আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্’’ গ্রন্থে (নং ৪৫৬) এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের মধ্যে অন্য একটি সমস্যা রয়েছে আর তা হচ্ছে আবুয যুবায়ের কর্তৃক আন আন করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ ‘‘আল-ফাতাওয়া’’ গ্রন্থে (১/৭১) বলেন : এ কথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেননি। যিনি তাঁর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন তিনি ভুল করেছেন। তবে কথাটা সঠিক। কারণ মদের সিরকাতে পানি থাকে না। অনুরূপভাবে যে মদ পানি ছাড়াই আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হয় সেটিও মদের সিরকার ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যে বলেছেন : ‘কথাটি সঠিক’, আমার নিকট তার একথা একেবারেই সঠিক নয়। কারণ এ হাদীসের বাহ্যিকতা মদকে (বৈধ) পানীয় হিসেবে এবং তাকে সিরকাতে রূপান্তরিত করাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কারণ হাদীসের ভাষায় যে বলা হয়েছে ‘তোমাদের মদ’ এর দ্বারা মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরূপ কথা হতে পারে না (অগ্রহণযোগ্য) এবং এরূপ কথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রকাশিত হতে পারে না। [কারণ হারাম বস্তু আবার কিভাবে মুসলিমদের হতে পারে]।

বরং মদ থেকে সিরকা তৈরি করা সম্পর্কে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেন : না (করা যাবে না)। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৯৮৩), তিরমিযী (১২৯৪) ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : কতিপয় ইয়াতীম যখন উত্তরাধিকার সূত্রে মদের মালিক হলো তখন এ মদ সম্পর্কে আবূ ত্বলহা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে

তিনি উত্তরে বলেন : মদগুলো ফেলে দাও। আবূ ত্বলহা বললেন : সেগুলোকে কি সিরকা বানিয়ে ফেলব না? তিনি বললেন : না। [দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ (৩৬৭৫) ও আহমাদ (১১৭৭৯)]।

অতএব সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কোন অবস্থাতেই মদকে সিরকা বানানো জায়েয হবে না। কারণ, আলোচ্য হাদীসটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী।

۱۲۰۰. (الْجَفَاءُ وَالْبَغِيُّ بِالشَّامِ).

১২০০। কৃপণতা এবং পেশাদার বেশ্যা শাম দেশে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/২৫) এবং তার উদ্ধৃতিতে ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৩১২) ফায্ল ইবনুল মুখতার হতে, তিনি আবান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবান ইবনু আবী আইয়্যাশ সুস্পষ্ট দুর্বল বর্ণনাকারী। আশা করি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন না, তবে তার নিকট সন্দেহযুক্ত হয়ে যেত এবং তিনি ভুল করতেন। তিনি সত্যবাদিতার চেয়ে দুর্বলতার বেশী নিকটবর্তী।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাতরূক, তাকে শু'বা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর ফায্ল ইবনুল মুখতার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাইলুল আহাদীসিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ : ৮৭) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়। আবান মাতরূকুল হাদীস। আর ফায্ল ইবনুল মুখতার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি বহু বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি তার "কিতাবুল মওযূ'য়াত" গ্রন্থে স্থান পাওয়ারই বেশী উপযোগী।

۱۲۰۱. (حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا وَزِنُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنُوْا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَنْ تُحَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ، وَتَزَيَّنُوْا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾).

১২০১। তোমাদেরকে হিসেবের সম্মুখীন করার পূর্বেই নিজেদের হিসাব নিজেরাই কর। তোমাদেরকে ওযন করার পূর্বেই তোমরা নিজেদেরকে ওযন

কর। কারণ, আজ তোমাদের নিজেদের হিসাব নিজেরাই করে নেয়া আগামী কাল হিসেবের সম্মুখীন হওয়া থেকে তোমাদের জন্য বেশী সহজ। আর তোমরা বড় দিনে (কিয়ামাত দিবসে) উপস্থাপিত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে সৌন্দর্য মণ্ডিত কর। " সেদিন তোমাদের (আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই তোমাদের গোপন থাকবে না" (সূরা হাক্কাহ্ : ১৮)।

এটি মওকূফ হাদীস।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "তারীখু উমার ইবনুল খাত্তাব" গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬-১৭৭) মু'য়াল্লাক হিসেবে সাবেত ইবনু হাজ্জাজ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : উমার (রাঃ) বলেন : ...।

আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাতুল আওলিয়্যা" গ্রন্থে (১/৫২) জা'ফার ইবনু বারক্বান সূত্রে সাবেত ইবনু হাজ্জাজ হতে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি ভালো যদি সাবেত উমার (রাঃ) হতে শুনে থাকেন তাহলে। কারণ, তার অবস্থাটা মু'য়াল্লাক মুনকাতি'। কারণ হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে কোন কোন সহাবী হতে সাবেতের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে উমার নেই। বরং বুখারী এবং ইবনু আবী হাতিম তার বর্ণনা কোন কোন তাবে'ঈ থেকেই উল্লেখ করেছেন। এ কারণে ইবনু হিব্বান তাকে তার "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে (৬/১২৭) তাবে' তাবে'ঈদের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি একদল তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১/৫৮/১৩) অন্য সূত্রে মালেক ইবনু মুগূল হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমার নিকট পৌঁছেছে যে, উমার (রাঃ) হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর প্রথম অংশটি হাকিম আত-তিরমিযী "কিতাবুল আকইয়াস অল-মুগতাররীন" গ্রন্থে (৩১) উমার (রাঃ) হতে কোন সনদ ছাড়াই মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٢. (كَانَ يَأْكُلُ بِكَفِّهِ كُلِّهَا).

১২০২। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ হাতের তালু দিয়ে (অর্থাৎ সব আঙ্গুল ব্যবহার করে) ভক্ষণ করতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪/৯০) ও ইবনুল জাওযী "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/৩৫-৩৬) ইব্‌রাহীম ইবনু সা'দ হতে, তিনি ইবনু আখী ইবনে শিহাব হতে, তিনি তার স্ত্রী উম্মুল হাজ্জাজ বিনতু মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেন : ... ।

হাদীসটি ওকায়লী ইবনু আখী যুহ্রীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মুসলিম। তাকে কেউ কেউ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এরপর ওকায়লী বলেন : তার অনুরূপ অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত এই যে, তিনি দুর্বল নন, বরং তিনি সত্যবাদী নেককার যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তার দ্বারা দলীল গ্রহণও করেছেন। আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উম্মুল হাজ্জাজ, কারণ তাকে আমি চিনি না। আর তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হচ্ছেন ইমাম যুহরী, তিনিই তার মেয়ের স্বামীর চাচা। তিনি ছোট তাবে'ঈ। অর্থাৎ উম্মু হাজ্জাজের সাথে তার চাচাতো ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল।

কিন্তু ইবনুল জাওযী তাকে চিনতে না পেরে বলেছেন : হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর প্রতি বানানো হয়েছে। সে মহিলা মাজহূল আর তার পিতাও অপরিচিত। আর সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, রসূল (ﷺ) তিন আঙ্গুল দ্বারা খেতেন।

এ বানোয়াট হাদীসটির মূল হচ্ছে কোন কোন আরব দেশের লোকদের অভ্যাস। তারা চাল বা অনুরূপ কোন কিছু ভক্ষণ করত সম্পূর্ণ হাত (অর্থাৎ সব আঙ্গুল) ব্যবহার করে। এ অভ্যাসের দ্বারা তারা সহীহ্ সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে সেটি হচ্ছে "তিন আঙ্গুল দিয়ে ভক্ষণ করা" আর সহীহ্ সুন্নাহ্ বিরোধী বানোয়াট হাদীসের উপর আমল করেছে!

আজব ব্যাপার এই যে, তাদের কেউ কেউ চামচ দ্বারা খাওয়াকে অপরাধ মনে করেছে এ ধারণায় যে, চামচ ব্যবহার করা সুন্নাত বিরোধী! অথচ এটি অভ্যাসগত ব্যাপার, ইবাদাতগত বিষয় নয়। যেমন গাড়ী, বিমান বা নবাবিস্কৃত অনুরূপ কিছুতে ভ্রমণ করা। অথচ তারা এটা ভুলেই গেছে যে, তারা যখন সম্পূর্ণ হাত দ্বারা (অর্থাৎ সব আঙ্গুল ব্যবহার করে) ভক্ষণ করছে তখন নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করেই তা করছে।

١٢٠٣. (الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى خَمْسِيْنَ رَجُلاً ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ دُوْنَ الْخَمْسِيْنَ جُمْعَةٌ).

১২০৩। পঞ্চাশ ব্যক্তি হলে তাদের উপর জুম'আর সলাত ওয়াজিব। পঞ্চাশ ব্যক্তির কম হলে তাদের উপর জুম'আহ্ নেই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ৭৯৫২), ইবনু আদী (২/৫৩) ও দারাকুতনী (১৬৪) জা'ফার ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন : এ জা'ফারের অধিকাংশ হাদীসের অনুসরণ করা যায় না। তার হাদীস সুস্পষ্ট দুর্বল।

দারাকুতনী বলেন : জা'ফার মাতরূক।

মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে বলেন : হাফিয যাহাবী "আল-মুহায্যাব" গ্রন্থে বলেন : তার হাদীস খুবই দুর্বল। হায়সামী বলেন : এ হাদীসের সনদে কাসেমের সাথী জা'ফার ইবনুয যুবায়ের নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : জা'ফার ইবনুয যুবায়ের মাতরূক।

এ বানোয়াট হাদীসের বিপরীতমুখী একটি হাদীস নিম্নে আলোচিত হয়েছে। সেটিও বানোয়াট অথবা এর চেয়েও নিকৃষ্ট। উভয় হাদীসই সেই সব হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে ইমাম সুয়ূতী তার "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে বিতর্কিত (দূষিত) করেছেন। তার গ্রন্থে উল্লেখিত এরূপ বহু হাদীস সম্পর্কে পূর্বে সতর্ক করা হয়েছে।

١٢٠٤. (الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيْهَا إِمَامٌ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا إِلاَّ أَرْبَعَةً حَتَّى ذَكَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً).

১২০৪। সেই সব গ্রামে জুম'আর সলাত আদায় করা ওয়াজিব যেখানে ইমাম রয়েছে, যদিও তারা সংখ্যায় চারজন হয়, এমনকি তিন জনের কথাও রসূল (ﷺ) উল্লেখ করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/৬৫) মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সা'ঈদ আত-তুজায়বী হতে, তিনি হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে সা'ঈদ হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি উম্মু আব্দিল্লাহ্ দাওসিয়্যাহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : হাকামের হাদীসগুলো সবগুলোই বানোয়াট। সেগুলোর মধ্য থেকে যেটির ভাষা প্রসিদ্ধ এ সনদে সেটি বাতিল। আমি তার যে হাদীস কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ও যুহ্রী প্রমুখ হতে লিখিয়েছি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ সে সবগুলোর অনুসরণ করেননি।

তার সূত্রেই ইবনু মান্দা "আল-মা'রেফাহ্" গ্রন্থে (২/৩৫৮/২) ও দারাকুতনী (১৬৫, ১৬৬) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : দাওসিয়্যাহ্ হতে যুহ্রীর শ্রবণ সাব্যস্ত

হওয়াটা সঠিক নয় আর এ হাকাম মাতরূক।

তিনি অন্যত্র বলেন : এ হাদীসটি যুহ্‌রী হতে সহীহ্ নয়। যে ব্যক্তিই হাদীসটি তার থেকে বর্ণনা করেছেন তিনিই মাতরূক।

ফায়েদা : জুম‘আর সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কতজন মুসল্লী উপস্থিত থাকা শর্তযুক্ত এ মর্মে বহু মতভেদ করা হয়েছে। এমনকি পনেরো ধরনের মতামত প্রদান করা হয়েছে। ইমাম শাওকানী "আস-সাইলুল জারার" গ্রন্থে (১/২৯৮) বলেন :

এ সম্পর্কে এমন কোন সহীহ্ দলীল সাব্যস্ত হয়নি যে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সে ব্যক্তির মতটিই সঠিক যিনি বলেছেন যে, জুম‘আর সলাত ততজনেই কায়েম করা যাবে যতজনে অন্যান্য সলাতের জামা‘আত কায়েম করা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : ইনশাআল্লাহ্ এ মতটিই সঠিক।

١٢٠٥. (أَخُوْكَ الْبِكْرِيُّ وَ لاَ تَأْمَنْهُ).

১২০৫। তোমার নিজের ভাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাক (অপর কেউ তো দূরের কথা), তার থেকেও তুমি নিরাপদ নও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৪/১/৩৯), আবূ দাউদ (৪৮৬১), আহমাদ (৫/২৮৯) ও ইবনু সা‘দ (৪/২৯৬) ইবনু ইসহাক হতে, তিনি ঈসা ইবনু মা‘মার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র ইবনিল ফাগওয়া খুযা‘ঈ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন ...।

দীর্ঘ এক হাদীসের মধ্যে রসূল (ﷺ) আম্‌র ইবনু ফাগওয়া আল-খুযা‘ঈকে সম্বোধন করে উক্ত কথা বলেছিলেন, সেই সময়ে যখন তাকে তিনি তার আরেক সাথীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় আবূ সুফইয়ানের নিকট কিছু সম্পদ কুরাইশদের মাঝে বণ্টনের জন্য পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদটি দু’টি কারণে দুর্বল ঃ

১। সনদে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র ইবনিল ফাগওয়াকে চেনা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার অবস্থা অস্পষ্ট।

২। হাদীসটি ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত। আর তিনি মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি ইমাম বুখারীর বর্ণনায় স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন।

যার একটি শাহেদ রয়েছে। কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল, যা হাদীসটিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম নয়। কারণ সে শাহেদটিতে যায়েদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, আর তিনি আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন।

এ শাহেদটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩৯২৭), ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৩৮) ও ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৪, ১/১৪৭) বর্ণনা করে বলেছেন :

হাদীসটি এ সনদে মুনকার। ত্ববারানী বলেন : উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সমস্যা হচ্ছে যায়েদ ইবনু আব্দির রহমান। ওকায়লী বলেন : তার মুতাবা'য়াত (অনুসরণ) করা হয়নি। তাকে একমাত্র এ হাদীস দ্বারাই চেনা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : তার পিতা আব্দুর রহমান খুবই দুর্বল। প্রথম খণ্ডে ২৫ নম্বর হাদীসের আলোচনার মধ্যে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর ওকায়লী ও ইবনু আদী ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

তার নিকট এর অর্থ হচ্ছে তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

١٢٠٦. (حُبُّ عَلِيٍّ يَأْكُلُ الذُّنُوْبَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ).

১২০৬। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মুহাব্বাত গুনাহ্গুলোকে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন খড়গুলোকে খেয়ে ফেলে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির (৪/২১৪/২, ১২/১২১/২) ও খাতীব বাগদাদী (৪/১৯৪) আহমাদ ইবনু শাবওয়াইহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ অসেতী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

খাতীব বাগদাদী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু সালামার পরের বর্ণনাকারীগণ পরিচিত নির্ভরযোগ্য আর হাদীসটি বাতিল ...।

"আল-লিসান" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু সালামার জীবনীর মধ্যে এসেছে, তিনি হচ্ছেন দুর্বল। আর তার থেকে বর্ণনাকারী আহমাদ শাবওয়াইহ্ মাজহূল

(অপরিচিত)। সমস্যা তাদের দু'জনের একজন থেকে।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে (১/৩৭০) খাতীব বাগদাদীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করে হাদীসটি সম্পর্কে তার কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। আর সুয়ূতী (বানোয়াট হিসেবে) তাকে আরো শক্তিশালী করেছেন।

١٢٠٧. (جَرِيْرٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ . قَالَهَا ثَلاَثًا).

১২০৭। জারীর আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত সে ভেতরের বাহির অংশ। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী (২২১১) সুলাইমান ইবনু ইব্রাহীম ইবনে জারীর হতে, তিনি আবান ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল-বাজালী হতে, তিনি আবূ বাক্র ইবনে হাফ্স হতে, তিনি আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আদী (২/২৫) বর্ণনা করে বলেছেন : আবানের কোন মুনকার হাদীস পায়নি, আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাল, তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর তিনি তার এ হাদীসটিকে অস্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু ইব্রাহীম ইবনে জারীর, হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার (সুলাইমান) সম্পর্কে বলেন : তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

١٢٠٨. (حَسَّانُ حِجَازٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ لاَيُحِبُّهُ مُنَافِقٌ وَلاَ يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ).

১২০৮। হাস্সান মু'মিন এবং মুনাফিকদের মাঝে ব্যবধান তৈরিকারী। তাকে কোন মুনাফিক ভালবাসে না আর কোন মু'মিন তাকে অপছন্দ করে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৪/১৮৫/১) মুহাম্মাদ ইবনু উমার ওয়াকেদী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী যায়েদ আনসারী হতে, তিনি সেই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে যাম'য়াহ্ আসাদী হতে শুনেছেন, তিনি হামযাহ্ ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে উমার হতে, তিনি

আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে **বর্ণনা করেছেন**।

আমি (আলবানী) বলছি : **ওয়াকেদী মিথ্যুক**। কিন্তু ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৪৯) ও **ইবনু আসাকির** অন্য সূত্রে আবূ সুমামাহ্ হতে, তিনি **উমার** ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতার সূত্রে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ উমার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : আসলে তিনি কে জানা যায় না। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : ওকায়লী বলেন : হাদীসটি নিরাপদ নয়। এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটিকে জানা যায় না। তিনি (উমার ইবনু ইসমাঈল) এবং তার থেকে বর্ণনাকারী (আবূ সুমামাহ্) তারা উভয়ে মাজহূল (অপরিচিত)।

١٢٠٩. (صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ).

১২০৯। আমি আঠারোটি সফরে রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গী ছিলাম। আমি যোহরের পূর্বে সূর্য ঢলে যাবার সময় তাঁকে দেখিনি যে, তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করাকে ত্যাগ করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (১২২২), তিরমিযী (৫৫০) ও বাইহাক্বী (৩/১৫৮) সাফওয়ান ইবনু সুলাইম হতে, তিনি আবূ বুসরাহ্ গিফারী হতে, তিনি বারা ইবনু আযেব আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। হাদীসটি সম্পর্কে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : তিনি আবূ বুসরাহ্ গিফারীকে চিনেননি। তিনি তাকে ভালই মনে করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ দ্বারা সম্ভবত ইমাম বুখারীকেই বুঝিয়েছেন। তিনি তাকে ভাল মনে করার দ্বারা আভিধানিক অর্থে বুঝিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে বুঝাননি। অতএব হাদীসটি দুর্বল যেমনটি ইমাম তিরমিযী গারীব বলার দ্বারা তা বুঝিয়েছেন।

হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ আবূ বুসরাহ্। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে চেনা যায় না। আর তার থেকে সাফওয়ান ইবনু সুলাইম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল (গ্রহণযোগ্য)।

অর্থাৎ অন্য কেউ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করার সময়। তাছাড়া তিনি অগ্রহণযোগ্য, হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। অতএব যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অন্য কেউ নেই তখন হাদীসটি তার (আসকালানীর) নিকট দুর্বল।

রসূল (ﷺ) কর্তৃক সফরের সময় ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত এবং বিত্‌র ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত আদায় করা মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

١٢١٠. (أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً عِنْدَ الأَقْرَاءِ أَوْ ثَلاَثاً مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).

১২১০। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়য চলা অবস্থায় তিন ত্বলাক দিবে, অথবা অস্পষ্টভাবে তিন ত্বলাক দিবে, তার জন্য সে স্ত্রী সেই সময় পর্যন্ত হালাল হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বিবাহ্ না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী (৭/৩৩৬) ও ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৭৫৭) মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনুল ফায্ল হতে, তিনি আম্‌র ইবনু আবী কায়েস হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল আ'লা হতে, তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফলা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল ঃ

১। সালামাহ্ ইবনুল ফায্ল হচ্ছেন আবরাশ আল-কাযী, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুলকারী।

২। মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ রাযী, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল হাফিয, ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি যে খুবই দুর্বল তা স্পষ্ট হবে সেই ব্যক্তির কাছে যে তার সম্পর্কে ইমামগণের মন্তব্যগুলো জানবেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তিনি মিথ্যুক। সালেহ্ বলেন : মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে তার এবং শাযকূনীর চেয়ে বেশী দক্ষ অন্য কাউকে দেখিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম বাইহাক্বীর নিম্নোক্ত কথার দ্বারা হাদীসটির সনদ শক্তিশালী হয় না ঃ

অনুরূপভাবে হাদীসটি আম্‌র ইবনু শাম্‌র- ইমরান ইবনু মুসলিম ও ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল আ'লা হতে, আর তারা দু'জন সুওয়াইদ ইবনু গাফলা হতে বর্ণনা করেছেন।

কারণ, আম্‌র ইবনু শাম্‌র মিথ্যা বলার দোষে দোষী। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

নাসাঈ ও দারাকুতনী প্রমুখ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি একজন রাফেযী (শী'য়াহ্) তিনি সহাবীদেরকে গালি দিতেন এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলো যখন স্পষ্ট তখন শাইখ যাহেদ কাওসারী কর্তৃক তার "আল-ইশফাক আলা আহকামিত ত্বলাক" গ্রন্থে (পৃ : ২৪) হাফিয ইবনু রাজাব হাম্বালীর উদ্ধৃতিতে নিম্নোল্লেখিত বক্তব্যতে আশ্চর্য হতে হয় :

হাফিয ইবনু রাজাব হাম্বালী তার "বায়ানু মুশকিলিল আহাদীসিল অরিদাহ্ ফী আন্নাত ত্বলাকাস সালাসা অহিদাতুন" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্।

ইবনু রাজাবের উদ্ধৃতিতে এ বর্ণনা যদি সঠিক হয় তাহলে তা হচ্ছে তার থেকে একটি সুস্পষ্ট পদস্খলন। আর যদি তা না হয় তাহলে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের নিকট কাওসারী যে তার বহু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নিজ মনোবৃত্তির অনুসরণ করেছেন অথবা সমাধান দিয়েছেন এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি সামনের হাদীসটির ক্ষেত্রে করেছেন।

١٢١١. (إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ تَعَالَى فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ إِثْمٌ فِيْ عُنُقِهِ).

১২১১। তোমার পিতা আল্লাহকে ভয় করেনি যে, তার ব্যাপারে কোন পথ বের করা যাবে। অতএব তার থেকে স্ত্রী তিন ত্বলাকের দ্বারা বেসুন্নাতী তরীকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট নয়শত সাতানব্বই ত্বলাকের গুনাহ্ তার কাঁধে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৩৬) ও ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল অলীদ অস্‌সাফী সূত্রে দাঊদ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে, তিনি ওবাদাহ্ ইবনুস সামেত হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমার কোন এক পিতা তার স্ত্রীকে একই সময়ে এক হাজার ত্বলাক দিয়েছিলেন। তখন তার ছেলেরা তার বিষয়টি রসূল (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পিতা আমাদের মাকে এক হাজার ত্বলাক দিয়েছে, তার

কোন পথ আছে কি? তিনি তখন উক্ত কথা বলেন : ...।

ইমাম ত্ববারানীর অন্য এক বর্ণনায় ওবাদাহ্ হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমার দাদা তার স্ত্রীকে এক হাজার ত্বলাক দিলে আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন : তোমার দাদা আল্লাহকে ভয় করে না? তিন ত্বলাক তার জন্য বহাল থাকল। আর নয়শত সাতানব্বইটি ত্বলাক হচ্ছে শত্রুতা পোষণ করা এবং সীমালঙ্ঘন। (আল্লাহ্) চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন আর চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪/৩৩৮) বলেন : হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল অলীদ অস্‌সাফী আজলী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজার অনুরূপভাবে বলেছেন : তিনি দুর্বল।

হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ব্যাপারে ইবনু আদীর কথা সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণযোগ্য : অস্‌সাফী খুবই দুর্বল, তার দুর্বলতা তার থেকে বর্ণিত হাদীসেই প্রমাণিত হয়।

তিনি তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ হাদীসটিকে সেই সব হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে হাদীস হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে একই কাজ করেছেন : তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অস্‌সাফী সম্পর্কে নাসাঈ ও ফাল্লাস বলেন : তিনি মাতরূক অর্থাৎ খুবই দুর্বল।

ইব্‌নু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে (২/৬৩) বলেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে তাই বর্ণনা করেছেন যেগুলো নির্ভরযোগ্যদের হাদীসের সাথে সাদৃশপূর্ণ নয়। এমনকি হৃদয়ে মনে হবে যে তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন, অতএব তিনি প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই উপযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : অস্‌সাফী হাদীসটি দাঊদ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি (দাঊদ) একজন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী।

তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেছেন (আর আসকালানী তার অনুসরণ করেছেন) : তাকে চেনা যায় না। আযদী বলেন : তার হাদীস সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটির সনদে খুবই দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কাওসারী পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত তার গ্রন্থের মধ্যে সনদ সম্পর্কে কোন কথা না

বলে চুপ থেকেছেন। বরং এমন কথা বলেছেন যা থেকে বুঝা যায় যে হাদীসটির ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তিনি বলেছেন : 'হাদীসটি ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে "মুসনাদু আব্দির রায্যাক" গ্রন্থে ওবাদাহ্ তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আব্দুর রায্যাকের বর্ণনায় সমস্যা রয়েছে।' তার কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ত্ববারানীর বর্ণনাতে যেন কোন সমস্যা নেই। অথচ অবস্থা আসলে সেরূপ নয়, বরং ত্ববারানীর সনদেও দু'টি সমস্যা রয়েছে।

কাওসারীর এরূপ কথায় ধোঁকায় না পড়ে নিজেকে সাবধানে রাখুন। কারণ তিনি তাদলীস করেছেন এবং মনোবৃত্তির অনুসরণ করেছেন, অন্যদেরকে বিভ্রান্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজের প্রথম খণ্ডে এরূপ আরো কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য আমি (আলবানী) "মুসান্নাফ ইবনু আব্দির রায্যাক" গ্রন্থে বইরূত ছাপায় (১৩৯২ হিঃ) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি, তিনি (১১৩৩৯) বলেছেন : আমাদেরকে হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল অলীদ আজালী হতে ...। এ ইয়াহ্ইয়া ইবনুল আলা একজন মিথ্যুক ছিলেন। তা সত্ত্বেও কাওসারী মিথ্যুকের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র বলেছেন : সমস্যা রয়েছে যা পাঠকদেরকে ধোঁকায় ফেলবে এবং বিভ্রান্ত করবে।

١٢١٢. (صَنَعْتُ هَذَا (يَعْنِيْ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ) لِكَيْ لا تُحْرَجَ أُمَّتِيْ).

১২১২। আমি এরূপ (অর্থাৎ দু'সলাতকে একত্রিত করে আদায়) করেছি যাতে আমার উম্মাত সমস্যায় না পড়ে।

হাদীসটি দুর্বল। (কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হাদীসটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৮৩৭) সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হাদীসটি এখানে দুর্বল হিসেবে আখ্যা দেয়া হলেও হাদীসটি সহীহ্। যদিও হাদীসটি ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ্ রয়েছে)।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৪২৭৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল কুদ্দূস হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সারওয়ান হতে, তিনি যাযান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) যোহর ও আসরের সলাতকে একত্রিত করে এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে আদায় করেছেন। এ সময় তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন।

ত্ববারানী বলেন : আ'মাশ হতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল কুদ্দুস ব্যতীত অন্য কেউ

বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ আব্দুল্লাহ্ জামহূরের নিকট দুর্বল। ইবনু মা'ঈন, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে তাকে রাফেযী হওয়ার দোষে দোষী করা হয়েছে। তিনি ভুলও করতেন।

হায়সামী (২/১৬১) বলেন : হাদীসটি ত্বারানী "আল-আওসাত" এবং "আল-কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল কুদ্দূস রয়েছেন, তাকে ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে তিনি দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেন। আমি (হায়সামী) বলছি : তিনি এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : জি হাঁ, আ'মাশ নির্ভরযোগ্য। আর ইমাম বুখারী যে তাকে সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন, তার এ কথা এ বর্ণনাকারীর দুর্বল হওয়াকে উড়িয়ে দেয় না। কারণ সর্বোচ্চ তার ব্যাপারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি সত্যবাদী মিথ্যা বলতেন না। আর এ কারণেই হাফিয যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সলাত একত্রিত করে আদায় করা মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

নাবী (ﷺ) যোহর ও আসরের সলাতকে এবং মাগরিব ও এশার সলাতকে মদীনাতে কোন ভয় এবং বৃষ্টি জনিত কারণ ছাড়াই একত্রিত করে আদায় করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কী উদ্দেশ্যে তা করেছেন? তিনি বলেন : তিনি এর দ্বারা তাঁর উম্মাতকে সমস্যায় না ফেলাকে উদ্দেশ্য করেছেন।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৭০৫), তিরমিযী (১৮৭), নাসাঈ (৬০২), আবূ দাঊদ (১২১১) ও আহমাদ (১৯৫৪) বর্ণনা করেছেন।

অতএব আলোচ্য হাদীসটি আসলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দিল কুদ্দূস এ ক্ষেত্রে দু'দিক দিয়ে ভুল করেছেন :

১। তিনি হাদীসটিকে মুসনাদু আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন অথচ হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

২। যাতে তাঁর উম্মাতের জন্য সমস্যা না হয় এ অংশটুকুকে তিনি মারফূ' বানিয়ে

ফেলেছেন অথচ এ অংশটুকু মওকূফ।

উপকারিতা : ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস প্রমাণ করছে যে, সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে উভয় সলাতকে একত্রিত করা জায়েয আছে। সর্বদাই একত্রিত করা যাবে বিষয়টি এমন নয়।

অনুবাদক কর্তৃক বিশেষ দ্রষ্টব্য : কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ জমা করার দ্বারা জমা সূরী বুঝানো হয়েছে। যার প্রমাণ বহন করছে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১০/৪৭/৯৮৮০) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হাযরামী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনে আবী মাওয়াতিয়া হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু হিশাম হতে, তিনি আবূ মালেক নাখ'ঈ হতে (তার নাম আব্দুল মালেক ইবনুল হুসায়েন), তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি হাজ্জাজ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সারওয়ান হতে, তিনি হুযায়েল ইবনু শুরাহ্বীল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : "রসূল (ﷺ) মাগরিব ও এশার মধ্যে জমা করতেন, এটিকে (মাগরিবকে) তার শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করতেন আর এটাকে (এশাকে) তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন।"

কিন্তু এ হাদীসটি সহীহ্ নয় বরং খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আবূ মালেককে হায়সামী (২/১৫৯) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক। এছাড়া হাজ্জাজ হচ্ছেন ইবনু আরতাত, তিনি মুদাল্লিস। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (হাদীস নং ২৮৩৭ এর ব্যাখ্যা)।

[শাইখ আলবানী হাদীসটি সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা করার পরেও "সিলসিলা সহীহাহ্" গ্রন্থে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসের কারণে আলোচ্য হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় তিনি পূর্বে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তবে উল্লেখকৃত কারণযুক্ত অংশটুকু মওকূফ, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বাণী]।

١٢١٣. (الْغَلاءُ وَالرُّخْصُ جُنْدَانِ مِنْ جُنُودِ اللهِ ، اسْمُ أَحَدِهِمَا الرَّغْبَةُ ، وَالآخَرُ الرَّهْبَةُ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُغْلِيَهُ قَذَفَ فِي قُلُوبِ التُّجَّارِ الرَّغْبَةَ ، فَحَبَسُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْخِصَهُ قَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِ التُّجَّارِ الرَّهْبَةَ ، فَأَخْرَجُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ).

১২১৩। মূল্য বৃদ্ধি এবং স্বল্পমূল্য (সস্তা) আল্লাহর সৈন্য দলের মধ্য থেকে

দু'টি সৈন্য। উভয়ের একটির নাম হচ্ছে আকাঙক্ষা (আগ্রহ) আর দ্বিতীয়টির নাম হচ্ছে ভীতি। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কিছুর মূল্য বৃদ্ধি করতে চান তখন ব্যবসায়ীদের অন্তরে (ক্রয় করার) আগ্রহ বাড়িয়ে দেন, ফলে তারা তাদের নিকট থাকা পণ্যকে আটকিয়ে রাখে। আর আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুর মূল্য হ্রাস করতে চান তখন ব্যবসায়ীদের অন্তরে ভীতি দিয়ে দেন, ফলে তাদের নিকট যে সব পণ্য রয়েছে সেগুলোকে তারা বিক্রি করার জন্য বের করে ফেলেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গালাবী হতে, তিনি আব্বাস ইবনু বাক্কার আয্‌যব্বী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুসান্না হতে, তিনি সুমামাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। এর কোন ভিত্তি নেই। তিনি হাদীসটি আয্‌যব্বীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলেছেন : তার হাদীসে সাধারণত সন্দেহ্ এবং মুনকারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে একটি হাদীস (জাল করার) দ্বারা দোষারোপ করা হয়েছে। "কিয়ামাতের দিন কোন এক আহবানকারী আহবান করবে : হে সকল উপস্থিতি! তোমরা তোমাদের দৃষ্টিসমূহকে ফাতেমা (রাঃ) থেকে সংবরণ কর ...।" (এ হাদীসটি সম্পর্কে ২৬৮৮ নম্বরে আলোচনা আসবে)।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটিও বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজারও "আল-লিসান" গ্রন্থে তার (যব্বীর) সনদে উম্মু সালামাহ্ হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন এর দ্বারা তাকে (যব্বীকে) জাল করার দোষে দোষী করেছেন : (হাদীসটি হচ্ছে) "ফাতিমার হায়য এবং নিফাসের রক্ত দেখা যায়নি।"

আমি (আলবানী) বলছি : তার (যব্বী) থেকে বর্ণনাকারী গালাবীও একজন মিথ্যুক। অতএব তাদের দু'জনের একজন এ হাদীসটিকে বানিয়েছে। হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে ওকায়লীর এ বর্ণনা থেকেই উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (১৭৮৪) এবং ইবনু ইরাক (ইবনু আররাক নয়) "তানযীহুশ শারী'য়াহ্ আল-মারফূ'য়াহ্ আনিল আখবারিশ শানী'য়াতিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (২/২৯৩) ইবনুল জাওযীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

١٢١٤. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا يَغْتَرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِاللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَوْ كَانَ غَافِلا شَيْئًا لأَغْفَلَ الْبَعُوضَةَ وَالْخَرْدَلَةَ، وَالذَّرَّةَ).

১২১৪। হে লোকেরা! তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করার চেষ্টা না করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন কিছু থেকে অমনোযোগী হতেন তাহলে তিনি মশা, রাই ও অতি ক্ষুদ্র বস্তু (বিন্দু, কণা) থেকে বেখিয়াল হতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম আবূ উমার হাওযী হাফ্স ইবনু উমার হতে, তিনি আবূ উমাইয়্যাহ্ ইবনু ই'লা সাকাফী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে "তাফসীর ইবনে কাসীর" গ্রন্থে (৩/৩৭৯) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদ খুবই দুর্বল। সনদটির দুর্বলতা বিদ্বানদের নিকট স্পষ্ট হওয়ার কারণে ইবনু কাসীর কোন কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। হাদীসটির সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। এ আবূ উমাইয়্যার নাম হচ্ছে ইসমা'ঈল, হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি বাসরী। তিনি মাতরূক।

২। ইবনু আবী হাতিম আর বর্ণনাকারী হাওযীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

এতো সব কিছু সত্ত্বেও হাদীসটিকে রেফা'ঈ তার "আল-মুখতাসার" গ্রন্থে (৩/২৫৬) উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি তার ভূমিকার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এর মধ্যে সহীহ্ হাদীসগুলোকেই গ্রহণ করেছেন!

١٢١٥. (غُرَّةُ الْعَرَبِ كِنَانَةُ وَأَرْكَانُهَا تَمِيمُ وَخُطَبَاؤُهَا أَسَدُ وَفُرْسَانُهَا قَيْسُ ، وَلله تَعَالَى مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فُرْسَانٌ وَفُرْسَانُهُ فِي الأَرْضِ قَيْسٌ).

১২১৫। আরবের মর্যাদা (তাদের সর্বোত্তমরা) কেনানাহ্ গোত্রে, তার স্তম্ভগুলো হচ্ছে তামীম গোত্রে, তার খাতীবরা হচ্ছে আসাদ গোত্রে, তার অশ্বারোহীরা হচ্ছে কায়েস গোত্রে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য যমীনবাসীদের মধ্য থেকে অশ্বারোহী রয়েছে আর যমীনের মধ্যে তাঁর অশ্বারোহী হচ্ছে কায়েস গোত্র।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির (১৬/২০৬/১) মুসতাহিল ইবনু দাঊদ দামীমী হতে, তিনি আব্দুস সালাম ইবনু মুকলিবাহ্ হতে, তিনি উসমান ইবনু ইকাল হতে, তিনি ইবনু আবী মুলায়ক্যাহ্ হতে, তিনি আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ বাতিল হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাদীসটিকে ইবনু আসাকির বর্ণনাকারী মুসতাহিলের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। তার উপরের দু'জন বর্ণনাকারীকে কে উল্লেখ করেছেন আমি পাচ্ছি না। সম্ভবত প্রথমজন হাদীসটির সমস্যা, তিনি হচ্ছেন তামীমী।

হাদীসটিকে সুয়ূতী তার "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমাযুক্ত করেছেন।

١٢١٦. (لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْ النَّارِ، قَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ فِي السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا فِي الأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ).

১২১৬। ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি আসমানে একা আর আমি যমীনে একা রয়েছি আমি তোমারই এবাদাত করছি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা ও বায্যার (৩/১০৩/২৩৪৯) আবূ হিশাম হতে, তিনি ইসহাক ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আবূ জা'ফার হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই দারেমী "আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭৫), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৯) ও আল-খাতীব তার "তারীখ" গ্রন্থে (১০/৩৪৬) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে হাফিয যাহাবী আবূ হিশাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ রিফা'ঈ কূফীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ করে তাকে "গারীব জিদ্দান" বলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি তার "আল-উলুব্বু লিল আলিইল গাফ্ফার" গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেছেন : হাদীসটির সনদ হাসান। অনুরূপ কথা "আল-আরবাঊন" গ্রন্থেও (১/১৭৮) বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি দুর্বল। যেমনটি তিনি তার প্রথম মতে বলেছেন। কারণ এর সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। বর্ণনাকারী আবূ জা‘ফার, তিনি হচ্ছেন ‘ঈসা ইবনু আবী ‘ঈসা আব্দিল্লাহ্ ইবনু মাহান। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে মন্দ হেফযের অধিকারী।

২। আর আবূ হিশাম (মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ রিফা‘ঈ) সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : আমি তাদেরকে (মুহাদ্দিসগণকে) দেখেছি তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে আবূ ই‘য়ালার সনদে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। আর তার এ চুপ থাকাকে কেউ কেউ তার নিকট হাদীসটি সহীহ্ এরূপ ধারণা করে বসেছেন। অথচ বিষয়টি আসলে সেরূপ নয়।

সতর্কবাণী : হায়সামী (৮/২০২) দাবী করেছেন যে, বর্ণনাকারী আসেম হচ্ছেন ইবনু উমার ইবনে হাফ্স এবং তিনি তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসলে তা নয় বরং তিনি হচ্ছেন আসেম ইবনু আবিন নুজূদ যেমনটি দারেমীর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে। কারণ এ ইবনু আবিন নুজূমই আবূ সালেহ্ হতে বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ আর ইবনু আবিন নুজূম থেকে আবূ জা‘ফার রাযী বর্ণনা করেছেন।

১২১৭. (العِمَامَةُ عَلَى القَلَنْسُوَةِ فَصْلُ مَابَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ يُعْطَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يُدَوِّرُهَا عَلَى رَأْسِهِ نُوراً).

১২১৭। টুপির উপরে পাগড়ী ব্যবহার করা আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পৃথকীকরণ আলামত। কিয়ামাতের দিন পাগড়ীর প্রত্যেক পেঁচের বিনিময়ে, যা তার মাথায় পেঁচিয়ে থাকে, নূর প্রদান করা হবে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি বাওরদী রুকানা হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আল-জামে‘উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। মানাবী হাদীসটি সঠিক নাকি বেঠিক এ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি।

শাইখ আল-কাত্তানী "আদ্‌দা‘য়ামাহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেন : তার সনদটি ওয়াহিন। অর্থাৎ খুবই দুর্বল যেমনটি ৩৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

আহমাদ ইবনু হাজার আল-হায়তামী তার "আহকামুল লিবাস" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯) হাদীসটি খুবই দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন : যদি হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল না হত তাহলে এটি পাগড়ী বড় করার দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার নিকট হাদীসটি বাতিল। কারণ পাগড়ীর পেঁচ বেশী বেশী করে দেয়া নাবী (ﷺ)-এর তরীকা বিরোধী। বরং তা লোক দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষিত পোষাক। এ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদীস আমি আমার "হিজাবুল মারাআহ্ আল-মুসলিমাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হাদীসটির প্রথম অংশটুকু ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সেটিকে আমি "আল-ইরওয়া" গ্রন্থে (১৫০৩) বর্ণনা করেছি।

١٢١٨. (حَبِّبُوْا اللهَ إِلَى النَّاسِ يُحْبِبْكُمُ اللهُ).

১২১৮। তোমরা মানুষের নিকট আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রকাশ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি খালেদ ইবনু মিরদাস তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/৩০) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র ইয়াহ্‌সাবী হতে, তিনি বলেন : আমি আবূ উমামাহ্ বাহেলীকে বলতে শুনেছি : তিনি তার থেকে হাদীসটিকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু মিরদাস সূত্রে হাদীসটি ইবনু আসাকির (৮/১৫১/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির মওকূফ হিসেবে সনদটি হাসান বরং সহীহ্। কারণ ইবনু আইয়্যাশ শামীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তার হাদীস সহীহ্ আর তার এ হাদীস তাদের থেকেই বর্ণনাকৃত।

আর ইবনু মিরদাসকে খাতীব (৮/৩০৭) নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি হাদীসটিকে মওকূফ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন এবং মওকূফ হওয়াই সহীহ্।

আর তার বিরোধিতা করে আব্দুল ওয়াহাব ইবনুয যুহ্হাক হাদীসটি ইবনু আইয়্যাশ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আব্দুল ওয়াহাব মিথ্যুক যেমনটি আবূ হাতিম প্রমুখ বলেছেন। তার সূত্রেই ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এবং যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুখতারাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেছেন : এর সনদে আব্দুল ওয়াহাব ইবনুয যুহ্হাক হিমসী রয়েছেন, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ প্রমুখ বলেন : তিনি মাতরূক। দারাকুতনী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন : তার নিকট আশ্চর্যজনক বহু কিছু রয়েছে, অতঃপর তিনি তার কতিপয় অস্পষ্ট (অপরিচিত) হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি

সেগুলোর একটি।

তবে ত্ববারানীর অন্য সূত্রে আব্দুল ওয়াহাব ইবনুয যুহ্হাকের মুতাবা'য়াত করেছেন আব্দুল ওয়াহাব ইবনু নাজদাহ্ হূতী। কিন্তু এ সনদে বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ রয়েছেন, তিনি মুদাল্লিস, আন আন করে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ সনদের সমস্যা হচ্ছে বাকিয়্যাহ্। কিন্তু মানাবী আব্দুল ওয়াহাব ইবনুয যুহ্হাকের মুতাবা'য়াতকারীর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ইবনুয যুহ্হাক দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

١٢١٩. (الْعَرَبُونُ لِمَنْ عَرْبَنَ).

১২১৯। বায়না তার জন্যই যাকে বায়না দেয়া হয়েছে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি দারাকুতনী "আল-গারায়েব" গ্রন্থে বারাকাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ হালাবী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আলী ইবনে উখতু আব্দিল কুদ্দূস হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। বারাকাহ্ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। দারাকুতনী বলেন : ইবনু উখতে আব্দিল কুদ্দূস মাতরূকুল হাদীস।

অনুরূপ কথা সুয়ূতীর "যায়লুল আহাদীসিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ১২৮) এবং "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/১৯৭) এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে খাতীবের বর্ণনায় ... ইবনু উমার (রাঃ) হতে উল্লেখ করে। এ কারণেই মানাবী "আয্যায়েল" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তার সমালোচনা করেছেন।

١٢٢٠. (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ).

১২২০। মদকে তার আসলের কারণে কম ও বেশী সম্পূর্ণকেই হারাম করা হয়েছে এবং মাদকতা নিয়ে আসে (এরূপ) প্রত্যেক পানীয় বস্তুকে হারাম করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪/১২৪) দু'টি সূত্রে আবূ ইসহাক আস-সুবায়'ঈ হতে, তিনি হারেস হতে, তিনি 'আলী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ হারেস হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ্ হামাদানী আল-আ'ওয়ার। উক্ত আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, শা'বী ও ইবনুল মাদীনী তাকে (হারেসকে) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাঁ, হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' এবং মওকূফ দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মওকূফ হিসেবে ইমাম নাসাঈ (২/৩৩২), ত্বহাবী (২/৩২৪), আহমাদ (৫৯/১০৯), ত্ববারানী (১০৮৩৭, ১০৮৪১, ১২৩৮৯, ১২৬৩৩) ও আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/২২৪) বর্ণনা করেছেন, এর সনদটি সহীহ্। আর মারফূ'টিকে মু'য়াল্লাক্ব হিসেবে আবূ নু'য়াইম বর্ণনা করেছেন। এ মারফূ' বর্ণনাটি শায, মওকূফ হিসেবে সম্মিলিতভাবে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধী।

কিন্তু ত্ববারানী ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/৩০৭) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি।

এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম যায়লা'ঈর গবেষণার ফল এই যে, সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা হানাফী আলেমগণ এ মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আঙ্গুরের রস থেকে যে মদ তৈরি করা হয় শুধুমাত্র সেটিই মদ। এর কম এবং বেশী পরিমাণ উভয়টিই হারাম। এছাড়া অন্য যে সব বস্তু মাদকতা নিয়ে আসে যেমন গম, জব, মধু ও চিনা হতে যে মাদক তৈরি করা হয় সেগুলো হালাল। তবে এগুলো থেকে সে পরিমাণ পান করা হারাম শুধুমাত্র যে পরিমাণ পান করলে মাদকতা নিয়ে আসে।

কিন্তু এ মাযহাব বা মতটি বাতিল, সুস্পষ্ট অকাট্য বহু দলীল বিরোধী হওয়ার কারণে। যেমন রসূল (ﷺ) বলেছেন : "প্রত্যেক বস্তু যা মাদকতা নিয়ে আসে সেটিই মদ আর সর্ব প্রকার মদ হারাম।" এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (২০০৩), আবূ দাউদ (৩৬৭৯) ও তিরমিযী (১৮৬১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এটির বহু শাহেদও রয়েছে, যেগুলোকে ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই শাইখ আলী আল-ক্বারী হানাফী "শারহু মুসনাদিল ইমামে আবী হানীফা" গ্রন্থে (পৃঃ ৫৯) বলেন : এটি মুতাওয়াতির বর্ণনার নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি বলেন : হেদায়্যাহ্ গ্রন্থের লেখকের নিম্নোক্ত কথার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না : তিনি বলেছেন : 'ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন এ (সহীহ্) হাদীসটির সমালোচনা করেছেন।' কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন হতে এরূপ কথার কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি সে ব্যাপারে ইমাম যায়লা'ঈ (৪/২৯৫) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এরূপ হাদীসের সহীহ্ হওয়ার বিষয়টি ইবনু মা'ঈন এর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে যাবে, তিনি এরূপ দোষমুক্ত।

রসূল (ﷺ) তাঁর আরেক বাণীতে বলেন : "যে বস্তুর বেশী পরিমাণ (পান বা ভক্ষণ করলে) মাদকতা নিয়ে আসে সে বস্তুর সামান্য পরিমাণও (পান বা ভক্ষণ করা) হারাম।" [হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৬৮১), তিরমিযী (১৮৬৫), নাসাঈ (৫৬০৭), ইবনু মাজাহ্ (৩৩৯২, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪) ও আহমাদ (১৪২৯৩) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ্, আটজন সহাবী হতে সাব্যস্ত হওয়া বিভিন্ন সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোকে ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/৩০১-৩০৬) উল্লেখ করেছেন।

সতর্কবাণী : হানাফী মাযহাব হিসেবে একটু পূর্বে যা উল্লেখ করেছি, তা ইমাম ত্বহাবী ইমাম আবূ হানীফা ও তার দু'সাথী আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ "আল-আসার" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮) আবূ হানীফা হতে তা উল্লেখ করে নিজেও তার মতকে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু আল্লামাহ্ আবুল হাসানাত লাখনুবী "আত-তা'লীকুল মুমজিদ আল মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ৩১১) বলেন : ইমাম মুহাম্মাদ বলেন : প্রত্যেক মাদক জাতীয় বস্তুর কম পরিমাণ এবং বেশী পরিমাণ পান করা হারাম মাতলামি নিয়ে আসুক অথবা না নিয়ে আসুক। তার মত জামহূর ওলামার মতের মতই।

সম্ভবত ইমাম মুহাম্মাদ হতে এ মাসআলার ক্ষেত্রে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। তার দ্বিতীয় মতটিই সঠিক সহীহ্ হাদীসের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে।

[অতএব আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করা হোক অথবা অন্য যে কোন বস্তু থেকেই মদ তৈরি করা হোক না কেন, সেগুলোর বেশী পরিমাণ পান বা ভক্ষণ করলে যদি মাতলামি আসে তা হলে তার সামান্য পরিমাণও হারাম।]

১২২١. (مَا مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلاَّ مَغْفُورًا لَهُ).

১২২১। সলাত সমূহের মধ্য থেকে জুম'আর দিনে জামা'য়াতের সাথে ফজরের সলাতের চেয়ে উত্তম আর কোন সলাত নেই। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই সে সলাতে উপস্থিত হবে আমি মনে করি তাকে (অবশ্যই) ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি বায্যার (৬২১ কাশফুল আসতার) ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩৬৬) এবং "আওসাত" গ্রন্থে (১৮৬) ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহার

হতে, তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ হতে, তিনি আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

ত্ববারানী বলেন : আবূ ওবায়দাহ্ থেকে শুধুমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ধারাবাহিকভাবে এর মধ্যে দুর্বল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। দারাকুতনী বলেন : ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহার শক্তিশালী নন আর তার শাইখ আলী মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন : ওবায়দুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। আর তিনি যখন 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন তখন মহা বিপদ নিয়ে এসেছেন। যখন কোন হাদীসের সনদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্, আলী ইবনু ইয়াযীদ এবং কাসেম আবূ আব্দির রহমান একত্রিত হবেন তখন জানতে হবে যে সে হাদীসটিকে তারাই বানিয়েছে।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/১৬৮) বলেন : হাদীসটি বায্যার ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" ও "আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহার সূত্রে আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। আর এরা উভয়েই দুর্বল।

হাদীসটিকে আব্দুল হক্ব তার "আহকাম" গ্রন্থে "মুসনাদুল বায্যার" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করে হাদীসটিকে শুধুমাত্র বর্ণনাকারী আলী ইবনু ইয়াযীদের দ্বারাই দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটি তার থেকে ক্রটি।

কিন্তু হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্য সহীহ্ সনদে শেষাংশ (وما أسحب من ...) ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে। সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৫৬৬) উল্লেখ করেছি। অতএব উল্লেখিত শেষাংশ সহকারে হাদীসটি মুনকার।

[সহীহ্ সনদের হাদীসটির ভাষায় রসূল (ﷺ) বলেন : أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. "জুম'আর দিনে জামা'য়াতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সলাত।" ["সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৫৬৬)]।

১২২২. (عُوْدُوْا الْمَرْضَى وَمُرُوْهُمْ فَلْيَدْعُوْا اللهَ لَكُمْ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيْضِ مُسْتَجَابَةٌ وَذَنْبَهُ مَغْفُوْرٌ).

১২২২। তোমরা রোগীর সেবা কর এবং তাদেরকে নির্দেশ দাও যেন

তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে। কারণ, রোগীর দু'আ গ্রহণযোগ্য এবং তার গুনাহ্ মোচন করা হয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আস-সাকাফী "আস-সাকফীয়্যাত" গ্রন্থে (৪/২৭/১) সাহ্ল ইবনু আম্মার আল-আতাকী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু কায়েস হতে, তিনি হিলাল ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আতা ইবনু আবী মায়মূনাহ্ আবূ মু'য়ায হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আব্দুর রহমান ইবনু কায়েস (তিনি হচ্ছেন যব্বী যা'ফারানী) অথবা সাহ্ল ইবনু আম্মার। এ আব্দুর রহমানকে ইবনু মাহদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবূ আলী সালেহ্ ইবনু মুহাম্মাদ তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। দেখুন "তারীখু বাগদাদ" (১০/২৫১-২৫২)।

আর সাহ্ল ইবনু আম্মার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী, তাকে হাকিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন : তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে হাকিম তার হাদীসকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" গ্রন্থে এরূপ স্ববিরোধী (সাংঘর্ষিক) কথা বলার কারণে তার (হাকীমের) সমালোচনা করেছেন। ইবনু মান্দাহ্ বলেছেন : তিনি (সাহ্ল) দুর্বল ছিলেন।

আর হিলাল ইবনু আব্দির রহমান হচ্ছেন হানাফী। হাফিয যাহাবী ইবনুল মুনকাদিরের উদ্ধৃতিতে বলেন : ওকায়লী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। অতঃপর তিনি তার তিনটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন ...।

١٢٢٣. (الخاصِرةُ عِرْقُ الكُلْيَةِ إذا تَحرَّكَ فَدَاوِهُ بالمَاءِ المُحْرَقِ والعَسَلِ).

১২২৩। কোমর হচ্ছে কিডনীর রগ। অতএব যখন তা নড়াচড়া করবে তখন গরম পানি ও মধুকে তার ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী হুসাইন ইবনু ওলওয়ান হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন : হুসাইন ইবনু ওলওয়ানের বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট। তিনি হাদীস জালকারী দলের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি হিশাম প্রমুখের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখা অবৈধ।

তবে আলোচ্য হাদীসটির উরওয়া হতে আরেকটি সূত্র রয়েছে। হাকিম (৪/৪০৫) মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ ইবনে হানী হতে, তিনি সারীউ ইবনু খুযায়মাহ্ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইউনুস হতে, তিনি মুসলিম ইবনু খালেদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ মাদীনী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন :

হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাফিয যাহাবী হতে এরূপ কথা আশ্চর্যজনক। কারণ এ মুসলিম ইবনু খালেদ হচ্ছেন যিন্‌জী তিনি দুর্বল। হাফিয যাহাবী নিজেই "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার বর্ণিত বহু মুনকার হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন : এ হাদীসগুলো এবং অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করার দ্বারা ব্যক্তির শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়।

এছাড়া এর সনদে আরেকদল বর্ণনাকারী রয়েছেন আমি যাদেরকে চিনি না। তারা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ ইবনে হানী ও সারীউ ইবনু খুযায়মাহ্। তিনি (সারীউ) বাতিল হাদীস বর্ণনা করে ইমাম বুখারীর বিরোধিতা করেছেন। অথবা ভুল সংঘটিত হয়েছে তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ হানী হতে।

বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ মাদীনীকেও আমি চিনি না।

অতঃপর আমি হাদীসটি আবূ নু'য়াইমের নিকট "আত্‌তিব" গ্রন্থে (২/২/২) মুসলিম ইবনু খালেদ সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু ইয়াহ্ইয়া মাদীনী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আব্দুর রহীম ইবনু ইয়াহ্ইয়াকেও আমি চিনি না।

হিশাম ইবনু উরওয়া হতে হাদীসটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সেটি মূল্যহীন। কারণ সেটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম কর্তৃক হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনাকৃত। এটিকে ইউসুফ ইবনু খালীল আদামী "আওয়ালী হাদীসু হিশাম ইবনু উরওয়াহ্" গ্রন্থে (১/১৮৮) উল্লেখ করেছেন। এ ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম একজন দালাল সে হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। পরের হাদীসটি তার থেকেই বর্ণিত একটি বিপদ।

١٢٢٤. (عِنْدَ كُلِّ خَتْمَةٍ لِلْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ).

১২২৪। প্রতিবার কুরআন খতমের সময় দু'আ গৃহীত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবুল ফারাজ ইসফারাঈনী "জুযউ আহাদীসে ইয়াগনাম ইবনে সালেম" গ্রন্থে (১/২৭) ও আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/২৬০) ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম হতে, তিনি মিস'য়ার ইবনু কিদাম হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আসাকির (৫/৪৯/১) বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'য়াইম বলেন : মিস'য়ার হতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশেম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি একজন দালাল, মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর তিনি বলেছেন : এ হাদীসগুলো তার বিপদসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তা সত্ত্বেও ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমাযুক্ত করেছেন। এ কারণে মানাবী উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন।

١٢٢٥. (مَنْ غَسَّلَ مَيِّتا فَادَّى فِيهِ الامَانَةَ ـــ يَعْنِى سَتْرَ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ ـــ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ امُّهُ ، قَالَ: لِيَلِه مَنْ كَانَ أَعْلَمَ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ فرجل مِمَّنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعاً اوْ أَمَانَةً).

১২২৫। যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে অতঃপর তার ব্যাপারে আমানাত আদায় (দায়িত্ব পালন) করবে [অর্থাৎ সে সময় তার পক্ষ থেকে তাকে ঢেকে ফেলার যে আমানাত ছিল তা পালন করবে], তার গুনাহ্গুলো সেই দিনের ন্যায় হয়ে যাবে যে দিন তাকে তার মা প্রসব করেছিল (অর্থাৎ তার কোনই গুনাহ্ থাকবে না)। তিনি বলেন : তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তি যে বেশী জ্ঞানী। যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবে যার মধ্যে তোমরা পরহেজগারিতা ও আমানাত দেখতে পাবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি বাইহাক্বী (৩/৩৯৬), ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩৭১৮) ও ইবনু আদী (১৬৪/১-২) সালাম ইবনু আবী মুতী' হতে, তিনি জাবের আল-জু'ফী হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া জায্যার হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তারা উভয়ে বলেছেন : আয়েশা (رضي الله عنها) হতে হাদীসটি একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সালাম এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : আমার নিকট তার (সালামের) ও তার বর্ণনার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : জাবের আল-জু‘ফী মাতরূক। আব্দুল হক্ব ইশবীলী তার "আহকাম" গ্রন্থে (১৯০০) তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

১২২৬. (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ).

১২২৬। দুনিয়ার ভালোবাসা প্রতিটি ভুলের মূল।

হাদীসটি বানোয়াট।

"মাকাসিদুল হাসানাহ্" গ্রন্থে এসেছে : হাদীসটি বাইহাক্বী "শু‘য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে হাসান বাসরী পর্যন্ত হাসান (ভাল) সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুরসাল হাদীস দুর্বল হাদীসের প্রকারভুক্ত। বিশেষ করে যদি হাসান বাসরী হতে মুরসাল হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকে। দারাকুতনী বলেন : হাসান বাসরীর মুরসাল হাদীস সমূহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (পৃঃ ৯২) দু’টি সূত্রে ঈসা (আঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনু আসাকির (৭/৯৮/১) সা‘দ ইবনু মাস‘উদ সাইরাফীর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করে তাকে একজন তাবে‘ঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আল-জামে‘উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বাইহাক্বীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : উপরের আলোচনার বাহ্যিকতা বুঝায় যে, বাইহাক্বী হাদীসটি বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। আসলে তা নয়, মানাবী সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেছেন : বাইহাক্বী বলেন : নাবী (ﷺ) -এর হাদীস থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। হাফিয ইরাকী বলেন : তাদের নিকট হাসান বাসরীর মুরসালগুলো বাতাসের ন্যায়। তিনি বলেন : এটি মালেক ইবনু দীনারের উক্তি যেমনটি ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন অথবা ‘ঈসা (আঃ)-এর কথা যেমনটি বাইহাক্বী "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে এবং আবূ নু‘য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে বলেছেন। আর ইবনুল জাওযী এটিকে বানোয়াট হাদীসের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, ইবনুল মাদীনী হাসান বাসরীর মুরসালগুলোর প্রশংসা করেছেন, আর তার নিকট পর্যন্ত সনদ হাসান (ভাল)। দায়লামী আলী (رضي الله عنه)-এর হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন : সুয়ূতী তার "ফাতাওয়া" গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা ধারণা মাত্র। বরং হাদীসটিকে হাফিযগণ মওযূ' (বানোয়াট) হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/১৯৬) বলেন : এ উক্তিটি জুনদুব ইবনু আব্দিল্লাহ্ বাজালী হতে পরিচিতি লাভ করেছে। নাবী (ﷺ) হতে এর কোন পরিচিত সনদ নেই। তিনি অনুরূপভাবে তার "মাজমু'উ ফাতাওয়া" গ্রন্থে (১১/৯০৭) উল্লেখ করে বলেছেন : 'ঈসা ইবনু মারইয়াম হতে (এরূপ) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাধারণত এরূপ কথা দার্শনিক এবং তাদের ন্যায় সূফীরা বাড়াবাড়ি করে বলে থাকে ...।

١٢٢٧. (عِلْمُ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ يَقْذِفُهُ فِيْ قُلُوْبِ مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه).

১২২৭। গোপন ইলম (বাতেনী জ্ঞান) আল্লাহর রহস্যসমূহের একটি রহস্য এবং আল্লাহর বিধানাবলীর একটি বিধান, তিনি তা সেই বান্দার অন্তরে দিয়ে থাকেন যাকে তিনি তা দিতে চান।

হাদীসটি বানোয়াট।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্..." গ্রন্থে (১/১২১) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়্যাত" গ্রন্থে (১/৭৪) 'আলী ইবনু আবী তালেব (رضي الله عنه)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়। তার অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণ অপরিচিত।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী "আত-তালখীস" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু ইরাক হাদীসটি সম্পর্কে যেরূপ কথা ইবনুল জাওযী হতে বর্ণনা করেছেন অনুরূপ কথা সুয়ূতী হতেও "যায়লুল আহাদীসিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থের (২১৫) উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আর সুয়ূতী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগানোর পরেও তিনি সেটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দায়লামীর বর্ণনায় 'আলী (رضي الله عنه) হতে উল্লেখ করেছেন।

١٢٢٨. (عَلَى الْخَبِيْرِ سَقَطْتَ).

১২২৮। (আদ গোত্রের প্রতিনিধির ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে) জ্ঞাত ব্যক্তির উপর তুমি পতিত হয়েছো।

মারফূ' হিসেবে এটির কোন ভিত্তি নেই।

"মাকাসিদুল হাসানা" গ্রন্থে (১৩৬) এসেছে : এটি এমন একটি বাক্য (উক্তি) যে, কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে যদি সে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে তাহলে সে উক্ত উক্তিটি বলে থাকে।

একদল আলেম থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যাদের মধ্যে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও রয়েছেন। তার থেকে সহীহ্ সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে ...।

আমি (আলবানী) বলছি : আরবদের নিকট এটি একটি সুপরিচিত পুরাতন প্রবাদ বাক্য। সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়ে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে হারেস ইবনু হাস্সান এরূপ উক্তি করেছিলেন। এটি ইমাম আহমাদ (৩/৪৮১-৪৮২), তিরমিযী (৩২৭৩) ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩৩২৫) বর্ণনা করেছেন।

উক্ত উক্তি বা প্রবাদ বাক্যটি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে সাব্যস্ত হয়নি, কিন্তু কোন কোন সহাবী হতে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে।

١٢٢٩. (اغْسِلُوْا قَتْلاَكُمْ).

১২২৯। তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের গোসল প্রদান কর।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/১০৭) আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে সাবূর দাকাক্ব হতে, তিনি ফায্ল ইবনুস সাবাহ্ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু সুলাইমান রাযী হতে, তিনি হানযালাহ্ ইবনু আবী সুফইয়ান হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটিকে এ সনদে একমাত্র ইবনু সাবূর হতেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু সাবূর ব্যতীত হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। খাতীব আল-বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৪/২২৫) তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাইহাক্বীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য। তারপর খাতীব ইঙ্গিত করেছেন এ সনদে এটি তার ধারণা মাত্র। কারণ ইবনু সাবূর বারাকা ইবনু মুহাম্মাদ হালাবী সূত্রে ইবনু মুহাম্মাদ হালাবী হতে ... অন্য একটি হাদীস নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : "আমি কখনও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুপ্তাঙ্গ দেখিনি।" খাতীব বলেন : বারাকাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ হতে ইবনু সাবূর ব্যতীত অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানিনা।

হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী হানযালা ইবনু আবী সুফইয়ানের জীবনীতে তাকে সকলের ঐকমত্যে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার পর বলেছেন ঃ

ইবনু আদী তার একটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন : আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে সাবূর কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হওয়ার কারণ এই যে, বহু হাদীসের মধ্যে এসেছে নাবী (ﷺ) শহীদদের গোসল দেয়াকে ত্যাগ করেছেন। যেমন জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত নিম্নের মারফূ‘ হাদীস :

“তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে) তাদের রক্ত সহকারেই দাফন করো। তিনি তাদেরকে গোসল করাননি।” এটি ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছে : “তোমরা তাদেরকে গোসল দিও না। কারণ প্রত্যেক ক্ষত বিক্ষত অংশ থেকে কিয়ামাতের দিন সুগন্ধি বের হবে। এটিও সহীহ্ যেমনটি আমি “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

এ হাদীসের মধ্যে গোসল না দেয়ার উক্ত কারণ প্রমাণ বহন করছে যে, শহীদকে গোসল দেয়া শারী‘য়াত সমর্থিত নয়। এ কারণেই আলোচ্য হাদীসটি মুনকার। আমার ধারণা ইবনু সাবূর হতেই ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিলেও আল-খাতীব আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা করাকে সাব্যস্ত করেছেন। অতএব স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি সন্দেহ্বশতই হাদীসটির ভাষা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি আব্দুল হক্ব তার “আহকাম” গ্রন্থে (১৯২৬) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন : বর্ণনাকারী হানযালা প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য, ইসহাক ইবনু সুলাইমান নির্ভরযোগ্য। আর ফায্ল ইবনুস সাবাহ্ ও ইবনু সাবূরকে আমি লিখেছি তাদের দু’জনকে যাচাই বাছাই করার জন্য।

١٢٣٠. (حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ ، وَغَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، وَمَنِ اجْتَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا جَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا ، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِه).

১২৩০। যে ব্যক্তি হাজ্জ করেনি তার হাজ্জ করা দশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়েও বেশী উত্তম। আর যে ব্যক্তি হাজ্জ করেছে তার জন্য একটি যুদ্ধ করা দশটি হাজ্জ করার চেয়েও বেশী উত্তম। সমুদ্রে (পানি পথে) একটি যুদ্ধ

করা ভূমিতে দশটি যুদ্ধ করার চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করল সে যেন সকল খাল-বিল, নদী-নালাকে অতিক্রম করল। সমুদ্রে ভ্রমণকারী ব্যক্তি নিজ রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যক্তির ন্যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" গ্রন্থে (২৭/১১৭/১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাকিম (২/১৪৩), ত্বাবারানী "আল-মু‘জামুল কাবীর" গ্রন্থে ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১৮৫) এসেছে। হাকিম বলেন : বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুনযেরীও অনুরূপ কথা বলেছেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা কোন সমস্যা নয়। কারণ ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর উপরেই ভিত্তি করে মানাবী বলেছেন : হাদীসটির সনদে কোন সমস্যা নেই।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ একজন বহু সমালোচিত ব্যক্তি। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী, তার কিতাবের ব্যাপারে তিনি নির্ভরযোগ্য। তার মধ্যে অমনোযোগিতা ছিল।

ইবনু মাজাহ্ (২৭৭৭) বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি মু‘য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি লাইস ইবনু আবী সুলাইম হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি উম্মুদ দারদা হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন : সমুদ্রে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ভূমিতে দশটি যুদ্ধ করার ন্যায়... ।" আ-হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমস্যা রয়েছে ঃ

১। লাইস ইবনু আবূ সুলাইমের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

২। মু‘য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়্যা হচ্ছেন সদাফী, তিনি দুর্বল।

৩। বাকী'য়াহ্ হচ্ছেন ইবনুল ওয়ালীদ, তিনি দুর্বল এবং অপরিচিত বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন।

১২৩১. (عَشَرَةٌ مُبَاحَةٌ فِي الْغَزْوِ: الطَّعَامُ وَالأُدْمُ وَالثِّمَارُ وَالشَّجَرُ وَالْحَبْلُ وَالزَّيْتُ وَالْحَجَرُ وَالْعُوْدُ غَيْرُ مَنْحُوْتٍ وَالْجِلْدُ الطَّرِيُّ).

১২৩১। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দশটি বস্তু বৈধ : খাদ্য, তরকারী, ফল, বৃক্ষ, রশি, তেল, পাথর, না-ছিলা কাঠ, তাজা চামড়া।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/১০০/২) আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে আবূ সালামার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি হচ্ছেন হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে খাত্তাফ। তিনি ইবনু আবী হাতিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ সালামাহ্ (হাকাম) সম্পর্কে বলেন : তিনি মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীস। তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেটি বাতিল। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন এবং তিনি নিরাপদও নন।

১২৩২. (أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيْمَانِ).

১২৩২। লোকদের মধ্যে হত্যা করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা দয়াবান হচ্ছে ঈমানদারগণ।

সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় এবং অপরিচিত বর্ণনাকারীর কারণে হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (২৬৬৬), ইবনুল জারূদ (৮৪০), আহমাদ (১/৩৯৩), ইবনু মাজাহ্ (২৬৮২), ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১১/৪৭/২), ত্বহাবী ও ইবনু আবী আসেম "আদদিয়্যাত" গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬) বাইহাক্বী (৮/৬১) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সনদের ইযতিরাবগুলো শাইখ আলবানী "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইমাম ত্ববারানী কর্তৃক "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের (৩/৪৫/২) একটি সনদ সম্পর্কে বলেছেন : এটি সহীহ্ যদি আ'মাশের আন আন করে বর্ণনাকৃত না হয়। এ সনদটিতে ইযতিরাব সংঘটিত না হওয়ার কারণে এবং অপরিচিত বর্ণনাকারীদের থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে পূর্বের আলোচিত

সনদগুলো থেকে ভাল।

মোট কথা হাদীসটি মারফূ‘ হিসেবে দুর্বল। আর মওকূফ হিসেবে সহীহ্।

এ দুর্বল হাদীস থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

“আল্লাহ্ তা‘আলা প্রতিটি বস্তুর উপরে দয়া করাকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন কোন কিছুকে হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে দয়ার সাথে হত্যা কর। আর যখন কোন কিছুকে যাব্হ করবে তখন ভালোভাবে দয়ার সাথে যাব্হ কর। তোমাদের যে কেউ যাব্হ করার সময় তার ছুরিতে যেন ধার দিয়ে নেয় এবং তার পশুকে যেন আরাম প্রদান করে।” [হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৯৫৫), তিরমিযী (১৪০৯), নাসাঈ (৪৪০৫), আবূ দাউদ (২৮১৫), ইবনু মাজাহ্ (৩১৭০)।

[দয়ার সাথে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে পশুকে অথবা কিসাস গ্রহণ করার সময় কাউকে পিটিয়ে বা টুকরো টুকরো করে কষ্ট দিয়ে হত্যা না করা । আর যাব্হ করার সময়ের অর্থ হচ্ছে ধারালো নয় এরূপ ছুরি দিয়ে যাব্হ না করা।

১২৩৩. (عَشْرُ خِصَالٍ عَمِلَتْهَا قَوْمُ لُوْطٍ بِهَا أُهْلِكُوْا، وَ تَزِيْدُهَا أُمَّتِيْ بِخُلَّةٍ : إِتْيَانُ الرِّجَالِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَ رَمْيُهُمْ بِالْجَلَاهِقِ وَ الْخَذْفِ، وَ لَعِبُهُمْ بِالْحَمَامِ ، وَ ضَرْبُ الدُّفُوْفِ، وَ شُرْبُ الْخُمُوْرِ، وَ قَصُّ اللِّحْيَةِ، وَ طُوْلُ الشَّارِبِ، وَ الصَّفِيْرِ، وَالتَّصْفِيْقُ، وَ لِبَاسِ الْحَرِيْرِ، وَ تَزِيْدُهَا أُمَّتِيْ بِخُلَّةٍ : إِتْيَانُ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا).

১২৩৩। লূত (আঃ)-এর কওম দশটি মন্দ চরিত্রের সাথে জড়িত হয়েছিল, সেগুলোর কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমার উম্মাতের মাঝে একটি খাসলাত বেশী হবে : পুরুষরা পরস্পরের সাথে (সমকামিতায়) মিলিত হওয়া, মাটির তৈরি বন্দুক দ্বারা তাদের গুলি নিক্ষেপ করা, ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করা, কবুতর নিয়ে খেলা করা, দফ বাজানো, মদ্য পান করা, দাড়ি ছোট করা, গোঁফ লম্বা করা, শিস (সুদীর্ঘ ধ্বনি) দেয়া, হাত তালি দেয়া ও রেশমী পোষাক পরিধান করা। আর আমার উম্মাতের অতিরিক্ত চরিত্রটি হচ্ছে এই যে, নারীরা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আসাকির "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১৪/৩২০/২-১) ইসহাক ইবনু বিশ্র হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ইসহাক মিথ্যুক। সে "কিতাবুল মুবতাদা" এর লেখক বুখারী হোক অথবা কাহেলী কূফী হোক। তারা উভয়ে মিথ্যুক, জালকারী। আশ্চর্য হতে হয় ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক তার "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় এটিকে উল্লেখ করার কারণে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মানাবী তার কোন সমালোচনা করেননি।

হাদীসটির কিছু অংশ আনাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি দাওলাবী "আল-কুনা" গ্রন্থে (১/৬২) আবূ ইমরান সা'ঈদ ইবনু মায়সারাহ্ বিকরী মূসেলী সূত্রে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটিও বানোয়াট। সা'ঈদ ইবনু মায়সারাকে ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাকিম বলেন : তিনি আনাস (রাঃ) হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আলোচ্য হাদীসটিকে শাইখ গুমারী তার "মুতাবাকাতুল ইখতিরা'আতিল আসরিয়্যাহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ৬১-৬২) উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমাযুক্ত করেছেন। তার এ কিতাবে কতই না এরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলো নাবী (ﷺ) হতে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি অন্য ভাষাতেও বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সেটিও বানোয়াট ঃ

লূত (আঃ)-এর দশটি (মন্দ) চরিত্রগুলো হচ্ছে : মজলিসের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করা, চুইংগাম (বা এ জাতীয়) কিছু চিবানো, রাস্তার উপরে মিসওয়াক করা, শিস্ দেয়া, কবুতর পালা, মাটি দিয়ে তৈরি বন্দুক দিয়ে গুলি নিক্ষেপ করা ...।

এটিকে দায়লামী (২/৩০১) ইসমা'ঈল ইবনু আবী যিয়াদ শামী হতে, তিনি জুওয়াইবির হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। কারণ ইসমা'ঈল একজন মিথ্যুক। আর জুওয়াইবির মাতরূক।

১২৩৪. (حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ

أَلْفَ سَنَةٍ ، السَّنَةُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ).

১২৩৪। আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারাদারী করা কোন ব্যক্তির তার পরিবারের সাথে এক হাজার বছর সওম আদায় এবং রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। বছর তিন শত ষাট দিনে আর একদিনের সময়ের পরিমাণ এক হাজার বছরের ন্যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৭৭০), ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১৪৯), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩/১০৬০), ইবনু শাহীন "আত্তারগীব ফী ফাযাইলিল আ'মাল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬৭) ও ইবনু ইবনু আসাকির (৭/১১২/১) সা'ঈদ ইবনু খালেদ ইবনে আবিত ত্বীল হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : তিনি মারফূ' হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল, বরং বানোয়াট। কারণ সা'ঈদকে একাধিক মুহাদ্দিস মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আবূ হাতিম বলেন : তার হাদীস সত্যবাদীদের হাদীসের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

হাকিম বলেন : তিনি আনাস (ﷺ) হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১৫৪) বলেন : হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। এটি বানোয়াট হওয়ার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাফিয যাহাবী তার এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন : এ ভাষাটি আজব ধরনের এক ভাষা, যদি সহীহ্ হতো তাহলে মোট ফাযীলাতের পরিমাণ দাঁড়াত তিন লাখ হাজার বছর।

হাদীসটি ওকায়লী 'এক বছর তিনশত ষাট দিনে আর একদিন এক হাজার বছরের ন্যায়' এ অংশটুকু বাদে বর্ণনা করে বলেছেন : তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। অন্য সূত্রে এর চেয়ে ভাল সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত তিনি তার এ কথার দ্বারা উসমান (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত নিম্নের হাদীসকে বুঝিয়েছেন ঃ

(حِرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَ يُصَامُ نَهَارُهَا).

"আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারাদারী করা এমন এক হাজার রাতের চেয়েও

উত্তম যে রাতগুলো জেগে কিয়াম করা হয় এবং সেগুলোর দিনে সওম পালন করা হয়।"

এর সনদটি আলোচ্য হাদীসের সনদের চেয়ে ভালই বটে যেমনটি ওকায়লী বলেছেন। কিন্তু এটিও দুর্বল, কারণ এর সনদে মুস'য়াব ইবনু সাবেত নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

"আত্‌তা'লীকুর রাগেব" গ্রন্থে (২/১৫৪) আমি এটির তাখরীজ করেছি।

١٢٣٥. (لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ، وَ الرَّائِشَ الَّذِيْ يَمْشِيْ بَيْنَهُمَا).

১২৩৫। আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারীকে অভিসম্পাৎ করেছেন। রায়েসকেও অভিশাপ দিয়েছেন, রায়েস হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাদের দু'জনের মাঝে চলে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (৪/১০৩), আহমাদ (৫/২৭৯), বায্যার (১৩৫৩) ও ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৪৯৫) লাইস হতে, তিনি আবুল খাত্তাব হতে, তিনি আবূ যুর'য়াহ্ হতে, তিনি সাওবান হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষাটি ইমাম হাকিম কর্তৃক বর্ণনাকৃত। অন্যদের ভাষায় এসেছে : রসূল (ﷺ) অভিসম্পাৎ করেছেন।

হাকিম বলেন : আমি লাইস ইবনু আবী সুলাইমকে সাক্ষীমূলক হাদীসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি, আসলের ক্ষেত্রে নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের মধ্যে লাইস (হাদীসের শেষে) কিছু বর্ধিত অংশ বর্ণনা করেছেন [আর রায়েস হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তাদের দু'জনের মাঝে চলে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে)], এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি যেমনটি বায্যার উল্লেখ করেছেন। এ বর্ধিতটুকুসহ হাদীসটি মুনকার লাইস কর্তৃক তা এককভাবে বর্ণিত হওয়ার কারণে। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে তিনি দুর্বল। আর তার শাইখ আবুল খাত্তাব সম্পর্কে বায্যার এবং মুনযেরী তার অনুসরণ করে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৪৩) বলেন : তাকে চেনা যায় না।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

তবে হাদীসটি উক্ত অতিরিক্ত অংশ ছাড়া সহীহ্। এ সহীহ্ অংশ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২৬২০) উল্লেখ করেছি।

সতর্কবাণী : মুনযেরী আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে,

(لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ).

"ফয়সালা প্রদান করার ক্ষেত্রে রসূল (ﷺ) ঘুষ দাতা আর ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাৎ করেছেন।" অতঃপর বলেছেন : হাদীসটি তিরমিযী (তিনি হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শেষে তারা বৃদ্ধি করেছেন যে, "এবং রায়েসকেও (অভিসম্পাৎ) যে উভয়ের মাঝে (মধ্যস্থতাকারী হিসেবে) দৌঁড় ঝাপ করে"।

কিন্তু উপরোক্ত তিনজনের একজনের নিকটেও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে (এবং রায়েসকেও ...) এ বর্ধিত অংশের কোন অস্তিত্ব নেই এবং আমার জানা মতে (আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে) অন্য কারো নিকটেও নেই।

১২ৣ৩৬. (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ).

১২৩৬। যে সম্প্রদায়ের মাঝেই ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে তাদেরকেই দুর্ভিক্ষ গ্রাস করবে। আর যে সম্প্রদায়ের মাঝেই ঘুষ বিস্তার লাভ করবে তাদেরকে আতংক গ্রাস করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৪/২০৫) ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ মুরাদী হতে, তিনি আম্র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদে ধারাবাহিকভাবে সমস্যা রয়েছে ঃ

১। মুরাদী এবং আম্র এর মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তা'জীল" গ্রন্থে বলেন : মুহাম্মাদ এবং আম্রের মাঝের ব্যক্তি পড়ে গেছে।

২। মুহাম্মাদ আল-মুরাদী অপরিচিত। হুসাইনী বলেন : তিনি মাজহূল, পরিচিত নন।

৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুলাইমান হচ্ছেন আবূ হামযাহ্ বাসরী আত্বীল। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি সত্যবাদী, কিন্তু ভুলকারী।

৪। ইবনু লাহী'য়াহ্ তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্। তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী।

দুর্ভিক্ষ গ্রাস করা বিষয়ে আরেকটি হাদীস নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এটি

সহীহ্ ঃ

(وَ لَمْ يَنْقصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ ، وَ شِدَّةُ الْمُؤْنَةِ وَ جَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ..).

তারা যখনই তাদের পরিমাপের পাত্রে এবং দাঁড়িপাল্লায় কম দিবে তখনই তাদেরকে দূর্ভিক্ষ গ্রাস করবে ... । [এটিকে আমি "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১০৬) উল্লেখ করেছি।

১২৩৭. (إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ).

১২৩৭। আমি যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমাকে আমার গার্স কূয়ার সাত মশক পানি দ্বারা গোসল দিবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (১৪৬৮) আব্বাদ ইবনু ইয়াকূব হতে, তিনি হুসাইন ইবনু যায়েদ ইবনে আলী ইবনিল হুসাইন ইবনে আলী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে জা'ফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

এ সূত্রে ইবনুন নাজ্জারও "আত্তারীখ" গ্রন্থে (১০/১২৯/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ : ১/৯২) বলেন : এ সনদটি দুর্বল। আব্বাদ ইবনু ই'য়াকূব আর-রাওয়াজিনী আবূ সা'ঈদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি একজন রাফেযী দা'ঈ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে ত্যাগ করাই তার প্রাপ্য।

ইবনু তাহের "আত্তাযকিরাহ্" গ্রন্থে বলেন : আব্বাদ ইবনু ইয়াকূব একজন চরমপন্থী রাফেযী। তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। যদিও ইমাম বুখারী তার একটি হাদীস "আল-জামে'" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা আব্বাদের সত্যবাদিতার প্রমাণ বহন করে না। ইমাম বুখারী কর্তৃক তার থেকে বর্ণনা করাকে ইমামগণ অপছন্দ করেছেন। আব্বাদ থেকে বর্ণনা করাকে একদল হাফিয প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি (বুসয়রী) বলছি : ইমাম বুখারী আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেছেন অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিলিয়ে (অর্থাৎ তিনি তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেননি)। আর আব্বাদের শাইখ হুসাইন ইবনু যায়েদও বিতর্কিত বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হুসাইনকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার কিছু মারূফ আর কিছু মুনকার হাদীস রয়েছে।

তিনি আব্বাদকেও দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বানের মন্তব্যের দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হাজার হাদীসটিকে "ফতহুল বারী" গ্রন্থে (৫/২৭০) উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এ কারণেই আমি হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কারণ তার চুপ থাকাটা তার হাদীসটি হাসান হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। অথচ আসলে তা নয়।

١٢٣٨. (مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا).

১২৩৮। রসূল (ﷺ) অব্যাহতভাবে সকালের সলাতে কুনূত পাঠ করা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আব্দুর রায্যাক "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৩/১১০/৪৯৬৪), ইবনু আবী শাইবাহ্ (২/৩১২) সংক্ষেপে, ত্বহাবী "শারহুল মা'য়ানী" (১/১৪৩), দারাকুতনী (পৃঃ ১৭৮), হাকিম "আল-আরবা'ঊন" গ্রন্থে, তার থেকে বাইহাক্বী (২/২০১), অনুরূপভাবে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৩/১২৩/৬৩৯), ইবনুল জাওযী "আল-ওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৪৪৪-৪৪৫) ও আহমাদ (৩/১৬২) আবূ জা'ফার রাযী সূত্রে রাবী' ইবনু আনাস হতে, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম, এ সময় তাকে বলা হয়েছিল : রসূল (ﷺ) এক মাস কুনূত পাঠ করেন, তখন তিনি বলেন : ...।

বাগাবী বলেন : হাকিম বলেন : এর সনদটি হাসান।

বাইহাক্বী বলেন : আবূ আব্দিল্লাহ্ বলেন : এ সনদটি সহীহ্। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। রাবী' ইবনু আনাস একজন পরিচিত তাবে'ঈ এবং তিনি তা স্বীকার করেন।

এ কারণে ইবনুত তুরকুমানী তার সমালোচনা করে বলেছেন : কিভাবে হাদীসটির সনদ সহীহ্ হতে পারে এমতাবস্থায় যে, রাবী' ইবনু আনাস হতে বিতর্কিত বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ জা'ফার 'ঈসা ইবনু মাহান আর-রাযী। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তিনি বহু সন্দেহ্ পোষণ করতেন। ফাল্লাস বলেন : তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী ছিলেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস

বর্ণনা করেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'দ" গ্রন্থে (১/৯৯) **বলেন : আবূ জা'ফারকে** আহমাদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল মাদীনী **বলেন : তিনি** সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলতেন। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তিনি বহু **সন্দেহ্ পোষণ করতেন**।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" **গ্রন্থে বলেন : তিনি** সত্যবাদী, তবে বিশেষভাবে মুগীরাহ্ হতে বর্ণনাকারী হিসেবে **মন্দ হেফযের অধিকারী**।

ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (২/১৩২) **বলেন** : হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আত্তাহকীক্ব" গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তার "ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ্" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কারণ আবূ জা'ফার রাযী হচ্ছেন 'ঈসা ইবনু মাহান, তার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলতেন।

কিন্তু বাইহাক্বী "আল-মা'রিফাহ্" গ্রন্থে বলেন যেমনটি "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে এসেছে : হাদীসটির আনাস (রাঃ) হতে কতিপয় শাহেদ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে "আস-সুনান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : সে শাহেদগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সেগুলো কি শাহেদ হওয়ার উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত নয়। আসলে দু'টি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে :

১। একটিকে ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম মাক্কী ও আম্‌র ইবনু ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন হাসান হতে, আর তিনি আনাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ), আবূ বাক্‌র (রাঃ), উমার (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) (আমার ধারণা তিনি চতুর্থজনের নাম উল্লেখ করেন) কুনূত পাঠ করা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

হাদীসটি দারাকুতনী ও বাইহাক্বী বর্ণনা করে বলেছেন : আমরা ইসমা'ঈল মাক্কী এবং আম্‌র ইবনু ওবায়েদ দ্বারা দলীল গ্রহণ করিনা।

আমি (আলবানী) বলছি : ইসমা'ঈল হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আল-খাতীব "আল-কিফায়্যাহ্" গ্রন্থে (৩৭২) বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। অনুরূপ কথা নাসাঈও বলেছেন। তাকে একদল মুহাদ্দিস ত্যাগ করেছেন। আর অপর বর্ণনাকারী আম্‌র মু'তাযিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর হাসান বাসরী সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী, আন আন করে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট পর্যন্ত সনদ যদি সহীহও হয় তবুও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব যখন তার নিকট থেকে দু'জন মাতরূক বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করছেন তখন কিভাবে এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

২। এটি খুলাইদ ইবনু দা'লাজ কাতাদা হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন :

"আমি রসূল (ﷺ)-এর পেছনে সলাত আদায় করেছি, তিনি কুনূত পাঠ করেন। উমার (রাঃ)-এর পেছনে সলাত আদায় করেছি তিনিও কুনূত পাঠ করেন। উসমান (রাঃ)-এর পেছনে সলাত আদায় করেছি তিনিও কুনূত পাঠ করেন।" এটিকে বাইহাক্বী শাহেদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তুরকুমানী তার সমালোচনা করে বলেছেন :

খুলাইদের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, তার সাক্ষীমূলক বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না? কারণ আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু মা'ঈন ও দারাকুতনী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা'ঈন একবার বলেন : তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে : তাকে দারাকুতনী মাতরুকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ ছাড়া আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এখানে আলোচ্য হাদীসের ভাষা আর খুলাইদ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসের ভাষা এক নয়। কারণ রসূল (ﷺ) কুনূত পাঠ করেছেন এটি জানা বিষয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি অব্যাহতভাবে কুনূত পাঠ করা অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন। যদি ধরে নিই যে, বর্ণনাকারী খুলাইদ দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় তাহলে কিভাবে তার হাদীসের ভাষা আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের ভাষার শাহেদ হতে পারে?

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির আরেকটি শাহেদ রয়েছে, যেটিকে আনাস (রাঃ)-এর খাদেম দীনার ইবনু আব্দিল্লাহ্ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

রসূল (ﷺ) ধারাবাহিকভাবে সকালের সলাতে কুনূত পাঠ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

খাতীব তার "কিতাবুল কুনূত" গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ইবনুল জাওযী তাকে তিরস্কার করেছেন। কারণ এ বর্ণনাকারী দীনার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি আনাস (রাঃ) হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে কোন কিতাবে উল্লেখ করাই উচিত নয়, তবে সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলে তা ভিন্ন কথা।

আল্লামাহ্ আব্দুর রহমান আল-মু'য়াল্লেমী তার "আত্তানকীল" গ্রন্থে খাতীব বাগদাদীর পক্ষ অবলম্বন করে হাদীসটিকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। [বিস্তারিত জানতে দেখুন মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা, অনুবাদক]।

এ ছাড়া আলোচ্য হাদীসটি মুনকার হওয়ার কারণ এই যে, এটি দু'টি সাব্যস্ত হওয়া সহীহ্ হাদীস বিরোধী ঃ

১। আনাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) যখন কোন সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে অথবা কোন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দু'আ করতেন শুধুমাত্র তখনই কুনূত পড়তেন। এ হাদীসটি খাতীব বাগদাদী নিজেই "আল-কুনূত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

২। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) সকালের সলাতে শুধুমাত্র কোন সম্প্রদায়ের স্বপক্ষে অথবা কোন সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দু'আ করতে চাইলেই কুনূত পাঠ করতেন। যায়লা'ঈ হানাফী "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (২/১৩০) বলেন : হাদীসটি ইবনু হিব্বান ইব্রাহীম ইবনু সা'দ হতে, তিনি সা'ঈদ ও আবূ সালামাহ্ হতে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

"আত্তানকীহ্" গ্রন্থের লেখক বলেন : এ দু'টি হাদীসের সনদ সহীহ্ এবং হাদীস দু'টি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, কুনূত শুধুমাত্র বিপদাপদ নাযিল হলেই পাঠ করা হয়।

হাফিয ইবনু হাজার 'আদ্দেরায়া" গ্রন্থে (পৃঃ ১১৭) হাদীস দু'টি উল্লেখ করার পর বলেছেন : উভয়টির সনদ সহীহ্।

١٢٣٩. (إِنَّ لِلّٰهِ ضَنَائِنَ مِنْ عِبَادِهِ يَغْذُوْهُمْ فِيْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِيْهِمْ فِيْ عَافِيَتِهِ وَإِذَا تَوَفَّاهُمْ تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ تَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَهُمْ مِنْهَا فِيْ عَافِيَةٍ).

১২৩৯। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বিশিষ্ট লোক রয়েছে, তিনি তাঁর দয়ায় তাদেরকে খাদ্য প্রদান করে থাকেন এবং তিনি তাঁর থেকে সুস্থতা দান করে তাদেরকে জীবিত রাখেন। তিনি যখন তাদেরকে মৃত্যু দান করেন তখন তাদেরকে জান্নাত দেন। তারা সেই সব লোক যাদের উপর দিয়ে ফেৎনা ফাসাদ বয়ে যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের ন্যায় অথচ তারা সেগুলো থেকে নিরাপদ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২০১/১-২), ওকায়লী "আয্যু'য়াফাহ্" গ্রন্থে (৪০৫), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৬), আল-খাতীব "আত-তালখীস" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬৮), হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে (৪/৮৩/১) দু'টি সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি

মাসলামাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ওকায়লী বলেন : মাসলামাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ বর্ণনার ক্ষেত্রে মাজহূল (অপরিচিত)। তার হাদীস নিরাপদ নয়। এ অধ্যায়ের বর্ণনাটি দুর্বল।

অন্য সূত্রে হাদীসটি সংক্ষেপে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيَبْعَثُهُمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ).

"আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় বান্দা রয়েছে যাদেরকে তিনি সুস্থতার মধ্যেই জীবিত রেখেছেন, তাদেরকে সুস্থতার মধ্যেই মৃত্যু দান করবেন, সুস্থ অবস্থাতেই তাদেরকে (কিয়ামাত দিবসে) উঠাবেন এবং তাদেরকে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এ হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩২২১) এবং "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৬৮৭) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু এর সনদের মধ্যে ইব্রাহীম ইবনুল বারা নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি খুবই দুর্বল, তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

١٢٤٠. (يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَسَرَاوِيْلُ صُوْفٍ وَكِسَاءُ صُوْفٍ وَكُمَّةُ صُوْفٍ وَنَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ).

১২৪০। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন, সেদিন তার গায়ে একটি উলের জুব্বা ছিল, উলের পায়জামা, উলের চাদর ও উলের ছোট টুপি এবং তার জুতা জোড়া ছিল গাধার অপরিশোধিত চামড়ার।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১/৩২৩), হাসান ইবনু আরাফাহ্ তার "জু'যউ" গ্রন্থে (৯-১০), ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৯৭), ইবনু আদল "কামেল" গ্রন্থে (২/৭৯), ইবনু শাহীন "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/৬৬), আবূ মূসা মাদীনী "মুনতাহা রাগাবাতুশ শামে'ঈন গ্রন্থে (১/২৫৬/২), ইবনুন নাজ্জার "যায়লু তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/১২৫/২), অনুরূপভাবে হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে (২/৩৭৯),

ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৭/১৬১/১) ও হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হুমায়েদ আল-আ'রাজ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : বর্ণনাকারী হুমায়েদের হাদীস সঠিক নয় এবং তার হাদীসগুলোর মুতাবা'য়াতও করা হয়নি।

ওকায়লী বলেন : হুমায়েদ ইবনু আলী আল-আ'রাজ মুনকারুল হাদীস।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। আমি হাদীসটিকে শুধুমাত্র হুমায়েদ সূত্রেই জেনেছি। হুমায়েদ ইবনু আলী কূফী। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি : হুমায়েদ ইবনু আলী আল-আ'রাজ মুনকারুল হাদীস। আর হুমায়েদ ইবনু কায়েস আল-আ'রাজ মাক্কী- মুজাহিদের সাথী নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিম বলেন : এ হাদীসটি বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ্। তিনি এ কথা বলেছেন এ কারণে যে, তার সনদে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হুমায়েদ বিনু কায়েস মাক্কীকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তার ধারণা মাত্র। আর এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আত্তালখীস" গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন : বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। তার সনদে হুমায়েদ ইবনু কায়েসকে উল্লেখ করায় তিনি ধোঁকায় পড়েছেন। অথচ এটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন হুমায়েদ ইবনু আলী অথবা আম্মার আল-আ'রাজ আল-কূফী, আর তিনি এ দু'মাতরূকের একজন। হাকিম ভুল ধারণা পোষণ করে সত্যবাদী হুমায়েদ আল-মাক্কীর কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ খুবই দুর্বল বর্ণনাকারী হুমায়েদের কারণে। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : তার থেকে খালাফ ইবনু খালীফা বর্ণনা করেছেন, তিনি খুবই দুর্বল। তিনি অন্যত্র বলেন : হুমায়েদ মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি দুর্বল। আবূ যুর'য়াহ্ ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি খুবই দুর্বল। দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি (হুমায়েদ) ইবনুল হারেস সূত্রে ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের সবগুলোই বানোয়াট। নাসাঈ বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

অতঃপর ইমাম যাহাবী তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

অতঃপর ইবনু কুদামার "মুনতাখাবু ইবনু কুদামাহ্" গ্রন্থে (১১/২০৯/২) আমি দেখেছি : মাহনা বলেন : আমি ইমাম আহমাদকে খালাফ ইবনু খালীফা কর্তৃক হুমায়েদ আল-আ'রাজ হতে বর্ণনাকৃত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি বলেন : তার হাদীসটি মুনকার, সহীহ্ নয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে বর্ণনাকৃত

হুমায়েদের হাদীসগুলো মুনকার।

ইবনু বাত্তা হতে এ হাদীসের ভাষার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা বর্ণিত হয়েছে। তা কোনক্রমেই সহীহ্ নয়। [এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী মূল কিতাবে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, অনুবাদক]।

١٢٤١. (كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى بِبَيْتِ لَحْمٍ).

১২৪১। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে বাইতুল লাহমে কথা বলেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আসাকির "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৫/৩৪১/১) তাম্মাম আল-হাফিয হতে, তিনি আলী ইবনু ই'য়াকূব ইবনে শাকের হতে, তিনি আহমাদ ইবনু আবী রাজা হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ মাসীসী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দিল আযীয হতে, তিনি মুসলিম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ মুসলিম হচ্ছে ইবনু কায়সান কূফী মুল্লাঈ, তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। বুখারী বলেন : মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেন : তিনি যাহেবুল হাদীস, তার থেকে বর্ণনা করিনি। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক।

অপর বর্ণনাকারী সা'ঈদ ইবনু আব্দিল আযীয হচ্ছেন তানূখী, তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। এ ছাড়া তাম্মাম ব্যতীত ইয়াহ্ইয়া ইবনু সালেহ্ আল-ওয়াহাযীর নিচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হাদীসটি সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি!

١٢٤٢. (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾ الآيات).

১২৪২। আমার উপরে দশটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সে দশটি আয়াত পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর পাঠ করলেন : "কাদ আফলাহাল মু'মিনূন. আল্লাযীনা হুম ফী সালাতিহিম খাশে'উন" আল-আয়্যাহ্। [অর্থাৎ সূরা মু'মিনূনের প্রথম থেকে দশ আয়াত]।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (২/২১৮), হাকিম (২/৩৯২), অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী (২/২০১), আহমাদ (১/৩৪) ও ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪/৪৬০) আব্দুর রায্‌যাক সূত্রে ইউনুস ইবনু সুলায়েম হতে, তিনি আলী ইবনু ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ আইলী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল কারী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী ইউনুস ইবনু সুলায়েমের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন : তার এ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসের দ্বারাই চেনা যায়।

নাসাঈ বলেন : এ হাদীসটি মুনকার। এটিকে ইউনুস ইবনু সুলায়েম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা এবং তাকেও চিনি না।

হাফিয ইবনু কাসীর তার এ বক্তব্যকে তার তাফসীর গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

হাকিম হাদীসটির সনদকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : আমি বলছি : আব্দুর রায্‌যাককে তার শাইখ (ইউনুস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন : আমার ধারণা তিনি কিছুই না।

১٢٤٣. (مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَكَبَّرَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ).

১২৪৩। যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি ফরয সলাতের পরে পরে একশতবার তাসবীহ্ পাঠ করবে, একশতবার তাকবীর পাঠ করবে এবং একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্গুলো ক্ষমা করে দিবেন যদিও সেগুলো সমূদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হয়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ "আমালুল ইওয়াম অল-লাইলাহ্" গ্রন্থে (১৪১) ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ত্ববারানী "আল-আমালী" গ্রন্থে (১/৪) ইয়া'কূব ইবনু আতা ইবনে আবী রাবাহ্ সূত্রে আতা ইবনু আবী আলকামাহ্ ইবনিল হারেস ইবনে নাওফাল হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ আতা ইবনু আবী আলকামাহ্ ইবনিল হারেস মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর ইয়া'কূব ইবনু আতা-ও তার মতই। এর দ্বারাই নাসাঈ সনদটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

ইয়াকূবের বিরোধিতা করে হাজ্জাজ ইবনুল হাজ্জাজ হাদীসটি নিম্নলিখিত ভাষায় আবুয যুবায়ের হতে, তিনি আবূ আলকামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

রসূল (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি সকালের সলাতান্তে একশতবার তাসবীহ্ পাঠ করবে এবং একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে তার গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমূদ্রের ফেনার সমান হয়। [সহীহ্ নাসাঈ : ১৩৫৪]।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ (হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজের) হাদীসটিকে শাইখ আলবানী এখানে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি "সহীহ্ নাসাঈ" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তার প্রথম সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছেন।

এছাড়া উক্ত যিক্‌রগুলো ফরয সলাতের পরে তেত্রিশবার করে বলার সমর্থনে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে বর্ণিত হাদীস ইমাম মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

١٢٤٤. (مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ).

১২৪৪। যে ব্যক্তি সকালে 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহি' এক হাজার বার বলবে : সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নিজেকে ক্রয় করে নিয়েছে। তার শেষ দিবসে সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (৮/২২৪/২) হারেস ইবনু আবিয যুবায়ের মাদানী হতে, তিনি আবূ ইয়াযীদ ইয়ামামী হতে, তিনি তাউস ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বর্ণনাকারী তাউস ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে তাউস এর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছিনা। তার থেকে বর্ণনাকারী আবূ ইয়াযীদ ইয়ামামীর অবস্থাও একইরূপ।

আর বর্ণনাকারী হারেস ইবনু আবিয যুবায়ের মাদানী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (১/২/৭৫) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি একজন (দীর্ঘজীবী) শাইখ তাকে

আবূ যুর'য়াহ্ এবং আমাদের সাথীগণ পেয়েছিলেন এবং তার থেকে (হাদীস) লিখেছেনও।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত তিনি নির্ভরযোগ্য। তবে আযদী তার সম্পর্কে বলেন : তার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। তিনি তার একটি হাদীস ইসমা'ঈল ইবনু কায়েসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : ইসমা'ঈল ধ্বংসপ্রাপ্ত।

١٢٤٥. (مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ).

১২৪৫। যে ব্যক্তি তার মায়ের দু'চোখের মাঝে চুমু দিবে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/১০২) ও আবূ বাক্র আল-খাব্বায "আল-আমালী" গ্রন্থে (২/১৬) আবূ সালেহ্ আবাদী খালাফ ইবনু ইয়াহ্ইয়া কাযী রায় হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু আব্দিল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি মুনকার সনদ এবং মাতান উভয় দিক দিয়ে। ইবনু তাউস হতে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদের হাদীস সঠিক নয়। আর আবূ মুকাতিল এরূপ বর্ণনাকারী নন যে তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়।

হাফিয যাহাবী বলেন : কুতায়বাহ্ তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মাহদী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি তার মুনকার হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/৮৬) ইবনু আদী সূত্রে বর্ণনা করে উপরোক্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে আরো বলেন : আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী (বর্ণনাকারী আবূ মুকাতিল) সম্পর্কে বলেন : আল্লাহর কসম! তার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।

হাফিয সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৯৫-২৯৬) অতঃপর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে (২২৯৬) তার সমালোচনা করে তারা উভয়ে বলেছেন : হাদীসটি ইমাম বাইহাক্বী "আল-শু'য়াব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সমালোচনা খুবই দুর্বল, কিছুই না। কারণ, এর

একজন বর্ণনাকারী মিথ্যুক। এ কারণে আল্লামাহ্ শাওকানী "আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘য়াহ্ ফিল আহাদীসিল মওযূ‘য়াহ্" গ্রন্থে (৩৭/২৩১) হাদীসটিকে উল্লেখ করে শুধুমাত্র ইবনু আদীর মন্তব্য উল্লেখ করে ভালোই করেছেন।

হাদীসটি যদি উল্লেখিত মিথ্যুক হতে মুক্ত হতো তাহলেও তার থেকে বর্ণনাকারী আবূ সালেহ্ আবাদী খালাফ ইবনু ইয়াহ্ইয়া তার চেয়ে কিন্তু উত্তম নয়। ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩৭২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস, তিনি মিথ্যুক ছিলেন ...।

১২৤٦. (مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يَاسِيْنَ خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ).

১২৪৬। যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সেদিন তাদের থেকে তাদের শাস্তিকে লাঘব করা হবে এবং সে (প্রবেশকারী) ব্যক্তির জন্য গোরস্থানের মৃত ব্যক্তির সংখ্যায় সাওয়াব (লিপিবদ্ধ করা) হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি সা‘লাবী তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/১৬১/২) মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ রাবাহী সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আইয়ূব ইবনু মুদরিক হতে, তিনি আবূ ওবায়দাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধারাবাহিকভাবে সমস্যা জর্জরিত ঃ

১। আবূ ওবায়দাহ্ সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেন : তিনি মাজহূল।

২। আইউব ইবনু মুদরিক সকলের ঐকমত্যে দুর্বল এবং মাতরূক। বরং তার সম্পর্কে ইবনু মা‘ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক। তিনি তার সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় বলেন : তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি মাকহূলের উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন যেটিকে মাকহূল দেখেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হাদীসটির বিপদ।

৩। মুহাম্মাদের পিতা আহমাদ আর-রিয়াহী হচ্ছেন আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে দীনার আবুল আওয়াম। তার সম্পর্কে ইমাম বাইহাক্বী বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

আর তার ছেলে মুহাম্মাদ হচ্ছেন সত্যবাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১/৩৭২) তার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

হাফিয সাখাবী "আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯) বলেন : 'হাদীসটিকে খাল্লালের সাথী আবূ বাক্‌র আব্দুল আযীয তার সনদে আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম মাকদেসীর "জুযউ ওসূলিল কিরাআতে ইলাল মাইয়েতে" গ্রন্থে এসেছে। এটিকে কুরতুবীও উল্লেখ করেছেন এবং আনাস (রাঃ) হতে ত্ববারানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি (সাখাবী) এখনও ত্ববারানীতে পেতে সক্ষম হইনি। হাদীসটিকে খাল্লালের সাথী আবূ বাক্‌র আব্দুল আযীয এর "আশ্‌শাফী" গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যেমনটি মাকদেসী তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আমার ধারণা হাদীসটি সহীহ্ নয়।'

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যদি হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হতেন তাহলে দৃঢ়ভাবেই সহীহ্ নয় কথাটি বলতেন। আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাদেরকে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন ফলে আমরা তার সমস্যা উদ্ঘাটন করতেও সক্ষম হয়েছি।

হাদীসটিকে অন্য ভাষায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীর নিকট পাঠ করা মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটিও বানোয়াট। সেটি সম্পর্কে (৫২১৯) নম্বরে আলোচনা আসবে।

١٢٤٧. (هَلْ تَدْرُونَ مَا بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ، بَيْنَ أَظْلافِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمْ الْعَرْشُ مَا بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، ثُمَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ).

১২৪৭। তোমরা কি আসমান আর যমীনের মাঝের দূরত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে জানো? উভয়ের মাঝের দূরত্ব হচ্ছে একাত্তর অথবা বাহাত্তর অথবা তিহাত্তর বছরের পথ। অতঃপর তার উপরের আসমানের মাঝের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আসমানের দূরত্ব গণনা করলেন। অতঃপর সাত আসমানের উপরে এমন এক সমুদ্র রয়েছে যার নিচ থেকে উপরের দূরত্ব দু'আসমানের মাঝের দূরত্বের ন্যায়। এর উপরে হরিণের আকৃতির আটজন ফেরেশতা রয়েছে, যাদের ক্ষুর আর হাঁটুর মাঝের দূরত্ব হচ্ছে এক আসমান হতে

আরেক আসমানের মাঝের দূরত্বের ন্যায়। তাদের পিঠের উপরে রয়েছে আরশ যার নিচ আর উপরের মাঝের দূরত্ব হচ্ছে দু'আসমানের মাঝের দূরত্বের ন্যায়। অতঃপর তার উপরে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন রয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (৪৭২৩), তার থেকে বাইহাক্বী "আল-আসমাউ অস-সিফাতু" গ্রন্থে (পৃঃ ৩৯৯), ইবনু মাজাহ্ (১৯৩), তিরমিযী (৩৩২০), আহমাদ (১/২০৬), ইবনু খুযায়মাহ্ "আত্তাওহীদ" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৯), উসমান আদ-দারেমী "আন-নুক্যু আলী বিশ্র আল-মুরাইসী" গ্রন্থে (পৃঃ ৯০-৯১) ওয়ালীদ ইবনু আবী সাওর হতে, তিরমিযী ও ইবনু খুযায়মাহ্ "আত-তাওহীদ" গ্রন্থে (পৃঃ ৬৮) আম্র ইবনু আবী কায়েস হতে, আবূ দাউদ আর তার উদ্ধৃতিতে বাইহাক্বী ইব্রাহীম ইবনু ত্বহমান হতে, আর তারা তিনজন সাম্মাক ইবনু হার্ব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমায়রাহ্ হতে, তিনি আহনাফ ইবনু কায়েস হতে, তিনি আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সনদ ও ভাষায় উভয় ক্ষেত্রে তাদের সকলের বর্ণনার বিরোধিতা করে সাম্মাক ইবনু হার্ব হতে শু'য়াইব ইবনু খালেদ বর্ণনা করেছেন।

আর হাদীসের ভাষার ক্ষেত্রে তিনি তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন : উভয়ের (দুনিয়া এবং প্রথম আসমানের) মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব, আর প্রত্যেক আসমান হতে অপর আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছরের।

এটিকে ইমাম হাকিম (২/৩৭৮) ও আহমাদ (১/২০৬) ইয়াহ্ইয়া ইবনুল আলা তার চাচা শু'য়াইব ইবনু খালেদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ শু'য়াইবের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই যেমনটি নাসাঈ প্রমুখ বলেছেন। এর সমস্যা হচ্ছে তার থেকে বর্ণনাকারী তার বোনের ছেলে ইয়াহ্ইয়া ইবনুল আলা। কারণ, তিনি মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শাইখ আলবানী আলোচ্য হাদীসটিকে যারা শক্তিশালী বলার চেষ্টা করেছেন তাদের সকলের যথাযথভাবে উত্তর দিয়ে হাদীসটি যে বাস্তবেই দুর্বল তা প্রমাণ করেছেন। যিনি বিস্তারিত জানতে চান তাকে মূল গ্রন্থ দেখার অনুরোধ করছি। অনুবাদক।

١٢٤٨. (إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ: طه وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعَت الْمَلاَئِكَةُ الْقُرْآنَ، قَالُوا: طُوبَى لأُمَّة يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهِمْ، وَطُوبَى لأَلْسُنٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، وَطُوبَى لأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا).

১২৪৮। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সূরা ত্বহা এবং ইয়াসীন পাঠ করেন। অতঃপর যখন ফেরেশতারা কুরআন শ্রবণ করল, তখন তারা বলল : সেই উম্মাতের জন্য সুসংবাদ যাদের উপরে এটি নাযিল হবে। সুসংবাদ সেই সব যবানগুলোর জন্যে যেগুলো এর দ্বারা কথা বলবে। সুসংবাদ সেই সব পেটগুলোর যেগুলো একে বহন করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি দারেমী (২/৪৫৬), ইবনু খুযায়মাহ্ "আত্তাওহীদ" গ্রন্থে (১০৯), ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১০৮), ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" গ্রন্থে (৩/১৬/২) ও ইবনু আসাকির 'আত্তারীখ" গ্রন্থে (৫/৩০৮/২, ১২/৩০/২) ইব্রাহীম ইবনুল মুহাজির ইবনে মিসমার হতে, তিনি উমার ইবনু হাফ্স ইবনে যাকওয়ান হতে, তিনি আল-হুরাকার দাস হতে (ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন : তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু ই'য়াকূব ইবনিল আলা ইবনে আব্দির রহমান), তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এর ভাষাটি বানোয়াট যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন। আর সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা দু'টি :

১। ইব্রাহীম, হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : ইমাম বুখারী ইব্রাহীম সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেন : তিনি দুর্বল। উসমান ইবনু সা'ঈদ ইয়াহ্ইয়ার উদ্ধৃতিতে বলেন : তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমি (যাহাবী) বলছি : তিনি এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'

আমি (আলবানী) বলছি : তার জীবনীতে হাদীসটি ইবনু হিব্বান উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

২। তার শাইখ উমার ইবনু হাফ্স ইবনে যাকওয়ান। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/১০২) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। অতঃপর তিনি তার পরে উমার ইবনু হাফ্স আবূ হাফ্স আযদী বাসরীকে উল্লেখ করে বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু হাফ্স ইবনে যাকওয়ান। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন : আমরা তার হাদীসকে

ত্যাগ করেছি এবং পুড়িয়ে দিয়েছি। আলী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩/১৪১) বলেন : এ হাদীসটি গারীব। এর মধ্যে মুনকার রয়েছে। বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির আর তার শাইখের সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ্ ইবনু ই'য়াকূব ইবনিল আলাকে আমি চিনি না। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, আসলে উল্টা-পাল্টা করা হয়েছে। কারণ, "তাফসীর ইবনু কাসীর" এর মধ্যে তাকে হুরাকার দাস হিসেবে আব্দুর রহমান ইবনু ই'য়াকূবকে বুঝানো হয়েছে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটিই সঠিক। কারণ আব্দুর রহমান ইবনু ই'য়াকূবের আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণনা রয়েছে। আর তার থেকে উমার ইবনু হাফ্স ইবনে যাকওয়ান বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন আলা ইবনু আব্দির রহমানের পিতা। সম্ভবত সঠিক হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু ই'য়াকূব আবুল আলা ইবনে আব্দির রহমান।

١٢٤٩. (يَمْكُثُ رَجُلٌ فِي النَّارِ، فَيُنَادَى أَلْفَ عَامٍ: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ أَخْرِجْ عَبْدِي مِنَ النَّارِ فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ النَّارَ، فَإِذَا أَهْلُ النَّارِ مُنْكَبِّينَ عَلَى مَنَاخِيرِهِمْ، فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ، فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيُخْرِجُهُ، فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ عَبْدِي، كَيْفَ رَأَيْتَ مَكَانَكَ، قَالَ: شَرُّ مَكَانٍ، وَشَرُّ مَقِيلٍ، فَيَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: رُدُّوا عَبْدِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَدْخِلُوا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ).

১২৪৯। জাহান্নামের আগুনে এক ব্যক্তি অবস্থান করে এক হাজার বছর ডাকতে থাকবে : ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : হে জিবরীল! তুমি আমার বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের কর সে অমুক স্থানে রয়েছে। জীবরীল জাহান্নামে আসবেন, এ সময় জাহান্নামীরা তাদের নাকের উপর উপুড় হওয়া অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন : হে জিবরীল! তুমি যাও। সে অমুক স্থানে রয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে বের করবেন। অতঃপর

যখন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড় করাবেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : হে আমার বান্দা! তুমি তোমার স্থান কেমন দেখলে? সে ব্যক্তি বলবে : খুবই খারাপ স্থান, খুবই খারাপ বিশ্রাম (আশ্রয়) স্থল। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলবেন : আমার বান্দাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সে বান্দা বলবে : হে আমার প্রতিপালক! এটা আমার কাম্য ছিল না। রব্বুল আলামীন বলবেন : আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ্ "আত্তাওহীদ" গ্রন্থে (পৃঃ ২০৫, ২০৬) সালাম ইবনু মিসকীন সূত্রে আবূ যিলাল কাসমালী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবূ যিলালের নাম হচ্ছে হিলাল ইবনু মাইমূন। হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি একেবারে দুর্বল। ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন : তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেন : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তার অধিকাংশ বর্ণনার অনুসরণ করেননি। ইবনু হিব্বান বলেন : কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ নয়। ইমাম বুখারী বলেন : তার নিকট বহু মুনকার হাদীস রয়েছে।

١٢٥٠. (إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا).

১২৫০। আমার উম্মাতের কতিপয় লোক অচিরেই দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের দাবী করবে, কুরআন পাঠ করবে আর বলবে : আমরা আমীরদের (নেতাদের) নিকট আসব অতঃপর তাদের থেকে দুনিয়া গ্রহণ করব আর আমরা আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের থেকে পৃথক থাকব। কিন্তু তা হতে পারে না। যেরূপ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ থেকে কাঁটা ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না, অনুরূপভাবে তাদের নিকট থেকে (মুহাম্মাদ ইবনুস সাবাহ্ বলেন : সম্ভবত বুঝিয়েছেন) গুনাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যায় না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৫৫) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দির রহমান কিন্দী সূত্রে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবী বুরদাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী

(ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ওবাইদুল্লাহ্‌র কারণে এ সনদটি দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল মুগীরাহ্ ইবনে আবী বুরদাহ্। হাফিয যাহাবী বলেন : তার থেকে আবূ শাইবাহ্ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দির রহমান কিন্দী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। কিভাবে মাজহূল নন, যেখানে তাকে ইবনু হিব্বানও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি?

জি হ্যাঁ, হাদীসটি যিয়া "আল-মুখতারাহ্" গ্রন্থে (১/৫/৬৩) বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় তার নিকটে ওবাইদুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্য যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু যিয়া তার উল্লেখিত কিতাবের মধ্যে হাদীস তাখরীজ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী যেমনটি আমাদের নিকট অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তিনি এরূপ বহু মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে ওবাইদুল্লাহ্ সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ তার মুতাবা'য়াত পাওয়া গেলে। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমনটি তিনি তার কিতাবের ভূমিকার মধ্যে বলেছেন।

মুনযেরী যে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৫১) বলেছেন : হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এটি তার ধারণা মাত্র অথবা তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

١٢٥١. (كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ).

১২৫১। যে তোমাকে (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) সত্যবাদী মনে করে তোমার সে ভাইয়ের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করা বড়ই খিয়ানাত করা হবে যদি তুমি সে হাদীস দ্বারা মিথ্যা বর্ণনা কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৩৯৩), আবূ দাউদ (৪৯৭১), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/২০৪), আল-কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৫১), বাইহাক্বী (১০/১৯৯) ও "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে (২/৪৯/১) আর ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/৩৪১/২) বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে যুবারাহ্ ইবনু মালেক হাযরামী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু

জুবায়ের ইবনে নুফায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু উসায়েদ হাযরামী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি যুবারাহ্ হতে বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

তার এ কথা আজব ধরনের। কারণ, মুহাম্মাদ ইবনু যুবারাহ্ও তার পিতা যুবারাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি তিনি (ইবনু আদী) নিজেই উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি (ইবনু আদী) ভুলে গেছেন নাকি অন্য কিছু?

এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ যুবারাহ্। কারণ, তিনি মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি "আল-মীযান" ও "আত্‌তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। এ হাদীসের সমস্যা বাকিয়্যাহ্ নয় যেমনটি "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে মুনযেরীর উদ্ধৃতিতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কারণ, বাকিয়্যাহ্ থেকে তাদলীসের ভয় করা হয়, কিন্তু তিনি ইবনু আদী, কাযা'ঈ ও ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় হাদীসটি যে শ্রবণ করেছেন তা সুস্পষ্ট করেছেন। অতএব হাদীসটি তার তাদলীস থেকে নিরাপদ। আর মুহাম্মাদ ইবনু যুবারাহ্ তার মুতাবা'য়াতও করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না।

ইমাম আহমাদ (৪/১৮৩), বাইহাক্বী ও আবূ নু'য়াইম "আল-মুসতাখরাজ" (১/৮/২) এবং "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/৯৯) এ হাদীসটিকে উমার ইবনু হারূণ বালখী সূত্রে সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি শুরাইহ্ ইবনু জুবায়ের ইবনে নুফায়ের হাযরামী হতে ... বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটিও সহীহ্ নয়। আবূ নু'য়াইম বলেন : সাওর হতে বর্ণনাকৃত হাদীসটি গারীব। এটিকে উমার ইবনু হারূণ বালখী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (বালখী) মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। মানাবী যে হাফিয ইরাকীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন : 'তার সনদটি ভাল' এ কথাটি আসলে ভাল নয়। কারণ এ বালখীকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি ২৮৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে তার হাদীস সাক্ষীমূলক বর্ণনা হওয়ার যোগ্য নয়।

১২৫২. (الصَّخْرَةُ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَى نَخْلَةٍ، وَالنَّخْلَةُ عَلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَتَحْتَ النَّخْلَةِ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ يَنْظِمَانِ سُمُوطَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১২৫২। প্রকৃত পাথর হচ্ছে বাইতুল মাকদিসের পাথর যা খেজুর গাছের উপর রয়েছে আর খেজুর গাছ জান্নাতের নদীগুলোর একটি নদীর উপরে রয়েছে। খেজুর গাছের নীচে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়্যাহ্ এবং মারইয়্যাম বিনতু ইমরান কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত জান্নাতীদের জন্য মণি মুক্তার মালা গাঁথছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আসাকির (১৯/২৭৪/১) ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি সা'লাবা ইবনু মুসলিম খাস'য়ামী হতে, তিনি সু'য়ূদ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি ওবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : খালদ হতে সু'য়ূদ ব্যতীত অন্যরা বর্ণনা করে এটিকে কা'বের কথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটিই সঠিকের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীসটিকে হাফিয যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ রু'য়াইনী হিমসীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ওয়াসেতী আল-খাতীব "ফাযাইলু বাইতিল মাকদিস" গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ পর্যন্ত এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সুস্পষ্ট মিথ্যুক।

হাফিয যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদের জীবনীতে বলেন : তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন ...। তিনি তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেদু'টির একটি।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ সম্পর্কে বলেন : তিনি যার থেকেই বর্ণনা করেছেন তার থেকেই বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি মুনকারুল হাদীস। দারাকুতনী "গারাইবু মালেক" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

এ ছাড়া অন্য হাদীসের মধ্যে যে বলা হয়েছে : "আজওয়া (খেজুর) এবং পাথরটি জান্নাতী"- এ হাদীসটি দুর্বল ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার কারণে। যেমনটি আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২৭৬৩) বর্ণনা করেছি।

١٢٥٣. (أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّوْنَ ، وَهِيَ الدَّوَاةُ ، وَذٰلِكَ فِيْ قَوْلِ اللهِ : ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ﴾ ; ثُمَّ قَالَ لَهُ : اُكْتُبْ . قَالَ : وَمَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ عَمَلٍ ، أَوْ أَجَلٍ ، أَوْ أَثَرٍ ; فَجَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ

كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ، ثُمَّ خَتَمَ عَلَى فِي الْقَلَمِ فَلَمْ يَنْطِقْ ، وَلاَ يَنْطِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ، ثُمَّ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ الْجَبَّارُ : مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْك ، وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لأكَمِّلَنَّكَ فِيمَنْ أَحْبَبْتُ ، وَلأنْقِصَنَّكَ فِيمَنْ أَبْغَضْتُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَكْمَلُهُمْ عَقْلاً، أَطْوَعُهُمْ لِلَّهِ، وَأَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِه، وَأَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلاً أَطْوَعُهُمْ لِلشَّيْطَانِ، وَأَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِه).

১২৫৩। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর নূন অর্থাৎ দোওয়াত সৃষ্টি করেন। আল্লাহর নিম্নোক্ত "নূন, শপথ (লিখার মাধ্যম) কলমের, আরো (শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার" (সূরা ক্বালাম : ১) এ বাণীতে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর (আল্লাহ্ কলমকে) বলেন : তুমি লিখ। সে বলল : আমি কী লিখব? তিনি (আল্লাহ্) বললেন : কর্ম, মৃত্যু, চিহ্ন যা কিছু ছিল, যা কিছু হবে তার সব কিছুই লিখ। এ সময় কলম কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সব কিছুই লিখা শুরু করে দিল। অতঃপর কলমের মুখে সীল লাগিয়ে দেয়া হয় ফলে সে আর কথা বলতে পারেনি এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত কথা বলতেও পারবে না। অতঃপর (আল্লাহ্) বুদ্ধি সৃষ্টি করে বলেন : আমি তোমার চেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক কিছুই সৃষ্টি করিনি। আমার ইয্যাতের কসম! অবশ্যই আমি যাকে পছন্দ করব তার মাঝেই তোমাকে পূর্ণতা দান করব। আর যার প্রতি আমি নাখোশ হব তার মাঝেই আমি তোমাকে কমিয়ে দেব। অতঃপর রসূল (ﷺ) বলেন : তাদের মধ্যে সেই বুদ্ধির দিক থেকে বেশী পরিপূর্ণ যে আল্লাহর বেশী আনুগত্যকারী এবং তাঁর অনুসরণ করে বেশী কর্মকারী (ইবাদাতকারী)। আর মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম জ্ঞানের অধিকারী সে ব্যক্তিই যে শায়তানের বেশী আনুগত্যকারী এবং তার অনুসরণ করে (তার অনুসৃত পথের) বেশী কর্মকারী।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/৩১৩) ও ইবনু আসাকির (২/৪৮/১৬) মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহাব দেমাস্কী হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি সুমাই হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) বলেন : এ হাদীসটি এ সনদে বাতিল ও মুনকার।

হাফিয যাহাবী বলেন : ইবনু আদী যে হাদীসটিকে বাতিল বলেছেন : এ ক্ষেত্রে তিনি সত্যই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহাব। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী। ইবনু আসাকির বলেন : তিনি যাহিবুল হাদীস।

তিনি সেই মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহাব ইবনে আতিয়্যাহ্ নন, যার থেকে ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির প্রথমে ... ইবনু আতিয়্যার জীবনী আলোচনা করেছেন, অতঃপর ... ইবনু মুসলিমের জীবনী আলোচনা করে আলোচ্য এ হাদীসটি উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন।

হাদীসটির ক্ষেত্রে ইমাম কুরতুবীও তার তাফসীর গ্রন্থে ভুল করেছেন। [এ মর্মে মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যিনি বিস্তারিত দেখতে চান তাকে মূল গ্রন্থ দেখার অনুরোধ করছি।]

উল্লেখ্য সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কলমকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে তাকে সব কিছু লিখার নির্দেশ প্রদান করেন। এ মর্মে ইমাম আবূ দাউদ (৪৭০০) ও তিরমিযী (২১৫৫, ৩৩১৯) ও আহমাদ (২২১৯৭) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٤. (لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ للهِ فِيْهِ حَاجَةٌ ، وَحَتَّى تُوْجَدُ الْمَرْأَةُ نَهَارًا جِهَارًا تُنْكَحُ وَسْطَ الطَّرِيْقِ ، لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَلاَ يُغَيِّرُهُ ، فَيَكُوْنُ أَمْثَلُهُمْ يَوْمَئِذٍ الَّذِيْ يَقُوْلُ : لَوْ نَحَّيْتَهَا عَنِ الطَّرِيْقِ قَلِيْلاً ، فَذَاكَ فِيْهِمْ مِثْلُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيْكُمْ).

১২৫৪। যে পর্যন্ত যমীনের বুকে কারো ব্যাপারে আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে পর্যন্ত কিয়ামাত কায়েম হবে না এবং যে পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে দিনের বেলা প্রকাশ্যে কোন নারীর সাথে ব্যভিচার করা না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত কায়েম হবে না। কেউ এ কর্মকে ঘৃণা করবে না এবং তার প্রতিবাদও করবে না। সেদিন তাদের মধ্যের ভাল ব্যক্তি বলবে : যদি রাস্তা থেকে তাকে (নারীটিকে) একটু সরিয়ে নিতে। তাদের মধ্যের সেদিনের ভাল মানুষ তোমাদের মাঝের আবূ বাক্‌র ও উমারের ন্যায়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (৪/৪৯৫) কাসেম ইবনুল হাকাম 'উরানী সূত্রে সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন : সুলাইমান ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাদীসটি বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির শেষে যে আবূ বাক্র ও উমারের ন্যায় বলে অতিরঞ্জন করা হয়েছে সে অংশটুকু বাদে বাকী অংশ সহীহ্। এ কারণে আমি সহীহ্ অংশগুলো "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৪৭৫) উল্লেখ করেছি।

অতিরঞ্জনকৃত অংশসহ বর্ণিত এ সনদটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী কাসেম ইবনুল হাকাম উরানী, তিনিও দুর্বল। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

١٢٥٥ . (اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ على الصِّرَاطِ).

১২৫৫। তোমাদের কুরবানীর জন্য সতেজ শক্তিশালী কুরবানীর পশু অনুসন্ধান কর। কারণ সেগুলো পুল সিরাতের উপর তোমাদের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতিহি বি মারু" গ্রন্থে (২/৩৩) ইয়াহ্ইয়া ইবনু ওবাইদিল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া, তিনি হচ্ছেন ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে মাওহিব মাদানী। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ও খুবই মুনকারুল হাদীস। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরুকুল হাদীস।

আর বর্ণনাকারী তার পিতা মাজহূল (অপরিচিত)। ইমাম শাফে'ঈ ও আহমাদ বলেন : তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করে বলেছেন : তার থেকে তার ছেলে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন তিনি কিছুই না।

তবে তার পিতা নির্ভরযোগ্য। তার হাদীসের মধ্যে মুনকারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার ছেলে ইয়াহ্ইয়ার দিক থেকে।

"আত-তালখীস" গ্রন্থে (৪/১৩৮) দেখেছি হাফিয ইবনু হাজার বলেন : ... ইয়াহ্ইয়া খুবই দুর্বল।

এর পূর্বে এরূপই একটি হাদীস (৭৪) আলোচিত হয়েছে। সেটির কোনই ভিত্তিই নেই।

١٢٥٦. (ثَلاثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ).

১২৫৬। তিনটি বস্তু রয়েছে যে ব্যক্তি এ তিনটি বস্তু আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং সাওয়াবের আশায় করবে তাকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি সাহায্য করা এবং তার জন্য বারকাত দান করা অপরিহার্য হয়ে যাবে : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে সাওয়াবের আশায় একটি দাসী মুক্ত করার চেষ্টা করবে তাকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি সাহায্য করা এবং তার জন্য বারকাত দান করা অপরিহার্য হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে সাওয়াবের আশায় বিয়ে করবে তাকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি সাহায্য করা এবং তার জন্য বারকাত দান করা অপরিহার্য হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে সাওয়াবের আশায় মৃত যমীনকে জীবিত করবে তাকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি সাহায্য করা এবং তার জন্য বারকাত দান করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মান্দাহ্ "আল-মুন্তাখাব মিনাল ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৬৫), আস-সাকাফী "আল-ফাওয়াইদ (প্রসিদ্ধ : "আত্তাসকীফাত" নামে)" গ্রন্থে (৯/১৭), অনুরূপভাবে যিয়া "আল-মুন্তাকা মিন মাসমূ'আতিহি বি মারু" গ্রন্থে (১/১১৯), বাইহাক্বী (১০/৩১৯) ও ত্বাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৫০৫০) আম্র ইবনু আসেম কুলাবী হতে, তিনি তার দাদা ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল ওয়াযি' হতে,

তিনি আইউব সিখতিয়ানী হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবুল কাসেম হামেয তার "হাদীস" গ্রন্থে যেমনটি "আল-মুন্তাকা মিনহু" গ্রন্থে (১/১০/৩) বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্ববারানী বলেন : যেমনটি "মাজমা'উল বাহ্রাইন" গ্রন্থে (২/১৬৬) এসেছে : আইউব হতে একমাত্র ওবাইদুল্লাহ্ই বর্ণনা করেছেন। আম্রও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি রয়েছে যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। তার দাদা ওবাইদুল্লাহ্ ইবনুল ওয়াযে' মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। হাফিয যাহাবী তার জীবনীতে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন : তার থেকে তার নাতনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানিনা।

আমি (আলবানী) বলছি : আবুয যুবায়ের তাদলীস করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, তিনি আন আন করে বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٧. (يَا عَلِيُّ مَثَلُ الَّذِى لاَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ ، فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلاَ هِيَ ذَاتُ وَلَد، وَلاَ هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لاَ يَخْلُصُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لاَ تُقْبَلُ نَافِلَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّى الْفَرِيضَةَ).

১২৫৭। হে আলী! যে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করে না সে ঐ গর্ভবতী মহিলার ন্যায় যে গর্ভবতী হয় অতঃপর যখন তার নেফাসের (সন্তান প্রসবের) সময় নিকটবর্তী হয় তখন সন্তান ফেলে দেয়। ফলে সে সন্তানের অধিকারী হয় না এবং গর্ভধারণকারীও হয় না। আর (এ) সলাত আদায়কারী সেই ব্যবসায়ীর ন্যায় যার মুনাফা নির্ভেজাল হয় না তার মূলধন নির্ভেজাল না হওয়ায়। অনুরূপভাবে সলাত আদায়কারীর নফল সলাত গ্রহণ করা হবে না যে পর্যন্ত সে ফরয সলাত আদায় না করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বাইহাক্বী "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (২/৩৮৭), আবুল কাসেম আসবাহানী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৬) ও আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৯০) প্রথম অংশটি মূসা ইবনু ওবাইদাহ্ রাবাযী সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুনাইন

হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

বাইহাক্বী বলেন : মূসা ইবনু ওবাইদার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

হায়সামী (২/১৩২) বর্ণনাকারী এ রাবাযীর দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন: তিনি দুর্বল। মুনযেরীও তার দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

١٢٥٨. (بَارَكَ فِيْ عَسَلِ بَنْهَا).

১২৫৮। বান্‌হা গ্রামের মধুতে বরকত দান করেছেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আদ-দূরী "আত্‌তারীখু অল-ইলাল" গ্রন্থে (নং ৫২৭৩) উল্লেখ করে বলেছেন : আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মা'ঈনকে বলতে শুনেছি : লাইস বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব হতে, তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আদ-দূরী) ইয়াহ্‌ইয়াকে বললাম : আপনাকে কি হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : হাঁ। ইয়াহ্‌ইয়া বলেন : বানহা মিসরের একটি গ্রাম।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মুরসাল অথবা মু'যাল হওয়া সত্ত্বেও লাইসের কাতিব আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ এর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

١٢٥٩. (لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ).

১২৫৯। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর দু'পা স্থানান্তরিত হবে না যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে অপরিহার্য করে না দিবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৩৭৩), হাকিম (৪/৯৮) ও ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩৫৪) মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত সূত্রে মুহারিব ইবনু দিসার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার মতেই মত দিয়েছেন। আর মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (২/১৬৬) তা সমর্থন করেছেন। এ সবই ঘটেছে গবেষণাকে পরিত্যাগ করার কারণে (অথবা ভুল বশত) এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে। অন্যথায় গবেষকের ক্ষেত্রে এরূপ সনদের হাদীসকে কিভাবে

সহীহ্ আখ্যা দেয়া সম্ভব! কারণ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। বরং তিনি খুবই দুর্বল।

তার সম্পর্কে আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবাহ্ এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আম্মার বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। ইমাম আহমাদ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন।

আবূ দাঊদ বলেন : তিনি মুহারিব হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে ইবনু উমার (রাঃ) হতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটিও রয়েছে। যেমনটি "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে।

বুসয়রী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৪৬) বলেন : এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত আবূ আলী আল-কূফীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। তাকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি সহীহ্। হাদীসটিকে ইমাম ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে, তার থেকে বাইহাক্বী "আস-সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে ও আবূ 'ইয়ালা মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু মাজার বর্ণনায় উল্লেখ করে সহীহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শাইখ মানসূর আলী নাসেফ ধোঁকায় পড়ে "আত্‌তাজুল জামে' লিল উসূলুল খামসা" গ্রন্থে (৪/৬৭) বলেন : হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী হাদীসটি সম্পর্কে কোন কিছুই বলেননি।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে উক্ত বাক্যে বর্ণনা করেননি। বরং তার নিকট অন্য সূত্রে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে।

١٢٦٠. (إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِها عَلَى الأَرْضِ ، وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَا يَتَكَلَّمُ شَاهِدُ الزُّورِ ، وَلا تَفَارِقُ قَدَمَاهُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى يُقْذَفَ بِهِ فِي النَّارِ).

১২৬০। পাখি তার ঠোঁট দ্বারা যমীনে আঘাত করবে এবং কিয়ামাতের দিনের বিভীষিকার কারণে তার লেজ নাড়াবে। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তি কথা বলা বন্ধ করবে না এবং তার দু'পা যমীন থেকে পৃথক হবে না যে পর্যন্ত তাকে আগুনে নিক্ষেপ না করা হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ত্ববারানী “আল-মু‘জামুল আওসাত” গ্রন্থে (৭৭৬৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনুস সল্‌ত হতে, তিনি আবুল জাহাম আল-কুরাশী হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি মুহারিব ইবনু দিসার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্ববারানী বলেন : হাদীসটি আব্দুল মালেক হতে আবুল জাহাম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর আবুল জাহাম হতে সা‘ঈদ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : আমি সা‘ঈদের জীবনী পাইনি এবং অনুরূপভাবে তার শাইখ আবুল জাহাম কুরাশীর জীবনীও পাইনি। হায়সামী তার নিম্নোক্ত (৪/২০০) কথার দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী “আল-আওসাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে এরূপ বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে আমি চিনি না।

অতঃপর আমি (আলবানী) দেখেছি ওকায়লী “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে (৪৫৩) এবং ইবনু আসাকির (২/১৩৫/১৬) ইসহাক্ ইবনু ইব্‌রাহীম সূত্রে শাযান হতে, তিনি সা‘দ ইবনুস সল্‌ত হতে, তিনি হারূন ইবনুল জাহাম আবুল জাহাম কুরাশী হতে বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : হারূন ইবনুল জাহাম ইবনে সুওয়ায়ের ইবনে আবী ফাতেখার হাদীসের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং তিনি বর্ণনা করার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ নন। তিনি আরো বলেন : আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের হতে বর্ণনাকৃত তার হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল ফুরাত কূফী এটিকে মুহারিব ইবনু দিসার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে এ হাদীসটির ব্যাপারে হাফিয যাহাবী বলেন : এটি মুনকার হাদীস। আর হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

١٢٦١. (كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ تَاجِرًا، وَكَانَ يَنْقُصُ مَرَّةً وَيَزِيدُ أُخْرَى، قَالَ: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ أَلْتَمِسُ تِجَارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ، فَبَنَى صَوْمَعَةً وَتَرَهَّبَ فِيهَا، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ).

১২৬১। বানী ইসরাঈলের এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল সে একবার লোকসান দিত আর আরেকবার লাভ করত। এ সময় সে বলল : এ ব্যবসায়ে কল্যাণকর কিছু নেই, অতএব এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যবসার অনুসন্ধান করি। অতঃপর সে

একটি গীর্জা বানিয়ে সেখানে ইবাদাত করা শুরু করল। তাকে জুরায়েয নামে ডাকা হতো ... অতঃপর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন।

এ হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২/৪৩৪) উমার ইবনু আবী সালামাহ্ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেন : ..।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ উমার। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মা'ঈন তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ তার সম্পর্কে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে ভুল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হায়সামী "মাজমু'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/২৮৬) যে বলেছেন : 'হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদটি ভাল' আসলে তার একথাটি ভাল নয়।

জুরায়েজ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উমার ইবনু আবী সালামাহ্ হতে বর্ণনাকৃত ভাষা নেই। উল্লেখিত এ ভাষায় তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ ভাষা তার পিতা হতে বর্ণনাকৃত মুনকার বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হাফিয যাহাবী বলেন : উমার তার পিতার উদ্ধৃতিতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য : হাদীসের শেষে যে বলা হয়েছে 'অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন' এর দ্বারা "মুসনাদু আহমাদ" গ্রন্থের মধ্যে এ হাদীসটির পূর্বের হাদীসে জুরায়েজের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সে ঘটনাকে বুঝানো হয়েছে।

١٢٦٢. (لا يُقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِدُونِ عِشْرِينَ آيَةً وَلا يُقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِدُونِ عَشْرِ آيَاتٍ).

১২৬২। সকালের সলাতে বিশ আয়াতের কম পাঠ করা হতো না আর এশার সলাতে দশ আয়াতের কম পাঠ করা হতো না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ৪৫৩৮/৪৪০৯) মিকদাদ ইবনু দাউদ হতে, তিনি আসাদ ইবনু মূসা হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আবী জা'ফার হতে, তিনি বুকায়ের ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আশুয হতে, তিনি খাল্লাদ ইবনুস সায়েব হতে, তিনি রিফা'য়াহ্ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বল ঃ

১। ইবনু লাহী'য়াহ্, তার নাম আব্দুল্লাহ্। তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার এবং তার মুখস্থ শক্তি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে তিনি দুর্বল। তবে তার থেকে যদি আবাদিলাহ্ বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন (যেমন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুনাব্বিহ প্রমুখ) তাহলে তার বর্ণনা সহীহ্। কিন্তু এখানে আবাদিলাহ্ বর্ণনা করেননি।

২। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী মিকদাদ ইবনু দাউদ। তার সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/১১৯) শুধুমাত্র ইবনু লাহী'য়ার দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না এ ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে।

সঠিক হচ্ছে এই যে, তার থেকে আবাদিলাহ্ বর্ণনা না করে থাকলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

١٢٦٣. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلا فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِي حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ حَجَبَهُ اللهُ أَنْ يَلِجَ بَابَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الدُّنْيَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ جِوَارِيَ، فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَمْ أُبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا).

১২৬৩। হে মানুষ! তোমাদের মধ্য থেকে যে (ব্যক্তি) কোন কর্মের দায়িত্ব পালন করবে, অতঃপর মুসলিমদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে তার দরজাকে বন্ধ করে দিবে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের দরজা দিয়ে তার প্রবেশ করাকে বন্ধ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির লক্ষ্যই হবে দুনিয়া (অর্জন করা), আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দাসীদেরকে হারাম করে দিবেন। কারণ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে বিনষ্ট দুনিয়া দিয়ে, দুনিয়ার অট্টালিকা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়নি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে জাবরূন ইবনু 'ঈসা মাগরিবী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইমান জুফরী হতে, তিনি ফুযায়েল ইবনু 'আয়ায হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি আওন ইবনু আবী জুহায়ফাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন ... রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। জাবরূন ব্যতীত সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

ত্বাবারানী বলেন : জাবরূন সম্পর্কে আমি ভাল-মন্দ কিছুই অবগত নই।

হায়সামী বলেন : ইমাম ত্বাবারানী তার শাইখ জাবরূন ইবনু 'ঈসা হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইমান আল-জুফারী হতে বর্ণনা করেছেন। আমি তাদের দু'জনকেই চিনি না। তারা দু'জন ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়। জাবরূন হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

١٢٦٤. (إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ).

১২৬৪। তুমি যখন আমার উম্মাতকে দেখবে অত্যাচারীকে তুমি অত্যাচারী বলতে ভয় করছো তখন তুমি তাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (৪/৯৪), আহমাদ (৬৪৮৫, ৬৭৪৫), আবূ বাক্র শাফে'ঈ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৬৫/৬) ও ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৮৭, ২/১৮৫) হাসান ইবনু আম্র সূত্রে আবুয যুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ! হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা উভয়েই সনদটি যে মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) তা লক্ষ্যই করেননি। এর দ্বারাই বাইহাক্বী সনদটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে উভয়ের সমালোচনা করে বলেছেন : সনদটি মুনকাতি'। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হচ্ছেন আবুয যুবায়ের মাক্কী, তিনি ইবনু আম্র (رضي الله عنه) হতে হাদীস শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এর দ্বারাই ইবনু আদী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন যেমনটি সামনে আসবে।

হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইমাম ত্বাবারানীর "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে জাবের (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে বলেছেন :

এর সনদে সাইফ ইবনু হারূন রয়েছেন তাকে ইমাম নাসাঈ এবং দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু আসলে সাইফ ইবনু হারূন নয়, তিনি হচ্ছেন সিনান ইবনু হারূন যেমনটি ইমাম ত্বারানীর "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৭৯৮৯) এসেছে।

আর ইমাম ত্বারানী বলেছেন : হাসান ইবনু আম্র হতে আবুয যুবায়েরের উদ্ধৃতিতে সিনান ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

١٢٦٥. (مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا ، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا).

১২৬৫। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির গোপন কিছু দেখে তা গোপন রাখল সে যেন সেই ব্যক্তির ন্যায় যে জীবিত দাফনকৃত শিশুকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করল (রাখল)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৭৫৮), আবূ দাউদ (৪৮৯১) ও ত্বয়ালিসী "আল-মুসনাদ" গ্রন্থে (১০০৫), ইবনু শাহীন "জুযউম মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২০৫) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে ক্বাফ ১/৪২) আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইব্রাহীম ইবনু নাশীত হতে, তিনি কা'ব ইবনু আলকামাহ্ হতে, তিনি আবুল হায়সাম হতে ... বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এক সম্প্রদায় উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল : আমাদের কতিপয় প্রতিবেশী রয়েছে তারা (মদ) পান করে এবং এরূপ কর্ম করে। আমরা কি তাদের বিষয়টিকে ইমামের নিকট উপস্থাপন করব? তিনি বললেন : না। কারণ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : আবুল হায়সাম হচ্ছেন উকবাহ্ ইবনু আমের জুহানী (রাঃ)-এর দাস, তিনি মিসরী, তার নাম কাসীর। তিনি ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে চেনা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ অন্য কোন বর্ণনাকারী যখন বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে তখন তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর কোনটিই অপরিচিত (মাজহূল) বর্ণনাকারী আবুল হায়সাম কাসীর হতে মুক্ত নয়। এ সব

সূত্রগুলো সম্পর্কে শাইখ আলবানী মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া আবুল হায়সাম ছাড়া আরো কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আবুল হায়সামের সনদের চেয়েও বেশী দুর্বল। অতএব হাদীসটি কোনভাবেই সহীহ্ নয়। মূল গ্রন্থে বিস্তারিত দেখুন।

١٢٦٦. (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ).

১২৬৬। যে ব্যক্তি তা'বীজ লটকাবে আল্লাহ্ তার (আশা) পূর্ণ করবেন না আর যে ব্যক্তি কড়ি লটকাবে আল্লাহ্ কড়ি দিয়ে তার কোন উপকার করবেন না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (৪/২১৬, ৪১৭) ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব "আল-জামে" গ্রন্থে (১১১) হায়ওয়াহ্ ইবনু শুরাইহ্ সূত্রে খালেদ ইবনু ওবায়েদ মা'য়াফেরী হতে, তিনি মুস'য়াব ইবনু মিশরাহ্ ইবনে হা'য়ান মা'য়াফেরী হতে, তিনি ওকবাহ্ ইবনু আমের যুহানী (রাঃ) হতে, তিনি রসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বর্ণনাকারী খালেদ ইবনু মা'য়াফেরীকে ইবনু আবী হাতিম তার কিতাবে (১/৩৪২) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসের মধ্যেই চেনা যায়।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তা'জীল" গ্রন্থে বলেন : তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আমি (ইবনু হাজার) বলছি : তার হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

সম্ভবত তিনি এর দ্বারা এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন। 'বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য' তিনি তার এ কথার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তার কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন মিশরাহ্ ইবনু হা'য়ান। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু হিব্বান তার সমালোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। উসমান আদ-দারেমী বলেন : তিনি সত্যবাদী। ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/৪০৩) বলেন : আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : ইনশাআল্লাহ্ তিনি হাসানুল হাদীস (হাদীসের ক্ষেত্রে ভাল)। এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে খালেদ ইবনু ওবায়েদের মাজহূল হওয়া।

উকবাহ্ ইবনু আমের (রাঃ) হতে নিম্নলিখিত ভাষায় অন্য সনদে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে : مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ "যে ব্যক্তি তা'বীজ লটকাল সে শির্ক করল।"

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও আবূ ই'য়ালা ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটিকে হাকিমও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٦٧. (مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّوْرِ).

১২৬৭। কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হলে সে যদি সাক্ষ্য গোপন করে তাহলে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (নং ৪৩৩৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি 'আলা ইবনুল হারেস হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ বুরদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : হাদীসটি 'আলা হতে একমাত্র মু'য়াবিয়্যাহ্ আর মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে একমাত্র আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ্ দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি লাইসের কাতিব। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি ধার্মিক ছিলেন অতঃপর খারাপ হয়ে যান। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেছেন। আবূ হাতিম বলেন : আমি মনে করি তার থেকে বর্ণিত যেসব হাদীসগুলো মুনকার আখ্যা দেয়া হয়েছে সেগুলো খালেদ ইবনু নাজীহ্ কর্তৃক তৈরিকৃত। তিনি আবূ সালেহের সাথে থাকতেন। আবূ সালেহ্ মিথ্যুকদের দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন। নাসাঈ বলেন : আবূ সালেহ্ নির্ভরযোগ্য নন।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১৬৭) যে বলেছেন : হাদীসটি গারবী ... লাইসের কাতিব আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহের দ্বারা ইমাম বুখারী দলীল গ্রহণ করেছেন।

তার এ কথাটি ভাল নয়। কারণ ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। তার থেকে মু'য়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী ...। আর আরেক বর্ণনাকারী 'আলা ইবনুল হারেস সত্যবাদী তবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

হায়সামী (৪/২০০) হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটিকে ইমাম ত্ববারানী "আল-কাবীর" ও "আল-আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ রয়েছেন। তাকে আব্দুল মালেক ইবনু শু'য়াইব ইবনে লাইস নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর তাকে একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٦٨. (إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَطَلَّعُونَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ فَوَاللهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ، إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلا نَفْعَلُ).

১২৬৮। জান্নাতী কতিপয় ব্যক্তি জাহান্নামী কতিপয় ব্যক্তিকে উঁকি মেরে দেখবে। অতঃপর বলবে : তোমরা কী কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছো? আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের নিকট থেকে যা কিছু শিখেছিলাম সেগুলোর দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করেছি। তারা বলবে : আমরা বলতাম : কিন্তু আমরা (নিজেরা) করতাম না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (নং ৯৭) আর তার উদ্ধৃতিতে ইবনু আসাকির (২/৪৩৪/১৭) যুহায়ের ইবনু ইবাদ রাসেবী হতে, তিনি আবূ বাক্‌র দাহেরী ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে হাকীম হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ হতে, তিনি শা'বী হতে, তিনি ওয়ালীদ হতে, তিনি উকবাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্বাবারানী বলেন : ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ থেকে আবূ বাক্‌র দাহেরী ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাতরূক। হায়সামী (৭/২৭৬) বলেন : হাদীসটি ত্বারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে বর্ণনাকারী আবূ বাক্‌র দাহেরী রয়েছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৭৪) তাকে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

١٢٦٩. (مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ).

১২৬৯। যে ব্যক্তি (বৃক্ষ থেকে) আঙ্গুর নামানোর দিনগুলোতে আঙ্গুরকে ধরে আটকে রাখবে ইয়াহূদী অথবা খ্রীষ্টান অথবা যে ব্যক্তি আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে তার নিকট বিক্রি করার লক্ষ্যে সে প্রকাশ্যে (সবার চোখের সামনে) জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৩৬), ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৫৪৮৮), সাহ্মী (২৯৯) ও বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (১২৯৮) আব্দুল কারীম ইবনু আব্দিল কারীম হতে, তিনি হাসান ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আল-হুসাইন ইবনু ওয়াকেদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরাইদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : হাদীসটি বুরাইদাহ্ (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে হাসান ইবনু মুসলিম, তিনি হচ্ছেন ব্যবসায়ী মারওয়াযী। ইবনু হিব্বান বলেন : হুসায়েন ইবনু ওয়াকেদের হাদীস হতে এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যাহাবী বলেন : হাসান মদের ব্যাপারে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেন : তার হাদীসটিই মিথ্যা হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয ইবনু হাজার "আত্তালখীস" গ্রন্থে (২৩৯) এ হাদীসটির ব্যাপারে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকে আর "বুলূগুল মারাম" গ্রন্থে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে মারাত্মক ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন : হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন!

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (১/৩৮৯/১১৬৫) বলেন : আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেন : হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল। আমি বললাম : আপনি কি এ আব্দুল কারীমকে চিনেন? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : হাসান ইবনু মুসলিমকে কি চিনেন? তিনি বললেন : না। তবে তার বর্ণনাটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

"তারীখু জুরজান" এবং "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এ আব্দুল কারীমের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তাদের দু'জনের বক্তব্যকে আমি "তাখরীজু আহাদীসিল হালাল অল-হারাম" গ্রন্থে (পৃ : ৫৬) উল্লেখ করেছি।

১২৭০. (الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَإِنِ انْتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، وَ عُمِلَ بِالْمَعَاصِيِّ، وَ اجْتُرِئَ عَلَى الدِّيْنِ، بَعَثَ اللهُ الطَّابِعَ، فَيَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، فَلاَ يَعْقِلُوْنَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا).

১২৭০। রহমানের (আল্লাহর) আরশের পায়াতে সীল ঝুলানো রয়েছে। যদি কারো সম্মান হানি করা হয়, পাপের কর্ম করা হয় এবং ধর্মের বিপক্ষে যদি বাহাদুরী করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সীলকে পাঠিয়ে দেন, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহে সীল মেরে দেন (সমস্ত পুণ্য কাজ হতে বঞ্চিত করে দেন)। ফলে এর পরে তারা আর কিছুই বোঝে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/৩৩২), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৬০), অনুরূপভাবে বায্যার (৪/১০৩/৩২৯৮), বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/৩৭৭/২) ও দায়লামী (২/২৬৫) সুলাইমান ইবনু মুসলিম হতে, তিনি সুলাইমান তায়মী হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন :

হাদীসটি খুবই মুনকার। সুলাইমান ইবনু মুসলিম কম হাদীসের অধিকারী, তিনি মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য দেখি না।

বায্যার বলেন : সুলাইমান, তায়মী হতে একমাত্র সুলাইমান ইবনু মুসলিম ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : বাইহাক্বী বলেন : সুলাইমান ইবনু মুসলিম খাশ্শাব এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি শক্তিশালী নন।

ইবনু হিব্বান বলেন : একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যদের তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়।

হাফিয যাহাবী তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেদু'টির একটি। অতঃপর বলেছেন : আমাদের গবেষণায় এ হাদীস দু'টি বানোয়াট।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার এ মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৭৮) হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : হাদীসটি বায্যার ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

١٢٧١. (الطَّهَارَاتُ أَرْبَعٌ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَالسِّوَاكِ).

১২৭১। পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে চারটি বস্তুর মধ্যে : গোঁফ খাটো করা, নাভির নিচের চুল নেড়া করা, নখ কাটা এবং মিসওয়াক করার মধ্যে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ সা'ঈদ আল-আশুজ্জ তার "হাদীস" গ্রন্থে (২/২১৪) ও বায্যার (২/৩৭০/৪৯৬৭) মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি ইউনুস ইবনু মায়সারা হতে, তিনি আবূ ইদরীস হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হচ্ছেন সাদাফী। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন : তিনি দুর্বল।

হায়সামী "মাজমাউয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৫/১৬৮) অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি হাদীসটিকে ত্ববারানীর "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতেও উল্লেখ করেছেন। আর ভাষ্যকার মানাবী তার দু'টি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

১২৭٢. (إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ السِّبَاءُ ، وَإِذَا كَثُرَ اللُّوطِيَّةُ رَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنِ الْخَلْقِ فَلا يُبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا).

১২৭২। যখন যিম্মাদারিতে থাকা কোন অমুসলিম ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা হবে তখন রাষ্ট্রটি শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যখন বেশী বেশী যেনা সংঘটিত হবে তখন বেশী বেশী বন্দি হবে। যখন সমকামিতা (লূতী বদ আমল) বৃদ্ধি পাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাত সৃষ্টির (মানুষের) উপর থেকে উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কোন পরওয়া করবেন না যে উপত্যকাতেই তারা ধ্বংস হয়ে যাক না কেন (অর্থাৎ তাদের নিরাপত্তা থাকবে না)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৭৫২/১৭৩১) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি আব্দুল খালেক ইবনু যায়েদ ইবনে ওয়াকেদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি বলেন : আমি বুস্র ইবনু ওবাইদিল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আব্দুল খালেক সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে

বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তার নিকট মুনকারুল হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, তিনি খুবই দুর্বল। যেমনটি হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এসেছে।

মুনযেরী যে "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/১৯৮) বলেছেন : তিনি দুর্বল, মাতরূক নন তার এ কথাটি সঠিক নয়।

এছাড়া তার থেকে বর্ণনাকারী নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদও দুর্বল।

١٢٧٣. (شُمِّيْ عَوَارِضَهَا ، وَ انْظُرِيْ إِلَى عُرْقُوْبَيْهَا).

১২৭৩। তুমি তার মুখের গন্ধ পরীক্ষা করো এবং তার দু'পায়ের নলার পেছনের অংশের গোশ্‌তের (মাংসপেশীর) দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি হাকিম (২/১৬৬) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৭/৮৭) হিশাম ইবনু আলী সূত্রে মূসা ইবনু ইসমা'ঈল হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) এক মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করলে তিনি (অন্য) এক মহিলাকে তার নিকট প্রেরণ করে (উক্ত কথা) বলেন ঃ...।

হাকিম বলেন : হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম বাইহাক্বী বলেন : অনুরূপভাবেই আমাদের শাইখ "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ সিজিসতানী "আল-মারাসীল" গ্রন্থে মূসা ইবনু ইসমা'ঈল হতে সংক্ষেপে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করেননি। আবূ নু'মানও হাম্মাদ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মাদ কাসীর সন'য়ানী হাম্মাদ হতে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আম্মারাহ ইবনু যাযান সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মওসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিম কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসটির সনদের সমস্যা হচ্ছে হিশাম ইবনু আলী, তিনি হচ্ছেন হাকিমের শাইখ আলী ইবনু হামশায আল-আদ্‌লের শাইখ। আমাদের নিকট থাকা কোন গ্রন্থের মধ্যে তার জীবনী পাচ্ছি না।

ইমাম আবূ দাউদ তার বিরোধিতা করে "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর মুরসাল হওয়ায় সঠিক। একে আরো শক্তিশালী করছে আবূ নু'মানের বর্ণনা। তিনি হাম্মাদ হতে মুরসাল হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। আবূ নু'মান হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্‌ল আরেম সাদূসী, তিনি

নির্ভরযোগ্য তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার দ্বারা বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর সন'য়ানী হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : আম্মারাহ্ ইবনু যাযানও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন।

মোট কথা হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে দুর্বল।

১২৭৪. (مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ).

১২৭৪। যে ব্যক্তি ব্যভিচার করবে অথবা মদ পান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে ঈমানকে ছিনিয়ে নিবেন যেরূপ মানুষ তার জামাকে তার মাথা থেকে খুলে নেয় সেভাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (১/২২) সা'ঈদ ইবনু আবী আইউব সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি ইবনু হুজাইরাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...। হাকিম বলেন ঃ

হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। তিনি আব্দুর রহমান ইবনু হুজাইরাহ্ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তারা দু'জনই শামী। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কিন্তু কয়েকভাবে তারা দু'জনে ধোঁকায় পড়েছেন ঃ

১। এখানে উল্লেখিত ইবনু হুজাইরাহ্ আব্দুর রহমান নন। বরং তিনি হচ্ছেন তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে হুজাইরাহ্। কারণ তার (ছেলে) থেকেই আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ বর্ণনা করে থাকেন। যেমনটি তাদের উভয়ের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে। আর এ কারণে হাদীসটির সনদ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, কারণ এ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দির রহমানের আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অথবা অন্য কোন সহাবী হতে বর্ণনা মিলে না। যারাই তার জীবনী আলোচনা করেছেন তারা সকলেই বলেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র তার পিতার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সনদ থেকে 'তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন' কথাটি পড়ে গেছে।

২। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ এবং ইবনু হুজাইরাহ্ তারা উভয়েই শামী নন। বরং তারা উভয়েই মিসরী।

৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে হুজাইরাহ্ আসলে ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী নন। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদও তার বর্ণনাকারী নন। তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর দারাকুতনী তাকে (ইবনুল ওয়ালীদকে) দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : তার হাদীসকে গণ্যই করা যায় না।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

জি হাঁ, এ মর্মে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তবে নিম্নলিখিত ভাষায় :

(إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ وَكَانَ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَـعَ إِلَيْـهِ الإِيْمَانُ).

"বান্দা যখন ব্যভিচার করে তখন তার থেকে ঈমান বেরিয়ে গিয়ে ছায়ার মত ঈমান (তার উপরে) অবস্থান করে। অতঃপর যখন ব্যভিচার থেকে মুক্ত হয় তখন ঈমান তার নিকট ফিরে আসে।" এ হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" (৫০৯)।

আলোচ্য দুর্বল হাদীসটির ন্যায় আরেকটি দুর্বল হাদীস নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

(إِنَّ الإِيْمَانَ سِرْبَالٌ يُسَرْبِلُهُ اللهُ مَنْ يَّشَاءُ ، فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ نُزِعَ مِنْهُ سِرْبَالُ الإِيْمَانِ ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ عَلَيْهِ).

"ঈমান হচ্ছে জামা বা পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ, আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তা পরিয়ে দেন। অতঃপর বান্দা যখন ব্যভিচার করে তখন তার থেকে ঈমানের জামাটি ছিনিয়ে নেন। অতঃপর যদি তাওবাহ্ করে তাহলে তার নিকট ঈমানকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।"

এটিকে আম্র ইবনু আব্দিল গাফ্ফার- আল-আওয়াম ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আলী ইবনু মুদরিক হতে, তিনি আবূ যুর'য়াহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে বাইহাক্বী "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে (২/১১৯/১-২) বর্ণনা করেছেন।

এর বর্ণনাকারী আম্‌র সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেন : তাকে হাদীস বানানোর দোষে দোষী করা হয়েছে।

١٢٧٥. (مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ).

১২৭৫। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের পিঠকে না-হক্ব পন্থায় খালী করে দিবে সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২৫২৪) ইব্‌রাহীম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাদাকাহ্ জুবলানী হতে, তিনি ইয়ামান ইবনু আদী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আলাহানী হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ত্বাবারানী বলেন :

মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে ইয়ামান ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। ইমাম আহমাদ ও দারাকুতনী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবূ আহমাদ হাকিম বলেন : তাদের নিকট তিনি শক্তিশালী নন।

ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

তবে আবূ হাতিম বলেন : তিনি সত্যবাদী শাইখ।

আর ইব্‌রাহীম হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আর্‌ক্ব। তার জীবনী পাচ্ছি না। এছাড়া বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে মুনযেরী (৩/২০৭) এবং হায়সামী (৪/২৫৩) যে বলেছেন : হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-কাবীর" ও "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদটি ভাল। তাদের এ কথাটি ভাল নয় (সঠিক নয়)। তাদের দু'জনের কথায় মানাবী "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে ধোঁকায় পড়েছেন এবং গুমারীও তার "কান্‌য" গ্রন্থে ধোঁকায় পড়েছেন।

অতঃপর আমি "আল-কাবীর" গ্রন্থের (৭৫৩৬) সনদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। তিনি "আল-আওসাত" গ্রন্থে যে সনদে বর্ণনা করেছেন সেই একই সনদে তাতেও বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন : মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনে আর্‌ক্ব হিমসী।

বাহ্যিক অবস্থা এই যে, কোন কপি কারকের পক্ষ থেকে এ পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ ইমাম ত্বাবারানীর শাইখদের মধ্যে ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আর্‌ক্বই

রয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম ... নেই। "আস-সাগীর" গ্রন্থেও নেই এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থেও নেই।

এছাড়া ইমাম ত্ববারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসটির একটি হাদীস পরে (৭৫৩৮) তিনি আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আর্‌ক্ব হিমসীকেই উল্লেখ করেছেন।

١٢٧٦. (مَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ زَوَّجَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ خَفِيَّةٌ شَهِيَّةٌ، فَأَدَّاهَا مِنْ مَخَافَةِ اللهِ عزوجل، أَوْ رَجُلٌ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَرَأَ "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ).

১২৭৬। যার মধ্যে তিনটি চরিত্রের একটি থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা তার হুর 'ঈনের সাথে বিয়ে দিবেন : যার নিকট আকাঙ্ক্ষিত গোপন আমানাত রক্ষিত থাকবে অতঃপর সে তা আল্লাহকে ভয় করে (সঠিকভাবে) আদায় করবে, অথবা যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে, অথবা সেই ব্যক্তি যে প্রত্যেক সলাতের পরে কুল হুঅল্লাহু আহাদ পাঠ করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আদ-দীনাওরা "আল-মুন্তাকা মিনাল মুজালাসা" গ্রন্থে (২/১২৪) বানু হাশিমের দাস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি রাওয়াদ ইবনুল জাররাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান হতে, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল :

১। সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আবূ হাশিম মাদানী উলাবী, তার আর উম্মু সালামার মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা।

২। রাওয়াদ দুর্বল বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এ কারণে তাকে ত্যাগ করা হয়।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান এর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। তার পিতার অবস্থাও অনুরূপ।

সম্ভবত ত্ববারানী এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন, এ কারণে হায়সামী (২/৩০২) বলেছেন : ত্ববারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদের মধ্যে একদল বর্ণনাকারী রয়েছেন তাদেরকে আমি চিনি না।

অতঃপর আমি হাদীসটি “আল-মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (২৩/৩৯৫/৯৪৫) অন্য এক সূত্রে দেখেছি রাওয়াদ ইবনুল জাররাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিমের স্থলে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সঠিক কোন্‌টি আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি।

আলোচ্য হাদীসটি একটি সাক্ষীমূলক হাদীস জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে (৬৫৪) নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি খুবই দুর্বল। এ কারণে তার দ্বারা এ হাদীসটি শক্তিশালী হতে পারে না।

١٢٧٧. (إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ ، جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِي سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً ، فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : مَنْ هَؤُلاءِ ؟ قَالَ : الشُّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ ، ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ : لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ : لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ : الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ ، ثُمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ : لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا أَلْفاً ، فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ).

১২৭৭। বান্দাকে যখন হিসেবের জন্য দাঁড় করানো হবে তখন এক সম্প্রদায় আসবে যাদের তরবারীগুলো তাদের কাঁধের উপর রাখা থাকবে যেগুলো রক্ত ঝরাতে থাকবে। তারা জান্নাতের দরজার সামনে ভিড় করবে। বলা হবে ওরা কারা? উত্তর দানকারী বলবে : ওরা শহীদ, তারা রিযক্‌প্রাপ্ত অবস্থায় জীবিত ছিল। অতঃপর এক আহ্বানকারী আহবান করবে : সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর দ্বিতীয় আহবান আসবে : সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। এরপর বলবে : কার সাওয়াব আল্লাহর উপর ন্যস্ত? তিনি উত্তরে বলবেন : যারা লোকদেরকে ক্ষমাকারী। অতঃপর তৃতীয় আহবান আসবে : সে ব্যক্তি যেন উঠে দাঁড়ায় যার সাওয়াব আল্লাহর উপরে, অতঃপর যেন জান্নাতে প্রবেশ করে। (দেখা যাবে) এরূপ এরূপ হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে, অতঃপর তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে ((৩৫৪), ইবনু আবী আসেম "আল-জিহাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯১), ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (২১৯২), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/১৮৭) ফায্‌ল ইবনু ইয়াসার সূত্রে গালেব কাত্তান হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন নাবী (ﷺ) বলেছেন : ...। আবূ নু'য়াইম বলেন : এ হাদীসটি হাসানের হাদীস হতে গারীব হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ফায্‌ল এককভাবে গালেব হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ফায্‌ল এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ওকায়লী বলেন : কোনভাবেই তার অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরো বলেছেন : এ হাদীসটি অন্য সনদে এর চেয়ে ভাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যে সনদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে সনদটি সম্পর্কে আমি অবগত হইনি।

হাদীসটিকে মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/২১০) আনাস (রাঃ) হতে এভাবেই বর্ণনা করে বলেছেন : ত্ববারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাসান সনদে।

এরূপ মন্তব্য তার থেকে ভুল অথবা শিথিলতা প্রদর্শন। কারণ ইমাম ত্ববারানীর নিকট পূর্বের সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে এবং সেটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আপনারা অবগত হয়েছেন।

হাদীসটিকে হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৫/২৯৫) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে ফায্‌ল ইবনু ইয়াসার নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ওকায়লী বলেন : তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা যায় না।

١٢٧٨. (يُنَادِيْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لاَ يَقُوْمُ الْيَوْمَ إِلاَّ أَحَدٌ لَهُ عِنْدَ اللهِ يَدٌ، فَيَقُوْلُ الْخَلاَئِقُ : سُبْحَانَكَ لَكَ الْيَدُ ، فَيَقُوْلُ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَيَقُوْلُ : بَلَى مَنْ عَفَا فِي الدُّنْيَا بَعْدَ قُدْرَةٍ).

১২৭৮। কিয়ামাতের দিন আহবানকারী আহবান করে বলবে : আজকের দিনে একমাত্র এমন এক ব্যক্তিই দাঁড়াবে যার জন্য আল্লাহর নিকট হাত রয়েছে। সৃষ্টিকুল বলবে : (হে প্রভু!) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার হাত রয়েছে। এ কথা বার বার বলবে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন : হাঁ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শক্তি থাকার পরেও ক্ষমা করবে (তার জন্য হাত রয়েছে)।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/২৪২) উমার ইবনু রাশেদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু উকবাহ্ ইবনে সাহ্ল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (ইবনু আদী) বলেন : এ উমার ইবনু রাশেদ পরিচিত নন। তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর কোনটিরই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : উমার ইবনু রাশেদ মারওয়ান ইবনু আবান ইবনে উসমানের দাস। ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি অপরিচিত মাজহূল শাইখ। তিনি মিসরে ছিলেন। তার থেকে মুতাররাফ আবূ মুস'য়াব মাদানী, আহমাদ ইবনু আব্দিল মু'মিন মিসরী এবং ই'য়াকূব ইবনু সুফইয়ান ফারেসী হাদীস বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

١٢٧٩. (يُنَادِيْ مَلَكٌ مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، اللهُ قَدْ عَفَا عَنْكُمْ جَمِيْعًا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَوَاهَبُوْا الْمَظَالِمَ ، وَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ).

১২৭৯। কিয়ামাতের দিন আরশের পেট থেকে এক ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবে : হে উম্মাতু মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ তোমাদের সকল মু'মিন এবং মু'মিনাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা পরস্পরে (নিজেদের) অত্যাচারের ব্যাপারে বদান্যতা প্রদর্শন করে আমার রহমাতের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৪/২৫২/২) হুসাইন ইবনু দাঊদ বালখী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই যিয়া "আল-মুন্তাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বি-মারু" গ্রন্থে (২/৩৭) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এ বালখী। খাতীব বাগদাদী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তিনি ইয়াযীদ সূত্রে হুমায়েদ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই বানোয়াট হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সেগুলোর একটি।

١٢٨٠. (مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ).

১২৮০। সুন্দর আচরণ (সদাচরণ) জান্নাতীদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে (৩/১২), ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (ক্বাফ ৬২-৬৩), তামামুর রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২১০), ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৬৬৪৬), সিলফী "আত্তাউরিয়্যাত" গ্রন্থে (১/২৮৪), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (২/৪১/২), যিয়া মাকদেসী "জুযউ মিন হাদীসিহি" গ্রন্থে (১/১২১) ত্বল্ক ইবনুস সাম্হ মিসরী সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব হতে, তিনি হুমায়েদ আত্ত্বীল হতে তিনি বলেন : আমরা আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে তার ব্যথা জনিত অসুস্থতার জন্য দেখতে গিয়েছিলাম। এ সময় তিনি তার দাসীকে বললেন : আমাদের সাথীগণের জন্য যদিও একটি গোশ্তসহ হাড়ের টুকরা হয় তা অনুসন্ধান কর (নিয়ে আস)। কারণ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ত্বল্ক ইবনুস সাম্হ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (২/১/৪৯১) বলেন : আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : তিনি বলেন : তিনি মিসরী শাইখ পরিচিত নন।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

তার সূত্রে হাদীসটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১১২) বর্ণনা করে বলেছেন : আমার পিতা বলেন : এ হাদীসটি বাতিল। আর ত্বল্ক মাজহূল (অপরিচিত)।

হাফিয ইবনু হাজার "অত্তাহযীব" গ্রন্থে ত্বল্কের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার এ কথাকে সমর্থন করেছেন এবং তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এরূপ কথা উল্লেখ করেননি। এ কারণে তিনি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

অন্য কেউ তার সাথে বর্ণনা করার সময় তিনি গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

মুনযেরী যে, "আত্তারগীব" গ্রন্থে বলেছেন : ত্ববারানী ভাল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার এ কথাটি ভাল (সঠিক) নয়। যদিও হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৮/১৭৭) এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেছেন। আর মানাবী

তাদের দু'জনের অন্ধ অনুসরণ করেছেন এবং গুমারীও তার "কান্‌য" গ্রন্থে তাই করেছেন। কারণ এ ত্বল্‌ক্ব মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না) যদিও তার থেকে একদল হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। আর আবূ হাতিম তো হাদীসটিকে বাতিল বলেই হুকুম লাগিয়েছেন।

১২৮১. (مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ).

১২৮১। কৃপণতা যেরূপ ক্ষতি করেছে অন্য কোন কিছুই ইসলামের সেরূপ ক্ষতি করেনি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৮৮২-৮৮৩), ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৪৮৭) ও তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৭১) আম্‌র ইবনুল হুসায়েন ওকায়লী হতে, তিনি আলী ইবনু আবী সারাহ্‌ হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সকলের ঐকমত্যে আম্‌র ইবনুল হুসায়েন মাতরূক। খাতীব বাগদাদী বলেন : তিনি মিথ্যুক ছিলেন। আর তার শাইখ আলী ইবনু আবী সারাহ্‌ দুর্বল।

মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি আবূ ই'য়ালা আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুনযেরী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হায়সামী বলেন : এর সনদে আলী ইবনু আবী সারাহ্‌ রয়েছেন তিনি দুর্বল। তিনি অন্যত্র বলেন : হাদীসটি আবূ ই'য়ালা এবং ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আম্‌র ইবনুল হুসায়েন রয়েছেন তিনি সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তার অন্য একটি সূত্র পেয়েছি, তবে তা হাদীসটির দুর্বলতাকেই বৃদ্ধি করেছে। সেটিকে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ইবনে কুতায়বাহ্‌ আসবাহানী "নুসখাতু যুবায়ের ইবনু আদী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১) বিশ্‌র ইবনুল হুসায়েন সূত্রে যুবায়ের ইবনু আদী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ বিশ্‌র সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি যুবায়েরের উদ্ধৃতিতে মিথ্যা বলতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : বিশ্‌র ইবনুল হুসায়েন যুবায়েরের উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। এর হাদীস সংখ্যা প্রায় একশত পঞ্চাশটি।

১২৮২. (إِنَّ اللهَ اسْتَخْلَصَ هَذَا الدِّيْنَ لِنَفْسِهِ ، فَلاَ يَصْلُحُ لِدِيْنِكُمْ إِلاَّ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ ، أَلاَ فَزَيِّنُوْا دِيْنَكُمْ بِهِمَا).

১২৮২। আল্লাহ্ তা'আলা এ (ইসলাম) ধর্মকে তাঁর নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। তোমাদের দ্বীনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে একমাত্র বদান্যতা ও ভাল আচরণ। সতর্ক হও! অতএব তোমরা তোমাদের দ্বীনকে এ দু'য়ের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/৯১/১) আম্র ইবনুল হুসায়েন ওকায়লী হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবী আতা হতে, তিনি আবূ ওবায়দাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্ববারানী বলেন : হাদীসটিকে আম্র এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক যেমনটি পূর্বে তার সম্পর্কে বার বার আলোচনা করা হয়েছে।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৩/১২৭) বলেন : হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আম্র ইবনুল হুসায়েন ওকায়লী রয়েছেন তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে মুনযেরী (৩/২৪৮) ত্ববারানী ও আসবাহানীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করে এটিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে বলেন : দারাকুতনীর নিকট "আল-মুসতাজাদ" গ্রন্থে এবং খারায়েতীর নিকট "আল-মাকারিম" গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখ থেকে এ সূত্রটির ন্যায় কতিপয় সূত্র রয়েছে। যদিও সেগুলোর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে যেমনটি হাফিয ইরাকী বর্ণনা করেছেন। তবুও সেগুলোকে একত্রিত করলে অবস্থা ভাল হয়ে যায়।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার ধারণা সে সূত্রগুলোর অবস্থা এরূপ নয় যে সেগুলোর দ্বারা হাদীসটি শক্তিশালী হতে পারে। এ কারণেই মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সে সূত্রগুলোর একটি হচ্ছে এই যে আসবাহানী "আত্তারগীব অত্তারহীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১১৮, ১/১৫৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব দায়নূরী সূত্রে তার সনদে মুজ্জা'য়াহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদটি একেবারে দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ দায়নূরী। কারণ তিনি একজন হাফিয হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

আর মুজ্জা'য়াহ্ ইবনুয যুবায়ের সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। আর তাদের দু'জনের মাঝের বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না।

খারায়েতী "মাকারিমুল আখলাক" গ্রন্থে হাদীসটিকে (পৃ ৭, ৫৩) দু'টি সূত্রে (শেষে দাগ দেয়া অংশ ব্যতীত) জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীস থেকে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি মুজ্জা'য়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমটিতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে আমি চিনি না। আর এ দ্বিতীয়টিতে বর্ণনাকারী হিসেবে আব্দুল মালেক ইবনু মাসলামাহ্ বাসরী রয়েছেন এবং তার সূত্রেই আবূ হাতিম তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে "আল-জারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (২/২/৩৭১) এবং ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৩৪) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ

তিনি এমন বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি সুন্নাতের জ্ঞানার্জনকে গুরুত্ব দেয় তা তার নিকট লুক্কায়িত থাকে না।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি আমার নিকট বদান্যতা সম্পর্কে নাবী (ﷺ) হতে, তিনি জিবরীল হতে একটি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি এর দ্বারা আলোচ্য এ হাদীসটিকে বুঝিয়েছেন।

١٢٨٣. (خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ ، وَغَرَسَ أَشْجَارَهَا بِيَدِهِ، فقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).

১২৮৩। আল্লাহ্ তা'আলা আদ্ন জান্নাতকে সৃষ্টি করেন এবং তার বৃক্ষগুলো তিনি তাঁর নিজ হাতে লাগিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তুমি কথা বল। তখন সে বলল : মু'মিনগণ অবশ্যই সফল হয়েছেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (৫/১৮৩৭) 'আলা ইবনু মাসলামাহ্ সূত্রে, হাকিম (২/৩৯২) এবং বাইহাক্বী তার থেকে "আল-আসমা

অস্‌সিফাত" গ্রন্থে (২৩৩) আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ দূরী হতে, তিনি আলী ইবনু আসেম হতে, তিনি হুমায়েদ আত্‌ত্বীল হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে "আত্‌তালখীস" গ্রন্থে বলেন : বরং সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সমস্যা হচ্ছে আলী ইবনু আসেম। তিনি খুবই দুর্বল হেফযের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি বেশী বেশী ভুলকারী। তাকে যখন স্পষ্ট করে দেয়া হতো তখন তিনি তার মত থেকে ফিরে আসতেন না। এ কারণে তাকে হাদীসের ইমামগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার জীবনীতেই হাফিয যাহাবী এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন :

এ হাদীসটি বাতিল। ইবনু আদী হাদীসটিকে বর্ণনাকারী আলীর জীবনীতে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। কারণ 'আলা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী (এর জীবনীতেই উল্লেখ করতে হতো)।

আমি (আলবানী) বলছি : হাকিমের নিকট আব্বাস দূরী বর্ণনাকারী 'আলার মুতাবা'য়াত করেছেন। অতএব হাদীসটি 'আলার সমস্যামুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র আলী ইবনু আসেমের সমস্যা যেমনটি ইবনু আদী করেছেন।

আবূ সালেম মু'য়াল্লা ইবনে মাসলামাহ্ রুআসীও আলী থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে 'আলার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (১০/১১৮) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি নিম্নলিখিত ভাষাতেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

١٢٨٤. (خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِه , وَدَلّٰى فِيهَا ثِمَارَهَا , وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَارَهَا , ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا , فَقَالَ:قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ , قَالَ: وَعِزَّتِي لا يُجَاوِرُنِي فِيكَ بِخَيْلٌ).

১২৮৪। আল্লাহ্ তা'আলা আদ্‌ন জান্নাতকে তাঁর (নিজ) হাত দিয়ে সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে তার ফলগুলোকে (ফলের বৃক্ষগুলোকে) লালন-পালন করেন, তার মাঝে তার নদীগুলোকে প্রবাহিত করেন। অতঃপর তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন : মু'মিনগণ অবশ্যই সফল হয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : আমার ইজ্জাতের কসম! কৃপণ ব্যক্তি তোমার মাঝে আমার প্রতিবেশী হবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩;/১৭৪/২) এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৫৬৪৮) হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আল-আবাসী সূত্রে ইসমা'ঈল সুদ্দী হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার অবস্থা অস্পষ্ট।

তার দ্বারা যদি হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা জুহানী ওয়াসেতীকে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তার দুর্বলতা পরিচিত বিষয়।

হাকিম ও নাক্কাশ বলেন : তিনি ইবনু জুরায়েজ এবং জা'ফার সাদেক থেকে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তবে হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। হাফিয মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/২৪৭, ৪/২৫২) এবং তার অনুসরণ করে হায়সামী (১০/২৯৭) বলেন :

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" এবং "আল-কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। "আওসাত" গ্রন্থের তার একটি সনদ ভাল।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা দু'জনে যে কথা বলেছেন, তাদের সে কথায় দু'দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে ঃ

১। অন্য সনদটিও দুর্বল। ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৩২৪) এবং "আল-কাবীর" গ্রন্থেও (৩/১২২) এবং তার থেকে যিয়া "আল-মুখতারাহ্" গ্রন্থে (২/১৩/৬৩), তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/৩৪৫/১, ১৫/৭০/১) হিশাম ইবনু খালেদ সূত্রে বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে (রাঃ) মারফূ' হিসেবে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

(لَمَّا خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ فِيهَا مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).

আল্লাহ্ যখন জান্নাতু আদনকে সৃষ্টি করেন তখন তার মধ্যে এমন সব বস্তু সৃষ্টি করেন যেগুলোকে কোন চক্ষু দেখেনি এবং (যেগুলো সম্পর্কে) কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যেগুলো সম্পর্কে মানুষের হৃদয় কখনও কল্পনাও করেনি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলেন : তুমি কথা বল : সে বলল : মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।

এ হাদীসের উল্লেখিত সনদটি দুর্বল বাকিয়্যাহ্ কর্তৃক আন আন করে বর্ণনাকৃত হওয়ার কারণে। হাফিয ইবনু কাসীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে বলেন : হিজাজীদের থেকে বাকিয়্যার বর্ণনা দুর্বল।

বাকিয়্যাহ্ নিজে সত্যবাদী। কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে যে, তিনি দুর্বল এবং মাতরূক বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন। তিনি যখন স্পষ্টভাবে হাদীস শ্রবণের কথা বলবেন এবং তার উপরের এবং নিচের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হবে তখন তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তিনি গ্রহণযোগ্য নন।

২। অন্য (দ্বিতীয়) সনদের ভাষা আর প্রথম সনদের ভাষার মাঝে ভিন্নতা। অর্থাৎ উভয় সনদের ভাষা এক নয়।

দ্বিতীয় সনদে প্রথম সনদের শেষের বাক্যটি নেই। প্রথম সনদে 'মু'মিনগণ সফল হয়েছেন' শব্দটি বলেছেন আল্লাহ্ আর দ্বিতীয় সনদে এ বাক্যটি বলেছে জান্নাত।

অতএব প্রথমে উল্লেখিত ভাষার ব্যাপারে এরূপ বলা যাবে না যে, ত্ববারানী দু'টি সনদে বর্ণনা করেছেন যার একটি ভাল।

১২৮৫. (خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِه، لَبِنَةٌ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَلَبِنَةٌ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ وَلَبِنَةٌ مِنْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ وَمِلَاطُهَا مِسْكٌ وَحَشِيْشُهَا الزَّعْفَرَانُ حَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَتُرَابُهَا الْعَنْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَهَا انْطِقِيْ قَالَتْ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا يُجَاوِرُنِيْ فِيْكِ بَخِيْلٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾).

১২৮৫। আল্লাহ্ তা'আলা আদ্‌ন জান্নাতকে তাঁর (নিজ) হাতে তৈরি করেন, একটি ইট সাদা মুক্তার, একটি ইট লাল ইয়াকূত পাথরের, একটি ইট সবুজ যাবারজাদ পাথরের। লেপিবার তরল মাটি হবে মিস্‌ক। যা'ফারান হবে তার আগাছা (শুষ্কঘাস)। তার পথের (রাস্তার) পাথর হবে মনি-মুক্তা। তার মাটি হবে সুগন্ধযুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে বলবেন : তুমি কথা বল, সে বলবে : "মু'মিনগণ অবশ্যই সফল হয়েছেন।" অতঃপর আল্লাহ্ বললেন : আমার ইজ্জাত ও মর্যাদার কসম! কৃপণ ব্যক্তি তোমার মাঝে আমার প্রতিবেশী হবে না। অতঃপর রসূল তিলাওয়াত করলেন : "যাদের মানসিক কৃপণতা (সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম" (সূরা হাশ্‌র : ৯)।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "সিফাতুল জান্নাহ্" গ্রন্থে যেমনটি "আত্তারগীব" গ্রন্থে (৩/২৪৭, ৪/২৫২) এসেছে, ইবনু কাসীর "তাফসীর" গ্রন্থে (এবং আবূ নু'য়াইম "সিফাতুল জান্নাহ্" গ্রন্থে (৩/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ ইবনে কালবী হতে, তিনি ইয়া'ঈশ ইবনু হুসাইন (আবূ নু'য়াইমের বর্ণনায় বিশ্‌র ইবনু হাসান) হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবূ আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ কালবীকে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

ইয়া'ঈশ ইবনু হুসাইন অথবা বিশ্‌র ইবনু হাসানকে আমি চিনি না।

١٢٨٦. (مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১২৮৬। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে সে যা পছন্দ করে তাকে খুশি করার জন্য তা নিয়ে মিলিত হবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামাতের দিন খুশি করবেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি দূলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (১/১৫৯) আবুল হাসান আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আবী বায্‌যাহ্ হতে, তিনি হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ্ আবূ হামাদান বাসরী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

এ সূত্রেই ত্ববারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ২৪৪) ও ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬৮) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি এ সনদে মুনকার। আর ত্ববারানী বলেন : ইবনু আবী বায্‌যাহ্ হাদীসটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনিল কাসেম ইবনে আবী বায্‌যাহ্ মাক্কী। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন :

তিনি ক্বিরাআতের ইমাম, ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। ওকায়লী বলেন : তিনি মুনকারুল

হাদীস। আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করি না। ইবনু আবী হাতিম বলেন : তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

তিনি তাকে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি নিম্নলিখিত হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুর বন্ধু।"

আমি (আলবানী) বলছি : তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটির সনদে আরেকটি সমস্যা রয়েছে, সেটি হচ্ছে হাসান বাসরী কর্তৃক আন আন করে বর্ণনা করা। তিনি যদিও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন তবুও তিনি তাদলীস করতেন।

হাদীসটির সমস্যা সম্পর্কে যখন অবগত হয়েছেন তখন মুনযেরী এবং হায়সামীর মন্তব্যের দ্বারা ধোঁকায় পড়া ঠিক হবে না। কারণ তারা হাদীসটির সনদকে হাসান আখ্যা দিয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

١٢٨٧. (لا يَدْخُلُ وَلَدُ الزِّنَا الْجَنَّةَ، وَلا شَيْءٌ مِنْ نَسْلِه إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ).

১২৮৭। যেনার দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সন্তানাদি থেকে সাত পিতা পর্যন্ত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইমাম ত্বাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (২/৩৬৯-নং ১৪৫/৮৭০) এবং "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৯/১৪২-নং ৩৩৭) হুসাইন ইবনু ইদরীস হুলওয়ানী হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু আবী হাওযাহ্ হতে, তিনি আম্‌র ইবনু আবী কায়েস হতে, তিনি ইব্‌রাহীম ইবনুল মুহাজির হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আবী যুবাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

আম্‌র ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি ইব্‌রাহীম হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সত্যাবাদী তবে তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে। তার শাইখ ইব্‌রাহীম ইবনুল মুহাজির হচ্ছেন ইবনু জাবের বাজালী। তিনি সত্যবাদী তবে হেফযে তার দুর্বলতা রয়েছে। তিনি হাদীসটির সমস্যা।

হাদীসটির সমস্যা সম্পর্কে হায়সামী (৬/২৫৭) বলেছেন : এর সমস্যা হচ্ছে হুসাইন ইবনু ইদরীস, কারণ তিনি দুর্বল।

কিন্তু তার এ সমালোচনা সঠিক নয়। কারণ তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে তার থেকে হাদীস বর্ণনা

করেছেন। তিনি হাফিযদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেমনটি ইবনু মাকূলা বলেছেন। এছাড়া তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। অতএব হুসাইন ইবনু ইদরীস দোষ মুক্ত।

হাদীসটিকে ইবনু জাওযী "আল-মওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/১১১) উল্লেখ করে বলেছেন (আর সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৯৩) তার অনুসরণ করেছেন ঃ

হাদীসটি সহীহ্ নয়। ইব্রাহীম ইবনু মুহাজির দুর্বল। দারাকুতনী বলেন : তিনি মুজাহিদ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দশভাবে দ্বন্দ্বে পড়েছেন। একবার মুজাহিদ সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, আরেকবার মুজাহিদ সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, আরেকবার মুজাহিদ সূত্রে ইবনু আবী যিইব হতে, আরেক বার মুজাহিদ সূত্রে ইবনু আম্র হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ সব কিছুই বর্ণনাকারী কর্তৃক গোলমাল হওয়ার (মস্তিষ্ক বিকৃতির) কারণে।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ নু'য়াইম "হিলইয়্যাতুল আওলিয়্যা" গ্রন্থে (৩/৩০৭, ৩০৯) দশভাবে সংঘটিত ইযতিরাবের সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসটির আরো কিছু সূত্র রয়েছে সেগুলোও ত্রুটিযুক্ত। তার কতিপয়কে ইবনু জাওযী উল্লেখ করে সমস্যাগুলোও ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

এ হাদীসগুলো ইসলামী মূলনীতি বিরোধী এবং এ মূলনীতিগুলোর সর্বাপেক্ষা বড় মূলনীতিটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ "পাপের বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তিই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না" (সূরা আন'য়াম : ১৬৪)।

এবং রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে : لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ "যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান তার পিতা-মাতার গুনাহের অংশীদার নয়।" (এ হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" (৬৭২, ২১৮৬) এবং "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫৪০৬)।

এছাড়া একটি হাদীসে যে এসেছে : "যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান তিনজনের (পিতা, মাতা ও সন্তান) মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট" এ হাদীসটি যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট একজন নির্দিষ্ট সন্তান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে রসূল (ﷺ)-কে কষ্ট দিত। সে তার কর্মের দ্বারা কাফির হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার মা এবং মায়ের সাথে যেনাকারী ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে ছিল মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" (২১৮৬) নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

١٢٨٨. (مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ).

১২৮৮। সালামের পূর্ণতা রয়েছে হাত ধরার মধ্যে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ), আবূ উমামাহ্ (রাঃ) ও বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এক. আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির সূত্র : ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম হাদীসটি সুফইয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি খায়সামাহ্ হতে, তিনি (নাম উল্লেখ না করা) এক ব্যক্তি হতে, তিনি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রে তিরমিযী (২/১২১) ও আবূ আহমাদ হাকিম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১১/৭০/২) বর্ণনা করে বলেছেন : এ হাদীসটি গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা থেকে হাদীসটি আমাদের জানা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন ত্বয়েফী। তিনি মন্দ হেফ্য শক্তির অধিকারী। অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য নাম না নেয়া ব্যক্তি ব্যতীত। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১১/৪৭) বলেন : এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এটিকে (তাবে‘ঈ) আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ নাখ‘ঈর বাণী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৩০৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : এ হাদীসটি বাতিল।

দুই. আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে দু’টি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে :

১। ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহ্‌র সূত্রে আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি কাসেম আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন :

"রোগীকে দেখতে যাওয়া তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন তোমাদের কেউ তার কপালে অথবা তার হাতে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞেস করবে : সে কেমন আছে? আর তোমাদের পরস্পরের মাঝের সালাম পূর্ণতা লাভ করবে যখন মুসাফাহাহ্ করবে।"

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১২২), আহমাদ (৫/২৬০), অনুরূপভাবে রূওয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৩০/২১৯, ২/২২০), ইবনু আদী "আল-কামেল" (ক্বাফ ১/২৩৬), মুহাম্মাদ ইবনু রিয্‌কুল্লাহ্ মানীনী "হাদীসু আবী আলী ফাযারী" গ্রন্থে (২/৮৫) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৫/৫৯/১) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ সনদটি সেরূপ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন : ... আলী ইবনু ইয়াযীদ দুর্বল...।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১১/৪৬) বলেন : এর সনদটি দুর্বল।

২। দ্বিতীয় সূত্রটি বিশ্‌র ইবনু আউন হতে, তিনি বাক্কার ইবনু তামীম হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে শুধুমাত্র শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১১৭) বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ বর্ণনাকারী বিশ্‌র এবং বাক্কার তারা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাদের দু'জনকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। কিন্তু তাদের দু'জনেরই মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

হাদীসটি তাম্মাম উমার ইবনু হাফ্স সূত্রে উসমান ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি মাকহূল হতেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুতাবা'য়াতটি খুবই দুর্বল। উক্ত বর্ণনাকারী উসমান হচ্ছেন ওকাসী, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন। আর উমার ইবনু হাফ্স হচ্ছেন মাদানী, তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ মাদানী হতে, তিনি কাসেম হতে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুস সুন্নী (৫৩০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া মাতরূক।

তিন. বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে আবূ মুহাম্মাদ আল-খালদী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৪৯-৫০) কাসেম হতে, তিনি জাবারাহ্ হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি আবূ জা'ফার ফাররা হতে, তিনি আল-আগার আবূ মুসলিম হতে, তিনি বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু শু'য়াইব হচ্ছেন হামামী, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে নাসাঈ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ সনদের বিরোধিতা করে ইসমা‘ঈল ইবনু যাকারিয়া আবূ জা‘ফার ফাররা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি বারা ইবনু আযেব (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সূত্রে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হওয়াই হচ্ছে সঠিক। কারণ ইসমা‘ঈল ইবনু যাকারিয়া নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তার দ্বারা বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। তার বর্ণনা হাম্মাদ ইবনু শু‘য়াইবের বর্ণনার চেয়ে বেশী সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি : মোটকথা হাদীসটির সব সূত্র খুবই দুর্বল। একটি সূত্র অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির উপর নির্ভর করা যায় না। আমার ইসতিখারাতে যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হাদীসটি মারফূ‘ হিসেবে দুর্বল। তবে মওকূফ হিসেবে সহীহ্।

১২৮৯. (يُطَهِّرُ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ ، كَمَا تُخَلِّلُ الْخَمْرَةُ فَتَطْهُرُ).

১২৮৯। চর্মশোধন চামড়াকে পবিত্র করে দেয় যেরূপ মদ খিল্লা বানানোর দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই (ভিত্তিহীন)।

যেমনটি ইবনুল জাওযীর “আত্তাহকীক্ব” ও ইবনু আব্দিল হাদীর “আত্তানকীহ্” গ্রন্থে (১/১৫/২) এসেছে।

পশুর চামড়াকে শোধন করলে পবিত্র হয়ে যায় মর্মে সহীহ্ মুসলিম প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এখানে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যটির কারণে। কারণ দ্বিতীয় বাক্যটি প্রমাণ করছে যে, মদ মূলগতভাবেই অপবিত্র। কিন্তু শারী‘য়াতের মধ্যে কুরআন এবং হাদীস থেকে এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে তা মদ নাপাক হওয়াকে সমর্থন করে। এ কারণেই একদল আলেম এ মত প্রকাশ করেছেন যে, মদ মূলগতভাবে পবিত্র। কারণ, কোন বস্তু হারাম হলে হারাম হওয়াটা সে বস্তুটির নাপাক হওয়াকে অপরিহার্য করে না। লাইস ইবনু সা‘দ ও রাবী‘য়াহ্ প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন, তাদের অনেকের নাম ইমাম কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাওকানীও “আস-সাইলুল জারাদ” গ্রন্থে (১/৩৫-৩৭) এ মতকে পছন্দ করেছেন।

১২৯০. (مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ).

১২৯০। যে ব্যক্তিই কবরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ‘কুল হু অল্লাহু আহাদ’ সূরা এগারোবার পাঠ করে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের জন্য হেবাহ্ করে (বখশিয়ে) দিবে তাকে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যায় সাওয়াব প্রদান করা হবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

আবূ মুহাম্মাদ খাল্লাল “ফাযাইলুল ইখলাস” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২০১), দায়লামী “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ ইবনে ‘আমের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা হতে, তিনি তার পিতা মূসা ইবনু জা‘ফার ইবনে মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ ইবনে ‘আমের তার পিতা হতে, তিনি আলী রাযা হতে, তিনি তার বাপ-দাদাদের থেকে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি তার অথবা তার পিতা কর্তৃক বানানো হাদীসের বাইরে নয়।

হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূতী “যাইলুল আহাদীসিল মওযূ‘য়াহ্” গ্রন্থে (পৃ ১৪৪) উল্লেখ করেছেন।

হাফিয সাখাবী “আল-ফাতাওয়াল হাদীসাহ্” গ্রন্থে (ক্বাফ ১৯/২) বলেন :

হাদীসটি আবূ ই‘য়ালা তার সনদে আলী হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী “আল-আফরাদ” গ্রন্থে ও নাজ্জাদও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম মাকদেসী “জুযউন ফীহি ওসূলুল ক্বিরাআতে ইলাল মাইয়েত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম কুরতুবী তার “তাযকিরাহ্” গ্রন্থে সিলাফীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থেও (পৃথক) সনদ সহকারে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়টিই আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ ইবনে আমের ত্বঈ সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আলী ইবনু মূসা রেযা হতে ...তিনি আলী হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ ও তার পিতা উভয়েই মিথ্যুক।

١٢٩١. (الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا تُرِيْحُ الْقَلْبَ وَ الْبَدَنَ).

১২৯১। দুনিয়া বিমুখ হয়ে ধর্মমুখী হওয়া হৃদয় ও শরীরে প্রশান্তি এনে দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৫৯), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২৩ /২) ও ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৬২৫৬) আশ'য়াস ইবনু বুরায সূত্রে আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ হচ্ছেন ইবনু জাদ'য়ান, তিনি দুর্বল।

আর আশ'য়াস ইবনু বুরায খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

হাফিয হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৮৬) বলেন : হাদীসটি ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আশ'য়াস ইবনু নাযার রয়েছেন তাকে আমি চিনি না। অন্য বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাদের কারো কারো মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

কিন্তু বর্ণনাকারী আশ'য়াস আসলে ... ইবনু নাযার নন, বরং তিনি হচ্ছেন ইবনু বুরায। এ কারণেই তিনি তাকে চিনেননি।

হাফিয মুনযেরী এবং হায়সামী ইমাম ত্ববারানীর সনদের উক্ত বর্ণনাকারী শু'য়াইব সম্পর্কে যাই বলুন, এ সনদের মধ্যেই কিন্তু ইমাম ত্ববারানীর শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া গুলাবী রয়েছেন। যিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু বিস্তাম হতে হাদীস জালকারী। এ ইয়াহ্ইয়াও বিতর্কিত ব্যক্তি। তার সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ বলেন : তার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন।

হাদীসটির আরো কয়েকটি সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয়। এগুলোর একটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তাতে মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ত্বাঈ। তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। ইবনু আবিদ দুনিয়া এটিকে "যাম্মুদ দুনিয়া" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৯) উল্লেখ করেছেন।

আরেকটি সূত্র মু'যাল হওয়া সত্ত্বেও এটির সনদে ইব্‌রাহীম ইবনু আশ'য়াস রয়েছেন। হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে এ ব্যক্তিও দুর্বল। এটিকেও ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি খুবই দুর্বল সনদে হাদীসটি কাযাঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৮) উল্লেখ করেছেন। এর বর্ণনাকারী আবূ ওতবাহ্ আহমাদ ইবনুল ফারাজ দুর্বল। আর আরেক বর্ণনাকারী বাকিয়্যাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ মুদাল্লিস। আরেক বর্ণনাকারী বাক্‌র ইবনু খুনায়েসকে হাফিয যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন : দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মাতরূক।

মোটকথা কারো কারো মতে হাদীসটি মওকূফ হিসেবে সঠিক। কিন্তু ইচ্ছা করে অথবা ভুল করে কেউ এটিকে মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন।

১২৯২. (أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَ الْبَلَى ، وَ تَرَكَ أَفْضَلَ زِيْنَةِ الدُّنْيَا ، وَ آثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنِى ، وَ لَمْ يَعُدْ غدا من أيامه ، و عد نفسه في الموتى).

১২৯২। মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি সেই যে কবর এবং বিপদকে ভুলে না, দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যকে ত্যাগ করে, অগ্রাধিকার দেয় যা শেষ হয় না তাকে যা শেষ হয়ে যায় তার উপর, আগামী কালকে তার জীবনের দিন হিসেবে গণ্য করে না এবং নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত (মনে) করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুদ দুনিয়া" গ্রন্থে (ক্বাফ ১১/১-২) সুলাইমান ইবনু ফাররুখ হতে, তিনি যহ্হাক ইবনু মুযাহিম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী দুনিয়া বিমুখ? তিনি উত্তরে বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল, যহ্হাক ইবনু মুযাহিম হিলালী হতে বর্ণিত মুরসাল হাদীস। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী, বহু মুরসাল বর্ণনাকারী।

আর সুলাইমান ইবনু ফাররুখকে ইবনু আবী হাতিম (২/১/১৩৫) উল্লেখ করে বলেছেন : তার থেকে আবূ মু'য়াবিয়্যাহ্ ও কুরাইশ ইবনু হিব্বান আজালী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তার নীতি অনুযায়ী (অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে) তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাফিয সুয়ূতী হাদীসটিকে বাইহাক্বীর উদ্ধৃতিতে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে যহ্হাক হতে মুরসাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে দুর্বল হওয়ার চিহ্ন দিয়েছেন আর "আত্তাইসীর" গ্রন্থে বলেছেন : সনদ দুর্বল।

১২৯৩. (مَا تَزَيَّنَ الأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا).

১২৯৩। নেককারগণ যে পরিমাণে দুনিয়া বিমুখতা দেখিয়েছেন সে পরিমাণে দুনিয়ার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেননি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৯৮/১-২) সুলাইমান শাযকূনী হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবান হতে, তিনি 'আলী ইবনু হাযাওঅর হতে, তিনি বলেন : আমি আবূ মারইয়ামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আম্মার ইবনু ইয়াসের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ধারাবাহিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ণনাকারীর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১। আবূ মারইয়াম হচ্ছেন সাকাফী। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাজহূল।

২। আলী ইবনুল হাযাওঅর সম্পর্কে তিনি বলেন : তিনি মাতরূক। কঠোর শিয়া মতাবলম্বী।

৩। ইসমা'ঈল ইবনু আবান হচ্ছেন আল-গানাবী আল-খাইয়্যাত্ব কূফী। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূক, তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

৪। সুলাইমান শাযকূনী হচ্ছেন ইবনু দাঊদ। তিনি হাদীস জাল করার এবং হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী তাকে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যা বলতেন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূক।

উপরোল্লেখিত কারণে হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১০/২৮৬) যা বলেছেন তা নিতান্তই অপর্যাপ্ত। কারণ তিনি বলেছেন : হাদীসটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। এর সনদে সুলাইমান শাযকূনী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আর মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৪/৯৪) তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন।

١٢٩٤. (يَا عَائِشَةُ ! إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي، فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَلاَ تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ).

১২৯৪। হে আয়েশা! তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা কর তাহলে দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাই তোমার জন্য যথেষ্ট আর যে পর্যন্ত পরিধেয় কাপড়ে পট্টি না লাগাবে সে পর্যন্ত তুমি নতুন কাপড় অনুসন্ধান করো না এবং তুমি ধনীদের সাথে বসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১/৩২৯), ইবনু সা'দ "আত্‌ত্বাকাত" গ্রন্থে (৮/১/৫২), ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুদ দুনিয়া" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০), হাকিম (৪/৩১২), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৮) ও বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৩/৩০৭/১) সা'ঈদ ইবনু মুহাম্মাদ ওররাক্ সূত্রে সালেহ্ ইবনু হাস্‌সান হতে, তিনি উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন :

এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটিকে একমাত্র সালেহ্ ইবনু হাস্‌সানের হাদীস হতেই আমি চিনি। ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি : তিনি (সালেহ্) মুনকারুল হাদীস।

ইবনু আদী বলেন : সালেহ্ ইবনু হাস্‌সানের কোন কোন হাদীস মুনকার। তিনি সত্যবাদী হওয়ার চেয়ে দুর্বল হওয়ারই বেশী নিকটবর্তী।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম বুখারীর উক্ত উক্তি প্রমাণ করে যে, সালেহ্ তার নিকট খুবই দুর্বল। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক।

আর এ কারণেই হাকিম যে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। এ কথার দ্বারা তিনি মারাত্মক ভুল করেছেন। আর হায়সামী তার কথার কারণে ধোঁকায় পড়ে তার "আসনাল মাতালিব ফী সিলাতিল আকারিব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪১) হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٩٥. (مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ ، وَ قَالَ : اِنْتَعِشْ رَفَعَكَ اللهُ ، فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ ، وَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ ، وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللهُ ، وَ قَالَ : اِخْسَأْ خَفَضَكَ اللهُ ، فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ كَبِيْرٌ ، وَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ ، حَتَّى يَكُوْنَ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ).

১২৯৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নিজেকে হীন মনে করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদাকে উঁচু করবেন। তিনি আরো বলেন : তুমি তোমার মাথা উঁচু কর আল্লাহ্ তোমাকে উঁচু করবেন। সেটি বাস্তবে ছোট কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে বড়। আর যে অহংকার করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তিনি আরো বলেন : তুমি ভীত হয়ে ছোট হও তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্ সহজ করে দিবেন। সেটি বাস্তবে অনেক বড় কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে ছোট। এমনকি তাদের নিকট এটা কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (নং ৮৪৭২), তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/১২৯), হাসান আলী জাওহারী "মাজলিসুম মিনাল আমালী" (ক্বাফ ২/৬৬) ও খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (২/১১০) সা'ঈদ ইবনু সালাম আল-আত্তার সূত্রে সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আবেস ইবনু রাবী'য়াহ্ হতে, তিনি বলেন : আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : ... ।

ত্ববারানী, আবূ নু'য়াইম ও খাতীব বলেন : সাওরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি গারীব। এটিকে সা'ঈদ ইবনু সালাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক যেমনটি "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৮/২৮) এসেছে। হাফিয মুনযেরী হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকে ত্রুটি করেছেন।

১২৯৬. (ائْتُوْا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا وَمُقَنَّعِيْنَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سِيْمَا (وَ فِيْ لَفْظٍ : فَإِنَّ الْعَمَائِمَ تِيْجَانُ) الْمُسْلِمِيْنَ).

১২৯৬। তোমরা যুদ্ধ পোষাক ও হেলমেট ছাড়া মাথায় পাগড়ী পেচিয়ে মসজিদে আগমন কর। কারণ, (অন্য বাক্যে এসেছে কারণ পাগড়ী মুসলিমদের তীজান) তা মুসলিমদের আলামাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (ক্বাফ ২/৩৩৮) মুবাশ্শির ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি হাকাম হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া আল-জায্যার হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলাহ্ হতে, তিনি আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন : বর্ণনাকারী মুবাশ্শির সুস্পষ্ট দুর্বল। তার অধিকাংশ বর্ণনা নিরাপদ নয়।

ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে (৩/৩০) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তার হাদীস লিখাই বৈধ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটিকে ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে কিতাবটিকে কালিমাযুক্ত করেছেন।

১২৯৭. (لَتُقَاتِلُنَّ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى تُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَّالَ، عَلَى نَهْرٍ بِالأُرْدُنِ ، أَنْتُمْ شَرْقِيَّهُ ، وَ هُمْ غَرْبِيَّهُ ، وَ مَا أَدْرِيْ أَيْنَ الأُرْدُنُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الأَرْضِ).

১২৯৭। তোমরা জর্দান নদীর নিকট মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমাদের অবশিষ্টরা (পরবর্তীরা) দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত। তোমরা জর্দান নদীর পূর্বে আর তারা জর্দান নদীর পশ্চিমে। আমি জানিনা আজকের এ দিনে জর্দান যমীনের কোথায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু সা'দ "আত্‌ত্বাকাত" গ্রন্থে (৭/৪২২), ইবনু আবী খায়সামাহ্ "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (২/২০৬), ইবনু আবী 'আসেম "আল-আহাদ" গ্রন্থে (২/২৬৫), বায্‌যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৩৮), ত্ববারানী "মুসনাদুশ শামে'ঈন" গ্রন্থে (পৃ ১২৩), আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে রুযায়েক বাগদাদী "আল-আফরাদ অল-গারাইব" গ্রন্থে (৬/২৫৬/১), ইবনু মান্দাহ্ "আল-মা'রিফাহ্" গ্রন্থে (২/২০১/২) ও দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (৪/১৮৬) বিভিন্ন সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবান কুরাশী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে জাবের হতে, তিনি বুস্‌র ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ হতে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী হতে, তিনি নাহীক ইবনু সুরাইম সুকূনী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আবান কুরাশী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে আবূ দাউদ এবং ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "আল-লিসান" গ্রন্থে যাহাবীর সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং ইমামদের থেকে ইবনু আবানকে দুর্বল আখ্যা দেয়ার উক্তিগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু হিব্বান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি "আয্‌যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে (২/২৬০) বলেন : তিনি সেই ব্যক্তিদের অন্ত র্ভুক্ত যারা হাদীসকে পরিবর্তন করে ফেলতো এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (৭/৩৪৯) যে বলেছেন : হাদীসটি ত্ববারানী ও বায্‌যার বর্ণনা করেছেন। বায্‌যারের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য আর শাইখ আ'যামী যে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আসলে তারা উভয়ে সন্দেহে পড়ার কারণে উক্ত কথা বলেছেন। কারণ তারা দু'জনই ধারণা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু আবান হচ্ছেন ইবনু ওয়াযীর বালখী যিনি নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম বুখারীর শাইখ। অথচ তিনি আসলে ইবনু ওয়াযীর বালখী নন বরং তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবান কুরাশী যেমনটি বায্‌যারও এর সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

১২৯৮. (أَبْشِرْ فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوْقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، وَ الْمُحْتَكِرُ فِيْ سُوْقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِيْ كِتَابِ اللهِ).

১২৯৮। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ আমাদের বাজারে পণ্য নিয়ে আগমনকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। আর আমাদের বাজারে পণ্য একত্রিতকারী আল্লাহর কিতাবে উল্লেখিত নাস্তিকের ন্যায়।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি হাকিম (২/১২) ইসমা'ঈল ইবনু আবী উওয়াইস হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ত্বলহাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ত্বলহা হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্র ইবনিল মুগীরাহ্ হতে, তিনি তার চাচা আল-ই'য়াসা ইবনুল মুগীরাহ্ হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) একদিন বাজারে এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলেন সে বাজার দরের চেয়ে কম দরে খাদ্য বিক্রি করছে, তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি আমাদের বাজারে আমাদের দরের চেয়ে কম দরে বিক্রি করছ? সে ব্যক্তি বলল : হাঁ। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : (তুমি কি এরূপ করছ) ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্যে? সে ব্যক্তি বলল : জি হাঁ। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : ... ।

হাদীসটির ব্যাপারে হাকিম কোন কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। আর যাহাবী বলেছেন : হাদীসটি মুনকার এবং সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (৪/১৮৯) এ বলে হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন যে হাদীসটি মুরসাল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং হাদীসটি মু'যাল। কারণ আল-ই'য়াসা আতা ইবনু আবী রাবাহ্ এবং ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেন। হাদীসটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও আল-ই'য়াসা সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আর আব্দুর রহমান আবী বাক্রকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। সম্ভবত এ কারণেই হাফিয যাহাবী বলেছেন : সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মুহাম্মাদ ইবনু ত্বলহা সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

মুহাম্মাদ ইবনু ত্বলহা যে আব্দুর রহমান ইবনু ত্বলহা হতে বর্ণনা করেছেন আসলে বিষয়টি এরূপ নয়। আসলে 'মুহাম্মাদ ইবনু ত্বলহা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনু ত্বলহা' বর্ণনাকারী একজনই, দু'জন নন। সনদের মধ্যে উলটপালট সংঘটিত হয়েছে। হাফিয

মিয্‌যী তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করার সময় বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। আর এ বর্ণনাকারী থেকেই ইসমা'ঈল ইবনু আবী উওয়াইস বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٩. (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ..).

১২৯৯। বান্দা এক বাক্য বলে কিন্তু তা প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ গুরুত্ব দিয়ে সে তা বলে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সে বাক্যের দ্বারা তার মর্যাদা উঁচু করে দেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী (৬৪৭৮), আহমাদ ((২/৩৩৪- ৮২০৬), মারওয়াযী "যাওয়ায়েদুয যুহ্‌দ" (৪৩৯৩) ও বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৬৭/১) আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে দীনার সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল :

এক. আব্দুর রহমানের হেফযে ত্রুটি রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ তার বিরোধিতা করে হেফযের দিক দিয়ে আব্দুর রহমানের সমালোচনা করেছেন।

১। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন : তার থেকে ইয়াহ্ইয়া কাত্তান হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

এটিকে ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/৩৩৯) ও ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (৪/১৬০৭) বর্ণনা করেছেন।

২। আম্‌র ইবনু আলী বলেন : আমি শুনিনি যে, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী হতে কখনও কোন হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথা ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন।

৩। আবূ হাতিম বলেন : তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তার হাদীস লিখা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এ মন্তব্যটি ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (২/৪/২৫৪) উল্লেখ করেছেন।

৪। ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/৫১) বলেন :

তিনি তার পিতা হতে এককভাবে এমন হাদীস বর্ণনা করতেন যার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তার বর্ণনায় মারাত্মক ভুল থাকা সত্ত্বেও তিনি এককভাবে বর্ণনা করতেন। তিনি যখন এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তার হাদীসের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয। ইয়াহ্ইয়া কাত্তান তার থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন আর হাম্মাদ ইবনু সালামাহকে ত্যাগ করতেন।

৫। ইবনু আদী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে শেষে বলেছেন : তার কোন কোন বর্ণনা মুনকার যার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তিনি সেসব দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস লিখা হয়।

৬। দারাকুতনী বলেন : ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে লোকদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মাতরূক নন।

৭। হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইবনু মা'ঈন বলেন : তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

৮। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে সার সংক্ষেপ উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

ইবনুল মাদীনী যে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী, আর বাগাবী যে বলেছেন : তিনি সালেহুল হাদীস। ইবনুল মাদীনীর কথা উপরোক্তদের কথার বিরোধী নয় কারণ হেফযে ত্রুটি থাকা সত্যবাদী হওয়ার অন্তরায় নয়। আর বাগাবীর মন্তব্য শায, তার কথা তার বেশী বড় মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য বিরোধী।

দুই. ইমাম মালেক হাদীসটি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা না করে "মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (৩/১৪৯) মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করে মারফূ' হিসেবে বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেছেন।

শাইখ আলবানী আলোচনার শেষে বলেছেন : এ হাদীসটির ব্যাপারে আমি দীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রদান করলাম। কারণ, কেউ যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, আমি (আলবানী) ইমাম বুখারী কর্তৃক হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছি। এছাড়া প্রত্যেক জ্ঞানীজনের নিকট যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি আমার নিজ সিদ্ধান্ত দিয়ে কোন (মনগড়া) সিদ্ধান্ত প্রদান করি না যেমনটি মনোবৃত্তির অনুসারীগণ করে থাকেন। আমি উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছি।

١٣٠٠. (آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ).

১৩০০। ইসলামী গ্রামগুলোর (শহরগুলোর) মধ্য থেকে সর্বশেষ গ্রাম (শহর) হিসেবে মদীনা বিনষ্ট হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/৩২৬- ৩৯১৯), ইবনু হিব্বান (১০৪১), আবূ আম্‌র আদ্‌দানী "আসসুনানুল ওয়ারিদাহ্ ফিল ফিতান" গ্রন্থে (৬৮-৬৯) সালাম ইবনু জুনাদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে; তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান গারীব। হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে একমাত্র জুনাদার হাদীস হিসেবেই এটিকে আমরা জানি। তিনি বলেন : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল বুখারী আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে বর্ণিত এ হাদীসকে আশ্চর্যজনক মনে করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে : আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তিনি (জুনাদাহ্) দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন : তিনি (জুনাদাহ্) হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল ...। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাজী বলেন : তিনি হিশাম হতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সম্ভবত তিনি এ হাদীসটিকেই বুঝিয়েছেন। তাকে (জুনাদাহ্‌কে) ইবনু খুযায়মাহ্‌ও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত ইবনু হিব্বান তার থেকে নির্ভরযোগ্য বলার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। কারণ ইবনু খুযায়মাহ্ ইবনু হিব্বানের শাইখ। আর বিশেষজ্ঞদের নিকট এটি প্রসিদ্ধ বিষয় যে তারা দু'জনই নির্ভরযোগ্য আখ্যা দানের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারী। এ কারণে যারা জুনাদাহকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাদের কথাই বেশী নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

١٣٠١. (طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ).

১৩০১। হালাল অনুসন্ধান করা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসায়ী মু'মিনকে ভালবাসেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে মুহাম্মাদ ইবনু মিখলাদ তার "ফাওয়াইদ" গ্রন্থে ইবনু ফুযায়েল সূত্রে লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (৯/২/৮৯/২) এবং কোন কোন হাফিযের গ্রন্থে আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব বর্ণনা করেছেন এবং টীকাতে লিখেছেন হাদীসটি সাকেত।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে লাইস ইবনু আবী সুলাঈম। তিনি দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

তার সূত্রেই হাদীসের প্রথম অংশটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/৩১২) উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু উমার (ﷺ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি ইবনু মিখলাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশ।

অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিমও "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১২৮) হাদীসটি উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।

এ দ্বিতীয় অংশটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ইবনু আদী (১/২৪, ১/৩৭৮) আবূর রাবী' সাম্মান সূত্রে আসেম ইবনু ওবাইদিল্লাহ্ হতে, তিনি সালেম হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ত্বারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৯৩/২) এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে (৯০৯৭) ও বাগেন্দী "হাদীসু শিবইয়ান অ-গায়রিহি" গ্রন্থে (১/১৯০) বর্ণনা কলেছেন। ত্বারানী বলেন : ইবনু উমার (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূর রাবী'র নাম হচ্ছে আশ'য়াস ইবনু সা'ঈদ আস-সাম্মান। তিনি মাতরূক যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এর ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, হায়সামী যে শুধুমাত্র বর্ণনাকারী আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদীসটির সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা অসম্পূর্ণ।

কারণ যদি একজনকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয় তাহলে এর জন্য বেশী উপযোগী হচ্ছে আবূর রাবী'। কারণ তিনিই দু'জনের মধ্যে বেশী দুর্বল। হাফিয যাহাবী তার জীবনীতে কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি।

١٣٠٢. (آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَآفَةُ الْحِلْمِ السَّفَهُ، وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ، وَآفَةُ الظَّرْفِ الصَّلَفُ، وَآفَةُ الشَّجَاعَةِ الْبَغْيُ، وَآفَةُ السَّمَاحَةِ الْمَنُّ، وَآفَةُ الْجَمَالِ الْخُيَلاءُ).

১৩০২। হাদীসের সমস্যা হচ্ছে মিথ্যা বর্ণনা করা, জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া, সহনশীলতার বিপদ হচ্ছে মূর্খতা, ইবাদাতের বিপদ হচ্ছে অলসতা প্রদর্শন করা, জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে দাম্ভিকতা প্রকাশ করা, বীরত্বের বিপদ হচ্ছে অত্যাচার করা (অবাধ্যতা), মহত্বের (ক্ষমা করার) বিপদ হচ্ছে খোঁটা দেয়া, সৌন্দর্যের বিপদ হচ্ছে অহংকার।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৬৮৮) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/৮) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আবু রাজা আল-হিবতী

হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি আবূ বাক্‌র আবহারী "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৩৬, ২/১৩৮) হাম্মাদ ইবনু আম্‌র নাসীবী আবূ ইসমা'ঈল হতে, তিনি আস-সারীউ ইবনু খালেদ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং নিম্নলিখিত ভাষায় কিছু বেশী বর্ণনা করেছেন :

'জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে দাম্ভিকতা প্রকাশ করা, দানশীলতার বিপদ হচ্ছে অপচয় করা আর ধর্মের বিপদ হচ্ছে মনোবৃত্তির অনুসরণ করা।'

আমি (আলবানী) বলছি : কোন এক মুহাদ্দিস টীকায় লিখেছেন, তবে আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনুল মুহিব্ব : হাদীসটি বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি : তা এ কারণে যে, হাদীসটির ভাষার মধ্যে জাল করার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী 'হারেস' তিনি হচ্ছেন হারেস আল-আ'ওয়ার হামদানী। তিনি দুর্বল এবং মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

অন্য একটি সূত্রে নাসীবী রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন জালকারী আর আরেক বর্ণনাকারী আস-সারীউ ইবনু খালেদ হচ্ছেন মাজহূল (অপরিচিত)।

হাদীসটি দায়লামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৭৭) ইবনু লাল সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু বুকায়ের হাযরামী হতে, তিনি হাসান ইবনু আব্দিল হামীদ কূফী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সনদের বর্ণনাকারী হাসান মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু বুকায়ের 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে একটি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানীর "আল-লিসান" গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

বানোয়াট হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣٠٣. (آفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ).

১৩০৩। জ্ঞানের বিপদ হচ্ছে ভুলে যাওয়া আর জ্ঞান নষ্ট করার অর্থ হচ্ছে যে জ্ঞান গ্রহণের উপযোগী নয় তার নিকট জ্ঞান বর্ণনা করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ সা'ঈদ আল-আশুজ্জ তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/২২২) আবূ উসামাহ্ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি বলেন : রসূল (ছাঃ) বলেছেন।

হাদীসটি আবুল হুসাইন আবনূসী "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৪) আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি আবূ দাউদ হতে, তিনি আ'মাশ হতে তিনি বলেন : বলা হতো : ..., তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : মওকূফ হওয়াই সঠিক। মারফূ' হিসেবে দুর্বল ও মু'জাল।

١٣٠٤. (آلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ).

১৩০৪। প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তিই মুহাম্মাদ এর পরিবারভুক্ত।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১। নাফে' আবূ হুরমুয হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : বলা হয়েছিল : হে আল্লাহর রসূল! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কে? তিনি উত্তরে বলেন : প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তি।

এটিকে আবূ বাক্‌র শাফে'ঈ "আর-রুবা'ঈয়্যাত" গ্রন্থে (২/১৯/২), আবুশ শাইখ "আওয়ালী" গ্রন্থে (২/৩৪/২), তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/২৩৯), আবূ বাক্‌র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (১/১৪৯) ও উকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৩৫) বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : এ হাদীসের ক্ষেত্রে আবূ হুরমুযের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তার অধিকাংশ হাদীস সন্দেহযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে ইমাম আহমাদসহ একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাকে ইবনু মা'ঈন একবার মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূক যাহিবুল হাদীস। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

২। আবূ বাক্‌র শাফে'ঈ বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আবূ নু'য়াইম হতে, তিনি মুস'য়াব ইবনু সুলাঈম যুহ্‌রী হতে, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বর্ণনাকারীগণ ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ব্যতীত। তিনি হচ্ছেন ইবনু হিশাম আবূ জা'ফার খায্‌যায, ইবনু বিনতু মাতার আল-অররাক নামে পরিচিত। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ একেবারে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন : কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। ইবনু আদী বলেন : তিনি হাদীসকে মওসূল বানিয়ে দিতেন এবং চুরি করতেন। অতঃপর তার কতিপয় মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করেন।

৩। নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নূহ ইবনু আবী মারইয়্যাম হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে কিছু বাড়তিসহ বর্ণনা করেছেন "শুধুমাত্র মুত্তাকীগণ তাঁর বন্ধু"।

এটিকে ত্ববারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ৬৩) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি নু'য়াইম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল। কিন্তু তার শাইখ নূহ ইবনু আবী মারইয়্যাম মিথ্যুক, তিনিই এ সনদটির সমস্যা। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু মুযাহিম তার মুতাবা'য়াত করেছেন, তিনি নায্র ইবনু মুহাম্মাদ শাইবানী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দায়লামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/৭৫) বর্ণনা করেছেন আর হাফিয তার "মুখতাসার" গ্রন্থে কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন। উপরোক্ত মুহাম্মাদ ইবনু মুযাহিম হচ্ছেন যুহ্হাক ইবনু মুযাহিম, তিনি মাতরূকুল হাদীস যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন। আর তার শাইখ নায্র ইবনু মুহাম্মাদ শাইবানীকে আমি চিনি না।

মোটকথা হাদীসটি খুবই দুর্বল, বর্ণনাকারীগণ খুবই দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গ্রহণযোগ্য শাহেদ না থাকার কারণে।

১৩০৥. (أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

১৩০৫। জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয় ফলে লাল রূপ ধারণ করে। অতঃপর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয় ফলে সাদা রূপ ধারণ করে, অতঃপর আবারও এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয় ফলে কালো রূপ ধারণ করে। বর্তমানে তা কালো অন্ধকার।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২৫৯১) ও ইবনু মাজাহ্ (৪৩২০) আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দূরী বাগদাদী হতে। আর ইবনু আবিদ দুনিয়া "সিফাতুন নার" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৯) বানূ হাশেমের মাওলা আবুল ফায্ল হতে, তারা উভয়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনু

আবী বুকায়ের হতে, তিনি শারীক হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে তিনি বলেন : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : আমাদেরকে হাদীসটি সুওয়াইদ ইবনু নাস্র বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি আব্দুল্লাহ্ হতে, তিনি শারীক হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি আবূ সালেহ্ অথবা অন্য এক ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি মওকূফ হওয়াটাই বেশী সঠিক। শারীক হতে ইয়াহ্ইয়া বুকায়ের ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ইয়াহ্ইয়া নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। আর তার উপরের বর্ণনাকারী শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ্ নাখ‘ঈ কাযী তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী যেমনটি বারবার পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ শারীকই হচ্ছে হাদীসটির সমস্যা। তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগার কারণে কখনও কখনও মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন আবার কখনও কখনও মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার দৃঢ়তার সাথে আবূ সালেহ্ হতে বর্ণনা করেছেন আবার সন্দেহ করে আবূ সালেহ্ অথবা অন্য এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সবগুলোই প্রমাণ করছে যে, তার হেফ্য শক্তিতে ত্রুটি ছিল। বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে জ্ঞানী এবং বিদ্বানগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হাদীসটি মারফূ‘ এবং মওকূফ দু’ভাবেই দুর্বল।

হাঁ, হাদীসটির কিছু অংশ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম মালেক "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (৩/১৫৬) তার চাচা আবূ সুহায়েল ইবনু মালেক হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزِّفْتُ.

তোমরা কি (জাহান্নামের) আগুনকে তোমাদের এ আগুনের মত লাল মনে করছো। তা অবশ্যই আল-ক্বারের চেয়েও বেশী কালো, আর আল-ক্বার হচ্ছে আল্কাত্রা।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। এটি যদি ইসরাঈলী বর্ণনা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকত তাহলে আমি বলতাম যে, এটি মারফূ‘ হাদীসের হুকুম বহন করে যেমনটি আমি ছাড়া অন্যরা বলেছেন।

হাদীসটি ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে (৪/৫৪৪) উক্ত দু'উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন : এ হাদীসটি আনাস (রাঃ) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির সনদ দুর্বল। এছাড়াও সেটি সংক্ষেপে শুধুমাত্র শেষ বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে :

نَارُ جَهَنَّمَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

'জাহান্নামের আগুন কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন।'

হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/৩৮৮) বলেন : এ হাদীসটি বায়যার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ দুর্বল। তাদেরকে সামান্যই নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট শিথিলতা করা হয়েছে। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন যায়েদাহ্ ইবনু আবির রুকাদ যেমনটি "কাশফুল আসতার" গ্রন্থ (৩৪৮৯) দেখলে মিলে যাবে।

এ বর্ণনাকারীকে হাফিয যাহাবী "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আর উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি খুবই দুর্বল। বরং সেটিতে বানোয়াট হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে আগত সামনের দীর্ঘ হাদীসটি।

এ হাদীসটি সেই সব দুর্বল হাদীসগুলোর একটি যেগুলোকে শাইখ সাবূনী হালাবী "মুখতাসারু তাফসীর ইবনে কাসীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং ধারণা পোষণ করেছেন তিনি শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কিতাবের বাস্তবতা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিচ্ছে।

১٣٠٦. (يَا جِبْرِيْلُ مَالِيْ أَرَاكَ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ ؟ فَقَالَ : مَا جِئْتُكَ حَتَّى أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيْحِ النَّارِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا جِبْرِيْلُ صِفْ لِيْ النَّارَ، وَ انْعَتْ لِيْ جَهَنَّمَ ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ ، لاَ يَضِيْءُ شَرَرُهَا ، وَ لاَ يَطْفَأُ لَهَبُهَا، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ النَّارِ عُلِّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَمَاتَ مَنْ فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْ حَرِّهِ ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ

جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا فَنَظَرُوْا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ وَ مِنْ نَتَنِ رِيْحِه، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلَقَةً مِنْ حلَقِ سِلْسِلَة أَهْلِ النَّارِ الَّتِيْ نَعَتَ اللهُ فِيْ كِتَابِه وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لاَ رَفَضَتْ وَ مَا تَقَارَّتْ حَتَّى تَنْتَهِيْ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : حَسْبِيْ يَا جِبْرِيْلُ لاَ يَتَصَدَّعُ قَلْبِيْ فَأَمُوْتُ قَالَ : فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى جِبْرِيْلَ وَ هُوَ يَبْكِيْ ، فَقَالَ : تَبْكِيْ يَا جِبْرِيْلُ ؟ وَ أَنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِيْ أَنْتَ بِه ! قَالَ : وَ مَالِيْ لاَ أَبْكِيْ ؟ أَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ لَعَلِّيْ أَنْ أَكُوْنَ فِيْ عِلْمِ اللهِ عَلَى غَيْرِ الْحَالِ الَّتِيْ أَنَا عَلَيْهَا ، وَ مَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ أُبْتُلَى بِمِثْلِ مَا ابْتُلِيَ بِه إِبْلِيْسُ ، فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلاَئِكَة ، وَ مَا يُدْرِيْنِيْ لَعَلِّيْ أُبْتُلَى بِمِثْلِ مَا ابْتُلِيَ بِه هَارُوْتُ وَ مَارُوْتُ ، قَالَ : فَبَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَكَى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَمَا زَالاَ يَبْكِيَانِ حَتَّى نُوْدِيَا : أَن يَا جِبْرِيْلُ وَ يَا مُحَمَّدُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَّنَكُمَا أَنْ تَعْصِيَا . فَارْتَفَعَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَضْحَكُوْنَ وَ يَلْعَبُوْنَ ، فَقَالَ : أَتَضْحَكُوْنَ وَ وَرَاءَكُمْ جَهَنَّمُ ؟ ! لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً ، وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَ لَمَا أَسَغْتُمُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ ، وَ لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَنُوْدِيَ : يَا مُحَمَّدُ : لاَ تُقْنِطْ عِبَادِيْ ، إِنَّمَا بَعَثْتُكَ مُيَسِّرًا ، وَ لَمْ أَبْعَثْكَ مُعَسِّرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : سَدِّدُوْا ، وَ قَارِبُوْا).

১৩০৬। হে জিবরীল! আমার কী হয়েছে যে, আপনাকে আমি পরিবর্তিত রঙে দেখছি? তিনি বললেন : আমি আপনার নিকট আল্লাহ্‌র নির্দেশেই জাহান্নামের চাবিসমূহ নিয়ে আগমন করেছি। রসূল (ﷺ) বললেন : হে জিবরীল! আমার জন্য আপনি (জাহান্নামের) আগুনের রূপ বর্ণনা করুন। জাহান্নামের বিবরণ দিন। জিবরীল বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে নির্দেশ দিলেন ফলে আগুনের উপর এক হাজার বছর সাদা না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। আবার তাকে নির্দেশ দিলেন ফলে সে তার উপর এক হাজার বছর লাল না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। আবার তাকে নির্দেশ দিলেন ফলে সে তার উপর এক হাজার বছর কালো না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। সেটি কালো অন্ধকার। তার

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কখনও আলোকিত হবে না এবং তার প্রজ্জ্বলিত হওয়া কখনও নিভে যাবে না। সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন যদি জাহান্নামের কাপড়সমূহের একটি কাপড় আসমান এবং যমীনের মাঝে ঝুলিয়ে দেয়া হতো তাহলে তার প্রতাপের কারণে পৃথিবীতে অবস্থানকারী সবাই মারা যেত। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি জাহান্নামের পাহারাদারদের একজন পাহারাদারকে দুনিয়াবাসীদের নিকট প্রকাশ করা হতো আর তারা তার দিকে দৃষ্টি দিত তাহলে তার চেহারার বীভৎসতা ও তার দুর্গন্ধের ভয়াবহতার কারণে দুনিয়ার সকল বসবাসকারীই মারা যেত। সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন যদি জাহান্নামীদের বালাগুলোর একটি বালা দুনিয়ার পাহাড়গুলোর উপর রেখে দেয়া হতো যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, তাহলে সেগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত আর যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত স্থির হতো না। অতঃপর রসূল (ﷺ) বললেন : যথেষ্ট হয়েছে হে জিবরীল! আমার হৃদয় যেন না ফেটে যায়, ফলে আমি মৃত্যু বরণ করি। বর্ণনাকারী বলেন : রসূল (ﷺ) জিবরীলকে কাঁদতে দেখে বললেন : হে জিবরীল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আপনার অবস্থান আল্লাহর কাছে যেখানে আপনি আছেন সেখানেই। তখন তিনি উত্তরে বললেন : আমার কী হয়েছে আমি কাঁদবো না? আমিই তো কাঁদার বেশী উপযোগী! কারণ, হতে পারে আমি যে অবস্থায় আছি আল্লাহর জ্ঞানে আমি সে অবস্থায় না থাকতেও পারি। আমি জানি না, হতে পারে আমাকে পরীক্ষায় পড়তে হবে যেভাবে ইবলীসকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। সে ছিল ফেরেশতাদের একজন। জানি না আমাকে হয়তো সেরূপ পরীক্ষায় পড়তে হতে পারে যেরূপ হারূত মারূত পরীক্ষায় পড়েছিল। বর্ণনাকারী বললেন : রসূল (ﷺ) কাঁদতে শুরু করলেন আর জিবরীলও কাঁদতে শুরু করলেন। তারা দু'জনে কাঁদা অব্যাহত রাখলো এমতাবস্থায় উভয়কেই ডাক দেয়া হলো : হে জিবরীল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'জনকে তাঁর নাফারমানী করা হতে নিরাপদে রেখেছেন। অতঃপর জিবরীল উঠে চলে গেলেন। রসূল (ﷺ)ও বেরিয়ে আসলেন। তারপর তিনি আনসারদের একটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করছিলেন যারা হাসছিল এবং খেলাধূলা করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা হাসছ আর তোমাদের পিছনে জাহান্নাম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশী। আর খাদ্য ও পানীয়কে কখনও সুস্বাদু পেতে না। তোমরা উঁচু স্থানের

সন্ধানে বেরিয়ে যেতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে। ডাক দেয়া হলো : হে মুহাম্মাদ! আপনি আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনাকে সরল করে প্রেরণ করেছি, কঠোরতা প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি। রসূল (ﷺ) বললেন : তোমরা সঠিক পথ এবং মধ্যমপন্থা (পূর্ণাঙ্গতার নিকট পৌঁছার জন্যে) অবলম্বন কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "সিফাতুন নার" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৯), ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (২৭৫০) সালাম আত্‌ত্বীল হতে, তিনি আজলাজ ইবনু আব্দিল্লাহ্ কিন্দী হতে, তিনি আদী ইবনু আদী কিন্দী হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী বলেন : এ হাদীসটি উমার (রাঃ) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটিকে বর্ণনাকারী সালাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হায়সামী (১০/৩৮৬, ৩৮৭) বলেন : তিনি (সালাম) দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

আমি (আলবানী) বলছি : মিথ্যা বর্ণনা করা এবং (হাদীস) জাল করার দোষে একাধিক ব্যক্তি তাকে দোষী করেছেন। যেমনটি পূর্বে এ সম্পর্কে বার বার আলোচনা করা হয়েছে। আর ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা অল্‌মাতুরূকীন" গ্রন্থে বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস এভাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের ব্যাপারে তারা যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন একে আরো শক্তিশালী করছে ইবলীস সম্পর্কে তার বাণী : 'সে ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত'। কারণ, এটি কুরআন বিরোধী কথা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন : ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ "সে (ইবলীস) ছিলো জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশের নাফারমানী করেছিলো" (সূরা কাহাফ : ৫০)।

এর পরে "সহীহ্ মুসলিম" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। এ হাদীসটি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৪৫৮) আমি উল্লেখ করেছি। আর ইবলীসকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমনটি কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে এসেছে।

অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদীসটির এক স্থানে বলা হয়েছে : **"যেরূপ হারূত মারূতকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল"**। এর দ্বারা সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা

হয়েছে যে ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা দু’জন যুহ্‌রা নামক রমণীকে যৌবিক চাহিদা মিটাতে পেতে চেয়েছিল, তারা মদ পান করেছিল এবং শিশুকে হত্যা করেছিল ... । এ ঘটনাটি বাতিল, কুরআন বিরোধীও বটে যেমনটি আমি প্রথম খণ্ডের ১৭০ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হাদীসটির শেষাংশে

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً ، وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ، وَ لَمَا أَسَغْتُمُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ ، وَ لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

এ অংশটুকুর নীচে দাগ দেয়া প্রথম অংশ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর বাকী অংশটুকুকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٧. اسْتَعِيْذُوْا بِاللهِ مِنَ الْمَغَاقِرِ ، قِيْلَ : وَ مَا الْمَغَاقِرُ ؟ قَالَ : الإِمَامُ الْجَائِرُ الَّذِيْ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ ، وَ إِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَتَجَاوَزْ ، وَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ الَّذِيْ عَيْنُهُ تَرَاكَ وَ قَلْبُهُ يَرْعَاكَ ، وَ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ ، وَ إِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ " .

১৩০৭। তোমরা মাগাফির হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেউ বলল : মাগাফির কী? তিনি বললেন : অত্যাচারী শাসক, তুমি ভালো কিছু করলে যে গ্রহণ করে না আর মন্দ কিছু করলে সে তাকে এড়িয়ে যায় না। আর মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর যার চোখ তোমাকে দেখছে আর যার হৃদয় তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সে যদি কল্যাণকর কিছু দেখে তাহলে তাকে দাফন করে ফেলে আর কেউ যদি মন্দ কিছু দেখে তাহলে তা প্রচার করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৭৪) আহমাদ ইবনু ইসমা‘ঈল মাদানী হতে, তিনি সা‘দ ইবনু সা‘ঈদ মাকবূরী হতে, তিনি তার ভাই হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : আমি এ হাদীসটির সমস্যা মনে করছি বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু ইসমা‘ঈল মাদানীকে। যাকে আবূ হুযাফা বলা হয়। তিনি খুবই দুর্বল। সা‘দ ইবনু সা‘ঈদ সমস্যা নয়।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : ... তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উল্লেখিত সা'দের ভাই। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ মাকবূরী। তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন : একটি মজলিসে আমার নিকট তার মিথ্যাবাদিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি একেবারে সাকেত (নিক্ষিপ্ত, প্রত্যাখ্যাত) ব্যক্তি।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে মারফূ' হিসেবে হাদীসটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে। সেটির সনদও খুবই দুর্বল। পরবর্তীতে ৩৪১২ নম্বরে সেটির ব্যাখ্যা আসবে।

১٣٠٨. مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ أَرْبَعًا وَ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا لاَ يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيْءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ ، ثُمَّ تَجِيْءُ النِّعَمُ ، فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ " .

১৩০৮। যে ব্যক্তি বলবে : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অ-বিহামদিহি' একশতবার বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একহাজার চব্বিশটি হাসানাহ্ (সাওয়াব) লিখে দিবেন। তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো আমাদের কেউ ধ্বংস হবে না? তিনি বললেন : হাঁ। তোমাদের একেকজন এমন সব হাসানাত (সাওয়াব) নিয়ে আসবে যে সেগুলোকে যদি পাহাড়ের উপরে রেখে দেয়া হয় তাহলে সেগুলো পাহাড়ের চেয়ে বেশী ভারী হয়ে যাবে। অতঃপর একটি উট এসে সেগুলোকে নিয়ে যাবে। এরপর প্রতিপালক তাঁর রহমাত দ্বারা অহংকার করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি হাকিম (৪/২৫১) আহমাদ ইবনু শুরাইহ্ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আস্সামী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু শু'বাহ্ ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আবী ত্বলহা আনসারী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে .. বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্, এটি সুলাইমান ইবনু হারাম এর হাদীসের শাহেদ।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি তার সন্দেহ্মূলক সিদ্ধান্তগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইয়াহ্ইয়া ইবনু শু'বা ইবনে ইয়াযীদ এবং আহমাদ ইবনু শুরাইহ্-এর (উভয়ের) জীবনী পাচ্ছি না। আর মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস হচ্ছেন কুদায়মী, তিনি খুবই দুর্বল। একাধিক ব্যক্তি তাকে মিথ্যা বর্ণনা এবং জাল করার দোষে দোষী করেছেন। অতএব কিভাবে তার হাদীস সহীহ্! এ ছাড়াও তার উপরের এবং তার পরের বর্ণনাকারী অপরিচিত (মাজহূল)।

١٣٠٩. " ثَلاَثُوْنَ خِلاَفَةُ نُبُوَّةٍ ، وَ ثَلاَثُوْنَ نُبُوَّةٌ وَ مَلِكٌ ، وَ ثَلاَثُوْنَ مَلِكٌ وَ تَجَبُّرٌ ، وَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ " .

১৩০৯। নবুওয়াতের খেলাফাত কাল হবে ত্রিশ বছর, নবুওয়াত আর বাদশাহীর সময় কাল হবে ত্রিশ বছর আর বাদশাহী এবং অত্যাচারীদের কাল হবে ত্রিশ বছর। এর পরের সময়ের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ই'য়াকূব ইবনু সুফইয়ান তার "তারীখ" গ্রন্থে (২/৩৬১) এবং ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৯৪২৪) মাতার ইবনুল 'আলা ফাযারী সূত্রে আবদুল মালেক ইবনু ইয়াসার সাকাফী হতে, তিনি আবূ উমাইয়্যাহ্ শা'বানী হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

উপর্যুক্ত ভাষাটি ইয়াকূব কর্তৃক বর্ণনাকৃত। ত্বাবারানীর নিকট প্রথম ত্রিশের কথা নেই। তিনি বলেন : আবূ উমাইয়্যাহ্ হতে একমাত্র এ সূত্রেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটিকে সুলাইমান ইবনু আব্দির রহমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার শাইখ মাতার ইবনুল 'আলা ফাযারী মাজহূল (অপরিচিত)। মুহাদ্দিসগণ মাতার হতে বর্ণনাকারী হিসেবে সুলাইমান ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করেননি। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২৯৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : তিনি শাইখ।

ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৬/২৯৫-২৯৬) তার জীবনী উল্লেখ করে শুধুমাত্র আবূ হাতিমের উক্ত কথাটিই উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু হিব্বান তাকে তার "আস্সিকাত" গ্রন্থে (৯/১৮৯) তাবে' তাবে'ঈনদের অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী তার জীবনী সম্পর্কে অবগত না হয়ে ইমাম ত্বারানীর "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার পর বলেছেন : এর সনদে বর্ণনাকারী মাতার ইবনুল 'আলা রামালী রয়েছেন তাকে আমি চিনি না। আর বাকী বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

সনদটিতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে আবূ উমাইয়্যাহ্ শা'বানী। তার নাম হচ্ছে ইয়াহ্মাদ। তার অবস্থা অজ্ঞাত যেমনটি "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে তার জীবনী থেকে স্পষ্ট হয়। কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার থেকে তিনজন অপরিচিত ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তারা হচ্ছেন আম্র ইবনু জারিয়্যাহ্ লাখমী, আব্দুল মালেক ইবনু সুফইয়ান সাকাফী ও আব্দুস সালাম ইবনু মুকলিবাহ্। আর তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। এ হাদীসটি তার থেকে তিনজনের প্রথমজনের বর্ণনা থেকেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর "আত্তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে যে, তিনি মাকবূল।

এ প্রথমজনকেও ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। হাফিয ইবনু হাজার এর সম্পর্কে বলেন : তিনি মাকবূল।

দ্বিতীয়জন হচ্ছেন আব্দুল মালেক ইবনু সুফইয়ান সাকাফী তার জীবনী পাচ্ছি না। ইবনু হিব্বানের "আস্সিকাত" গ্রন্থেও মিলছে না।

আর তৃতীয়জন আব্দুস সালাম ইবনু মুকলিবাহ। এ বর্ণনাকারীর তার থেকে একমাত্র বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে ইবনু আবী হাতিমের নিকট।

হাদীসটির শেষের ভাষাও মুনকার, সহীহ্ হাদীস বিরোধী। "এর পরে আর কোন কল্যাণ নেই।" কারণ হুযাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে অতঃপর অত্যাচারী শাসকের পরে নবুওয়াতের পদ্ধতির খেলাফাত আসবে ...। এটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫) উল্লেখ করেছি।

١٣١٠. أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

১৩১০। সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ভালোবাসা আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ঘৃণা করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৪৫৯৯) ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ সূত্রে মুজাহিদ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল নাম উল্লেখ না- করা অপরিচিত ব্যক্তির কারণে। এছাড়া ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হচ্ছেন কুরাইশী হাশেমী, তিনিও দুর্বল তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে।

١٣١١. مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

১৩১১। জান্নাতের চাবি হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই' এ সাক্ষ্য দেয়া।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৫/২৪২) ও বায্যার (নং ২) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আবী হুসাইন হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেন : ...।

বায্যার বলেন : বর্ণনাকারী শাহ্র মা'য়ায (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। শাহ্র দুর্বল তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে। এ ছাড়াও সনদটি মুনকাতি', অর্থাৎ শাহ্র এবং মু'য়ায (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, যেমনটি বায্যার বলেছেন।

আর ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু শামী ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। আর এটি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কারণ তার শাইখ ... ইবনু আবী হুসাইন মাক্কী (শামী নন)।

١٣١٢. جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ.

১৩১২। আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন ওযূ করবেন তখন পানি ছিটিয়ে দিন।

হাদীসটি মুনকার। (পানি ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ সম্বলিত হাদীস দুর্বল, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্ম হিসেবে পানি ছিটিয়ে দেয়ার হাদীস সহীহ্)।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৫০), ইবনু মাজাহ্ (৪৬৩) ও ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৮৫) হাসান ইবনু আলী হাশেমী সূত্রে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। আমি ইমাম মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি : হাসান ইবনু আলী হাশেমী মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

ওকায়লী বলেন : এ সূত্রে তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি, অন্য সূত্রে ভালো সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সম্ভবত এর দ্বারা সেই বর্ণনাটিকে বুঝাচ্ছেন যেটি ইবনু লাহিয়্যাহ্ আকীল হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি উরওয়াহ্ হতে, তিনি উসামাহ্ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি তার পিতা যায়েদ ইবনু হারেসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : "আমাকে জিবরীল ওযূর পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে আমাকে আমার কাপড়ের নিচে পানি ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, ওযূর পরে পেশাব বের হওয়ার কারণে।"

এ হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (৪৬৪), বাইহাক্বী (১/১৬১) ও আহমাদ (৪/১৬০) ইবনু লাহিয়্যাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানের এ ভাষাটি ইবনু মাজার। অন্যদের বর্ণনায় পানি ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশটি নেই। রসূল (ﷺ)-এর কর্ম হিসেবে পানি ছিটিয়ে দেয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদের (২১২৬৪) নম্বরের হাদীস। ইবনু লাহিয়্যার ক্রটিযুক্ত হেফযের কারণেই সম্ভবত এরূপ ঘটেছে।

অতএব রসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ সম্বলিত মৌখিক হাদীস মুনকার। তাঁর কর্ম হিসেবে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, দেখুন "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ (৪৬১, ৪৬৪) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৪৬৯৭)।

١٣١٣. الرَّفَثُ : الإِعْرَابَةُ وَ التَّعْرِيْضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ ، وَ الْفُسُوْقُ : الْمَعَاصِيُ كُلُّهَا ، وَ الْجِدَالُ : جِدَالُ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ " .

১৩১৩। রাফাস অর্থ : অশ্লীলতা এবং সঙ্গমের উদ্দেশ্যে নারীদেরকে ইঙ্গিত করা। ফুসূক হচ্ছে সকল প্রকার গুনাহের কাজ। জিদাল হচ্ছে ব্যক্তি কর্তৃক তার সাথীর সাথে ঝগড়া করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১০২/২) ইয়াহ্ইয়া ইবনু উসমান ইবনে সালেহ্ হতে, তিনি সিওয়ার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে কুরাইশ আম্বারী বাসরী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু যুরায়'ই হতে, তিনি রাওহ্ ইবনুল কাসেম হতে, তিনি ইবনু তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) আল্লাহর فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) এ বাণী সম্পর্কে বলেন :

এ সনদেই ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ১৭৪) সিওয়ারের জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন :

হাদীসকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করা যাবে না, তিনি বাসরী কিন্তু ছিলেন মিসরে।

অতঃপর তিনি হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবনু ওলাইয়্যাহ্ সূত্রে রাওহ্ ইবনুল কাসেম হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন : এটিই উত্তম।

হাফিয যাহাবী সিওয়ারের জীবনীতে বলেন : তিনি সত্যবাদী, তবে তিনি হাদীসকে মারফূ' বানিয়ে ফেলে ভুল করেছেন। তিনি এর দ্বারা তার এ হাদীসকেই বুঝিয়েছেন।

আয্যিয়া "আল-মুখতারাহ্" গ্রন্থে (৬২/২৮২/১) ত্বারানী সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি সাহ্ল ইবনু উসমান সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু যুরায়'ই হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা সিওয়ার কর্তৃক মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা যে ভুল তাকেই শক্তিশালী করছে।

তিনি সুফইয়ান ইবনু ওয়াইনাহ্ সূত্রে ইবনু তাউস হতেও হাদীসটি মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন : আমার সিদ্ধান্ত এই যে, মারফূ'র চেয়ে মওকূফ হওয়াটাই বেশী উত্তম। আর ইমাম বুখারীও অনুরূপভাবে মু'য়াল্লাক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১٣١٤. (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أَوِ اخْتَصَى، وَلَكِنْ صُمْ وَوَفِّرْ شَعَرَ جَسَدِكَ).

১৩১৪। আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি অন্যকে খোজা (পুরুষত্বহীন) বানাবে অথবা নিজেকে পুরুষত্বহীন বানাবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তুমি সওম পালন কর এবং তোমার শরীরের চুলকে বৃদ্ধি কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১১৭/১) মু'আল্লা আল্‌জু'ফী হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ... রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (প্রশ্নকারী) ব্যক্তিটিকে লক্ষ্য করে বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মু'আল্লা, তিনি হচ্ছেন ইবনু হিলাল আল-হাযরামী। তাকে জু'ফী আত্‌ত্বহান কূফীও বলা হয়। তিনি একজন মিথ্যুক, জালকারী। বড় বড় ইমামগণ এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যেমন দু' সুফইয়ান, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক, ইবনুল মাদীনী প্রমুখ।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সকল সমালোচনাকারী মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন।

হায়সামী (৪/২৫৪) তার দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি : তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন আর তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন : হাদীসটি বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে এমন এক সনদে বর্ণনা করেছেন যার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আর লেখক হাদীসটিকে হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আমি আশংকা করছি যে, মানাবী যে ইমাম বাগাবীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন ধারণা করে তিনি এরূপ বলেছেন অথবা তিনি শিথিলতা করে তা বলেছেন। কারণ ইমাম বাগাবী এটি নয় বরং অন্য একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে আলোচ্য হাদীসটির শুধুমাত্র প্রথম অংশটুকুই রয়েছে। সেটি উসমান ইবনু মায'উন (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়নি।

তা সত্ত্বেও সে হাদীসটির সনদেও সমস্যা রয়েছে। ইমাম বাগাবী সে হাদীসটি রিশদীন ইবনু সা'দ সূত্রে ইবনু আন'উম হতে, তিনি সা'দ ইবনু মাস'ঊদ হতে, উসমান ইবনু মায'উন (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বললেন : আমাদেরকে খোজা হওয়ার অনুমতি দিন? রসূল (ﷺ) বললেন : যে ব্যক্তি অন্যকে পুরুষত্বহীন বানাবে আর যে নিজেকে পুরুষত্বহীন করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আমার উম্মাতের নিজেকে পুরুষত্বহীন করার অর্থ হচ্ছে সওম পালন করা ...। (আলহাদীস)। এ হাদীসটির সনদে দু'টি সমস্যা রয়েছে :

১। সনদটি মুরসাল। কারণ সা'দ ইবনু মাস'ঊদ একজন তাবে'ঈ, তিনি ঘটনাটি পাননি এবং তিনি ঘটনাটি কার থেকে শুনেছেন তা উল্লেখ করেননি যেমনটি বাহ্যিকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২। রিশদীন এবং ইবনু আন'উম (আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ আফরীকী) দুর্বল। এদের দু'জনের দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে পূর্বে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার পরেও এর মধ্যে আলোচ্য হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটি উল্লেখ করা হয়নি।

এ ব্যাখ্যার পরে স্পষ্ট হচ্ছে এই যে, ইমাম মানাবী দু'টি ব্যাপারে ভুল করেছেন :

(১) হাদীসটিকে ইমাম বাগাবীর উদ্ধৃতিতে উদ্ধৃত করা।

(২) ইমাম সুয়ূতী হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বলে তাকে সমর্থন করা। কারণ তার উচিত ছিল মিথ্যুক এবং জালকারীর কথা উল্লেখ করে ইমাম সুয়ূতীর সমালোচনা করা।

١٣١٥. مَنْ سَبَّحَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَمَنْ حَمِدَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ، كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ قَالَ: غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى، إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَمَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ.

১৩১৫। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার আর সন্ধ্যায় একশতবার সুবহানাল্লাহ্ বলবে (অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে) সে সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে (সাওয়াব অর্জন করবে) যে একশতবার (নফল) হাজ্জ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার আর সন্ধ্যায় একশতবার আল্লাহর প্রশংসা করবে (আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে) সে সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে যে আল্লাহর রাস্তায় একশতটি ঘোড়ার উপরে অন্যকে আরোহণ করার (সাদাকা অথবা ধার দেয়ার মাধ্যমে) সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে অথবা বলেন : একশতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশতবার আর সন্ধ্যায় একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে (সাওয়াব অর্জন করবে) যে ইসমা'ঈল (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত একশতজন দাসকে স্বাধীন করে দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশতবার আর সন্ধ্যায় একশতবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে সেদিন তার চেয়ে কেউ বেশী (ফাযীলাতপূর্ণ) আমল করতে সক্ষম হবে না একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মতই (আল্লাহু আকবার) বলবে অথবা সে যতবার বলেছে তার চেয়ে যে বেশী বলবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৩৪৭১) আবূ সুফইয়ান আল-হিময়্যারী (তিনি হচ্ছেন সা'ঈদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ওয়াসেতী) হতে, তিনি যুহ্হাক ইবনু হুমরাহ্ হতে, তিনি আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ দুর্বল আর ভাষা মুনকার। কারণ, ইবনু হুমরাহ্ দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী ইমাম তিরমিযীর সমালোচনা করে বলেছেন : তিনি হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়ে কিছুই করেননি।

١٣١٦. (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى).

১৩১৬। কিয়ামাতের দিন অনির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম পাহাড় সমতুল্য গুনাহ্ নিয়ে আগমন করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর সে গুনাহ্গুলোকে ইয়াহূদী এবং খৃষ্টানদের উপর দিয়ে দিবেন।

হাদীসটি এ ভাষায় মুনকার।

এ ভাষায় হারমী ইবনু উমারাহ্ এককভাবে শাদ্দাদ ইবনু আবূ ত্বলহাহ্ রাসেবী হতে, তিনি গায়লান ইবনু জারীর হতে, তিনি আবূ বুরদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা আবূ মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। শেষে তিনি বলেছেন : আমার ধারণা মতে। আবূ রাওহ্ বলেন : সন্দেহ কার থেকে ঘটেছে তা আমি জানি না।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৮/১০৫-২৭৬৭) এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুসলিম) ত্বলহাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া, আউন ইবনু উৎবাহ্ এবং সা'ঈদ ইবনু আবী বুরদাহ্ সূত্রেও অনুরূপ ভাষায় وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى এ অংশ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ এভাবেই আউন ইবনু উৎবাহ্ এবং সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বুরায়দাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আবী বুরদাহ্ হতে, উমারাহ্ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু ইসহাক হতে এবং ত্বলহাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতেও বর্ণনা করেছেন। তারা সকলে আবূ বুরদাহ্ হতে অনুরূপভাবে وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى এ অংশ ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিমের নিকট তাদের ভাষাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ).

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন ইয়াহূদী অথবা একজন খৃষ্টান পাঠিয়ে বলবেন : এ ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে তোমার মুক্তির মাধ্যম। (সহীহ্ মুসলিম (২৭৬৭)।

একদল বর্ণনাকারী আবূ বুরদাহ্ হতে উপরে উল্লেখিত বর্ধিত অংশ ছাড়া এভাবেই বর্ণনা করেছেন। এ কারণে আমি আলবানীর নিকট সহীহ্ মুসলিমে হারমী ইবনু উমারাহ্ কর্তৃক বর্ণনাকৃত وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى এ অংশটুকু শায বরং মুনকার নিম্নোক্ত কারণে ঃ

১। বর্ণনাকারী উক্ত শেষোক্ত বাক্যের ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। আমার নিকট সন্দেহকারী বর্ণনাকারী হচ্ছেন শাদ্দাদ আবূ ত্বলহাহ্ রাসেবী, অথবা তার থেকে বর্ণনাকারী হারামী ইবনু উমারাহ্ (আবূ রাওহ্)। কিন্তু এ আবূ রাওহ্ বলেছেন : আমি জানি না কার থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব রাসেবীই যে সন্দেহ্কারী তা নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ তার হেফযের ব্যাপারেই সমালোচনা করা হয়েছে যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য। আর এ কারণেই হাফিয যাহাবী তাকে "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসকে মুনকার হিসেবে দেখছি না। ওকায়লী বলেন : তার কতিপয় হাদীস রয়েছে যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী ভুলকারী। সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে তার একমাত্র এ হাদীসটিই রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে বলেন : তবে তিনি সাক্ষীমূলক বর্ণনার ক্ষেত্রেই (গ্রহণযোগ্য)।

২। তিনি যখন উক্ত অতিরিক্ত শেষোক্ত বাক্যটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন যার অন্য কোন সূত্রে সাক্ষ্য মিলছে না, তখন বুঝা যাচ্ছে তার হেফযে যে ত্রুটি ছিল সে কারণেই তা ঘটেছে। অতএব অতিরিক্ত শেষোক্ত অংশটি মুনকার।

৩। আবার এ অতিরিক্ত অংশটুকু কুরআনের আয়াত বিরোধীও। করণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (সূরা ফাতির : ১৮)। এ কারণেই ইমাম নাবাবী হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের গুনাহ্গুলোকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সেগুলোকে তাদের থেকে মুছে ফেলবেন। আর ইয়াহূদ এবং খৃষ্টানদের উপর তাদের কুফরী এবং গুনাহের কারণে অনুরূপ গুনাহ্ চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের কারণে (মুসলিমদের গুনাহের কারণে নয়) জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি : ব্যাখ্যা করার অর্থই হচ্ছে হাদীসটিকে সহীহ্ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা। আর আমরা প্রমাণ করেছি যে, আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্যটি মুনকার। অতএব এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনই অবকাশ নেই।

আর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে যে এসেছে : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জান্নাতে একটি স্থান রয়েছে এবং জাহান্নামেও একটি স্থান রয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তার পরেই কাফের ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কুফরী করার কারণে সে তার হক্বদার হওয়ায়। আর হাদীসের মধ্যে যে বলা হয়েছে : (هذا فكاكك من النار) "এ ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াই হচ্ছে তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ" কারণ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জাহান্নামী নির্ধারণ করে রেখেছেন যাদের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে কাফেররা যখন তাদের গুনাহ্ এবং কুফরীর কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তারা মুসলিমদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির (কারণ এরূপ) ভাবার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٣١٧. أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِثَلاَثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ الْقَعْدَةِ فَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ .

১৩১৭। জিলহাজ্জ মাসের তিনদিন বাকী থাকা অবস্থায় আমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসে বললেন : কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত উমরাহ্ হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সে সময় রসূল (ﷺ) বললেন : আমি পরে যা জানতে পেরেছি সে ব্যাপারে যদি পূর্বে জানতে পারতাম তাহলে আমি হাজ্জের পশু হাদী নিয়ে আসতাম না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আল-মুখলেস "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (৪/১৬৮/২) আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে সাইফ হতে, তিনি ইউনুস ইবনু আব্দিল আ'লা হতে, তিনি আলী ইবনু মা'বাদ হতে, তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আম্র হতে, তিনি আম্র ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি আবূ জামরাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম ত্ববারানী "আল্মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৮৪/১) ওবায়েদ ইবনু জুনাদ সূত্রে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আম্র হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। আম্র ইবনু ওবায়েদ হচ্ছেন মু'তাযিলী। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহবশত মিথ্যা বলতেন, ইচ্ছাকৃত বলতেন না।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তাকে একদল (মুহাদ্দিস) মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তিনি একজন আবেদ ছিলেন।

মানাবী হাদীসটির সমস্যা সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক হাসান হিসেবে হাদীসটিকে চিহ্নিত করার অনুসরণ করে তিনি "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি হাসান।

আর এ কারণেই আমি হাদীসটির সনদ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছি।

তবে হাদীসটির দাগ দেয়া শেষাংশটি সহীহ্ যেটিকে ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

١٣١٨. (مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَرَاهُ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ).

১৩১৮। যে ব্যক্তি দু'রাক'আত সলাত আদায় করবে এমতাবস্থায় যে, তাকে আল্লাহ্ এবং ফেরেশতা ছাড়া অন্য কেউ দেখছে না তাহলে সে সলাত তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আসাকির (১২/২৬৪/১) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হতে, তিনি দাঊদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি আবূ নাযরাহ্ হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হচ্ছেন সুদ্দী আস্সাগীর। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন এবং কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

এ হাদীসটি সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন। বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যায় যে মানাবী ইবনু আসাকির কর্তৃক বর্ণনাকৃত সনদ সম্পর্কে অবগত হননি আর এ

কারণেই তিনি হাদীসটির কোন সমালোচনা করেননি। আর তিনি বলেছেন : হাদীসটিকে আবুশ শাইখ ও দায়লামীও বর্ণনা করেছেন।

١٣١٩. (إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ).

১৩১৯। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র (হালাল) করার জন্যই যাকাতকে ফরয করেছেন আর মীরাসকে ফরয করেছেন যাতে তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাঊদ (১৬৬৪), হাকিম (১/৪০৮-৪০৯) ও যিয়া আল-মাকদেসী "আল্মুখতারাহ্" গ্রন্থে ((৬৭/১১২/১) দু'টি সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু ই'য়ালা মুহারেবী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি গায়লান হতে, তিনি জা'ফার ইবনু ইয়াস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন! ইবনু কাসীরও সম্মতি প্রদান করেছেন।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে (২/৩৬) বলেন : তার সনদটি সহীহ্।

কিন্তু আমি আলবানীর নিকট তাদের এসব মন্তব্যের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাকিম যে বলেছেন : বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সনদটি সহীহ্। এ মন্তব্য সুস্পষ্ট ধারণামূলক। কারণ বর্ণনাকারী গায়লান হচ্ছেন ইবনু জামে' ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী নন। তার থেকে শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তিনি সহীহ্ বলেছেন। বিষয়টি আমার নিকট প্রথম অবস্থায় স্পষ্ট হয়নি তবে পরবর্তীতে আমি পেয়েছি যে, হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে সনদে বিচ্ছিন্নতা।

হাদীসটিকে হাকিম (২/৩৩৩) ইব্রাহীম ইবনু ইসহাক যুহ্রী সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়া'লা ইবনে হারেস মুহারেবী হতে, তিনি (তার) পিতা হতে, তিনি গায়লান ইবনু জামে' হতে, তিনি উসমান ইবনুল কাত্তান খুযা'ঈ হতে, তিনি জা'ফার ইবনু ইয়াস হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন : সনদটি সহীহ্।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : বর্ণনাকারী উসমানকে আমি চিনি না আর হাদীসটি আজব ধরনের।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সনদে গায়লান এবং জা'ফারের মাঝে উসমানকে সংযোগ করেছেন। তার মুতাবা'য়াতও করা হয়েছে। হাফিয যাহাবী তার (উসমান) সম্পর্কে যা বলেছেন আমরা একটু পূর্বেই অবগত হয়েছি। তার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের আরো জানা দরকার।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে আর হাফিয ইবনু হাজার "আল্‌লিসান" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেননি। সম্ভবত এ উসমান হচ্ছেন উসমান ইবনু উমায়ের আবূ ইয়াকযান কূফী আল-আ'মা যার জীবনী আলোচনা করা হয়েছে "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে।

হাফিয ইবনু কাসীর হাদীসটিকে ইবনু আবী হাতিমের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি (তার) পিতা হতে, তিনি হুমায়েদ ইবনু মালেক হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়া'লা মুহারেবী হতে, তিনি (তার) পিতা হতে, তিনি গায়লান ইবনু জামে' মুহারেবী হতে, তিনি উসমান ইবনু আবী ইয়াকযান হতে, তিনি জা'ফার হতে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" গ্রন্থে (ক্বাফ ১৮২/২-১৮৩/১) তারকিফী হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়া'লা হতে ...বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বর্ণনাকারীদের মধ্যে উসমান ইবনু আবী ইয়াকযান রয়েছেন বলে আমরা জানি না। সম্ভবত (ইবনু) শব্দটি কোন কপিতে ভুলবশত সংযুক্ত হয়ে গেছে। আসলে উসমান আবুল ইয়াকযান। মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন তা এ ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করছে, তিনি বলেন : হাফিয যাহাবী "আল-মুহায্‌যাব" গ্রন্থে বলেন : এর সনদের মধ্যে উসমান আবুল ইয়াকযান রয়েছেন আর তাকে সকলে (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটিকে বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে (৪/৮৩) সাফ্‌ফারের সূত্রে আব্বাস ইবনু আব্দিল্লাহ্ তারকিফী হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল হারেস হতে... বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উসমান আবুল ইয়াকযান।

বাইহাক্বী বলেন : কোন কোন বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া হতে বর্ণনা করতে গিয়ে তার সনদে উসমান আবুল ইয়াকযানকে উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : বাইহাক্বীর এ কথা থেকে দু'টি ফায়েদাহ্ পাওয়া যাচ্ছে :

১। হাকিম যে পূর্বোক্ত সনদে উসমান ইবনুল কাত্তান খুযা'ঈর কথা উল্লেখ করেছেন এটি তার সেই সব বহু ভুলের একটি যেগুলো তার "মুসতাদরাক" গ্রন্থে ঘটেছে। অতএব হক্ব হচ্ছে যাহাবী প্রমুখের সাথে, কারণ তারা বলেছেন : তারা তাকে চিনেন না। কারণ হাকিম তাকে সন্দেহবশত উল্লেখ করেছেন অথচ বাস্তবতা তা নয়।

২। তার প্রথম বর্ণনাটি ভুল যাতে উসমানকে উল্লেখ করা হয়নি। সে তার কোন কোন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে পড়ে যায়। ফলে যে বা যারা সনদটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন তার সহীহ্ আখ্যা প্রদান করাও ভুল যেমনটি বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যায়। আমি (আলবানী) আল্লাহর প্রশংসা করছি যার মেহেরবানীতে সনদ থেকে একজন বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যাওয়া মর্মে আমার সিদ্ধান্ত ইমাম বাইহাক্বীর সিদ্ধান্তের সাথে মিলে গেছে এবং আমি যে সনদে উসমান ইবনু উমায়ের আবুল ইয়াকযান বর্ণনাকারীকেই উল্লেখ করা হয়নি এরূপ সম্ভাব্যতার কথা বলেছিলাম, তিনি তার সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছেন।

সনদ থেকে উল্লেখ না করা বর্ণনাকারী যে উসমান ইবনু ওমায়ের একে আরো শক্তিশালী করছে হাদীসটির পরে উল্লেখ করা যিয়ার কথা ঃ

হাদীসটিকে আহমাদ ইবনু ইব্রাহীম দাওরাকী ও সুলাইমান ইবনু শাযকূনী- ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়া'লা ইবনিল হারেস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি গায়লান ইবনু জামে' হতে, তিনি উসমান ইবনু ওমায়ের আবুল ইয়াকযান হতে, তিনি জা'ফর ইবনু ইয়াস হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সনদের মধ্যে ইবনু ওমায়ের আবুল ইয়াকযানকে বৃদ্ধি করেছেন। এ কারণে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, যিনি সনদের মধ্যে উসমান ইবনুল কাত্তান অথবা উসমান ইবনু আবিল ইয়াকযান নামে বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করেছেন তিনি ভুল করেছেন।

মোটকথা : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উসমান ইবনু ওমায়ের আবুল ইয়াকযান। যার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। যেমনটি বুঝা গেছে হাফিয যাহাবী কর্তৃক "আল-মুহায্যাব" গ্রন্থে উল্লেখকৃত কথা থেকে : তাকে তারা সকলেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অনুরূপ কথা "আল-কাশেফ", "আল-মীযান" ও "আয্যু'আফা" গ্রন্থেও বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, তিনি তাদলীস করতেন এবং অতিরঞ্জনকারী শী'য়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আলোচ্য এ হাদীসটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থের কোন কোন কপিতে সহীহ্ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর ফলে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থের তাহক্বীক কমিটি ধোঁকায় পড়ে বলেছেন : হাদীসটি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (১৭৭৪) উল্লেখ করা হয়েছে এবং সহীহ্ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জামে‘উস সাগীর গ্রন্থের সহীহ্ বা হাসান হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার উপর নির্ভর করা যায় না। আর আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, উক্ত কমিটি ইঙ্গিত করাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু হাফিয যাহাবী যে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তার উপর নির্ভর করেননি। অথচ যাহাবীর এ কথাটিকে মানাবী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আর তারা মানাবীর গ্রন্থকে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহারও করেছেন, কিন্তু তারা তার দুর্বল হওয়ার বক্তব্যকে গ্রহণ করেননি।

হাদীসটিকে শাইখ নাসীব রিফা‘ঈ এবং শাইখ সাবূনীও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরোক্ত কারণে।

١٣٢٠. (إنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).

১৩২০। আল্লাহ্ তা‘আলা সাদাকার (যাকাতের) ব্যাপারে নাবী ও অন্য কারো ফয়সালায় সন্তুষ্ট হননি বরং তিনি নিজেই সে ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন। তিনি সাদাকাকে (যাকাতকে) আটভাগে ভাগ করেছেন। অতএব তুমি যদি সেই ভাগগুলোর মধ্যে পড় তাহলে তোমাকে আমি তোমার হক্ব প্রদান করব।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাঊদ ((১৬৩০), ত্বহাবী “শারহু মা‘য়ানিল আসার” গ্রন্থে (১/৩০৪-৩০৫), বাইহাক্বী (৪/১৭৪) ও হারেস ইবনু আবী উসামাহ্ তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (ক্বাফ ৬৯/১-২) আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন‘উম হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু নু‘য়াইম হাযরামী থেকে শুনেছেন আর তিনি যিয়াদ ইবনুল হারেস সুদাঈকে বলতে শুনেছেন ঃ

এক ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাদাকাহ্ থেকে কিছু প্রদান করুন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : ...।

এ সূত্রেই ইয়া‘কূব ফাসাবী “আত্তারীখ” গ্রন্থে (২/৪৯৫) এবং ত্বারানী “আল-মু‘জামুল কাবীর” গ্রন্থে (৫/৩০২/৫২৮৫) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেই উক্ত হাদীসটি রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বর্ণনাকারী আব্দুর রহমানের কারণে দুর্বল। তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি হাফিয যাহাবী “আয্যু‘য়াফা” গ্রন্থে বলেছেন :

তিনি সম্মানিত হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাকে ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। আর ইমাম আহমাদ তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি হেফযের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন। তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন।

মানাবী তার দু'টি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে এ সমস্যাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাবীও হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে (৪৯৭৫) উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটিকে ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন এবং তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ কারণেই নাসীব রিফা'ঈ কর্তৃক হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দেয়া একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং তিনি তার "মুখতাসার ইবনু কাসীর" গ্রন্থের ভূমিকাতে যে বলেছেন : তিনি এ গ্রন্থে শুধুমাত্র সহীহ্ অথবা হাসান হাদীসই উল্লেখ করবেন, তার শর্ত বিরোধীও বটে।

১৩২১. (لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِه بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِه).

১৩২১। কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার জীবনে (মৃত্যুর সময়ের পূর্বে) এক দিরহাম সাদাকাহ্ করা তার জন্য বেশী কল্যাণকর তার মৃত্যুর সময়ে একশত দিরহাম সাদাকাহ্ করার চেয়ে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাঊদ (২৮৬৬), ইবনু হিব্বান (৮২১), আল্‌মুখলেস "আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১৯৮/১-২), যিয়া "আলমুখতারাহ্" গ্রন্থে (১০/৯৮/২) ইবনু আবী ফুদায়েক হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি শুরাহ্বীল হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। শুরাহ্বীল ছাড়া এর সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। শুরাহ্বীল হচ্ছেন ইবনু সা'দ আবূ সা'দ আলমাদানী। তিনি দুর্বল। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। আর কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, মানাবীর কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, ইবনু হিব্বান বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্ আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে সমর্থন করেছেন।

তার এ কথা বিষয়টিকে যাচাই বাছাই না করেই বলা হয়েছে। কারণ ইবনু হিব্বানের এরূপ অভ্যাস নেই যে তিনি বলেন : হাদীসটি সহীহ্।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, ইবনু হাজার ইবনু হিব্বানের সহীহ্ বলা কথাকে সমর্থন করেছেন তাহলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়, সনদে দুর্বল বর্ণনাকারী থাকার কারণে। হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে শুরাহ্‌বীলকে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে ইবনু আবী যিইব মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন আর দারাকুতনী প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও গুমারী অভ্যাসগতভাবে মানাবীর কথার অন্ধ অনুসরণ করে তার "আল-কান্‌য" গ্রন্থে হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন।

١٣٢٢. (مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ).

১৩২২। যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় (দাস/দাসী) মুক্ত করবে তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে পরিতৃপ্ত অবস্থায় হাদিয়্যাহ্ দিয়ে (দান করে) থাকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দা'উদ (৩৯৬৮), তিরমিযী (২১২৩), নাসাঈ (৩৬১৪), দারেমী (৩২২৬), আহমাদ (২১২১২), ইবনু হিব্বান (১২১৯), আব্দ ইবনু হুমায়েদ "আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৮), ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৯০) আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ হাবীবাহ্ আত্‌ত্বঈ হতে তিনি বলেন : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

অথচ আবূ হাবীবাহ্ মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে আবূ ইসহাক্ব ছাড়া অন্য কাউকে পাওয়া যায় না।

এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ অন্য বর্ণনাকারী তার সাথে মিলে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। অন্যথায় তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং আমার জানা মতে কেউ তার সাথে বর্ণনা করেননি। এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি কে তা জানা যায় না। তার হাদীসকে ইমাম তিরমিযী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু হাজার কর্তৃক "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৫/৩৭৪) তার সনদকে হাসান আখ্যা দেয়াটা সঠিক হয়নি। যদিও মানাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর গুমারী তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

١٣٢٣. (يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ).

১৩২৩। জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদেরকে এতই বড় করা হবে যে, তাদের একজনের কানের লতি (নিম্নভাগ) থেকে তার কাঁধের দূরত্ব হবে সাতশত বছরের চলার পথের সমান। আর তার চামড়ার পুরুত্ব হবে সত্তর গজ বিশিষ্ট আর তার মাড়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৪৭৮৫) ওয়াকী' হতে, তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া আত্‌ত্বীল হতে, তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তাত হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইব্‌নু উমার (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তাত তার কুনিয়্যাত দ্বারাই প্রসিদ্ধ। তার নামের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর আবূ ইয়াহ্ইয়া আত্‌ত্বীলও তার মতই দুর্বল, এর নাম ইমরান ইবনু যায়েদ তাগলুবী, যেমন "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

এ দুর্বলতা সত্ত্বেও গুমারী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়ে তার "আল-কান্‌য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন :

"কাফের ব্যক্তির মাড়ির দাঁত অথবা কাফেরের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। আর তার চামড়ার পুরুত্ব হবে তিনদিনের চলার পথের সমান।" (মুসলিম (২৮৫১)।

আলোচ্য হাদীসটি নিম্নোক্ত সহীহ্ হাদীসের সাথেও সাংঘর্ষিক ঃ

"তাদের একজনের (একেকজনের) কানের লতি (নিম্নভাগ) আর তার কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে সত্তর বছরের পথের সমান ...।" এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২৪৩৩৫) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٤. (أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُورَثُوا الْجِنَانَ).

১৩২৪। তোমরা (নির্দিষ্ট না করে) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও আর কাফেরের মাথায় আঘাত কর তাহলে জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে যাবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১৮৫৪) উসমান ইবনু আব্দির রহমান জামহী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ... ।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ ও গারীব।

উসমান জামহীকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। তার হাদীস লিখা যাবে কিন্তু তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এ কথার উপর নির্ভর করেছেন।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে তৃতীয় বাক্যটি ছাড়া। সেটিকে ক্বাতাদাহ্-আবূ মায়মূনাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন :

আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে যখন দেখি তখন আমার হৃদয় আনন্দিত হয়ে যায় আর আমার চক্ষু শীতল হয়ে যায়। আপনি আমাকে সব কিছু সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি বললেন : প্রতিটি বস্তু পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি (আবূ হুরাইরাহ্) বলেন আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিন তাকে যখন আমি ধারণ করব তখন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন : তুমি ব্যাপাকভাবে সালাম প্রদান কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ, লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাতে জেগে ইবাদাত কর, অতঃপর শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ কর।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান (৬৪২) ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। দারাকুতনী বলেন : আবূ মায়মূনাহ্ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ মায়মূনাহ্ হতে ক্বাতাদাহ্ বর্ণনা করেছেন। তিনি মাজহূল প্রত্যাখ্যাত।

তবে হাদীসটির শেষাংশ : ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান কর ... এখান থেকে শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালামের হাদীস হতে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এ শেষাংশকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৬৯) উল্লেখ করেছি। "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" গ্রন্থেও (১০৭৫) উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত হাদীসটিকে হাকিম "আল-মুস্তাদরাক" গ্রন্থে (৪/১২৯) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন! অথচ হাফিয যাহাবী আবূ মায়মূনাহকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে দারাকুতনীর উক্ত মাজহূল হওয়া মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন। সম্ভবত

হাকিম ধারণা করেছেন যে, এ আবূ মায়মূনাহ্ হচ্ছেন ফারেসী, আবূ মায়মূনাহ্ আল-আবার নন, অথবা তিনি উভয়কেই একই বর্ণনাকারী মনে করেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, তারা দু'জন, একজন নন বরং তারা দু'জন আলাদা আলাদা বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ হাতিম ও দারাকুতনী প্রমুখ এ সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। আর দারাকুতনী ফারেসীকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আরো বিস্তারিত জানতে মূল গ্রন্থ দেখুন।

১৩২৫. (إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ، فَصَفَقَتْ وَرَقُ الْجَنَّةِ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ ، فَقُلْنَ : يَا رَبِّ ، اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِنَّ أَعْيُنُنَا ، وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بنا).

১৩২৫। জান্নাতকে বছরের প্রথম থেকে শুরু করে অন্য বছরের শুরু পর্যন্ত রমাযানের জন্য চাকচিক্য করা হতে থাকে। এরপর যখন রমাযানের প্রথম রাতের আগমন ঘটে তখন আরশের নিচ হতে বায়ু প্রবাহিত হয় আর জান্নাতী বৃক্ষের পাতাগুলো হুরঈনদের উদ্দেশ্যে তালু দিতে (দোলতে) থাকে। অতঃপর তারা বলে : হে প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের স্বামী নির্ধারণ করে দাও, তাদের দ্বারা আমাদের চক্ষুগুলো শীতল হবে আর আমাদের দ্বারা তাদের চক্ষু শীতল হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ৬৯৪৩), তাম্মাম "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৩৪) ও ইবনু আসাকির "ফাযলু রমাযান" গ্রন্থে (ক্বাফ/২-১৭১) ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ হতে, তিনি ইবনু সাওবান হতে, তিনি আম্র ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ইমাম ত্ববারানী বলেন : ইবনু সাওবান হতে ওয়ালীদ ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন কালানেসী, তিনি দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন : আবূ হাতিম বলেছেন : তিনি সত্যবাদী। দারাকুতনী প্রমুখ বলেন : তিনি মাতরূক। নাস্র আল-মাকদেসী তার "আরবা'উন" গ্রন্থে তার একটি মুনকার হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটিই সে হাদীসটি।

হাফিয যাহাবী হাদীসটি "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে (৩/৮৮) এ সূত্রেই বর্ণনা করে বলেছেন : নাস্‌র আল-মাকদেসী বলেন : ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ কালানেসী এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন। আমি বলছি : দারাকুতনী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর আবূ হাতিম তাকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন।

তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আল-ওয়াহিয়্যাত" গ্রন্থে (২/৪৬) দারাকুতনী কর্তৃক "আল-আফরাদ" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেছেন : তিনি (ওয়ালীদ) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটিকে ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (১৮৮৬), আসবাহানী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৭৯) জারীর ইবনু আইউব বাজালীর হাদীস হতে, তিনি শা‘বী হতে, তিনি নাফে‘ ইবনু বুরদাহ্ হতে, তিনি আবূ মাস‘উদ গিফারী (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে কিছু বাড়তি ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

তিনি বলেন : যে বান্দা রমাযানের একদিন সওম পালন করবে হুর‘ঈনদের মধ্য থেকে একজনের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হবে এমন এক মতির তাঁবুর মধ্যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যার বর্ণনা দিয়েছেন : "হুররা রয়েছে তাঁবুতে অপেক্ষমান অবস্থায়" (সূরা আররহমান : ৭২), সেসব প্রত্যেক নারীর জন্য সত্তরটি করে অলঙ্কার থাকবে যেগুলোর কোনটিই অন্যটির রঙের হবে না। তাকে সত্তর প্রকারের সুগন্ধি প্রদান করা হবে, সেগুলোর কোনটিই অন্যটির গন্ধের ন্যায় হবে না। তাদের প্রত্যেক নারীর সত্তর হাজার করে গুণাবলী থাকবে ...।

এ ধরণের মাত্রাতিরিক্ত বাড়তি কথায় হাদীসটি মুনকার এবং বানোয়াট হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। এ কারণেই ইবনু খুযায়মাহ্-ও হাদীসটিকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ তিনি বলেছেন : যদি হাদীসটি সহীহ্ হয় ...।

হাফিয মুনযেরী বলেন : জারীর ইবনু আইউব বাজালী দুর্বল। বানোয়াটের আলামত তার উপরেই বর্তাবে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মওযূ‘য়াত" গ্রন্থে (২/১৮৮-১৮৯) উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর উপরে জাল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী হচ্ছে জারীর ইবনু আইউব। ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি কিছুই না। ফায্ল ইবনু দুকাইন বলেন : তিনি হাদীস জালকারী। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

(আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন মূল গ্রন্থ)।

١٣٢٦. (نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمَرُ وَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ وَرَحِمَ اللهُ الْمُتَسَحِّرِيْنَ).

১৩২৬। সর্বোত্তম সাহ্রী হচ্ছে খেজুর, সর্বোত্তম তরকারী হচ্ছে সেরকা, আল্লাহ্ তা'আলা সাহ্রী ভক্ষণকারীদের প্রতি দয়া করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ আওয়ানাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৮/১৮৫/১) আবূ মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস কাত্তান দেমাস্কী হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি আল-মাকবূরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আসাকির হাদীসটিকে "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৯/৭৯/১) এ আল-কাত্তানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ উমারী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তাকে আবূ হাতিম ও ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেন এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কারণ এ আলোচ্য হাদীসটির প্রথম অংশটুকু সহীহ্ সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। আমি সেটি "সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৬২) উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয় বাক্যটি "সহীহ্ মুসলিম" গ্রন্থে জাবের (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এসেছে।

আর তৃতীয় বাক্যটিকে ইমাম ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৬৬৮৯) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ হতে মারফূ' হিসেবে প্রথম বাক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল মালেক নাওফালী রয়েছেন তিনি দুর্বল। যেমনটি "আল-মাজমা'" (৩/১৫১) এবং "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আমি আলবানী এ তৃতীয় বাক্যটির কোন শাহেদ পায়নি। এ কারণেই এখানে উল্লেখ করেছি। তবে নিম্নের বাক্যে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

সাহ্রী ভক্ষণকারীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হন আর ফেরেশতারা তাদের প্রতি রহমাত প্রার্থনা করে দু'আ করেন।

এ হাদীসটিকে আমি "সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব" গ্রন্থে (১০৫৮) উল্লেখ করেছি।

١٣٢٧. (مَنْ صَامَ يَوْمًا لَمْ يَخْرِقْهُ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ).

১৩২৭। যে ব্যক্তি একদিন সওম পালন করে তার মধ্যে মিথ্যা কথা বলবে না তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৭৬৫৩) আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল ওয়াহাব সায়রাফী হতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইউসুফ আযরাক্ব হতে, তিনি আবূ জুনাব কালবী হতে, তিনি ত্বলহাহ্ ইবনু মুসাররিফ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আওসাজাহ্ হতে, তিনি বারা ইবনু আযেব (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

ত্বলহাহ্ হতে আবূ জুনাব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আর তার থেকে ইসহাক্ব আযরাক্ব ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল ওয়াহাব হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সূত্রেই আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৫/২৮) বর্ণনা করে বলেছেন : ত্বলহাহ্ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস হতে এটি গারীব। ইসহাক আযরাক্ব এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার থেকে বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনু আব্দিল ওয়াহাব সায়রাফী হচ্ছেন আল-আম্মী বাসরী। ইবনু আবী হাতিম (২/২/২৬২) তার জীবনী আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তবে তিনি বলেছেন : তার থেকে আবূ যুর'য়াহ্ ও মূসা ইবনু ইসহাক আনসারী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর আবূ যুর'য়াহ্ নির্ভরযোগ্য ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন না। ইবনু আবী জুনাব কালবী ছাড়া তার উপরের বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য। ইবনু আবী জুনাবের নাম হচ্ছে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী হায়য়্যাহ্, তিনি দুর্বল ও মুদাল্লিস। আর তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

١٣٢٨. (قُلِ : اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ ، وهَدَأَتِ الْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَنِمْ عَيْنِي وأَهْدِئْ لَيْلِي).

১৩২৮। আপনি বলুন! হে আল্লাহ্! নক্ষত্রগুলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে, চক্ষুগুলো শান্ত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় যে, তুমি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তুমি আমার চোখে নিদ্রা দিয়ে দাও এবং আমার রাতকে তুমি শান্ত করে দাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৪৮১৭) আম্র ইবনুল হুসায়েন ওকায়লী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আলাসা হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি বলেন : আমি আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানকে তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি যায়েদ ইবনু সাবেত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রাতে আমাকে অনিদ্রা পেয়ে বসলে আমি রসুল (ﷺ)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম, তিনি বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আম্র ইবনুল হুসায়েন মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর ইবনু আলাসার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। হায়সামী "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/১২৮) শুধুমাত্র প্রথম জনের দ্বারায় সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٩. (لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ).

১৩২৯। প্রতিটি বস্তুর যাকাত রয়েছে আর শরীরের যাকাত হচ্ছে সওম পালন করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) এবং সাহাল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে:

১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে ওয়াকী' "আয্যুহুদ" গ্রন্থে (৩/৮২/২) মূসা ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি জামহান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৩/৭), ইবনু মাজাহ্ (১৭৪৫), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩০৩) ও আবূ বাক্র আল-কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৫৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক এবং অন্য ব্যক্তির সূত্রে মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৭৯) বলেন :

এ সনদটি দুর্বল। মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ হচ্ছেন আর্রাবাযী, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ বিরোধিতা করে বলেছেন : আমাদেরকে হাদীসটি ইবনুল মুবারাক শুনিয়েছেন আওযা'ঈ হতে, তিনি জামহান হতে ...। এটিকে আব্দ্ ইবনু হুমায়েদ "আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৫৫) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মূসা ইবনু ওবায়দার স্থলে আওযা'ঈকে উল্লেখ করাটা মুনকার। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ তার দ্বারা এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি হচ্ছেন হামানী। এর সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি (ইয়াহ্‌ইয়া) হাফিয (কিন্তু) মুনকারুল হাদীস। তাকে ইবনু মা'ঈন প্রমুখ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন : তিনি প্রকাশ্যে মিথ্যা বলতেন। ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে হাদীস চুরি করার দোষে দোষী করেছেন।

বুসয়রী এ বিরোধিতামূলক বর্ণনার বিষয়টি লক্ষ্য না করে হামানীর বর্ণনাকে ইবনুল মুবারাক সূত্রে মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ হতে বানিয়ে ফেলেছেন। এর মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে বর্ণনাকারী জামহান। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে তার জীবনী বর্ণনা করে বলেছেন : অন্য দু'জন তার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে ইবনু হিব্বান (৪/১১৮) নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল।

কিন্তু ইমাম বুখারী তার "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (২/১/২৫০) আলী ইবনু ইবনুল মাদীনীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : যে জামহান থেকে মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ বর্ণনা করেছেন তিনি সেই জামহান নন যার থেকে পূর্বে ইঙ্গিত করা দু'জন করেছেন। তাদের দু'জনের একজন হচ্ছেন উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়ের।

২। আর সাহ্‌ল ইবনু সা'দ হতে বর্ণিত হাদীসটিকে হাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্‌ল হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনু শাখলাদ "আল-মুনতাকা মিনাল আহাদীস" গ্রন্থে (২/৮৯/২), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (১/৭৩), ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৬/২৩৭/৫৯৭৩) ও ইবনুল জাওযী "আল-আহাদীসুল ওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

হাম্মাদ ছাড়া সাওরী হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাম্মাদের কতিপয় গারীব হাদীস রয়েছে। তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই মুতাবা'য়াত করা হয় না।

ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে (১/২৫৪) বলেন :

তিনি হাদীস চোর এবং তিনি নির্ভরযোগ্যদের সাথে সেই সব হাদীসকে মিলিয়ে ফেলতেন যেগুলো তাদের হাদীস নয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

অতঃপর তিনি ইবনু হিব্বানের বক্তব্য এবং ইবনু আদীর কথার শেষ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

হায়সামী (৩/১৮২) বলেন : এর সনদে হাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক সাকেত।

١٣٣٠. (مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا).

১৩৩০। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় একদিন সওম পালন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমনভাবে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন যেমনভাবে একটি কাক বাচ্চা অবস্থায় উড়ে গিয়ে দূরে চলে যায় বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে, তিনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি লাহী'য়াহ্ আবূ আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি নাম নেয়া এক ব্যক্তি হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু কায়েস হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। লাহী'য়ার শাইখ যার নাম নেয়া হয়নি তিনি ব্যতীত সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আর লাহী'য়াহ্ হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু লাহী'য়ার পিতা। তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। আযদী বলেন : তার হাদীস সাব্যস্ত হয়নি।

ইবনুল কাত্তান বলেন : তিনি মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা জানা যায় না)।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যেটিকে ইমাম ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩২৭০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিতেও ইবনু লাহী'য়াহ্ রয়েছেন।

মোটকথা : হাদীসটি সহীহ্ নয় যেমনটি ইমাম বুখারী বলেছেন। কারণ এ হাদীসটির সূত্রগুলো ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে মুক্ত নয়। আর ইবনু লাহী'য়াহ্ হতে তিনজন বর্ণনাকারী ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীদের হাদীস সহীহ্ নয়। তারা তিনজন

হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ আল-মাকরী, আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওয়াহাব। কারণ এ তিনজন ইবনু লাহী'য়ার গ্রন্থগুলো পুড়ে যাওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন আর অন্যরা তার গ্রন্থগুলো পুড়ে যাওয়ার পরে তার হেফ্য হতে বর্ণনা করেছেন।

(এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে শাইখ আলবানী মূল গ্রন্থে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রয়োজনে সেগুলো দেখার অনুরোধ করছি)।

١٣٣١. (أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ! أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ).

১৩৩১। হে বিলাল তুমি কি অনুভব করো যে, সওম পালনকারীর হাড়গুলো তাসবীহ্ পাঠ করে আর তার নিকট যখন কিছু খাওয়া হয় তখন ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (১৭৪৯), বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে ও তার সূত্র হতে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৩/২৩২/২, ১০/৩৩০) আবূ উৎবাহ্ সূত্রে বাকীয়্যাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু বুরায়দাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন এ সময়ে বিলাল প্রবেশ করল। রসূল (ﷺ) বললেন : (আস,) দুপুরের খাবার হে বিলাল! বিলাল বলল : আমি সওম পালনকারী হে আল্লাহর রসূল! তখন রসূল (ﷺ) বললেন : আমরা আমাদের রিয্ক খাচ্ছি আর বিলালের খাদ্যের ফাযীলাত জান্নাতে (অতঃপর বললেন ঃ) ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান হচ্ছেন কুশায়রী। ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী তাকে উল্লেখ করে বলেছেন : তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে। তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তার সম্পর্কে আবুল ফাত্হ আযদী বলেন : তিনি মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপ কথা আবূ হাতিম আর্‌রাযীও বলেছেন। হাফিয যাহাবীর নিকট থেকে তা ছুটে গেছে, তা না হলে তিনি আবূ হাতিমকে বাদ দিয়ে আযদীর সমালোচনামূলক বক্তব্যের দিকে ঝুঁকতেন না। ইবনু আবী হাতিম "আল-জার্হ্ অত্তা'দীল" গ্রন্থে ৩/২/৩২৫) তার জীবনী আলোচনা করে

বলেছেন : আমি আমার পিতাকে তার (বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ...) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। তিনি মিথ্যা বলতেন এবং হাদীস বানাতেন।

অতএব হাফিয যাহাবী যে বলেছেন : তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে এরূপ কথার কোন অর্থ হয় না। কারণ তিনি পরিচিত কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যার সাথে। তার মত ব্যক্তির হাদীস বানোয়াটই হবে।

আর আরেক বর্ণনাকারী বাকীয়্যাহ্ হচ্ছেন মুদাল্লিস। তবে তিনি এখানে স্পষ্টভাবে হাদীস বর্ণনা করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এখানে তাদলীস ঘটেনি। যে শাইখ কখনও কখনও তাদলীস করতেন তিনি এ কুশায়রী হতে নিকৃষ্ট নন।

তবে বাকীয়্যাহ্ হতে বর্ণনাকারী আবূ উৎবাহ্ সমালোচনা হতে মুক্ত নন যেমনটি "আল-মীযান" এবং "আল্‌লিসান" গ্রন্থে তার জীবনীতে এসেছে। তবে তিনি এখানে এককভাবে বর্ণনা করেননি। কারণ ইবনু মাজাহ্ তার সুনান গ্রন্থে বলেন : আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তিনি বাকীয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন ...। অতএব হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে কুশায়রী।

১৩৩২. (إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرَغُوا، وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ).

১৩৩২। সওম পালনকারীর নিকট যখন খাওয়া হয় তখন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে পর্যন্ত তারা খাওয়া শেষ না করে। কখনও কখনও তিনি বলেন : যে পর্যন্ত তারা তাদের খাওয়া পূর্ণ না করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (৭৮৪, ৭৮৫), আহমাদ (২৬৯২৬), ইবনু মাজাহ্ (১৭৪৮), দারেমী (১৭৩৮), নাসাঈ "সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬২), ইবনু খুযায়মাহ্ তার "সহীহ্" গ্রন্থে (২১৩৮-২১৪২), ইবনুল মুবারাক "আয্‌যুহ্‌দ" গ্রন্থে (৫০০/১৪২৪), ইবনু সা'দ "আত্‌ত্ববাক্বাত" গ্রন্থে (৮/৪১৫-৪১৬), বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনুল জা'দ" গ্রন্থে (১/৪৭৭/৮৯৯), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৭০৪), তার থেকে ইবনু হিব্বান, ত্ববারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৫/ ৩০/৪৯), আবূ নু'য়াইম "আল-হিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/৬৫) ও বাইহাক্বী (৪/৩০৫) (তারা সকলে) হাবীব ইবনু যায়েদ আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা আমাদের এক স্বাধীন হওয়া দাসীকে 'যাকে লায়লা বলে ডাকা হতো' তার দাদী উম্মু উমারাহ্ বিনতু কা'ব হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে,

নাবী (ﷺ) তার নিকট আসলেন তখন তিনি (দাদী) তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর (খাবার নিয়ে আসা হলে) রসূল (ﷺ) তাকে বললেন : তুমি খাও। তখন তিনি (দাদী) বললেন : আমি সওম পালনরতা। এ সময় নাবী (ﷺ) বললেন : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্। মানাবীও তার "আল-ফায়েয" এবং "আত্তায়সীর" গ্রন্থে (সহীহ্ বলাকে) স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি হাদীসটির সনদের দিকে দৃষ্টি দেননি। কারণ এ লায়লাকে চেনা যায় না। তাকে হাফিয যাহাবী সেই সব মহিলাদের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন যারা অপরিচিতা এবং তিনি বলেন : তার থেকে বর্ণনাকারী হাবীব ইবনু যায়েদ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার লায়লা সম্পর্কে বলেন : তিনি মাকবূলাহ্। অর্থাৎ মুতাবা'য়াত থাকার সময়ে তিনি গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আমি তার কোন মুতাবা'য়াতকারী পাইনি। বরং মওকূফ হিসেবে তার বিরোধিতা করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ মওকূফটি আবূ আইউব বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র (রাঃ) হতে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

সওম পালনকারীর নিকট যখন খাওয়া হয় তখন তার জন্য ফেরেশতারা দু'আ করতে থাকে।

এটিকে ইবনু আবী শায়বাহ্, আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুবারাক ক্বাতাদাহ্ সূত্রে আবূ আইউব হতে.. বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। এটি মওকূফ তবে মারফূ'র হুকুম বহন করে। এর সাক্ষ্য প্রদান করছে মেহমান কর্তৃক পঠিতব্য দু'আ : রসূল (ﷺ) সা'দ ইবনু মু'য়ায (রাঃ)-এর নিকট ইফতার করে বললেন :

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

তোমাদের নিকট সওম পালনকারীগণ ইফতার করেছেন, নেককারগণ তোমাদের খাদ্য খেয়েছেন এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করেছেন।

এ হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ (৩৮৫৪) ও "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৭৪৭)।

এ ছাড়া হাদীসটি শুরায়েক নিম্নের বাক্যে হাবীব ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন :

الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى يَمْسِيَ.

সওম পালনকারীর নিকট যখন ইফতারকারীরা খাদ্য খায় তখন ফেরেশতারা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য দু‘আ করে। [এটি তিরমিযী ও ইবনু খুযায়মাহ্ একই সনদে শুরায়েক হতে বর্ণনা করেছেন তবে তিরমিযীর নিকট حتى يمسي কথাটুকু নেই।

[এ ভাষায় বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল দেখুন "য‘ঈফ তিরমিযী" (৭৮৪), "য‘ঈফ জামে‘ইস সাগীর" (৩৫২৫) ও "য‘ঈফুত তারগীব অত্‌তারহীব" (৬৫৫)]।

١٣٣٣. (مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فِي شَهرِ رَمَضَانَ مِنَ كَسْبِ حَلال صَلَّتْ عَلَيْه الملائكَةُ لَيَالي رَمَضَانَ كُلَّهَا، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ ، وَمَنْ يُصَافحُهُ جبريلُ يَرقُّ قَلْبُهُ، وَتَكْثُرُ دُموعُهُ، قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ الله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَ : فَفلَقَةُ خُبْزٍ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ عِنْدَهُ، قَالَ فَشُرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ) .

১৩৩৩। যে ব্যক্তি রমাযান মাসে হালাল উপার্জন থেকে কোন সওম পালনকারীকে ইফতার করাবে তার জন্য ফেরেশতারা রমাযানের সব রাতেই দু‘আ করবে। তার সাথে জিবরীল মুসাফাহা করবেন আর জিবরীল যার সাথে মুসাফাহা করবেন তার অন্তর নরম হবে এবং অধিকহারে অশ্রু নির্গত হবে। এ সময় এক ব্যক্তি বলল : হে আল্লাহর রসূল! সে পরিমাণ খাদ্য যদি তার কাছে না থাকে। তিনি বললেন : তাহলে এক কবযা পরিমাণ খাদ্য। সে ব্যক্তি বলল : তার নিকটে যদি এ পরিমাণও না থাকে তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কী? তিনি বললেন : তাহলে রুটির একটু টুকরো। সে ব্যক্তি বলল : এ পরিমাণও যদি না থাকে তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কী? তিনি বললেন : তাহলে পানি মিশ্রিত সামান্য দুধ। সে ব্যক্তি বলল : এ পরিমাণও যদি তার নিকট না থাকে তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কী? সে ব্যক্তি বলল : তাহলে একবার পান করার মত পানি।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬৯) হাকীম ইবনু খিযাম আল-আবাদী হতে, তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব

হতে, তিনি সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল :

১। এ হাকীম সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম বুখারীর এরূপ উক্তির অর্থ হচ্ছে তার নিকট তিনি খুবই দুর্বল। তবে হাসান ইবনু আবী জা'ফার তার মুতাবা'য়াত করেছেন ইবনু আদী (১/৮৭) এবং আসবাহানীর নিকট "আত্তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৭৯)।

ইবনু আদী বলেন : আলী ইবনু যায়েদ হতে হাসান ইবনু আবী জা'ফার আর হাকীম ইবনু খিযাম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা তিনজনই দুর্বল, আর তাদের মধ্যে হাকীম হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্বল। অতএব হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হাসান ইবনু আবী জা'ফার সূত্রে ইমাম ত্ববারানী সংক্ষেপে "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৬১৬২) এবং হাকীম ইবনু খিযাম সূত্রেও (৬১৬১) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٤. (فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الرَّحْمَنِ عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ).

১৩৩৪। কুরআনের অপরাপর (অবশিষ্ট) সব কথার উপরে সেরূপ ফাযীলাত যেরূপ রহমানের (আল্লাহর) ফাযীলাত তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপরে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা "মু'জামুশ শুয়ূখ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩৪), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ/১/২৪৬) ও বাইহাক্বী "আস-আসমাউ অস্সিফাত" গ্রন্থে (২৩৮) উমার আল-আব্‌হ সূত্রে সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, (বাইহাক্বী বৃদ্ধি করে বলেছেন) তিনি আশ'য়াস আল-আ'মা হতে, তিনি শাহ্‌র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন : উমার আল-আব্‌হ এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি ইমাম বুখারীর নিম্নলিখিত ভাষা থেকে স্পষ্ট হয়েছে : তিনি মুনকারুল হাদীস।

তা সত্ত্বেও হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৯/৫৪) হাল্কাভাবে শুধু বলেছেন : তিনি দুর্বল। সম্ভবত তিনি এরূপ বলেছেন এ কারণে যে, উমার আল-আব্হ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেননি যে সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

আর শাহ্র ইবনু হাওশাব তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল।

আর আশ'য়াশ আল-আ'মা হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ্ হাদানী আবূ আব্দিল্লাহ্ আল-আ'মা। তিনি সত্যবাদী। তবে তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। ইমাম বাইহাক্বী বলেন :

ইউনুস ইবনু ওয়াকিদ আল-বাসরী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আশ'য়াশকে উল্লেখ না করে তার সনদে সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। আবার আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আতা এবং মুহাম্মাদ ইবনু সাওয়া বর্ণনা করেছেন সা'ঈদ হতে, তিনি আশ'য়াশ হতে কাতাদাকে উল্লেখ করা ছাড়াই।

অতঃপর হাফিয ইবনু হাজার বলেন :

হাদীসটি ইবনুয যুরায়েস অন্য সূত্রে শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপভাবে দারেমী (২/৪৪১) সুলায়মান ইবনু হার্ব হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে, তিনি আশ'য়াশ হাদানী হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আর হাদানী সত্যবাদী আর তার নিম্নের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

মোটকথা : হাদীসটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় এবং সনদটি মুরসাল এবং সনদের বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে দুর্বল।

ইমাম বুখারী "আফ'আলুল ইবাদ" গ্রন্থে (পৃ ৯১) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সহীহ্ নয়।

ইমাম বাইহাক্বী ই'য়ালা ইবনুল মিনহাল সাকূতী সূত্রে ইসহাক ইবনু সুলায়মান রাযী হতে, তিনি জারাহ্ ইবনুয যুহ্হাক কিন্দী হতে, তিনি আলকামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান হতে, তিনি উসমান (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে ইবনুয যুরায়েস জারাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদের বর্ণনাকারী ই'য়ালা ইবনুল মিনহালকে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্তা'দীল" গ্রন্থে (৪/২/৩০৫) উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র হাতিম ইবনু

আহমাদ ইবনিল হাজ্জাজ মারওয়াযী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ই'য়ালা সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

বাইহাক্বী বলেন : বলা হয়ে থাকে যে, হামানী হাদীসটিকে ই'য়ালা হতে গ্রহণ (চুরি) করেছেন। অতএব তিনি হাদীস চুরি করার ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী।

মোটকথা : হাদীসটি দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আর কোন সূত্রেই সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। প্রথম সূত্রটি খুবই দুর্বল আর দ্বিতীয় সূত্রটি দুর্বল। সঠিক হচ্ছে হাদীসটি মওকূফ।

অন্য একটি সূত্রে নিম্নলিখিত ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٣٣٥. (يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ).

১৩৩৫। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন : যে ব্যক্তিকে কুরআন এবং আমার স্মৃতিচারণ আমার নিকট চাওয়া থেকে ব্যস্ত রাখবে আমি তাকে যারা চায় তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তার চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করব। আল্লাহর কথার মর্যাদা সব কথার উর্দ্ধে সেরূপ যেরূপ আল্লাহর মর্যাদা তার সৃষ্টির উপরে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৫২), দারেমী (২/৪৪১), ইবনু নাস্‌র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (পৃ ৭১), ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৭৫), বাইহাক্বী "আল-আসমা অস্‌সিফাত" গ্রন্থে (পৃ ২৩৮) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আবী ইয়াযীদ হামদানী সূত্রে আম্‌র ইবনু কায়েস হতে, তিনি আতিয়া হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (সাঃ) বলেছেন : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং হাদীসটি দুর্বল। কারণ বর্ণনাকারী আতিয়্যাহ্ হচ্ছেন আউফী আর তিনি দুর্বল।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে আবী ইয়াযীদ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। ওকায়লী তার দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ইমাম আহমাদ বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি অন্যত্র বলেন : তিনি মিথ্যা বলেন।

তাকে ইমাম আবূ দাউদও মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে এবং তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান আখ্যা দিয়ে ভাল করেননি।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/৮২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন : এ হাদীসটি মুনকার। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আফ-ফাত্হ" গ্রন্থে (৯/৫৯) বলেছেন : হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর আতিয়্যাহ্ আউফী ছাড়া তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে ভাল করেননি। কারণ তিনি হামদানীকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেননি অথচ হামদানী আতিয়্যার চেয়েও বেশী দুর্বল।

তবে বাইহাক্বী বলেন : হাকাম ইবনু বাশীর ও হাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আম্র ইবনু কায়েস হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হামাদানীর মুতাবা'য়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মুতাবা'য়াতের দ্বারা সনদটি যদি সহীহ্ হয় তাহলে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান হামাদানী এ হাদীসের ব্যাপারে ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। হাকাম ইবনু বাশীর সত্যবাদী যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। আর মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান যদি ওকায়লী বাসরী হন তাহলে তিনিও সত্যবাদী তবে তার কতিপয় সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি যদি সুদ্দী আল-আসগার হন তাহলে তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। আর তারা দু'জনই সমসাময়িক।

মোটকথা : আতিয়্যাহ্ আউফীই হাদীসটির সমস্যা হিসেবে অবশিষ্ট থাকছে।

হাদীসটির প্রথম অংশটি উমার (রাঃ) এবং হুযায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে।

উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী "খালকু আফ'আলিল ইবাদ" গ্রন্থে (পৃ ৯৩) যিরার হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু আবিস সাহবা হতে, তিনি বুকায়ের ইবনু আতীক্ব হতে, তিনি সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে উমার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। যিরার হচ্ছে ইবনু সুরাদ তিনি এবং তার শাইখ সাফওয়ান ইবনু আবিস সাহ্বা দুর্বল বর্ণনাকারী। তবে প্রথমজন বেশী দুর্বল। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে নিজেই বলেছেন : তিনি মাতরূক। আর তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয়জন (সাফওয়ান ইবনু আবিস সাহ্বা) সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে ইবনু হিব্বান দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : তিনি এরূপ হাদীস বর্ণনা

করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয। অতঃপর তিনি তাকে নির্ভরযোগ্যদেরও অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেন!

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাকবূল। তার ব্যাপারে ইবনু হিব্বান হতে দু'ধরনের সিদ্ধান্ত এসেছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাত্হ" গ্রন্থে (৯/৫৪) বলেন : হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ আল-হামানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস থেকে উল্লেখ করেছেন। তার সনদে সাফওয়ান ইবনু আবিস সাহ্বা রয়েছেন। তার সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে।

আর হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/৩১৩), ইবনু আসাকির "ফাযীলাতু যিকরিল্লাহি আয্যা অ-জাল্লা" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২) দু'টি সনদে আবূ মুসলিম আব্দুর রহমান ইবনু ওয়াকিদ হতে, তিনি সুফইয়ান ইবনু ওয়ায়নাহ্ হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি রিব'ঈ হতে, তিনি হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি বলেন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

"যে ব্যক্তিকে আমার স্মৃতিচারণ আমার নিকট চাওয়া থেকে ব্যস্ত রাখবে আমি তাকে তার চাওয়ার পূর্বেই প্রদান করব।"

আবূ নু'য়াইম এবং ইবনু আসাকির বলেন : হাদীসটি গারীব, আবূ মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন এবং হাদীস চুরি করেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। অতএব আমার নিকট এ সনদটি হাসান হতো যদি আব্দুর রহমান ইবনু ওয়াকিদ কর্তৃক হাদীসটি চুরি করার অথবা ভুল করার ভয় না থাকত।

١٣٣٦. (مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ).

১৩৩৬। যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে তিন আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে।

হাদীসটি শায।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৪৫) মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে, তিনি শু'বাহ্ হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে, তিনি সালেম হতে, তিনি সালেম ইবনু আবিল জা'দ হতে, তিনি মি'দান হতে, তিনি আবূ ত্বলহাহ্ হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার মু'য়ায ইবনু হিশাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি কাতাদাহ্ হতে এ সনদে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি এ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় সহীহ্। এটি হচ্ছে শায, এটির ক্ষেত্রে শু'বা অথবা তার নিচের বর্ণনাকারী ভুল করেছেন। শু'বা হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অন্য স্থানেও ভুল করেছেন। তিনি প্রথমে ভুল করেছেন দশের স্থলে তিন উল্লেখ করে, অথচ দশ হওয়াই সঠিক। কারণ ইমাম আহমাদ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার এবং হাজ্জাজ হতে আর তারা দু'জন শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ থেকে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে।" এটিকে ইমাম মুসলিম (২/১৯৯) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশ্শার হতে, তারা দু'জন মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এখানে শু'বা কর্তৃক আরেকটি ভুল হয়েছে আর সেটি হচ্ছে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সূরা কাহাফের শেষ থেকে ... ।

কারণ হিশাম দাসতুওয়াঈ কাতাদা হতে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হবে।"

ইমাম মুসলিম শু'বার সনদের পরে বলেন : শুবা বলেন : "সূরা কাহাফের শেষ থেকে" আর হুমাম বলেন : "সূরা কাহাফের প্রথম থেকে" যেমনটি হিশাম বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইমাম মুসলিমের নিকট দশ আয়াত হওয়ার ক্ষেত্রে শু'বার বর্ণনা আর হুমাম এবং হিশামের বর্ণনা এক। তবে "প্রথম থেকে.." হওয়ার ক্ষেত্রে শু'বার বর্ণনা তাদের দু'জনের বর্ণনার বিপরীত।

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী উভয়েই ইবনু বাশ্শার হতে বর্ণনা করা সত্ত্বেও প্রথম হাদীসে ইমাম মুসলিম বলেছেন : দশ আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন : তিন।

আর ইমাম মুসলিম বলেছেন : কাহাফের শেষ ... থেকে আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন : কাহাফের প্রথম থেকে। প্রতিটি বর্ণনার মধ্যেই সঠিক এবং বেঠিকের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কিন্তু "তিন" শব্দটি ভুল, কাতাদা হতে নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা হওয়ার কারণে। কারণ তারা সকলেই বলেছেন : "দশ"। আমি তাদের সকলের নামগুলো অন্য সিরিজের মধ্যে (৫৮২) উল্লেখ করেছি।

আর "সূরা কাহাফের প্রথম থেকে..." এ ভাষাটি সঠিক। কারণ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা এর সাথেও মিলছে।

আমার নিকট যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, শু'বা নিজেই এ হাদীসটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছেন। একবার বলেছেন : "দশ" যেমনটি ইমাম আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। আরেকবার বলেছেন : "তিন" যেমনটি ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা এসেছে। অতএব ইমাম তিরমিযীর "তিন" শব্দে বর্ণনাটি নিসন্দেহে শায।

তিনি আবার বলেছেন : "সূরা কাহাফের শেষ থেকে" যেমনটি আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আবার বলেছেন : "সূরা কাহাফের প্রথম থেকে" এবং এটিই সঠিক।

এখানে এসব বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শায কোন্‌টি তা চিহ্নিত করা।

হাফিয ইবনু কাসীর "তিনের বর্ণনাটি যে শায সে বিষয়টির ব্যাপারে সতর্ক না হওয়ার কারণে, তিরমিযীর বর্ণনা থেকে এটিকে উল্লেখ করে সহীহ্ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অতঃপর শাইখ রিফা'ঈ সহীহ্ বলার ক্ষেত্রে তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

١٣٣٧. (ثَلاَثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْقُرْآنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ، لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَالأَمَانَةُ، وَالرَّحِمُ تُنَادِيْ أَلاَ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ).

১৩৩৭। তিনটি বস্তু কিয়ামাতের দিন আরশের নিচে স্থান পাবে : (সেখানে) কুরআন বান্দাদের পক্ষে ঝগড়া করবে, তার পেট এবং পিঠ থাকবে। আমানাত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও (আরশের নিচে) স্থান পাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ডাক দিয়ে বলবে : যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক অটুট রেখেছে আল্লাহ্ তার সম্পর্ককে অটুট রাখবেন আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৩৬৬), হুমায়েদ ইবনু যানযাবিয়্যাহ্ "কিতাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে যেমনটি "হিদায়াতুল ইনসান" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯৯) এসেছে, এখানের ভাষাটি তারই। আর তার সূত্র হতে বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (১৩/২২/৩৪৩৩) মুসলিম ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি কাসীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইয়াশকুরী হতে, তিনি হাসান ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আউফ কুরাশী হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ওকায়লী ইয়াসকুরীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : এর সনদটি সহীহ্ নয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক আর আমানাতের ব্যাপারে এ সূত্র ছাড়া অন্য ভালো সনদে বিভিন্ন ভাষায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর কুরআনের বিষয়ের বর্ণনাটি নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৫৪) চারজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনায় ইয়াশকুরীকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোনই মন্তব্য করেননি। সম্ভবত তার থেকে পঞ্চম ব্যক্তিও বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন যায়েদ ইবনুল হুবাব যেমনটি "আল-ইসাবাহ্" গ্রন্থে এসেছে। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের (৭/৩৫৪) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব তার মত ব্যক্তির হাদীসকে কখনও কখনও হাসান আখ্যা দেয়া যেতে পারে যদি তার নিচে ও উপরে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থাকে।

ইয়াশকুরীর শাইখ হাসান ইবনু আব্দির রহমানকে চেনা যায় না। তিনি অপরিচিত বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা তিনিই, ইয়াশকুরী নয়- যেমনটি ওকায়লীর পূর্বোক্ত কথা থেকে বুঝা যায়।

এ হাসান ইবনু আব্দির রহমান ইবনু আউফ কুরাশী নাকি যুহ্রী তা নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। আবূ হাতিম রাযী উভয়কে পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এখানে উল্লেখিত আব্দুর রহমান কুরাশী হোক কিংবা যুহ্রী হোক উভয়েই অপরিচিত (মাজহূল)। অতএব হাদীসটির সমস্যা আব্দুর রহমানই।

١٣٣٨. (هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ:وَعِزَّتِي لا يُصَلِّيهَا عَبْدٌ لِوَقْتِهَا إِلا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَلاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ).

১৩৩৮। তোমরা কি জানো তোমাদের প্রতিপালক কী বলছেন? তারা বলল : আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি এ প্রশ্নটি তিনবার বলার পর বললেন : তিনি বললেন : আমার ইয্যাতের কসম! কোন বান্দা সলাতের যথা সময়ে সলাত আদায় করলেই আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি যথা সময়ে সলাত আদায় না করে অন্য সময়ে সলাত আদায় করবে আমি চাইলে তাকে দয়া করব আর চাইলে তাকে শাস্তি দেব।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি বাইহাক্বী "আল-আসমাউ অস্সিফাত" গ্রন্থে (পৃ ১৩৪) ইয়াযীদ ইবনু কুতায়বাহ্ জারাশী সূত্রে ফায্ল ইবনুল আগার কিলাবী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) একদিন তার সাথীদের নিকট বের হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ফায্ল ইবনুল আগার এবং তার পিতার জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

আর ইয়াযীদ ইবনু কুতায়বাহ্ জারাশীকে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/২৮৪) উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি ফায্ল ইবনুল আগার কিলাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে মুসলিম ইবনু ইব্রাহীম বর্ণনা করেছেন। এর চেয়ে তিনি আর বেশী কিছু বলেননি।

তার নিকট জারাশীর স্থলে হারাশী উল্লেখ করা হয়েছে। (হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১০৪০৩-৯/৮২) বর্ণনা করেছেন। তিনিও হারাশী উল্লেখ করেছেন)।

١٣٣٩. (﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قَالَ : عَنْ نُوْرٍ عَظِيْمٍ يَخِرُّوْنَ لَهُ سُجَّدًا).

১৩৩৯। "(স্মরণ করো) যেদিন পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে" তিনি বলেন : অর্থাৎ বড় নূর প্রকাশ করা হবে তখন তারা তাঁর জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়বে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৭৫১) ও বাইহাক্বী "আল-আসমাউ অস্সিফাত" গ্রন্থে (পৃ ৩৪৭-৩৪৮) রাওহু ইবনু জানাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু আব্দিল আযীযের মাওলা হতে, তিনি আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবী মূসা হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে আল্লাহর ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ এ বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। উমার ইবনু আব্দিল আযীযের দাস মাজহূল (অপরিচিত)। আর রাওহ্ ইবনু জানাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল তাকে ইবনু হিব্বান মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষারোপ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাত্হ" গ্রন্থে (৮/৫৩৮) বলেন : হাদীসটি আবূ ই'য়ালা দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু তিনি তার এ কথার দ্বারা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। এর চেয়ে সঠিক হতে আরো দূরবর্তী কথা হচ্ছে হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (৭/১২৮) যা বলেছেন তা ঃ

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন, তার সনদে রাওহ্ ইবনু জানাহ্ রয়েছেন তাকে দাহীম নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর তিনি বলেছেন : তিনি শক্তিশালী নন, এছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

সঠিক থেকে দূরবর্তী এ কারণে যে, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের মধ্যে অপরিচিত (মাজহূল) দাস রয়েছেন। অতএব কিভাবে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য!

আর এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ্ হাদীসে এ মুনকার হাদীসের বিপরীত তাফসীর নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

আমাদের প্রতিপালক তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন আর প্রত্যেক মু'মিন এবং মু'মিনাহ্ তাঁকে সাজদাহ্ করবে ...।

এ হাদীসটি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে নং (৫৮৩) উল্লেখ করেছি। আপনি সেটি পড়ুন কারণ সেখানে আল্লাহর এ সিফাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। কাওসারী হাদীসটির নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, ফলে তার প্রতিবাদও করা হয়েছে।

١٣٤٠. (إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ الاسْتِجَابَةَ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ وَجَلاَلِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ : الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ).

১৩৪০। তোমাদের কেউ যখন তার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইবে অতঃপর গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে অবগত হবে তখন সে যেন বলে : 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বি-ইয্যাতিহি অ-জালালিহি তাতিম্মুস সালিহাত' অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য যাঁর সম্মান, দান ও মহিমা দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর চাওয়া কিছু গ্রহণযোগ্য হতে দেরী

হচ্ছে যিনি এমন মনে করবেন তিনি যেন বলেন : 'আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন' অর্থাৎ সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রংশসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বাইহাক্বী "আল-আসমাউ অসসিফাত" গ্রন্থে (পৃ ১৩৬-১৩৭) আম্‌র সূত্রে মিহসান ইবনু আলী ফিহ্‌রী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এ মিহসান মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না) যেমনটি ইবনুল কাত্তান বলেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : ষষ্ঠ স্তরে তার অবস্থা অস্পষ্ট। অর্থাৎ তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি। অতএব সনদটি বিচ্ছিন্ন। ইবনু হিব্বান "সিকাতুত তাবে'ঈন" গ্রন্থে যখন বলেছেন যে, তিনি মুরসাল বর্ণনাকারী, এর দ্বারা তিনিও সনদটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হাকিম তার (মিহসানের) আরেকটি হাদীস (১/২০৮) আউফ ইবনুল হারেস সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাদের উভয়ের এরূপ সিদ্ধান্ত সন্দেহমূলক। কারণ হাফিয যাহাবী নিজেই "আল-মীযান" গ্রন্থে এ মিহসানকে ইবনুল কাত্তানের উদ্ধৃতিতে মাজহূল হিসেবে উল্লেখ করে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, "আত্‌তালখীস" গ্রন্থে তার বহু কথা তার অন্যান্য গ্রন্থের কথার সাথে সাংঘর্ষিক অথচ তিনি একজন সমালোচক। আমার বিশ্বাস "আত্‌তালখীস" গ্রন্থটি তার প্রথম দিকের রচিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে সে গ্রন্থে পুনরায় দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ হয়নি।

(এছাড়া আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখতে মূলগ্রন্থ দেখার জন্য অনুরোধ করছি।)

١٣٤١. (يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ اتِّبَاعِهِ ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ وَأَعْطِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا رَوَّعْتَهُ).

১৩৪১। হে উমার! আমি এবং সে আমরা (উভয়ে) এ (আচরণ) ছাড়া অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী ছিলাম। তুমি আমাকে ভালোভাবে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করতে আর তাকে ভালোভাবে তা অনুসরণ করার (চাওয়ার) নির্দেশ দিতে। হে

উমার! তাকে তুমি নিয়ে যাও। তাকে প্রাপ্য প্রদান কর এবং তুমি যে তাকে ভীতি প্রদান করেছো এর বিনিময়ে তাকে বিশ সা‘ খেজুর বেশী দাও।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ত্ববারানী "আল-মু‘জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৪৭/৫১) আহমাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব ইবনে নাজদাহ্ হূতী হতে, তিনি তার পিতা হতে (অন্য সনদে) আহমাদ ইবনু আলী আল-আবার হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবুস সারীউ আসকালানী হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ্ ইবনে ইউসুফ ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে সালাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালাম হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন : ...। হাদীসটি দীর্ঘ এক হাদীসের অংশ বিশেষ।

হাদীসটি আবুশ শাইখ "আখলাকুন্নাবী" গ্রন্থে (৮১-৮৩) ইবনু আবী আসেম নাবীল হতে, তিনি হূতী হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন। আবুশ শাইখ হাসান ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আবূ যুর‘য়াহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুসলিম হতে .. বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান (২১০৫), আবূ নু‘য়াইম "দালাইলুন নুবুওয়াহ" গ্রন্থে (১/৫২), হাকিম (৩/৬০৪-৬০৫), বাইহাক্বী "দালাইলুন নুবুওয়াহ" গ্রন্থে (৬/২৭৮) মুহাম্মাদ ইবনু আবিস সারীউ আসকালানী সূত্রে .. বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদের সমস্যা হচ্ছে হামযাহ্ ইবনু ইউসুফ ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে সালাম। কারণ তিনি পরিচিত নন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তার মুতাবা‘য়াত পাওয়া গেলে তিনি গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল যেমনটি তিনি তার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন। তিনি অপরিচিত হওয়ার কারণেই ইমাম বুখারী সম্ভবত "আত্তারীখ" গ্রন্থে আর ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু অত্তা‘দীল" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেননি।

আর ইবনু হিববান যেহেতু তার নীতি অনুযায়ী অপরিচিতদেরকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেন সেহেতু তিনি তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে (৪/১৭০) উল্লেখ করেছেন।

[আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন মূল গ্রন্থ।]।

১৩৪২. (إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ).

১৩৪২। 'ইযা যুলযিলাত' সূরা কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন' কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান আর 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' এক তৃতীয়াংশের সমান।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৪৭) ও হাকিম (১/৫৬৬) ইয়ামান ইবনু মুগীরাহ্ আল-আনাযী হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী নিম্নলিখিত ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন ঃ

এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র ইয়ামান ইবনু মুগীরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকেই এটিকে আমরা চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। বরং তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তার থেকে এ মন্তব্য তার খুবই দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে।

নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তবে হাকিম বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : ইয়ামানকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/১৪৬) ও ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ৮৯) হাসান ইবনু সালাম ইবনে সালেহ্ আজালী হতে, তিনি সাবেত বুনানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। একমাত্র (এ শাইখ) হাসান ইবনু সালামের হাদীস হতেই এটিকে চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : ওকায়লী বলেন :

এ হাসান মাজহূল (অপরিচিত)। তার হাদীস নিরাপদ নয়।

সূরা 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' এর ফাযীলাত সম্পর্কে সাবেতের হাদীসে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর সূরা 'ইযা যুলযিলাত' এবং সূরা 'কুল ইয়া

আইউহাল কাফিরুন' এর ফাযীলাতের ব্যাপারে এ সনদের নিকটবর্তী সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী এ হাসান সম্পর্কে বলেন : তাকে চেনা যায় না আর তার হাদীস মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন হাদীস বর্ণনা করেন যা নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : আলোচ্য হাদীসটির প্রথম অংশটি আনাস (রাঃ) হতে ভিন্ন সূত্রে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে : **'ইযা যুলযিলাত' হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ।** এর সনদটি দুর্বল। অন্য সিরিজের মধ্যে এটিকে আমি শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ এটিকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন।

শাইখ যাকারিয়া আনসারী "ফাতহুল জালীল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৪৮) হাদীসটিকে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি 'ইযা যুলযিলাতিল আর্‌য" সূরা চারবার পাঠ করবে সে যেন সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করল।"

অতঃপর তিনি বলেন : এটিকে সা'লাবী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আবী শাইবাহ্ এ সূরা সম্পর্কে মারফূ' হিসেবে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা এটির সাক্ষ্য প্রদান করে ঃ

"ইযা যুলযিলাত" সূরা কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান"।

খাফাযী অনুরূপ হাদীস তার হাশীয়াতে (৮/৩৯০) উল্লেখ করে বলেছেন : প্রকাশ থাকে যে হাদীসটি সহীহ্। এটি ফাযাইলের হাদীসের মধ্য থেকে অন্যান্য হাদীসের মত নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার নিকট তা প্রকাশিত হয়নি। কারণ ইবনু আবী শাইবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত যে শাহেদের কথা বলা হয়েছে আমার ধারণা তা আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে সালামাহ্ ইবনু অরদান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আর এ সালামাহ্ হচ্ছে দুর্বল।

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে হাদীসটির আরেকটি শাহেদ আমি পেয়েছি।

এটিকে আবূ উমাইয়্যাহ্ তারসূসী "মুসনাদু আবী হুরাইরাহ্" (রাঃ) গ্রন্থে (২/১৯৫) ঈসা ইবনু মায়মূন হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু এ সনদটি খুবই দুর্বল। বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যায় যে 'ঈসা ইবনু মায়মূন হচ্ছেন মাদানী যিনি অসেতী নামে প্রসিদ্ধ। তাকে

একদল মুহাদ্দিস দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ হাতিম প্রমুখ বলেছেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

স্বয়ং আবূ উমাইয়্যাহ্ সত্যবাদী সন্দেহ পোষণকারী। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। অতএব এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়।

তবে আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে একাধিক শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে সেটিকে আমি "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৮৬) উল্লেখ করেছি।

আর তৃতীয় বাক্যটি অর্থাৎ 'কুল হুঅল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'। এ সম্পর্কে একদল সহাবী হতে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এটিকে আমি "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (১৩১৪) উল্লেখ করেছি।

١٣٤٣. (أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ (كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ)، (عُذْرًا وَنُذْرًا)، وَ(الصَّدَفَيْنِ)، وَ (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ)، وَأَشْبَاهُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ).

১৩৪৩। কুরআনকে মর্যাদা দিয়ে যথাযথভাবে আরবী ভাষার নীতি অনুযায়ী পাঠ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে যেমন : كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (সূরা মায়েদাহ্ : ১১০) عُذْرًا أَوْنُذْرًا (সূরা মুরসালাত : ৬), الصَّدَفَيْنِ (সূরা কাহাফ : ৯৬), أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ (সূরা আ'রাফ : ৫৪) **এবং কুরআনের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ বহু কিছু।**

হাদীসটি হাকিম (২/২৩১, ২/২৪২) বাক্কার ইবনু আব্দিল্লাহ্ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে উমার ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আউফ হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে, তিনি খারেজাহ্ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু সাবেত (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ...।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : আল্লাহর কসম তা (সহীহ্) নয়। কারণ বর্ণনাকারী আউফীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বাক্কারও ভালো নয়। হাদীসটি দুর্বল ও মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি ইবনুল আম্বারী "আল-ইযাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩) আম্মার ইবনু আব্দিল মালেক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয কুরাশী কাযীউল মাদীনা হতে, তিনি আবুয যিনাদ হতে 'বিত্তাফখীমে' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

এ কাযী হচ্ছেন আউফী তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূক।

আর আম্মার ইবনু আব্দিল মালেক হচ্ছেন দু'জন। বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে তিনি বাকীয়্যাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আযদীর নিকট মাতরূকুল হাদীস।

হাদীসটিকে মানাবীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তিনি হাফিয যাহাবী কর্তৃক হাকিমের প্রতিবাদ করার বিষয়টি উল্লেখ করার পর বলেছেন :

তার অবস্থা জানার পর আপনি অবগত হবেন যে, লেখক হাদীসটি উল্লেখ করে চুপ থেকে ঠিক করেননি।

١٣٤٤. (أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ).

১৩৪৪। তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

আবূ আলী আস্‌সাওয়াফ "আল-ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (৩/১৬১/২) ও আবূ আলী হারাবী "আল-আওয়ালু মিনাস সানী মিনাল ফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/১৮) লাইস হতে, তিনি ত্বলহা ইবনু মুসাররিফ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। লাইস হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম, তিনি দুর্বল।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত এ হাদীসের একটি শাহেদ এসেছে কিন্তু এ শাহেদটি খুবই দুর্বল।

আবূ বাক্‌র শায়রাযী "সাবআতু মাজালিস মিনাল আমালী" গ্রন্থে (৮/১) হাফ্‌স ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মারযুবান হতে, তিনি যুহ্‌হাক ইবনু মুযাহিম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন : আবূ সা'দ আল-বাক্কালের হাদীস হতে একমাত্র এ সনদেই আমরা হাদীসটি লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল নিম্নোক্ত কারণে ঃ

১। যহ্‌হাক ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেননি।

২। সা'ঈদ ইবনুল মারযুবান হচ্ছেন আবূ সা'দ আল-বাক্কাল, তিনি দুর্বল ও মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

৩। হাফ্‌স ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন আসাদী আল-গাযেরী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি ক্বিরাআতের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও মাতরূকুল হাদীস।

অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে লাইস সূত্রে মওকূফ এবং মারফূ' হিসেবে (৮৬৮৪, ৮৬৮৫) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, মারফূ'র মধ্যে বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে : "কারণ তা (কুরআন) হচ্ছে আরবী।"

অন্য সূত্রে এ বৃদ্ধি করণের পর আরো বৃদ্ধি করে বলা হয়েছে : "কারণ অচিরেই এক জাতির আগমন ঘটবে যারা তা (কুরআনকে) শিখে বুদ্ধিমান হবে অথচ তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম নয়।"

এ সনদটি এরূপ : তিনি (ত্ববারানী) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সা'ঈদ ইবনে আবী মারইয়াম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ফিরইয়াবী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ হতে, তিনি সাইয়্যার ইবনু আবিল হাকাম হতে, তিনি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বুখারী এবং মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (৪/১৫৬৮) বলেন :

তিনি ফিরইয়াবী প্রমুখ থেকে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি গাফেল হয়ে তার ব্রেন থেকে কী বের করছে তা না বুঝে এরূপ করেছেন, অথবা তিনি ইচ্ছাকৃতই করেছেন। কারণ আমি তার একাধিক হাদীস দেখেছি নিরাপদ নয়।

হায়সামীও (৭/১৬৫) তার দ্বারায় সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর এর পূর্বে লাইস ইবনু আবী সুলায়েম দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। মানাবী ধারণা করেছেন যে, এ সনদের মধ্যেও ইবনু আবী সুলায়েম রয়েছেন।

হাদীসটির আরেকটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও খুবই দুর্বল। সেটি সামনের হাদীসটি।

١٣٤٥. (أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ ، وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُوْدُهُ).

১৩৪৫। তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর ও তার গারাইবগুলো জানার জন্য সচেষ্ট হও। তার গারাইবগুলো হচ্ছে তার ফরয এবং সীমারেখাসমূহ"।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/৫৭/১২), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩০৬), আবূ ওবায়েদ "ফাযাইলুল কুরআন" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯৮), হাকিম (২/৪৩৯), খাতীব "আত্তারীখ" (৮/৭৭-৭৮), আবূ বাক্র আম্বারী "আল-ওয়াক্ফ অল-ইবতিদা" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪), আবুল ফায্ল রাযী "মা'য়ানী উনযিলাল কুরআন .." গ্রন্থে (৬৮-৬৯), সিলফী "মু'জামুস সাফ্র" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১২৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ মাকবূরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, আবূ

হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : আমাদের একদল ইমামের মাযহাব অনুযায়ী সনদটি সহীহ্।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : বরং সনদটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদটির সমস্যা হচ্ছে এ আব্দুল্লাহ্। কারণ তিনি খুবই দুর্বল।

হায়সামী (৭/১৬৩) বলেন : তিনি মাতরূক।

মানাবী বলেন : এ সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

কিন্তু তার এ কথা ভুল। কারণ এর মধ্যে এ একজন দুর্বল বর্ণনাকারীই রয়েছেন।

হাঁ, কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ হতে কিছু বৃদ্ধি করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

١٣٤٦. (أَعْرِبُوا القُرْآنَ، واتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ وغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدودُهُ، فإنَّ القُرْآنَ نَزَلَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ: حَلاَلٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ ومُتَشَابِهٍ وأَمْثَالٍ، فاعْمَلُوا بالحَلالِ واجْتَنِبُوا الحَرَامَ واتَّبِعُوا المُحْكَمَ وآمِنُوا بالمُتَشَابِهِ واعْتَبِرُوا بالأَمْثَالِ).

১৩৪৬। তোমরা কুরআনকে সুস্পষ্ট ক'রে বিশুদ্ধভাবে পাঠ কর ও তার গারাইবগুলো জানার জন্য সচেষ্ট হও। তার গারাইবগুলো হচ্ছে তার ফরয এবং তার সীমারেখাসমূহ। কারণ কুরআন নাযিল হয়েছে পাঁচভাগে : হালাল, হারাম, স্পষ্ট বিধান, অস্পষ্ট বিধান ও উপমা। অতএব তোমরা হালালের উপর আমল কর, হারাম থেকে বেঁচে থাকো, স্পষ্ট বিধানের অনুসরণ কর, অস্পষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকো আর উপমাগুলোর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ কর।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু জাবরূন আল-মু'আদ্দিল "আল-ফাওয়াইদুল আওয়ালী" গ্রন্থে (১/২৮/১) ও আস্সাকাফী "আস্সাকফিইয়াত" গ্রন্থে (৯/১৪) মু'য়ারিক ইবনু আব্বাদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী সা'ঈদ মাকবূরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই হাফিয ইবনু নাসিরুদ্দীন দেমাস্কী (ক্বাফ ২/৪৩) বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'ঈদ খুবই দুর্বল যেমনটি পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। আর তার থেকে বর্ণনাকারী মু'য়ারিকও দুর্বল যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

কিন্তু হাফিয ইবনু নাসির বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে তার একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٤٧. (أَعْرِبُوا الكلامَ كَيْ تُعْرِبُوا القُرْآنَ).

১৩৪৭। তোমরা ব্যাকরণ অনুযায়ী শুদ্ধভাবে কথা বল যাতে তোমরা কুরআনকে স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারো।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবূ ওবায়েদ "গারীবুল হাদীস" গ্রন্থে (১/৯৯) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ ইবনলু অলীদ হতে, তিনি অলীদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ হতে, তিনি বলেন : আবূ জা'ফারকে বলতে শুনেছি রসূল (ﷺ) বলেন : ...।

নু'য়াইম হতে আবূ বাক্র আম্বারী "আল ওয়াক্ফ অল ইবতিদা" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি মুরসাল অথবা অন্ধকারচ্ছন্ন মু'যাল। বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ এবং বাকিয়্যাহ্ ইবনুল অলীদকে আমি চিনি। তারা দু'জনও দুর্বল। বাকিয়্যাহ্ মুদাল্লিস আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। আর অলীদ ইবনু মুহাম্মাদ হচ্ছেন বাকিয়্যার মাজহূল (অপরিচিত) শাইখদের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٤٨. (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، لاَ تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فِيهِ شَيْطَانٌ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ : هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ).

১৩৪৮। প্রত্যেক বস্তুরই শৃঙ্গ থাকে আর কুরআনের শৃঙ্গ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। এর মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে সেটি কুরআনের সব আয়াতের সরদার। যে বাড়িতেই শয়তান রয়েছে সে বাড়িতে সেটি পাঠ করা হলে অবশ্যই শয়তান সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২৮৮১), ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (৬৮), হাকিম (১/৫৬০), আব্দুর রায্যাক "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৬০১৯), হুমায়দী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৯৯৪) ও ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৬৯) হাকীম ইবনু জুবায়ের সূত্রে আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী নিম্নলিখিত ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেনঃ

হাদীসটিকে একমাত্র হাকীম ইবনু জুবায়েরের হাদীস থেকেই চিনি। শু'বা হাকীমের সমালোচনা করে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম হাকীম থেকে বর্ণনা করেননি তার বর্ণনা সমূহের মধ্যে দুর্বলতা থাকার কারণে। আর তারা দু'জন তাকে ত্যাগ করেছেন চরমপন্থী শী'য়াহ্ হওয়ার কারণে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যেরূপ বলেছেন ব্যাপারটি সেরূপ নয় যদিও হাফিয যাহাবী "আত্তালখীস" গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ তার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের উক্তিগুলো প্রমাণ করে তারা তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে পরিত্যাগ করেছেন। তার মাযহাব ভিন্ন হওয়ার কারণে নয়।

ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মুযতারিবুল হাদীস।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দী বলেন : তিনি অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর মধ্যে মুনকার বর্ণনা রয়েছে।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস।

এ কারণে হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল, তাকে শী'য়া মতাবলম্বী হওয়ার দোষে দোষী করা হয়েছে।

মোটকথা হাদীসটি দুর্বল। তবে হাদীসটির প্রথম অংশটুকু শাহেদ থাকার কারণে সহীহ্। এ কারণে আমি প্রথম অংশটুকু "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৮৮) উল্লেখ করেছি।

١٣٤٩. (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلاً لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ ثَلاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ).

১৩৪৯। প্রত্যেক বস্তুরই শৃঙ্গ থাকে আর কুরআনের শৃঙ্গ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। যে ব্যক্তি তার গৃহে রাতে তা পাঠ করবে সে বাড়িতে তিন রাত শয়তান প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার গৃহে দিনে তা পাঠ করবে সে গৃহে তিনদিন শয়তান প্রবেশ করবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (পৃ ১১৫), ইবনু হিব্বান (নং ১৭২৭) আবূ 'ইয়ালা [তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৮২৬)] সূত্রে, আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১০১) খালেদ ইবনু সা'ঈদ মাদানী হতে, তিনি আবূ হাযিম হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ওকায়লী হাদীসটিকে বর্ণনাকারী খালেদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

ইবনু হিব্বান তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে (২/৭২) উল্লেখ করেছেন। কারণ তার নীতি হচ্ছে অপরিচিত মাজহূল বর্ণনাকারীদেরকে তিনি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন।

তিনি হচ্ছেন খালেদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী মারইয়াম তায়মী যেমনটি "আল্লিসান" গ্রন্থে এসেছে। তাকে ইবনুল কাত্তান মাজহূল (অপরিচিত) আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুল মাদীনী বলেন : তাকে আমরা চিনি না।

সম্পূর্ণ হাদীসটির সমর্থনে কোন শক্তিশালী শাহেদ পাচ্ছি না যে হাদীসটিকে শক্তিশালী করবে, তবে হাদীসটির প্রথম অংশটুকু সহীহ্। এ কারণে আমি সেটুকুকে "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। যেমনটি পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখ করেছি।

١٣٥٠. (لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمنُ).

১৩৫০। প্রত্যেক বস্তুরই সৌন্দর্য থাকে আর কুরআনের সৌন্দর্য হচ্ছে সূরা রহমান।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আল জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বাইহাক্বী কর্তৃক "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে "মিশকাত" গ্রন্থেও (২১৮০) হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

মানাবী হাদীসটির সমস্যা প্রকাশ করে "আল-ফায়য" গ্রন্থে বলেন : এর সনদে আহমাদ ইবনুল হাসান (দুবায়েস) নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অল-মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি : খাতীব বাগদাদী তার "তারীখ" গ্রন্থে (৪/৮৮) তার জীবনী আলোচনা করে বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন। আমি

দারাকুতনীর লিখায় পড়েছি : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মানাবী নিজে দুর্বল আখ্যা দেয়ার পরেও তিনি "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে হাদীসটির সনদকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٥١. (مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عِشْرِيْنَ مَرَّةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ).

১৩৫১। যে ব্যক্তি সূরা কুল হুঅল্লাহু আহাদ বিশবার পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি অট্টালিকা বানাবেন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি হুমায়েদ ইবনু যানজুবিয়্যাহ্ "কিতাবুত তারগীব" গ্রন্থে হুসাইন ইবনু আবী যায়নাব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি **খালেদ** ইবনু যায়েদ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে হাফিয ইবনু হাজার **খালেদের জীবনী আলোচনা** করতে গিয়ে "আলইসাবাহ্" গ্রন্থে উল্লেখ করে **বলেছেন : তিনি আবূ আইউব আনসারী** নন। তিনি তার সনদের কোন সমালোচনা করেননি। **অনুরূপভাবে মানাবী "ফায়যুল** কাদীর" গ্রন্থে একই পথ অবলম্বন করেছেন। সম্ভবত তিনি (খালেদ) মাজহূল (অপরিচিত) হওয়ার কারণে। এ হুসাইন (ফায়যুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে হাসান) এবং তার পিতাকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

এছাড়া হাদীসের ভাষার মধ্যে মুনকার (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা) সংঘটিত হয়েছে। কারণ হাদীসটি অন্য তিনটি সূত্রে "দশবারের" কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৮৯) উল্লেখ করেছি। (অর্থাৎ দশবার পাঠ করা মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্)।

١٣٥٢. (سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُونَ ، وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ أَكْثَرُ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ ، فَلَهُمُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ).

১৩৫২। অচিরেই তোমাদের নেতৃত্বে আসবে এমন সব নেতারা যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দ্বারা সংশোধনমূলক বেশী কর্ম করাবেন না। তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে সাওয়াব। আর তোমাদের উচিত হবে (তার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর নাফারমানীর উপর আমল

করবে তাদের জন্য রয়েছে গুনাহ্। আর (সে সময়) তোমাদের উচিত হবে ধৈর্য ধারণ করা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আদ্‌দানী "আলফিতান" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৬৪) ও ইবনু আদী (২/৬৯) হাকীম ইবনু খিযাম হতে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনু ওমায়ের হতে, তিনি রাবী' ইবনু ওমায়লাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : হাকীম ইবনু খিযাম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

তার সূত্র হতে ইমাম ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন, "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে যেমনটি "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে। তিনি বলেন : হাফিয ইরাকী বলেন : তিনি দুর্বল।

আমি দেখেছি ইবনু আবী হাতিম "আলইলাল" গ্রন্থে (২/৪১৪) উল্লেখ করে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার আর হাকীম মাতরূকুল হাদীস।

١٣٥٣. (سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ فَلاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلاَ تَعْتَلُّوا بِرَبِّكُمْ).

১৩৫৩। অচিরেই আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে এমন সব লোক নেতৃত্বে আসবে যারা তোমরা যে বস্তুকে মন্দ মনে করো সেটিকে তোমাদের নিকট ভালো হিসেবে উপস্থাপন করবে আর তোমরা যে বস্তুকে হক বলে জানবে তাকে তারা মন্দ মনে করবে। সে ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না যে আল্লাহর নাফারমানী করে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে রোগাক্রান্ত হয়ে যেও না।

হাদীসটি এ বাক্যে দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (৩/৩৫৭), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ "যাওয়াইদুল মুসনাদ" গ্রন্থে (৫/৩২৯) মুসলিম ইবনু খালেদ সূত্রে আর "আয্‌যাওয়াইদ" গ্রন্থে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মুসলিম সূত্রে ইবনু খুসাইম হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়দ ইবনে রিফা'য়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ওবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে

তিনি বলেন : আমি আবুল কাসেম (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : মুসলিম ইবনু খালেদের মধ্যে তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু হাকিম উল্লেখ করেছেন যে, যুহায়ের ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন। হতে পারে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদের সূত্রে যে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুসলিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি মুসলিম ইবনু খালেদ নন বরং অন্য কেউ। কিন্তু আমি তাকে চিনি না।

ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসমান ইবনে খায়সাম হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়েদ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেননি যে তার পিতা হতে।

এ ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল। আর এ বর্ণনাটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত।

তার থেকে ভিন্ন একটি সনদে বর্ণনা করা হয়েছে যেটিকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৪৬) হিশাম ইবনু আম্মার সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ ইবনে হামযাহ্ ইবনে সুহায়েব হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্র ইবনিল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ... ।

ওকায়লী বলেন : আব্দুল আযীয সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি দুর্বল। তার থেকে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ ব্যতীত অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি শামী হিমসী। ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশের বর্ণনা থেকে তার হাদীস নিরাপদ। কিন্তু তিনি দুর্বল তার পূর্বোক্ত অবস্থার কারণে।

ওকায়লী বলেন : হাদীসের শেষে ব্যবহৃত (فَلَا تَغَلُّوا) এ শব্দটি একমাত্র এ হাদীসের মধ্যেই পাওয়া গেছে। এরূপ ভাবার্থে বর্ণিত হাদীসে এ শব্দের বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে যা এ বর্ণনার চেয়ে বেশী উত্তম।

আমি (আলবানী) বলছি : তার নিকট থেকে পূর্বোক্ত ইসমা'ঈল ইবনু ওবায়েদের বর্ণনাটি ছুটে গেছে। সেটি এটির চেয়ে ভালো। কিন্তু এ ইসমা'ঈলকে মাজহূলদের (অপরিচিতদের) মধ্যে গণ্য করা হয়েছে যেমনটি সেদিকে হাফিয যাহাবী ইঙ্গিত করেছেন :

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উসমান ইবনে খুসায়েম ব্যতীত অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ ছাড়া তার সনদের ব্যাপারে মতভেদ করা

হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছেন : "তার পিতা হতে", আবার কেউ এ কথা বলেননি। অতএব তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

আর ওকায়লী যে ভাষার দিক দিয়ে এর চেয়ে ভালো বর্ণনা হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন, তিনি তা দ্বারা উম্মু সালামা (রাঃ)-এর হাদীসকে বুঝিয়েছেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন :

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا.

"অচিরেই কতিপয় নেতার আবির্ভাব ঘটবে তোমরা তাদের কিছু কর্ম ভাল হিসেবে পাবে আর কিছু কর্মকে মন্দ হিসেবে পাবে। যে ব্যক্তি মন্দকে জেনে তার সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকবে সে মুনাফিকী হতে বেঁচে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুখে প্রতিবাদ করবে সে গুনাহ্ এবং শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু যে অন্তরে অন্তরে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের কর্মের অনুসরণ করবে (সে নাফারমান হিসেবে গণ্য হবে)। (সহাবীগণ বললেন ঃ) এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিপক্ষে লড়াই করব না? তিনি বললেন : না, যে পর্যন্ত তারা সলাত কায়েম করে। [হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৮৫৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন]।

এ ভাষার হাদীসটি সহীহ্, আমি এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৩০০৭) উল্লেখ করেছি।

١٣٥٤. (مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ).

১৩৫৪। যে ব্যক্তিই কুরআন পাঠ করবে অতঃপর তা ভুলে যাবে অবশ্যই সে কিয়ামাতের দিন অঙ্গহানি অবস্থায় (অথবা কুষ্ঠ রোগ নিয়ে) আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাঊদ (১৪৭৪) ইবনু ইদরীস সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হতে, তিনি ‘ঈসা ইবনু ফায়েদ হতে, তিনি সা‘দ ইবনু ওবাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনটি কারণে এ সনদটি দুর্বল ঃ

১। ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হচ্ছেন হাশেমী যেমনটি মুনযেরী (২/২১৩) বলেছেন এবং তিনি দুর্বল। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিলো, তার ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হতো যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

২। 'ঈসা ইবনু ফায়েদ সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন : তিনি মাজহূল। তার থেকে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

৩। সনদে বিচ্ছিন্নতা। ইবনু আব্দিল বার বলেন : এ সনদটি নিকৃষ্ট। 'ঈসা ইবনু ফায়েদ সা'দ ইবনু ওবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শ্রবণ করেননি এবং তাকে তিনি পাননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি যে কথা বলেছেন তাকে শক্তিশালী করছে শু'বার বর্ণনা। তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে, তিনি 'ঈসা হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি সা'দ ইবনু ওবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৮৪), দারেমী (২/৪৩৭) ও ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" গ্রন্থে (৭৪) বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম আহমাদের নিকট (৫/২৮৫) খালেদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ত্বহহান তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তিনি 'ঈসা এবং সা'দের মাঝে একজন ব্যক্তিকে উল্লেখ করেছেন।

১৩৫৫. (مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ رَبُّهُ، وَأَنِّي نَبِيُّهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى جِلْدَةِ صَدْرِهِ حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ).

১৩৫৫। যে ব্যক্তি সত্যিকারে তার অন্তর থেকে জানবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতিপালক এবং আমি তাঁর নাবী এবং তার হাত দ্বারা তার বুকের চামড়ার (হৃদয়ের) দিকে ইশারা করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গোশতকে (জাহান্নামের) আগুনের উপরে হারাম করে দিবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বায্যার (নং ১৪), ইবনু খুযায়মাহ্ "আত্তাওহীদ" গ্রন্থে (২২৬) ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/১৮২) আইউব ইবনু সুলায়মান ইবনে সাইয়্যার হারেসী সাহেবুল কার্‌রী সূত্রে উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে মা'দান হারেসী হতে, তিনি ইমরান আলকাসীর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবিল কালূস হতে, তিনি মুতার্‌রিফ হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন ...।

বায্যার বলেন : হাদীসটির শুধুমাত্র এ সূত্রটিই রয়েছে। ইবনু আবিল কালূস বাসরী আর উমার ইবনু মুহাম্মাদ বাসরী এর ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবিল কালূস এবং (ইমরান আলকাসীর ছাড়া) তার নিচের বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ নন। ইবনু আবী হাতিম তাদেরকে (২/২/১৪২, ৩/১/১৩২, ১/১/২৪৯) উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীসটিকে হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (১/২২) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইমরান আলকাসীর রয়েছেন তিনি মাতরূক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবিল কালূস রয়েছেন।

তার টীকাতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমার ধারণা হাফিয ইবনু হাজার কর্তৃক দেয়া টীকা : ইমরান আলকাসীর থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাকে কেউ ত্যাগ করেছেন বলে আমি জানি না। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবিল কালূসকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন বলে জানি না।

হায়সামী হাদীসটিকে অন্যত্র (১/১৯) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি ত্বারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার সনদে উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে সাফওয়ান রয়েছেন তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

"আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখিত সনদে আসলে ...ইবনু সাফওয়ান হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি, উল্লেখ করা হয়েছে ... ইবনু মা'দান হিসেবে। অতএব হায়সামী যে ... ইবনু সাফওয়ান বলেছেন তা ঠিক নয় বরং ঠিক হচ্ছে ... ইবনু মা'দান।

١٣٥٦. (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

(قُرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَتَهُ، فَاسْتَجَرَّ بِهِ الْمُلُوكَ وَ اسْتَمَالَ بِهِ النَّاسَ، وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَقَامَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ، كَثَّرَ هَؤُلَاءِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ، لَا كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ، وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، فَأَقَامُوْا بِهِ فِي مَسَاجِدِهِمْ، بِهَؤُلَاءِ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِمِ الْبَلَاءَ وَ يُزِيلُ الْأَعْدَاءَ وَ يُنْزِلُ غَيْثَ السَّمَاءِ فَوَ اللّٰهِ لَهَؤُلَاءِ مِنْ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ).

১৩৫৬। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ ক'রে তার দ্বারা মানুষের নিকট থেকে খাদ্য গ্রহণ করে সে কিয়ামাতের দিবসে এমতাবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় শুধুমাত্র হাড় থাকবে, গোশ্ত থাকবে না। কুরআনের ক্বারীগণ হচ্ছে তিন প্রকারের : এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তাকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে তার দ্বারা বাদশাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার এবং তার দ্বারা লোকদের থেকে সম্পদ উপার্জন করার চেষ্টা করে।
এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার অক্ষরগুলো ঠিক রাখে আর তার শাস্তির বিধানগুলোকে নষ্ট করে। এ শ্রেণীর কুরআনের ক্বারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না করেন।
আর এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কুরআনের ঔষধকে তার হৃদয়ের রোগের উপর রেখে দেয়। অতঃপর এর দ্বারা রাতে না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় আর এর দ্বারা তার দিনকে পিপাসিত করে। তারা তাদের মাসজিদসমূহে কুরআনের দ্বারা (রাতে) কিয়াম করে। তাদের দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা বালা মুসীবাতকে দূর করে থাকেন। শত্রুদেরকে প্রতিহত করেন। আসমানের পানি নাযিল করেন। আল্লাহর কসম! কুরআনের এসব ক্বারীগণ বেশী মর্যাদার অধিকারী লাল ম্যাচ থেকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে (১/১৪৮) আহমাদ ইবনু মীসাম ইবনে আবী নু'য়াইম ফায্ল ইবনু দুকায়েন হতে, তিনি আলী ইবনু কাদেম হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি আলকামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু বুরদাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : রসূল (ﷺ) -এর হাদীস থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। এ আহমাদ অপর বর্ণনাকারী আলী ইবনু কাদেম হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছাড়া অন্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে উলটপালটকৃত বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

তার এ বক্তব্যকে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে আর হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী "আল্লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। আর তাদের দু'জনের পূর্বে ইবনুল জাওযী "আলআহাদীসিলু ওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/১৪৮) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন : রসূল (ﷺ) হতে এটি সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়নি। হাসান বাসরীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের মধ্যে বানোয়াটের আলামত সুস্পষ্ট। ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে ইবনু হিব্বানের বর্ণনা থেকে "যাইলুল আহাদীসিল মওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ২৯) উল্লেখ করে ভালো করেছেন। তিনি ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল জাওযীর বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (১/৩০০) তার অনুসরণ করেছেন।

এর পরেও সুয়ূতী হাদীসটির প্রথম বাক্যটিকে "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বাইহাক্বীর "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন।

এ কারণে মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে ইবনুল জাওযী এবং ইবনু হিব্বানের উক্তি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। এর পরেও মানাবী ভুলে গিয়ে "আত্তায়সীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বলেছেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল।

উল্লেখ্য "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে দু'টি ভুল সংঘটিত হয়েছে ঃ

১। ইবনু হিব্বান নামের স্থলে ইবনু আবী হাতিম লিখা হয়েছে। এটি মুদ্রণগত ভুল।

২। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে আহমাদ ইবনু মীসামের স্থলে লিখা হয়েছে আহমাদ ইবনু যাবীর।

١٣٥٧. (مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ).

১৩৫৭। উমার হতে উত্তম কোন ব্যক্তির উপরে সূর্য উদিত হয়নি।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/২৯৩), দুলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (২/৯৯), হাকিম (৩/১৯০), অনুরূপভাবে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২৪১), তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আলওয়াহিয়্যাত" গ্রন্থে (১/১৯০), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২২৪) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৩/২৯/১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু দাউদ আত্তাম্মার সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু আখী মুহাম্মাদ আলমুনকাদির হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি বলেন : উমার (রাঃ) আবূ বাক্র (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : হে সর্বোত্তম ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর পরে! তখন আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন : তুমি এ কথা বলছ আর আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ...।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই হাদীসটিকে চিনি। সনদটি আসলে সেরূপ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আত্‌তাম্মার অথবা তার শাইখ আব্দুর রহমান। প্রথমজনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু আদী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর ওকায়লী দ্বিতীয়জনের দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন : তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি আর তাকে একমাত্র এ হাদীসের দ্বারাই চেনা যায়।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেন : তাকে চেনা যায় না। আর তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

তিনি "মওযূ'য়াতুম মিনাল মুসতাদরাক" গ্রন্থে প্রথমজনের দ্বারাও হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন : আমি (যাহাবী) বলছি : আব্দুল্লাহ্ হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত) আর এ হাদীসটি বাতিল।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেন : ইমাম বুখারী বলেছেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। নাসাঈ বলেন : তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু আদী ও ইবনু হিব্বানও তার সমালোচনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটি মিথ্যা।

হাকিম যখন বলেন : সনদটি সহীহ্, তখন হাফিয যাহাবী নিম্নলিখিত ভাষায় তার প্রতিবাদ করে বলেন : বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্কে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আব্দুর রহমানের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আর হাদীসটি বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ

এ হাদীসটি রসূল (ﷺ) হতে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। এ হাদীসের ব্যাপারে আব্দুর রহমানের মুতাবা'য়াতও করা হয়নি। হাদীসটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। আর আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তার বর্ণনার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয।

এছাড়াও হাদীসটি সুস্পষ্ট বাতিল হওয়ার কারণ হচ্ছে এটি অকাট্য বাস্তবতা বিরোধী। কারণ সর্বোত্তম যে ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ), অতঃপর অন্যান্য নাবী এবং রসূলগণ, অতঃপর আবূ বাক্‌র। কারণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনু জুরায়েজ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূদ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন :

“নাবী এবং রসূলগণের পরে এমন কারো উপর সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়নি যে আবূ বাক্র হতে উত্তম।”

এটিকে একদল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে আব্দ ইবনু হুমায়েদ, খাতীব বাগদাদী প্রমুখ রয়েছেন। এটি আলোচ্য হাদীসের সনদ এবং ভাষা উভয় দিক থেকে বেশী বিশুদ্ধ। কেউ কেউ এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যে সূত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলো গবেষণার দাবী রাখে। এ পর্যন্ত আমার পক্ষে সে সুযোগ হয়নি।

١٣٥٨ . (ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ).

১৩৫৮। তিন ব্যক্তির দু‘আ প্রত্যাখ্যাত হয় না : সায়েম (সওম পালনকারী) যে পর্যন্ত ইফতার না করে, ন্যায়পরায়ণ ইমাম (নেতা/শাসক) এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দু‘আ যাকে আল্লাহ্ মেঘের উপরে উঠিয়ে নেন। এ দু‘আগুলোর জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় আর রব্বুল আলামীন বলেন : আমার ইয্যাতের শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব, কিছু পরে হলেও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২/২৮০), ইবনু মাজাহ্ (১৭৫২), ইবনু খুযায়মাহ্ (১৯০১), ইবনু হিব্বান (২৪০৭, ২৪০৮) ও আহমাদ (২/৩০৪, ৪৪৫, ৪৭৭) সা‘দ আবী মুজাহিদ সূত্রে আবূ মুদিল্লাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান। আবূ মুদিল্লাহ্ হচ্ছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা)-এর দাস। তাকে আমরা এ হাদীসের দ্বারাই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : যদি এরূপই হয় তাহলে আবূ মুদিল্লাহ্ একজন অপরিচিত (মাজহূল) ব্যক্তি। যেমনটি কোন কোন ইমাম তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। ইবনুল মাদীনী বলেন : তার নাম জানা যায় না, তিনি মাজহূল (অপরিচিত), আবূ মুজাহিদ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : (যার নাম জানা যায় না) তার মত ব্যক্তির হাদীসকে হাসান আখ্যা দেয়া যায় না। এছাড়া হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে বর্ণিত অপর

একটি সহীহ্ হাদীস বিরোধী হওয়ায় হাদীসটির হাসান না হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে। সেটি আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৫৯৬) উল্লেখ করেছি।

১৩৫৯. (الْقُبْلَةُ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ عَشَرَةٌ).

১৩৫৯। চুমু দেয়া হচ্ছে ভাল কাজ আর ভাল কাজে দশ সাওয়াব।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১১), আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/২৫৫) ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া সূত্রে মিস'য়ার হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) রসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলেন, তার সাথে ছিল তার ছেলে, তিনি তাকে চুমু দিচ্ছিলেন, তখন রসূল (ﷺ) বলেন : ... ।

ইবনু আদী বলেন : এ সনদে এ হাদীসটি বাতিল।

আবূ নু'য়াইম বলেন : হাদীসটি গারীব, ইসমা'ঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি হচ্ছেন ইবনু ইয়াহ্ইয়া তায়মী, তিনি মিথ্যুক, সকলে তাকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে একমত।

এটি সেই সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর দ্বারা সুয়ূতী "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থকে কালিমালিপ্ত করেছেন। আর মানাবী খালী স্থান রেখে দিয়ে হাদীসটির কোন অবস্থাই বর্ণনা করেননি, "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থেও না, আবার "আত্তায়সীর" গ্রন্থেও না।

١٣٦٠. (التَّسْوِيْفُ شُعَاعُ الشَّيْطَانِ يُلْقِيْهِ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ).

১৩৬০। (টালমাটাল করে) শীঘ্রই করব এরূপ বলা হচ্ছে শয়তানের আলো (নীতি) সে তা মু'মিনদের হৃদয়ে নিক্ষেপ করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১১) দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (২/১/৫০) ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া সূত্রে মিস'য়ার হতে, তিনি হুমায়েদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : ইসমা'ঈল নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদের মধ্যে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আবূ সালামাহ্ আর আব্দুর রহমান ইবনু আউফের মাঝে সনদে বিচ্ছিন্নতা, কারণ তিনি তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি।

২। হুমায়েদ ইবনু সা'দকে আমি চিনি না। মানাবী তার দ্বারাতেই হাদীসটির সনদের সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি : "আয্যু'য়াফা", "আলমীযান" ও "আললিসান" গ্রন্থে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন হুমায়েদ ইবনু সা'ঈদ, ইবনু সা'দ নয়।

١٣٦١. (قُرَيْشٌ عَلَى مُقَدَّمَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِمَا لِمُحْسِنِهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ).

১৩৬১। কুরাইশরা কিয়ামাতের দিন লোকদের সম্মুখভাগে থাকবে। কুরাইশরা যদি অহঙ্কার না করত তাহলে আমি তাদেরকে সংবাদ দিতাম তাদের ইহসানকারীর জন্য আল্লাহর নিকটে কী পরিমাণে সাওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/১১) ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া সূত্রে সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি বলেন : আমি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ...।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি এ ভাষায় বাতিল। ইসমা'ঈল ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : আপনারা অবগত হয়েছেন যে, তিনি একজন মিথ্যুক। ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে তার "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

ইবনু আদী আরো বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরশীল বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে (কতিপয়) বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন, তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয়।

١٣٦٢. (لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى شِسْعَ نَعْلِه إِذَا انْقَطَعَ).

১৩৬২। তোমাদের যে কেউ যেন তার প্রতিপালকের নিকট তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করে, এমনকি তার সেণ্ডেলের ফিতা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে সেটিও।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/২৯২), ইবনু হিব্বান (২৪০২), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্" গ্রন্থে (২/৩৪৮), আলমুখলিস "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (১৩/২৪৮/২), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/২৩১), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৮৯) ও যিয়া মাকদেসী "আলআহাদীসুল মুখতারাহ্" গ্রন্থে (১/৫০১) কাতান ইবনু নুসায়ের হতে, তিনি জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গারীব। একাধিক বর্ণনাকারী জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারা সনদের মধ্যে আনাস (রাঃ)-কে উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম তিরমিযী এক বর্ণনায় (كلها) শব্দটি ছাড়া বর্ণনা করে তার স্থানে (حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ) "এমনকি তার নিকট লবণও চাবে, এমনকি তার কাছে চাইবে ..." এ ভাষা উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এভাবে মুরসাল হিসেবে ইবনু আদীও কাওয়ারীরী সূত্রে জা'ফার হতে .. বর্ণনা করে শেষে বলেছেন : এক ব্যক্তি কাওয়ারীরীকে বললেন : আমার এক শাইখ রয়েছেন তিনি হাদীস বর্ণনা করেন জা'ফার হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে। কাওয়ারীরী বললেন : এটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি : অর্থাৎ মওসূল হিসেবে বর্ণনা করাটা বাতিল। মুরসাল হিসেবে সঠিক।

যিয়া মাকদেসী হাদীসটির শেষে বলেন : আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসটিকে জা'ফার ইবনু সুলায়মানের মুনকারগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আমি বলছি : কাতান ইবনু নুসায়ের ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি : কাতান ইবনু নুসায়েরের ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম তার থেকে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু

হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবূ যুর'য়াহ্ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন :

তিনি হাদীস চুরি করতেন এবং (মুরসালকে) মওসূল বানিয়ে ফেলতেন।

ইবনু আবী হাতিম (৩/২/১৩৮) বলেন : তিনি জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন যেগুলোকে মুনকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি তার (কাতানের) মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তার শাইখ জা'ফারের মুনকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইবনুল মাদীনী যে কথা বলেছেন সে ক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আমি আলবানী হাদীসটিকে "মিশকাত" গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে হাদীসটির সমস্যা আমার নিকট স্পষ্ট হয়।

যে হাদীসটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমনকি লবণ হলেও তা আল্লাহর নিকট চাইবে। সে হাদীসটিকে হাফিয ইবনু হাজার হাসান আখ্যা দেন। কিন্তু দু'টি কারণে তা সঠিক নয় ঃ

১। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ যারা মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এ ভাষাটি তাদের ভাষার বিরোধী হওয়ার কারণে।

২। এ ভাষার সনদে সাইয়্যার ইবনু হাতিম নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি কাওয়ারীরীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার নিজে "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি সত্যবাদী, তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

(মূল গ্রন্থে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে প্রয়োজনে তা দেখার জন্য অনুরোধ করছি)।

১٣٦٣. (سَلُوْا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ).

১৩৬৩। তোমরা আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রার্থনা কর এমনকি সেণ্ডেলের ফিতা পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তা অর্জন করাকে যদি সহজ না করে দেন তাহলে তা অর্জন করা সহজ হবে না।

এটি মওকূফ হাদীস।

এটিকে আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/২১৬) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি হাশেম ইবনুল কাসেম হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনে আবী

ওয়ায্যাহ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি মওকূফ হিসেবে ভালো। এর বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। ইবনু আবী ওয়ায্যাহর ব্যাপারে সামান্য কিছু সমালোচনা রয়েছে কিন্তু তা ক্ষতিকর নয়, ইনশা আল্লাহ্। মুহাম্মাদ ইবনু নুমায়ের হচ্ছেন ইবনু নুমায়ের।

আবূ ই'য়ালার সূত্রে ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্" গ্রন্থে (৩৪৯) মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٦٤. (خَمْسُ دَعَوات يُسْتَجابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ، وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْفُلَ، وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ، ودَعْوَةُ الأَخِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ).

১৩৬৪। পাঁচ ধরনের দু'আ কবূল করা হয় : অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ যে পর্যন্ত সে সাহায্যপ্রাপ্ত না হবে, হাজ্জকারী ব্যক্তির দু'আ যে পর্যন্ত সে (মক্কা) ত্যাগ না করবে, মুজাহিদের দু'আ যে পর্যন্ত জিহাদ করা বন্ধ না করবে, রোগী ব্যক্তির দু'আ যে পর্যন্ত সে আরোগ্য লাভ না করবে এবং কোন ভাই কর্তৃক অগোচরে থেকে তার অন্য ভাইয়ের জন্য দু'আ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী "সালাসাতু মাজালিস মিনাল আমালী" গ্রন্থে (৭১-৭২), মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনে ইলয়াস তার "মাশীখাহ্" গ্রন্থে (২/১৮০), যিয়া "আল-মুনতাক্বা মিন মাসমূ'য়াতিহি বিমারু" গ্রন্থে (২/৫১) আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আম্মী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

যিয়া মাকদেসী বলেন : তার শাইখের শাইখ আবূ বাক্র ইয়াকূব ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী সায়রাফী বলেন : হাদীসটি সহীহ্ হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি : সহীহ্ তো দূরের কথা হাসান কিভাবে? এ আব্দুর রহীম একজন মিথ্যুক যেমনটি ইবনু মা'ঈন বলেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন : তারা তাকে ত্যাগ করেছেন। তার সূত্রে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আর তার পিতা যায়েদ আম্মীও দুর্বল। তবে তিনি তার ছেলের চেয়ে উত্তম। তার দ্বারাই মানাবী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য অত্যাচারিত ব্যক্তি এবং অগোচরে থাকা ভাইয়ের জন্য অন্য ভাই কর্তৃক দু'আর ব্যাপারে সাক্ষীমূলক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে এ দু'জনের দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়া মর্মে আমি "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৭৬৭, ১৩৩৯) হাদীস বর্ণনা করেছি।

١٣٦٥. (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا).

১৩৬৫। যে ব্যক্তি কোন সম্পদের উপর শপথ করবে অতঃপর সে শপথকৃত বস্তুর চেয়ে অন্য কিছুকে কল্যাণকর হিসেবে দেখবে সে যেন সেটি (শপথকৃত বস্তুটি) ত্যাগ করে। কারণ তাকে ত্যাগ করাই হচ্ছে তার কাফ্ফারাহ্।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২১১১) আউন ইবনু উমারাহ্ হতে, তিনি রওহ্ ইবনু কাসেম হতে, তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়াইব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আম্‌র ইবনু উমারাহ্ দুর্বল যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত যেমনটি বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ "১/১৩১) বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২২১) খালীফাহ্ আলখাইয়্যাত (আবূ হুবায়রাহ্) হতে, তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়াইব হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন :

(فَلْيَأْتِهَا فَهِيَ كَفَّارَتُهَا)

"সে যেন তা বাস্তবায়ন করে কারণ এটাই তার কাফ্ফারাহ্।"

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/১৮৫, ২১০-২১১) এ সূত্রেই (فَلْيَأْتِهَا) শব্দ ছাড়া অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন। আর প্রথম স্থানে বলেন : (فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا) তাকে ত্যাগ করাই হচ্ছে তার কাফ্ফারাহ্।

আর তার মুতাবা'য়াত করেছেন ওবায়দুল্লাহ্ ইবনুল আখনাস নিম্নলিখিত ভাষায় আম্‌র ইবনু শু'য়াইব হতে বর্ণনা করে ঃ

(فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا).

"সে যেন তা ত্যাগ করে আর তাই গ্রহণ করে যা বেশী কল্যাণকর, কারণ তাকে ত্যাগ করাই হচ্ছে তার কাফ্‌ফারাহ্।"

এটিকে আবূ দাউদ (২/৭৬) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (১০/৩৩-৩৪) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ইমাম নাসাঈ এ সূত্রে নিম্নেবর্ণিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

(فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِه، وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ).

"সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফারাহ্ প্রদান করে আর যা বেশী কল্যাণকর তা গ্রহণ করে।"

[মোটকথা আলোচ্য ভাষায় হাদীসটি মুনকার। সহীহ্ হাদীসের বিপরীত ভাষায় বর্ণিত হওয়ার কারণে। মূল গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে]।

١٣٦٦. (كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ، إِلاَّ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللهِ).

১৩৬৬। আদম সন্তানের প্রতিটি কথা তার বিপক্ষে তার জন্য নয় একমাত্র সৎ কর্মের নির্দেশ অথবা অসৎ কর্ম থেকে নিষেধ অথবা আল্লাহর যিক্‌র (তাঁকে স্মরণ করা) ব্যতীত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (১/১/২৬১), তিরমিযী (২/৬৬), ইবনু মাজাহ্ ((২/২৭৪), ইবনু সুন্নী "আমালুল ইয়াওম অললাইলাহ্" গ্রন্থে (নং ৫), ইবনু আবিদ দুনিয়া ও আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (৪/১৭০১), আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আলমুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৯), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২২), বাইহাক্বী "আশ্‌শু'য়াব" গ্রন্থে (১/৩১৬), আসবাহানী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৪৬), খাতীব বাগদাদী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (১২/৪৩৪) তারা সকলে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে খুনায়েস মাক্কী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু হাস্‌সান হতে, তিনি উম্মু সালেহ্ হতে, তিনি সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ হতে, তিনি নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যেগুলোকে ইমাম ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৩/২৪৩/৪৮৪), হাকিম (২/৫১২-৫১৩) ও খাতীব (১২/৩২১) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু হাদীসটির ভাষা এবং সনদ উভয়ই শায।

হাদীসটি তার সব সূত্রেই সর্বাবস্থায় দুর্বল, সহীহ্ নয়। কারণ সব সূত্রই ইবনু খুনায়েসের উপর নির্ভরশীল। আর তার দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আমি (আলবানীর) নিকট সমস্যা তার উপরের বর্ণনাকারী থেকে।

আমি (আলবানী) বলছি : ইমাম মুনযেরী বলেছেন : তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার এ বক্তব্য ঢালাওভাবে সঠিক নয়। কারণ উম্মু সালেহকে আমার জানা মতে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং হাফিয যাহাবী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি মাজহূলাহ্ (অপরিচিতা)। তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন :

তার থেকে সা'ঈদ ইবনু হাস্সান মাখযূমী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার (উম্মু সালেহের) অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মাজহূলুল আঈন এবং তিনিই হাদীসটির সমস্যা।

١٣٦٧. (إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ ، وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ ، فَذَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْخَنَّاسُ).

১৩৬৭। আদম সন্তানের অন্তরে শয়তান তার নাক লাগিয়ে রেখেছে। সে যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করে তখন সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় আর যখন (আল্লাহ্কে) ভুলে যায় তখন তার অন্তরের নিকটবর্তী হয়ে যায়। এটিই ওয়াসওয়াসুল খান্নাস।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু শাহীন "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/২৮৪), আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৬/২৬৮), আবূ ই'য়ালা (১/২০৪), বাইহাক্বী "আশ্শু'য়াব" গ্রন্থে (১/৩২৬), আদী ইবনু আবী উমারাহ্ যারে' সূত্রে যিয়াদ নুমায়রী হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে (৯/৩০৭) বলেন : হাদীসটি গারীব।

হায়সামী (৭/১৪৯) বলেন :

হাদীসটি আবূ ই‘য়ালা বর্ণনা করেছেন, এর সনদে আদী ইবনু আবী উমারাহ্ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : তার শাইখ যিয়াদ নুমায়রীও দুর্বল, যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। এ কারণে মুনযেরী "আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব" গ্রন্থে হাদীসটিকে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন আর হাফিয ইবনু হাজার সুস্পষ্টভাবেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মেশকাতের লেখক (২২৮১) ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে মু‘য়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ‘ হিসেবে। কিন্তু ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতিতে আলোচ্য হাদীসকে উল্লেখ করা কয়েক কারণে ভুল :

১। ইমাম বুখারীর নিকট কিতাবুত তাফসীরের শেষে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। বুখারীতে মওকূফ হিসেবে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

الوسواس: إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عزوجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبـــت على قلبه.

অসওয়াস : যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন শয়তান তাকে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করার দ্বারা তাকে তার অবস্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে ভেগে যায় আর যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না তখন শয়তান তার অন্তরে জায়গা করে নেয়।

এটি আলোচ্য হাদীসের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৩। ইবনু হাজার বলেন : ইমাম বুখারী বলেছেন : ‘অসওয়াস’ এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে ...। [ইমাম বুখারী কর্তৃক তার উদ্ধৃতিতে ‘উল্লেখ করা হয়ে থাকে’ এরূপ ভাষা আসারটি দুর্বল হওয়ারই ইঙ্গিত বহন করে]। এভাবে বলাই উত্তম, কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত সনদটি দুর্বল। এটিকে ত্ববারানী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে হাকীম ইবনু জুবায়ের নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি দুর্বল।

١٣٦٨. (وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخَّرْتُكَ إلا لِنَفْسِي ، فَأَنْتَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، وَوَارِثِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرِثُ مِنْكَ ؟ قَـــالَ : مَـــا أَوْرَثَتِ الأَنْبِيَاءُ ، قَالَ : وَمَا أَوْرَثَتِ الأَنْبِيَاءُ قَبْلَكَ ؟ قَالَ : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ، وَأَنْتَ مَعِي فِي قَصْرِي فِي الْجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي ، وَأَنْتَ أَخِيْ وَرَفِيقِي ، ثُمَّ تَـــلا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه الآيَةَ ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر : ٤٧] الأَخِلاءُ فِي اللهِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ).

১৩৬৮। সেই সত্ত্বার কসম যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে পিছিয়েছি একমাত্র আমার নিজের জন্য। কারণ তুমি আমার নিকট সে স্তরে যে স্তরে মূসার নিকট হারূণ ছিল এবং তুমি আমার উত্তরাধিকারী। সে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো আপনার নিকট থেকে ওয়ারিস হবো না? তিনি বললেন : নাবীগণ যা কিছুর দ্বারা ওয়ারিস বানিয়েছেন তা দ্বারা (তোমাকে ওয়ারিস বানাবো)। সে বলল : নাবীগণ কিসের ওয়ারিস বানিয়েছেন? তিনি বললেন : আল্লাহর কিতাব এবং তাদের সুন্নাতের। আর তুমি আমার সাথে জান্নাতে আমার অট্টালিকাতে আমার মেয়ে ফাতেমার সাথে থাকবে। তুমি আমার ভাই আর তুমি আমার বন্ধু। অতঃপর রসূল (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করলেন : "তারা একে অপরের ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি সেখানে অবস্থান করবে" (সূরা হিজ্‌র : ৪৭) **অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরের বন্ধু তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকাবে।**

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্বারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে আব্দুল মু'মিন ইবন আব্বাদ ইবনে আম্‌র আবাদী সূত্রে ইয়াযীদ ইবনু মা'য়ান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু শুরাহ্‌বীল হতে, তিনি কুরাইশী এক ব্যক্তি হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আবী আউফা হতে, তিনি বলেন :

আমি মাসজিদে নাবাবীতে রসূল (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম তখন তিনি বলতে শুরু করলেন : অমুকের ছেলে অমুক কোথায়? তিনি অব্যাহতভাবে তাদের খোঁজ খবর নিতে থাকলেন এবং তিনি তাদের কাছে লোক প্রেরণ করলেন, তারা তাঁর নিকট একত্রিতও হলো। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনাচ্ছি তোমরা সেটিকে হেফাযাত করো, তাকে তোমরা হেফ্‌য করে নাও এবং তা তোমাদের পরবর্তীদেরকে বর্ণনা করে শুনাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে একদল সৃষ্টিকে নির্বাচিত করে নিয়েছেন। অতঃপর এ আয়াত পাঠ করলেন :

﴿اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ "আল্লাহ্ তা'য়ালা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষের ভেতর থেকেও।" (সূরা হাজ্জ : ৭৫) এরা এমন একদল সৃষ্টি যাদেরকে তিনি জান্নাত প্রদান করবেন। আর আমি

তোমাদের মধ্য থেকে তাকে চয়ন করছি যাকে চয়ন করাকে আমি বেশী পছন্দ করি আর আমি তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করে দিচ্ছি যেরূপ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হে আবূ বাক্র! তুমি দাঁড়াও। তিনি দাঁড়ালেন। অতঃপর হাঁটু পেতে তাঁর সামনে বসলেন। তিনি বললেন : তোমার জন্য আমার নিকট একটি হাত রয়েছে, তার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদান প্রদান করবেন। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। তুমি আমার কাছে আমার শরীরের জামার মর্যাদায়। তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাঁর জামা ঝুকালেন।

অতঃপর বললেন : হে উমার! তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন। তখন (রসূল (ﷺ)) বললেন : হে আবূ হাফ্স! তুমি আমাদের বিপক্ষে কঠোর উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ছিলে। অতঃপর আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার অথবা আবূ জাহলের দ্বারা (ইসলাম) ধর্মকে ইয্যাত দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দ্বারা তা করেছেন। তুমি দু'জনের মধ্যে আমার নিকট বেশী পছন্দের ছিলে। তুমি জান্নাতে আমার সাথে এ উম্মাতের তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে থাকবে।

অতঃপর তিনি একটু পেছনে সরে গিয়ে তার এবং আবূ বাক্র এর মাঝে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

অতঃপর উসমানকে ডেকে বললেন : হে উসমান! তুমি আমার নিকটে আস। হে উসমান! তুমি আমার নিকটে আস। তিনি রসূল (ﷺ)-এর নিকটে আসা অব্যাহত রাখলেন এমনকি তার হাঁটু রসূল (ﷺ)-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে ফেললেন। অতঃপর রসূল (ﷺ) তার দিকে তাকালেন। এরপর আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনবার বললেন : সুবহানাল্লাহিল আযীম। তারপর উসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তার বুতামগুলো খুলে গেছে। রসূল (ﷺ) সেগুলো তাঁর হাত দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি তোমার চাদরের দু'কিনারা তোমার গলায় একত্রিত কর। কারণ আসমানবাসীদের মধ্যে তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তুমি সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যে হাওযে কাওসারের নিকট আগমন করবে এমতাবস্থায় যে তার রগগুলো রক্ত প্রবাহিত করতে থাকবে। আমি বলব : তোমার সাথে এরূপ কে করেছে? তুমি বলবে : অমুক এবং অমুক। তা জিবরীল (আঃ)এর কথা। তা সে সময়ে যখন আসমান হতে আওয়াজ আসবে : সাবধান! উসমান প্রত্যেক অসহায় ব্যক্তির আমানাতদার।

অতঃপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আউফকে ডেকে বললেন : তুমি আমীনুল্লাহ্ এবং আসমানের মধ্যে আমীন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্য সত্যই তোমার সম্পদের দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন। আমার নিকট তোমার জন্য দু'আ রয়েছে যাকে পিছিয়ে রেখেছি। আপনি আমার জন্য এখন করুন হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : হে আব্দুর রহমান! আমানাত আমাকে উৎসাহিত করেছে আল্লাহ্ তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করুন। তিনি বলেন : তিনি তার হাত নাড়াতে লাগলেন অতঃপর পিছু হটলেন এবং তার এবং উসমানের মাঝে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

এরপর ত্বলহাহ্ এবং যুবায়ের আগমন করল। তিনি বললেন : তোমরা (দু'জন) আমার নিকটে আস। তারা (দু'জন) তাঁর নিকটে আসল। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা দু'জন আমার সঙ্গী 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের সঙ্গীদের ন্যায়। অতঃপর তিনি তাদের দু'জনের মাঝে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

এরপর সা'দ ইবনু আবী অক্কাস এবং আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে ডেকে বললেন : হে আম্মার! তোমাকে সীমালঙ্ঘনকারী দল হত্যা করবে। এরপর তিনি তাদের দু'জনের মাঝে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে দিলেন।

এরপর ওমায়ের আবুদ্দারদা এবং সালমান ফারেসীকে ডেকে বললেন : হে সালমান! হে সালমান! তুমি আমার আহলুল বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তোমাকে আল্লাহ্ প্রথম জ্ঞান, শেষ জ্ঞান, প্রথম কিতাব, শেষ কিতাব দান করেছেন। অতঃপর বললেন : তোমাকে কি দিকনির্দেশনা প্রদান করব না হে আবুদ দারদা? তিনি বললেন : জি হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তুমি যদি সমালোচনা কর তাহলে তারা তোমার সমালোচনা করবে আর তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমাকে ছাড়বে না। তুমি যদি তাদের থেকে পালিয়ে যাও তাহলে তারা তোমাকে পেয়ে যাবে (ধরে ফেলবে)। অতএব তুমি তোমার সম্মানকে তাদের ধার দাও তোমার দরিদ্রতার দিনের জন্য। এরপর তিনি তাদের দু'জনের ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন।

অতঃপর তিনি তাঁর সহাবীগণের চেহারার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, চোখে প্রশান্তি আনয়ন কর। তোমরাই সর্বপ্রথম হাওযের নিকট আগমন করবে আর তোমরাই সুউচ্চ ঘরসমূহে থাকবে।

এরপর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন : সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি গুমরাহি থেকে হেদায়েত দান করেন।

এ সময় আলী (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার আত্মা বিদায় নিয়েছে আর আমার পিঠ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাকে বাদে আপনার সাথীদের নিয়ে যা যা

করলেন তা দেখে। যদি আলীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে তা হয় তাহলে আপনার ...। এ সময় রসূল (ﷺ) বললেন : ... (আলোচ্য হাদীসটি)।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদটি দুর্বল অন্ধকারচ্ছন্ন। কুরাইশী এক ব্যক্তির নাম নেয়া হয়নি। আর তার নিচের দু'জনের জীবনী কেউ আলোচনা করেননি।

আর বর্ণনাকারী আব্দুল মু'মিন ইবনু আব্বাদ ইবনে আম্‌র আবাদী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে (৩/৬৬) বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/২/১১৭) তার আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন : তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট।

১ৣ٣٦٩. (كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا فَأَرَادَ أَن يَّقُوْمَ اسْتَغْفَرَ اللهَ عَشْرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ)

১৩৬৯। তিনি যখন কোন মাজলিসে বসে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন দশ থেকে পনেরোবার আসতাগফিরুল্লাহ্ বলতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি বাগাবী "হাদীসু আলী ইবনুল জা'দ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯১), তার থেকে ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম অললাইল্যাহ্" গ্রন্থে (৪৪৬) ও ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৫৩) জা'ফার ইবনুয যুবায়ের সূত্রে কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ জা'ফার। তাকে শু'বাহ্ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন : তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) পরিত্যাগ করেছেন।

তার থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইবনু আদী বলেন : তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি এবং তার হাদীসে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

١٣٧٠. (كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ اسْتَغْفَرَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً فَأَعْلَنَ).

১৩৭০। তিনি যখন মাজলিস থেকে উঠতেন তখন বিশবার প্রকাশ করে ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনুস সুন্নী (৪৪৭) আবূ আইউব খুযা'ঈ হতে, তিনি আবূ আলকামাহ্ নাস্‌র ইবনু খুযায়মাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাস্‌র ইবনু আলকামাহ্ হতে, তিনি তার ভাই মাহ্‌ফূয হতে, তিনি ইবনু আয়েয হতে, তিনি বলেন : ইবনু নাসেহ্ আব্দুল্লাহ্ হাযরামী বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল ও মুরসাল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু নাসেহের সহাবীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি যেমনটি আবূ নু'য়াইম বলেছেন।

আর নাস্‌র ইবনু খুযায়মাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৭৩) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর তার থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে ইবনুস সুন্নীর একমাত্র এ শাইখ (আবূ আইউব) সুলায়মান ইবনু আব্দিল হামীদ হিমসীকেই উল্লেখ করেছেন। তার (নাসরের) পিতা হচ্ছে খুযায়মাহ্ ইবনু ওবাদাহ্ অন্য কপিতে এসেছে জুনাদাহ্ ইবনু মাহ্‌ফূয। একে "আত্‌তাহযীব" গ্রন্থে নাস্‌র ইবনু আলকামাহ্ হতে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তার থেকে একটি বড় কপি বর্ণনা করেছেন। তার জীবনীও পাচ্ছি না। এছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আর ইবনু আয়েযের নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান।

١٣٧١. (اللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكْنِي زَمَانٌ أَوْ لاَ تُدْرِكُوا زَمَانًا لاَ يُتْبَعُ فِيهِ الْعَلِيمُ وَلاَ يُسْتَحْيَى فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ).

১৩৭১। হে আল্লাহ্! আমাকে এমন কোন সময় পেয়ে বসবে না আর তোমরাও এমন সময় পাবে না যে সময়ে মহাজ্ঞানী (আলীমের) অনুসরণ করা হবে না এবং সে সময়ে দয়াশীল হতে লজ্জা করা হবে না। তাদের হৃদয়গুলো হবে অনারবদের হৃদয় আর তাদের যবানগুলো হবে আরবদের যবান।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/৩৪০), ইবনু আব্দিল হাকাম "ফাতূহু মিস্‌র" গ্রন্থে (২৭৫-২৭৬) ও আবূ আম্‌র আদ্‌দানী "কিতাবুস সুনানিল ওয়ারিদাহ্ ফিল ফিতান" গ্রন্থে (২/৮) ইবনু লাহী'য়াহ্" হতে, তিনি জামীল আসলামী হতে, তিনি সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী (ﷺ) বলেন : ..।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি তিনটি কারণে দুর্বল :

১। সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ বর্ণনাকারী এ জামীলের কোন সহাবীর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। এ ছাড়া তিনি মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। ইবনু আবী হাতিম তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে (১/১/৫১৬-৫১৭) তার

থেকে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করার পর তিনি তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে “সিকাতু আতবা‘উত তাবে‘ঈন” গ্রন্থে (৬/১৪৭) উল্লেখ করেছেন। [অর্থাৎ তার নিকট তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবে‘ তাবে‘ঈ]। অতঃপর তিনি বলেছেন : এ শাইখ মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে আম্‌র ইবনুল হারেস বর্ণনা করেছেন।

২। বর্ণনাকারী জামীলের অবস্থা অজ্ঞাত।

৩। ইবনু লাহী‘য়ার হেফযে ত্রুটি ছিল এবং তার সনদে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। আম্‌র ইবনুল হারেস অপর বর্ণনাকারী জামীল ইবনু আব্দির রহমান আলহায্‌যা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

এটিকে হাকিম বর্ণনা করে (৪/৫১০) বলেছেন : সনদটি সহীহ্। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তার মধ্যে পূর্বোক্ত দু’টি সমস্যা রয়েছে। তবে এটি প্রথমটির চেয়ে বেশী ভালো। কারণ আম্‌র ইবনুল হারেস নির্ভরযোগ্য। তিনি ইবনু লাহী‘য়ার চেয়ে বেশী হেফ্‌যকারী।

১ৣ৩৭২. (الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ ، مَا شَكَرَ اللهَ عَبْدٌ لاَ يَحْمَدُهُ).

১৩৭২। আলহামদু হচ্ছে শুকরিয়াহ্ জ্ঞাপন করার মূল। যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করল না সে আল্লাহর শুকরিয়্যা জ্ঞাপন করল না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে বাগাবী “শারহুস সুন্নাহ্” গ্রন্থে (২/১৪৪) ও খাত্তাবী “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/৬৭) কাতাদাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আম্‌র (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ইবনু আম্‌র এবং কাতাদার মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণে। হাকিম বলেন : আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন সহাবী হতে কাতাদাহ্ শ্রবণ করেননি। ইমাম আহমাদ হতেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

১ৣ৩৭৩. (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لاَ مَطْمَعَ).

১৩৭৩। তোমরা আল্লাহর নিকট সেই লালসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো যা (হৃদয়কে) মোহরাঙ্কিত করার দিকে নিয়ে যায় এবং সেই লালসা থেকে যা

নির্লোভের দিকে নিয়ে যায় এবং সেই লালসা থেকে যেখানে কোন লোভই থাকে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৩২, ২৪৭), আবূ ওবায়েদ "আলগারীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০২), আব্দ ইবনু হুমায়েদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৬), হায়সাম ইবনু কুলাইব তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৬৬), বায্যার (৪/৬৪/৩২০৮), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২০/৯৩/১৭৯) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমের আসলামী হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেই হাকিম (১/৫৩৩) বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি সঠিক। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যাহাবী থেকে এরূপ মন্তব্য আশ্চর্যজনক। কারণ তিনি বর্ণনাকারী আসলামীর জীবনীতে "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন : তিনি কিছুই নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন : তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

তার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন : সে আমাদের নিকট দুর্বল দুর্বল। এছাড়া কোন একজন হতেও বর্ণিত হয়নি যে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেছেন : তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন এবং তার পূর্বে তার শাইখ হায়সামীও "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/১৪৪) তাই বলেন এবং তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেন।

[মূল গ্রন্থে আরো কয়েকটি সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]।

মোটকথা এ হাদীসটির সনদে বর্ণনাকারীদেরকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমের আসলামী তার সনদে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আরেক বর্ণনায় তিনি মুয়ায (রাঃ)-কে উল্লেখ না করে মুরসাল বানিয়ে ফেলেছেন।

২। ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম তার সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু জাবের হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আউফ ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুয়ায (রাঃ)-এর স্থলে আউফ (রাঃ)-কে উল্লেখ করেছেন।

৩। ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ তার সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু জাবের হতে, তিনি আউফ ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া এবং আউফ (রাঃ)-এর মাঝের বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের এবং তার পিতাকে উল্লেখ করেননি। অন্য বর্ণনায় আউফ (রাঃ)-এর স্থলে মিকদাদকে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা হাদীসটি দুর্বল। উল্লেখিত সূত্রগুলোর মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় এবং সেগুলোর কতিপয় বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে।

١٣٧٤. (ذَرَارِيُّ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً وَمَنْ بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَعَلَيْهِ وَلَهُ).

১৩৭৪। কিয়ামাত দিবসে মুসলিমগণের (মৃত) শিশু সন্তানরা যাদের বয়স বারো বছর পূর্ণ হয়নি আরশের নিচে সুপারিশকারী হবে এবং তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। আর তাদের মধ্য থেকে যার বয়স তেরো বছরে পৌঁছে গেছে, তার পাপের জন্য তার গুনাহ্ হবে আর তার সৎকর্মের জন্য সে তার সাওয়াব পাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ বাক্‌র শাফে'ঈ "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৯০) মুহাম্মাদ ইবনু গালেব হতে, তিনি আব্দুস সামাদ হতে, তিনি রুক্‌ন আবূ আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ বাক্‌রের সূত্রে ইবনু আসাকির বর্ণনাকারী রুক্‌নের জীবনীর মধ্যে (৬/১৩৯/১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ আহমাদ হাকিম হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : তার হাদীস প্রতিষ্ঠিত নয়।

ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। হাকিম বলেন : তিনি মাকহূল হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৫), তার থেকে দায়লামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১৫৬) অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু গালেব হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি বলেছেন : বারো বছর। আবূ বাক্‌র আশশাফে'ঈ এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় অনুরূপভাবে "আলজামেউস সাগীর" গ্রন্থেও এসেছে।

ইমাম সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এর সনদে রুক্ন ইবনু আব্দিল্লাহ্ রয়েছে তিনি মাতরূক। তা সত্ত্বেও জামে'উস সাগীর গ্রন্থের ছাপার দায়িত্বে নিয়োজিত স্থায়ী কমিটি হাদীসটিকে হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

যারা গ্রন্থটি তাহ্ক্বীক করার দায়িত্বে ছিলেন তারা কি জানেন না যে ইমাম সুয়ূতী বলেছেন : তিনি (বর্ণনাকারী রুক্ন) মাতরূক, আর এ কথার অর্থ হচ্ছে তিনি খুবই দুর্বল? যা হাদীসটি হাসান হওয়ার বিপরীত ভাবার্থ বহন করে। তারা এ অবস্থায় কেন বিদ্বান এবং ইমামগণের উদ্ধৃতিতে মানাবী যা কিছু উল্লেখ করেছেন সেদিকে ফিরে দেখেননি। কারণ তিনি বলেছেন :

এ রুক্ন সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেছেন : তাকে ইবনুল মুবারাক খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ এবং দারাকুতনী বলেছেন : তিনি মাতরূক। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে হাকিমের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন : তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

এ কারণে মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন : তার সনদ খুবই দুর্বল।

সতর্কবাণী : এ সনদে উল্লেখ করা হয়েছে রুক্ন আবূ আব্দিল্লাহ্ আর অন্য সনদে ইবনু আদীর নিকট (৩/১০২০) রুক্ন ইবনু আব্দিল্লাহ্ যেমনটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। বিষয়টি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ রুক্ন ইবনু আব্দিল্লাহই হচ্ছেন আবূ আব্দিল্লাহ্।

١٣٧٥ .(اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ).

১৩৭৫। তুমি যাও তার খেজুর গাছ কেটে ফেলো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি আবূ দাউদ (৩৬৩৬) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে, তিনি সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাত দিয়ে ফল ধরা যায় এরূপ একটি খেজুর গাছ এক আনসারী ব্যক্তির দেয়ালে ছিল। তিনি বলেন : তার (আনসারীর) পরিবারও তার সাথে থাকত। বর্ণনাকারী বলেন : সামুরাহ্ তার খেজুর গাছের নিকট প্রবেশ করে সে ব্যক্তিকে কষ্ট দিত এবং তার সমস্যা সৃষ্টি করতো। এ কারণে সে তার নিকট প্রস্তাব দিলো সেটিকে তার নিকট বিক্রি করে দেয়ার কিন্তু সে (সামুরাহ্) অস্বীকৃতি জানালো। তখন সে তার গাছ স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলল। সে এ প্রস্তাব

গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানালো। এ কারণে আনসারী ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলে রসূল (ﷺ) তাকে (সামুরাকে) তা বিক্রি করে দেয়ার জন্য বললেন। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানালো। তখন রসূল (ﷺ) তাকে বৃক্ষ স্থানান্তরিত করে নিয়ে যেতে বললেন। এতেও সে অস্বীকৃতি জানালো। তখন রসূল (ﷺ) তাকে বৃক্ষটি আনসারীকে হেবাহ্ করে দিতে বলে এর এরূপ এরূপ ফাযীলাত বর্ণনা করে এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু এতেও সে (সামুরাহ্) অস্বীকৃতি জানালো। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : তুমি কষ্টদানকারী। এরপর রসূল (ﷺ) আনসারী ব্যক্তিকে বললেন : তুমি যাও তার খেজুর গাছটি কেটে ফেলো।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। একমাত্র আবূ জা'ফার ব্যতীত সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, সকলেই ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। আবূ জা'ফার বাকের তিনি সামুরাহ্ (رضي الله عنه) হতে শ্রবণ করেননি। সামুরাহ্ আটান্ন হিজরীতে মারা যান আর আবূ জা'ফারের জন্ম হয় ছাপান্ন হিজরীতে। কেউ কেউ বলেছেন : ষাট হিজরীতে। তার জন্ম যে সালেই হোক কোনভাবেই তিনি সামুরাহ্ (رضي الله عنه) হতে শ্রবণ করেননি।

١٣٧٦. (صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِهِ ، يَشْكُوْ إِلَى اللهِ الْوَحْدَةَ).

১৩৭৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (কবরে) তার ঋণের কারণে (কাঙ্ক্ষিত স্থান লাভ করা থেকে) বঞ্চিত থাকবে। সে আল্লাহর নিকট একাকিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৮৮০), রাফেক্বী "হাদীস" গ্রন্থে (১/৩০), রুবিয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৯৭), নু'য়াইম ইবনু আব্দিল মালেক ইসতিরাবাযী "মাজলিসুম মিনাল আমালী" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৬০) ও বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে (৮/২০৮) মুবারাক ইবনু ফুযালাহ্ হতে, তিনি কাসীর আবূ মুহাম্মাদ হতে, তিনি বারা (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আসাকির "হাদীসু আব্দিল খাল্লাক্ব হারাবী" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/২৩৫) বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী বলেন : বারা (رضي الله عنه) হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মুবারাক এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল, তার তাদলীসের কারণে। মুনযেরীও "আত্তারগীব" গ্রন্থে এ সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হায়সামী "আলমাজমা" গ্রন্থে (৪/১২৯) বলেন :

তাকে আফ্ফান এবং ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর একদল (মুহাদ্দিস) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার শাইখ হচ্ছে কাসীর আবূ মুহাম্মাদ। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৪/১/২৬/৯১৩), ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু" গ্রন্থে (৩/২/১৫৯) ও ইবনু হিব্বান "আস্সিকাত" গ্রন্থে (৫/৩৩২) একমাত্র ইবনু ফুযালার বর্ণনায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এটা যদি সঠিক হয় তাহলে তিনি মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত) অন্যথায় তিনি মাজহূলুল আইন (মূলগতভাবে আসলেই তিনি অপরিচিত)।

١٣٧٧. (صَاحِبُ الدَّيْنِ مَغْلُوْلٌ فِيْ قَبْرِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ).

১৩৭৭। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কবরের মধ্যে তার দু'হাত কাঁধের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে যে পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা না হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/২০৭) ও দায়লামী দু'টি সূত্রে আবূ সুফইয়ান সা'দী হতে, তিনি আবূ নাযরাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এ আবূ সুফইয়ানের নাম হচ্ছে তুরায়েফ ইবনু শিহাব আলআশাল্ল। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু আদী হাদীসটি উল্লেখ করে শেষে বলেছেন :

তার থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাকৃত কতিপয় হাদীসের কিছু কিছু (অংশকে) অস্বীকার করা হয়েছে যেগুলোকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দায়লামীর বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (এ ভাষায়) বলেছেন : (لاَ يَفُكُّهُ إِلاَّ قَضَاءُ دَيْنِهِ) "তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না।"

মানাবী বলেন : এর সনদে আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ আওয়াম রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আয্‌যাইল" নামক গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি :

১। ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার সূত্র ছাড়া অন্য সূত্রে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি।

২। দায়লামীর বর্ণনার মধ্যে বর্ণনাকারী হিসেবে আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ আলআওয়ামকে উল্লেখ করা হয়েছে। তার ব্যাপারে মানাবী যা বলেছেন তাই সঠিক।

৩। কারণ আমার নিকট যেসব কিতাব রয়েছে সেগুলোর কোনটিতেই আবূ আওয়ামের জীবনী পাচ্ছি না। তাকে খাতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন এবং তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তিনি "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৫/২২৭) বলেন :

তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ আওয়াম রিয়াহী। তিনি মালেক ইবনু আনাস, হুশায়েম ইবনু বাশীর প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার ছেলে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন ...।

এরূপ ভাবার্থে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র শব্দগত কারণে এখানে হাদীসটিকে উল্লেখ করে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তিরমিযীতে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মু'মিন ব্যক্তির আত্মা তার ঋণের কারণে ঝুলে থাকে যে পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় না করা হবে।" (দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৭৯), "সহীহ্ তারগীব অত্‌তারহীব" (১৮১১) ও সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৬৭৭৯)]।

١٣٧٨. (لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ).

১৩৭৮। ভিক্ষুকের হক্ব রয়েছে যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি হুসাইন ইবনু আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ), আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ), আনাস ইবনু মালেক (রাঃ), হিরমাস ইবনু যিয়াদ (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

১। হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস : এটিকে মুস'য়াব ইবনু মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন ই'য়ালা ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি ফাতেমা বিনতুল হুসাইন হতে, তিনি হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৪/২/৪১৬), আবূ দাউদ (১৬৬৫), আহমাদ (১/২০১), ইবনু আবী শায়বাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (২/১৮৬/২), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩১৭), ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২৮৯৩/২৮২৫) ও ইবনু যানজিয়্যাহ্ "আলআমওয়াল" গ্রন্থে (১৩/২১/১) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। যিনি এর সনদটিকে ভালো বলেছেন তিনি ভুল করেছেন। কারণ এর বর্ণনাকারী ই'য়ালা ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি আবূ হাতিম বলেছেন আর হাফিয ইবনু হাজার তার অনুসরণ করেছেন।

বর্ণনাকারী মুস'য়াব ইবনু মুহাম্মাদকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর আবূ হাতিম বলেছেন : তার হাদীস লিখা যাবে কিন্তু তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সনদে তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। তার থেকে সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন যেমনটি উল্লেখ করেছি।

ইবনুল মুবারাক বলেন : সুফইয়ান মুস'য়াব হতে, তিনি হুসাইনের মেয়ে ফাতেমার মাওলা ই'য়ালা ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। ফাতেমাকে সনদের মধ্যে উল্লেখ করেননি।

ইবনু জুরায়েয বলেন : সুফইয়ান মুস'য়াব হতে, তিনি ই'য়ালা হতে, তিনি সাকীনাহ্ বিনতুল হুসাইন হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল।

এ দু'টিকেই ইবনুল জানযিয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন।

২। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস : যুহায়ের এক শাইখ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি সুফইয়ানকে তার নিকট দেখেছি, তিনি ফাতেমাহ্ বিনতু হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে আবূ দাউদ (১৬৬৬) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (২/১৯) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটিও দুর্বল। নাম উল্লেখ না করা এ অপরিচিত শাইখের কারণে। বাহ্যিকতা থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন

প্রথম সূত্রে উল্লেখিত ই'য়ালা ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া। যার সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যে, তিনি মাজহূল অপরিচিত।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু জাযারিয়া গালাবী বাসরী বর্ণনা করেছেন ইয়াকূব ইবনু জা'ফার ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার মাতা উম্মুল হাসান বিনতু জা'ফার ইবনিল হাসান ইবনিল হাসান ইবনে আলী হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হাসান হতে, তিনি তার মাতা ফাতেমাহ্ বিনতুল হুসাইন হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে তাম্মাম আর্‌রাযী "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৭৮) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী এ গালাবী মিথ্যুক ও জালকারী।

৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস : এটিকে ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিস সালাম মাক্কী- ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি সুলাইমান হতে, তিনি ত্বাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৮) ইব্‌রাহীম মাক্কীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটিকে ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ হতে ইবরাহীম মাক্কী ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে জানা যায় না। তিনি এটিকে সেই ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করেছেন যে এ হাদীসটির ব্যাপারে পরিচিত। আর এ সনদে বর্ণনাকারী সুলাইমান হচ্ছেন সুলাইমান ইবনু আবী সুলাইমান আহওয়াল মাক্কী। আর ইব্‌রাহীম মাক্কী দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি তার জীবনীর শুরুতেই বলেন : তাকে চেনা যায় না। তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার নিকট তিনি হাদীস চোর।

আমি (আলবানী) বলছি : ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ হচ্ছেন খূযী মাক্কী। তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আর সুলাইমান আহওয়ালকে আমি চিনি না। মোটকথা সনদটি খুবই দুর্বল।

৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস : আবূ হুদবাহ্ তার থেকে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছে ঃ

(إن أتاك السائل على فرس باسط كفه، فقد وجب الحق ولو بشق تمرة)

তোমার নিকট যদি ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে এসে তার হাত পাতে তাহলে তাকে প্রাপ্য দেয়া ওয়াজিব যদিও খেজুরের একটু টুকরা হয়।

এটিকে আবূ জা'ফার রাযায "সিত্তাতু মাজালিসিম মিনাল আমালী" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১১৯) এবং অনুরূপভাবে দায়লামী বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাইলু আহাদীসিল মাওযূ'য়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ১৯৯) উল্লেখ করেছেন।

কারণ এ আবূ হুদবার নাম হচ্ছে ইব্‌রাহীম ইবনু হুদবাহ্। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি বাগদাদ এবং অন্যান্য স্থানে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। আর আবূ হাতিম প্রমুখ বলেন : তিনি মিথ্যুক।

৫। হিরমাস হতে বর্ণিত হাদীস : এটিকে হায়সামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৩/১০১) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুস সাগীর" এবং "আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে উসমান ইবনু ফায়েদ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি নেই। আমি এটিকে "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/২০৩/৫৩৫) উক্ত উসমান সূত্রে দেখেছি।

অতঃপর আমি হাদীসটি উসমান ইবনু যায়েদার জীবনীর মধ্যে "সিকাতু ইবনু হিব্বান" গ্রন্থে দেখেছি। তিনি বলেন : হাদীসটি আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ বারদা'ঈ, তিনি আব্দুল আযীম ইবনু ইব্‌রাহীম সালেমী হতে, তিনি সুলায়মান ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি উসমান যায়েদাহ্ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ ইবনু আম্মার হতে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন : আমি হিরমাস ইবনু যিয়াদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : আমি রসূল (ﷺ)-কে (নিম্নেবর্ণিত ভাষায়) বলতে শুনেছি : ...।

"মেহমানের হক্ব রয়েছে ...।"

ইবনু হিব্বান বলেন : আমি আশঙ্কা করছি এ উসমান হচ্ছেন উসমান ইবনু ফায়েদ।

আমি (আলবানী) বলছি : একে ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১০১) উল্লেখ করে বলেছেন : তার থেকে সুলায়মান ইবনু আব্দির রহমান বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় মু'যাল হাদীস এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হৃদয় এদিকেই ধাবিত হবে যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি সুলায়মানের বর্ণনা হতেই এসেছে যেমনটি আপনি ইবনু হিব্বানের নিকট দেখছেন। অনুরূপভাবে ত্বাবারানীর "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থেও এসেছে। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, উসমান হচ্ছেন ইবনু ফায়েদ। আর এ কারণেই ইবনু হিব্বান বলেছেন : আমি আশঙ্কা করছি যে এ ব্যক্তি হচ্ছে উসমান ইবনু ফাযেয।

৬। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/২১৬) বলেন : হাদীসটি আলী ইবনু সা'ঈদ ইবনে বাশীর, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ মাখরামী হতে, তিনি মু'য়াল্লা ইবনু মানসূর হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

"তোমরা ভিক্ষুককে দান করো ... ।"

ইবনু আদী আব্দুল্লাহ্ ইবনু যায়েদের জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার হাদীস লিখা যাবে। এ কারণে যে, তাকে একাধিক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি সত্যবাদী তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

তার সনদে বিরোধিতা করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম মালেক "আলমুওয়াত্তা" গ্রন্থে (২/৯৯২) যায়েদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...। তিনি মুরসাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং মুরসাল হওয়াটাই সঠিক।

ইবনু আব্দিল বার বলেন : এ হাদীসটি ইমাম মালেক হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ আছে বলে আমি জানি না। এর এমন কোন সনদ নেই যে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে।

যায়েদ ইবনু আসলাম হতে অন্য সূত্রেও মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিকে ইবনুল জানযিয়্যাহ্ (১৩/২১/১-২) উসমান ইবনু উসমান গাতফানী হতে, তিনি তার থেকে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ... ।

উসমান ব্যতীত এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইবনু হাজার তার ব্যাপারে বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে কখনও কখনও সন্দেহ করেছেন।

এরপর তিনি হাদীসটি হায়সাম ইবনু জুমায হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মুরসাল হওয়া ছাড়াও খুবই দুর্বল। কারণ এ হায়সাম মাতরূক, মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

এছাড়া আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত উপরোক্ত সূত্রের মধ্যে আলী ইবনু সা'ঈদ ইবনে বাশীর রয়েছেন তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি সেরূপ নন।

ইবনু ইউনুস বলেন : তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

অন্য সূত্রে যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ্ নয় যেমনটি সামনে আসবে।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে, সেটিকে ইবনু আদী (২/২৪৩) উমার ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

এ হাদীসটি আতা হতে নিরাপদ নয়। আর উমার ইবনু ইয়াযীদ মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি সম্পর্কে মানাবী বলেন : হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আর কাযবীনী তার অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার প্রতিবাদ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বানোয়াট হওয়ার প্রতিবাদ করাটা গ্রহণযোগ্য। আর দুর্বলতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত। কারণ এসব সূত্রগুলোর মধ্যে এমন কোন শক্তি পাওয়া যায় না যে, একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করতে পারে। যদি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে মুরসাল হিসেবে সনদটি সহীহ্ হয়, তাহলেও মুরসাল তো দুর্বলের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

١٣٧٩. (تَهَادَوُا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ فِي أَرْزَاقِكُمْ، وَ عَاجِلُ الْخَلَفِ مِنْ جَسِيْمِ الثَّوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৩৭৯। তোমরা তোমাদের মাঝে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ খাদ্য আদান প্রদান কর। কারণ তা তোমাদের রিয্কের মধ্যে সচ্ছলতার উপকরণ। আর কিয়ামাতের দিন দ্রুততার সাথে উত্তরাধিকার সৃষ্টিকারীর জন্য বড় সাওয়াব রয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/৩৬১) হাশেম ইবনু মুহাম্মাদ আবুদ দারদা মুয়াদ্দিব হতে, তিনি আম্র ইবনু বাক্র হতে, তিনি মায়সারাহ্ ইবনু আব্দু রাব্বিহি হতে, তিনি গালেব কাত্তান হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : গালেব ইবনু খাত্তাফ কাত্তানের হাদীস সমূহের দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : তবে এ হাদীসের সমস্যার ব্যাপারে তার থেকে বর্ণনাকারী মায়সারাহ্ ইবনু আব্দি রব্বিহি বেশী উপযোগী। কারণ তিনি স্বস্বীকৃত জালকারী। এ কারণে ইমাম সুয়ূতী হাদীসটিকে ইবনু আদীর বর্ণনায় "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। আর মানাবী হাদীসটি সম্পর্কে "আলফায়েয" গ্রন্থে কোন কিছু মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন আর "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন : তার সনদটি দুর্বল।

আম্‌র ইবনু বাক্‌র হচ্ছেন সাকসাকী শামী, তিনি মাতরূক।

١٣٨٠. (مَا أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قَطُّ).

১৩৮০। পরিবারের মালিক কখনও সফল হয় না।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/১৯৩), তার থেকে সাহ্‌মী "তারীখু জুরজান" গ্রন্থে (২৮৪/৪৮৮), তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে ২/২৮১) আহমাদ ইবনু হাফ্‌স সা'দী হতে, তিনি আহমাদ ইবনু সালামাহ্ কাসাঈ হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : এটি ইবনু ওয়াইনার উক্তি। এটি নাবী (ﷺ) হতে মুনকার। বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু সালামাহ্ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি হাদীস চোর।

ইবনু আদী আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু হাফ্‌স সম্পর্কে বলেন : তিনি কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর মুতাবা'য়াত করা হয়নি। অতঃপর তিনি তার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সবগুলোই হিশাম ইবনু উরওয়ার বর্ণনায় তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বিভিন্ন সনদে আহমাদ ইবনু হাফ্‌সের জন্য বর্ণনা করেছেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনু জাওযী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

এ হাদীস রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বাতিল। তিনি এটি কখনও বলেননি এবং তাঁর বাণীগুলো এর বিপরীত।

অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত ইবনু আদীর মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী “আললাআলী” গ্রন্থে (২/১৮০-১৮১) ও ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী‘য়াহ্” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন।

দায়লামী হাদীসটিকে “মুসনাদুল ফিরদাউস” গ্রন্থে (৩৯-৪০) ইবনু আদীর সূত্রে তার সনদে আইউব ইবনু নূহ আলমুতাও‘ঈ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি সা‘ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ণনায় হাদীসটিকে সুয়ূতী “যাইলুল আহাদীসিল মাওযূ‘য়াহ্” গ্রন্থে (পৃ ১৭৫-১৭৬) উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু আদী বলেন : এটি মুনকার।

ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী‘য়াহ্” গ্রন্থে (২/২০৩) তার অনুসরণ করে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সাথে উল্লেখ করেছেন। তারা দু’জন এর সনদ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। অনুরূপভাবে সাখাবীও “মাকাসিদুল হাসানাহ্” গ্রন্থে একই কাজ করেছেন।

অথচ সনদটি খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইবনু আজলানের নিচের বর্ণনাকারীদের কারো জীবনী কোন গ্রন্থে পাচ্ছি না। সে গ্রন্থগুলোর মধ্যে “আলকামেল”ও রয়েছে, এর মধ্যে এ হাদীসটি পায়নি।

যারকানী “মুখতাসারুল মাকাসিদ” গ্রন্থে (নং ৮৬৫) বলেন : হাদীসটি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : যারকানী এ কথা বলেছেন শুধুমাত্র হাদীসটির সনদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। ভাষার দিকে দৃষ্টি দেননি। কারণ তিনি যখন হাদীসটির সনদের মধ্যে সুস্পষ্টত মিথ্যুক এবং জালকারী কোন ব্যক্তিকে পাননি তখন তিনি খুবই দুর্বল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে দায়লামীর সনদে। কিন্তু সমালোচক মুহাদ্দিসগণের নিকট এরূপ করা ভালো নয়। যেমন ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইবনুল কাইয়্যিম, হাফিয যাহাবী প্রমুখ। কারণ যখন কোন হাদীসের ভাবার্থ বাতিল (অগ্রহণযোগ্য) হিসেবে গণ্য হয় তখন এ অবস্থায় তারা হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে সিদ্ধান্ত দিতে দেরী করেন না। আর এরূপ ঘটনাই ঘটেছে এ হাদীসটির ক্ষেত্রে। ইবনুল জাওযী এবং যিনি তার অনুসরণ করেছেন তিনিও এ দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে বলেছেন :

কোনক্রমেই রসূল (ﷺ)-এ কথা বলেননি। তার অন্যান্য বাণীগুলোও এর বিপরীত।

তিনি এর দ্বারা সেই সব হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যেগুলো স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করার ফাযীলাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক। যেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে ঃ

রসূল (ﷺ) বলেছেন : এক ব্যক্তি যে দীনার খরচ করে সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হচ্ছে সে যা তার পরিবারের জন্য খরচ করে, এবং সেই দীনার সে যা খরচ করে তার পশুর জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করার লক্ষ্যে, এবং সেই দীনার সে যা খরচ করে তার সাথীগণের জন্য আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার লক্ষ্যে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৯৪), বুখারী "আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৭৪৮), তিরমিযী (১৯৬৬), ইবনু মাজাহ্‌ (২৭৬০) ও আহমাদ (৫/২৮৪) আবূ ক্বিলাবাহ্‌ সূত্রে আবূ আসমা হতে, তিনি সাওবান (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

١٣٨١. (خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ).

১৩৮১। মু'মিনের সর্বোত্তম খেলা হচ্ছে সাঁতার কাটা আর নারীর সর্বোত্তম খেলা চরকায় সূতা পেচানো।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (১/৫৭) জা'ফার ইবনু সাহ্‌ল হতে, তিনি জা'ফার ইবনু নাস্‌র হতে, তিনি হাফ্‌স হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে জা'ফার ইবনু নাস্‌র। ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি পরিচিত নন। হাফ্‌স ইবনু গিয়াসের হাদীসের মধ্যে এ হাদীসের কোন ভিত্তিই নেই। তার যে হাদীস উল্লেখ করেছি এটি ছাড়াও নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

অতঃপর তিনি তার তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন : এগুলো বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন। তাদের পূর্বে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে "আলমাওযূ'য়াত" গ্রন্থে (২/২৬৮) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়।

মানাবী বলেন : মুসান্নেফ (সুয়ূতী) "মুখতাসারুল মওযূ'য়াত" গ্রন্থে হাদীসটির ব্যাপারে ইবনুল জাওযীর কথাকে সমর্থন করেছেন।

১৩৮২. (نِعْمَ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ).

১৩৮২। নারীর সর্বোত্তম খেলা হচ্ছে চরকায় সূতা পেচানো।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি রামহুরমুযী "আলফাসিলু বাইনার রাবী অল ওয়া'ঈ" গ্রন্থে (পৃ ১৪২) মূসা ইবনু যাকারিয়া হতে, তিনি আম্‌র ইবনুল হুসায়েন হতে, তিনি খুসায়েফ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আম্‌র ইবনুল হুসায়েন তিনি মিথ্যুক আর খুসায়েফ দুর্বল।

খুসায়েফের ন্যায় ব্যক্তি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুরসাল অথবা মওকূফ হিসেবে হাদীসটির মুতাবা'য়াত করেছেন। ইবনু কুদামাহ্ আল মাকদেসী "আলমুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৪/২) হাম্বাল সূত্রে আবূ আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ আব্দিল্লাহ্ বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েলের কিতাবে ছিল মুজাহিদ হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন : ইবনু ফুযায়েল তা ভুলে করেছেন।

লাইস হচ্ছে ইবনু আবী সুলাইম। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এ হাদীসটির ক্ষেত্রে সম্ভবত সঠিক হচ্ছে যে, এটি মওকুফ হিসেবে মুজাহিদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। আবূ নু'য়াইম বলেন : হাদীসটি আবূ বাক্‌র উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আস্‌সারীউ ইবনে সাহ্‌ল- আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদ জাস্‌সাস হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আম্‌র গানাবী হতে, তিনি আহমাদ ইবনুল হারেস গাসানী হতে, তিনি বাস্‌সাম ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২০/১৬৮-১৬৯) ১৩৮১ নম্বর হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করে কোন মন্তব্য না করে ত্রুটি করেছেন। কারণ এর সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। উমার ইবনু মুহাম্মাদ আস্সারীউ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাকে আবুল হাসান ইবনুল ফুরাত মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। হাকিম বলেন : তিনি মিথ্যুক। আমি তাদেরকে (মুহাদ্দিসগণকে) দেখেছি তারা সকলে তার হাদীসকে ত্যাগ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর তার সম্পর্কে লিখেছেন : তিনি মিথ্যুক।

আর আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

তাকে ইমাম বুখারী নিম্নের উক্তির দ্বারা মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন : তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তার সম্পর্কে দূলাবীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণকে আমি (আলবানী) চিনি না। অতএব এরূপ সনদের হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

١٣٨٣. (مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابًا مِنَ السُّؤَالِ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الْفَقْرِ).

১৩৮৩। যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য চাওয়ার দরজা খুলে দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দরিদ্রতার সত্তরটি দরজা খুলে দিবেন।

হাদীসটির এ বাক্যে কোন ভিত্তি নেই।

গাযালী হাদীসটিকে "আলইয়াহ্ইয়্যা" গ্রন্থে (২/৫৭) উল্লেখ করেছেন। তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন :

এটিকে তিরমিযী আবূ কাবশাহ্ আলআন্মারীর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

(وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ).

"কোন বান্দা চাওয়ার দরজা খুলে ফেললে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তার দরিদ্রতার দরজা খুলে দিবেন।" (২৩২৫) তিরমিযী বলেছেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে তিরমিযী এভাবেই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদও (৪/২৩১) বর্ণনা করেছেন।

এর সনদে ইউনুস ইবনু খাব্বাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তবে তার শাহেদ রয়েছে এ কারণে তিরমিযীর এ ভাষার হাদীসটি হাসান পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ইমাম আহমাদ (১৬৭৪) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) হতে, যার সনদে এক বেনামী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আর বাইহাক্বী আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যার ভাষা হচ্ছে :

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ أَوْ عِيَالٍ لاَ يُطِيْقُهُمْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য চাওয়ার দরজা খুলে দিবে কোন প্রকার দরিদ্রতা ছাড়াই, যা তার নিজের উপর অথবা পরিবারের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এমনভাবে যে তারা সহ্য করতে পারছে না, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দরিদ্রতার দরজা এমনভাবে খুলে দিবেন যে সে তা অনুভব করতে পারবে না।

মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/৩) বলেন : হাদীসটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন আর এ হাদীসটি শাহেদ পাওয়া যাওয়ার সময় ভালো।

١٣٨٤. (ثَلاَثَةٌ لا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ).

১৩৮৪। তিনটি বস্তু রয়েছে যেগুলোর সাথে কোন আমলই উপকারে আসবে না : আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতা-মাতার নাফারমানী করা ও যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরে পালিয়ে যাওয়া।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ১৪২০) ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ সূত্রে আবুল আশ'আশ হতে, তিনি সাওবান হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি এবং দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

ইমাম বুখারী বলেন : তার হাদীসগুলো মুনকার।

হায়সামী "আলমাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১০৪) বলেন :

হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইয়াযীদ ইবনু রাবী'য়াহ্ রয়েছেন তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণেই মুনযেরী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (২/১৮৩) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

١٣٨٥. (اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ).

১৩৮৫। রসূল (ﷺ) দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্ তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে এবং আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আমার প্রতি তোমার রিয্ককে প্রশস্ত করে দাও (বাড়িয়ে দাও)।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি হাকিম (১/৫৪২) কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী বাক্র সিদ্দীক্ব এর দাস 'ঈসা ইবনু মায়মূন সূত্রে কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মারফূ' বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

এ হাদীসের সনদ এবং ভাষা হাসান পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু 'ঈসা ইবনু মায়মূনের দ্বারা বুখারী এবং মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তারা দু'জন ছাড়া অন্যরাও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : 'ঈসা মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি : তবে বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তাতে তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেননি। হায়সামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/১৮২) বলেন : হাদীসটিকে ত্বাবারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদটি হাসান।

অতঃপর আমি (আলবানী) "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (৩৭৫৫) হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হই। কিন্তু সেখানেও হাদীসটি 'ঈসা ইবনু মায়মূন সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে যিনি হাকীমের সনদে রয়েছেন। অতএব হাদীসটি খুবই দুর্বলের অবস্থানে রয়ে যাচ্ছে।

আমি (আলবানী) হাদীসটিকে এখানে (খুবই দুর্বল) হিসেবে উল্লেখ করেছি অথচ আমি হায়সামীর অন্ধ অনুসরণ করে সহীহ্ হিসেবে "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। আমি ওখান থেকে "য'ঈফু জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে স্থানান্তরিত করার আশা করছি। "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে সে ব্যাপারে ধরো না যে ব্যাপারে ভুলে গেছি অথবা ভুল করেছি।"

١٣٨٦. (قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، أَيُصَلِّي رَبُّكَ ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مَا صَـــلاتُهُ؟، قَالَ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي).

১৩৮৬। আমি বললাম : হে জিবরীল! তোমার প্রতিপালক কি সলাত আদায় করেন? তিনি বললেন : হাঁ। আমি বললাম : তাঁর সলাত কিরূপ? তিনি বললেন : সুব্বুহুন কুদ্দূসুন, সাবাকাত রহমাতী গাযাবী, সাবাকাত রহমাতী গাযাবী।

হাদীসটি এভাবে বানোয়াট।

হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে (পৃ ১০) আম্‌র ইবনু উসমান সূত্রে আবূ মুসলিম কায়েদু আ'মাশ হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আম্‌র ইবনু মুর্‌রাহ্ হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : আবূ মুসলিম ছাড়া আ'মাশ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী যেমনটি ইমাম বুখারী নিম্নের উক্তি দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন ঃ

তার হাদীসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আবূ দাঊদ বলেন : তার নিকট কতিপয় বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি বহু ভুলকারী। মারাত্মক সন্দেহ পোষণকারী। তিনি আ'মাশ প্রমুখ থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন অন্য কেউ যেগুলোর মুতাবা'য়াত করেননি।

অতঃপর ইবনু হিব্বান দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে তাকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : (৭/১৪৭) : তিনি ভুলকারী।

হাফিয হায়সামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/২১৩) এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ে হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন : হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুস সাগীর" এবং "আলআওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তিনি এরূপই বলেছেন, অথচ এ আবূ মুসলিম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। বরং তাকে ইমামগণ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যেমনটি উল্লেখ করেছি। একমাত্র ইবনু হিব্বান (তার দ্বিতীয় মতামত অনুসারে) তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার প্রথম মতটিই সঠিক এবং

নির্ভরযোগ্য। কারণ, সেটিতে দোষ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা অন্যান্য ইমামগণের মতের সাথে মিলে গেছে।

এছাড়া আবূ মুসলিম হতে বর্ণনাকারী আম্র ইবনু উসমানকে হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। অতএব হায়সামী যে বলেছেন : বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে, তা কোথা হতে পেলেন?

মোটকথা : হাদীসটি এভাবে সহীহ্ নয়। শেষ বাক্যটি সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তবে নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর কিতাবে নিজের উপর লিখে দিলেন -যা তাঁর নিকটে রাখা রয়েছে- : আমার রহমাত বিজয় লাভ করেছে (অন্য বর্ণনায় এসেছে : অগ্রাধিকার লাভ করেছে) আমার ক্রোধের উপর।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। আমি এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থ (১৬২৯) সহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

١٣٨٧. (لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ رُوَيْدَكَ، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْ، قَالَ: وَهُوَ يُصَلِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا يَقُوْلُ: قَالَ: يَقُوْلُ: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ).

১৩৮৭। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন সপ্তম আসমানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করানো হয়েছিল তখন জিবরীল তাঁকে বললেন : আপনি অপেক্ষা করুন। কারণ আপনার প্রতিপালক সলাত আদায় করছেন। (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বললেন : তিনি সলাত আদায় করেন? তিনি বললেন : হাঁ। (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বলবেন : তিনি কী বলেন? তিনি বললেন : সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি অর রূহ সাবাকাত রহমাতী গাযাবী।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (১/১১৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হাফ্ফার সূত্রে সা'ঈদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া উমাবী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি বলেন : ...।

ইবনুল জাওযী বলেন : বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে আতা হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি এরূপ ব্যক্তি থেকে শুনেছেন যার উপর নির্ভর করা যায় না। এরূপ হাদীস এরূপ ব্যক্তির দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

আমি (আলবানী) বলছি : সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/২২) বলেন : হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া হাফ্ফার কে তা জানা যায় না। তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এটি মুনকার। কিন্তু আমি এর অন্য একটি সূত্র পেয়েছি।

আমি (আলবানী) বলছি : সুয়ূতী ইবনু নাসরের বর্ণনায় ইবনু জুরায়েজ সূত্রে আতা হতে (মুরসাল হিসেবে) রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে নেই যে, "আপনার প্রতিপালক" সলাত আদায় করছেন।" এটি হাদীসের মধ্যে মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হওয়ার দ্বারাই সমস্যা বর্ণনা করা বেশী উত্তম আতা কর্তৃক মুরসাল হিসেবে সমস্যা বর্ণনা করার চেয়ে। কারণ, মুরসাল হওয়াটা যদিও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট তবুও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইবনু জুরায়েজ দুর্বল এবং মাতরূক বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করতেন। আর এ কারণেই ইমাম আহমাদ বলেছেন :

ইবনু জুরায়েজের এসব হাদীসগুলোর কতিপয় হাদীস যেগুলোকে তিনি মুরাসল হিসেবে বর্ণনা করতেন সেগুলো বানোয়াট। তিনি এগুলো কোথা থেকে গ্রহণ করছেন সে ব্যাপারে কোন পরওয়া করতেন না।

١٣٨٨ . (قَالَ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ لِمُوْسَى هَلْ يُصَلِّيْ رَبُّكَ؟ فَتَكَابَدَ مُوْسَى لِذَلِكَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا قَالُوْا لَكَ يَا مُوْسَى؟ فَقَالَ الَّذِيْ سَمِعْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّيْ أُصَلِّيْ وَأَنَّ صَلَاتِيْ تُطْفِيءُ غَضَبِيْ).

১৩৮৮। বানু ইসরাইলরা মূসা (আঃ)-কে বলল : আপনার প্রতিপালক কি সলাত আদায় করেন? তিনি এ কারণে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : হে মূসা! তোমাকে তারা কী বলেছে? তিনি বললেন : আপনি যা শুনেছেন। আল্লাহ্ বললেন : তুমি তাদেরকে সংবাদ দাও আমি সলাত আদায় করি। আর আমার সলাত আমার রাগকে নিভিয়ে দেয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/২২) পূর্বের হাদীসটির শাহেদ হিসেবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বলেননি যে হাদীসটি কে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "আলকামূস" গ্রন্থের লেখক ফীরোযাবাদীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন :

তার সনদটি ভালো এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, তাদের দ্বারা বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। এর সনদের মধ্যে হাসান বাসরী কর্তৃক আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোন সমস্যা নেই। কারণ অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতানুযায়ী তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : অতএব সনদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে তাহলে সনদটি ভালো কিভাবে? যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন তাহলে দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা রয়েছে আর সেটি হচ্ছে হাদীসটি হাসান হতে আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। কারণ তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। যেমনটি পূর্বে তার সম্পর্কে বার বার আলোচনা করা হয়েছে। অতএব হাদীসটির সনদ দুর্বল।

সম্ভবত হাদীসটি ইসরাঈলীদের থেকে বর্ণনাকৃত। কোন কোন বর্ণনাকারী ভুলক্রমে হাদীসটি নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' বানিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

অতঃপর সুয়ূতীকে দেখেছি তিনি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি দায়লামী এবং ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি ইবনু আসাকিরের নিকট "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১৭/১৯০/১) কাতাদাহ্ সূত্রে হাসান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٩. (كَانَ إِذَا فَقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ، وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا عَادَهُ).

১৩৮৯। তিনি যখন তাঁর ভাইদের মধ্য থেকে কোন একজনকে তিনদিন অনুপস্থিত পেতেন তখন তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। সে যদি অনুপস্থিত থাকতো সফরের কারণে, তাহলে তার জন্য দু'আ করতেন আর যদি উপস্থিত থাকতো (দেশেই থাকতো) তাহলে তার নিকট যেতেন। আর যদি রোগে আক্রান্ত হতেন তাহলে তাকে দেখতে যেতেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি এভাবে আবুশ শাইখ "কিতাবু আখলাকিন্নাবী অআদাবুহু" গ্রন্থে (পৃ ৭৫) আবূ ই'য়ালা হতে, তিনি আয্‌রাক্ব ইবনু আলী হতে, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী বুকায়ের হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু কাসীর হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে আব্বাদ ইবনু কাসীর, তিনি হচ্ছেন বাসরী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি কতিপয় মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হায়সামী " (২/২৯৫-২৯৬) আবূ ই'য়ালার বর্ণনা হতে হাদীসটির শেষে অনেক দীর্ঘ ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেন :

এর সনদে আব্বাদ ইবনু কাসীর রয়েছেন। তিনি সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। তার গাফলতির কারণে তিনি মাতরূক।

হাদীসটিকে সুয়ূতী 'আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ ই'য়ালার বর্ণনা হতে আবুশ শাইখের বর্ণনার ন্যায় সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মানাবী হায়সামীর মন্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

সুয়ূতী নিজেই হাদীসটিকে "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৪০৪-৪০৫) উল্লেখ করে হাদীসটির সমালোচনা করেছেন। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/২০৬-২০৭) ইবনু শাহীনের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন :

এটি বানোয়াট। হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী হচ্ছেন আব্বাদ।

সুয়ূতী তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এবং হায়সামীর পূর্বোক্ত বক্তব্যকেও উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আলমাতালিবুল আলিয়্যাহ্" গ্রন্থে বলেন : আব্বাদ ইবনু কাসীর হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি খুবই দুর্বল আর হাদীসটিতে বানোয়াট হওয়ার আলোমত সুস্পষ্ট।

সুয়ূতী হাফিয ইবনু হাজারের এ বক্তব্যকেও সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তার দু'গ্রন্থে দু'ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি "আলফায়েয" গ্রন্থে হায়সামীর মন্তব্য উল্লেখ করে তা সমর্থন করেছেন অর্থাৎ হাদীসটি খুবই দুর্বল হওয়াকে সমর্থন করেছেন। আর "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটির সনদ দুর্বল।

তার প্রথম কথাটি সঠিকের নিকটবর্তী।

১৩৯০. (اطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِعِزَّةِ الْأَنْفُسِ، فَإِنَّ الْأُمُوْرَ تَجْرِيْ بِالْمَقَادِيْرِ).

১৩৯০। আত্মাকে মর্যাদা দিয়ে (অর্থাৎ আত্মার মর্যাদাহানি না ঘটিয়ে) প্রয়োজনগুলো প্রার্থনা করো। কারণ সবকিছু চালিত হয় তাকদীরের দ্বারা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৬২/১) আবূ যুর'য়াহ্ মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আহমাদ কুরাশী (প্রসিদ্ধ ইবনুত তাম্মার হিসেবে) হতে, তিনি আলী ইবনু আম্র ইবনে আব্দিল্লাহ্ মাখযূমী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি হুরাইয ইবনু উসমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র মাযেনী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। হুরায়েযের নিচের বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু আব্দির রহমান ছাড়া অন্য কাউকে আমি চিনি না। ইবনু আবী হাতিম হাদীসটিকে "আলজারহ" গ্রন্থে (৪/১/৩৮৭) এভাবেই উল্লেখ করে বলেছেন : আতা হতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন। আমি (ইবনু আবী হাতিম) আমার পিতাকে তা বলতে শুনেছি, আমি তাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : তিনি পরিচিত নন।

আর ইবনু হিব্বান তাকে তার নিজস্ব নীতির ভিত্তিতে "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে (৭/৪৬৮) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তাম্মাম এবং ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র হতে উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী শুধুমাত্র দুর্বল হওয়ার আলামাত ব্যবহার করেছেন বলা ছাড়া আর কোন কিছু বলেননি।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে যিয়ার "আলআহাদীসুল মুখতারাহ্" গ্রন্থে (২/১০৫) তাম্মামের সূত্রে পেয়েছি।

১৩৯১. (لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوْبُ الْعَارِفِيْنَ).

১৩৯১। প্রত্যেক বস্তুর খণি আছে আর তাক্বওয়ার খণি হচ্ছে আরেফীনদের (জ্ঞানীজনদের) হৃদয়সমূহ।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (১/১৭১-১৭২) আলখাতীবের বর্ণনায় (৪/১১) তার সনদে অসীমাহ্ ইবনু মূসা ইবনিল ফুরাত হতে, তিনি সালামাহ্

ইবনুল ফায্ল হতে, তিনি ইবনু সাম'য়ান হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি সালেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন :

হাদীসটি সহীহ্ নয়। ইবনু সাম'য়ানকে মালেক ও ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর অসীমাহ্ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেন : তিনি সালামাহ্ হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (১/১২৪) বলেন :

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটি বানোয়াট। তিনি হাদীসটিকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ ইবনে সাম'য়ানের জীবনীতে এবং অসীমার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজারের "আললিসান" গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু সাম'য়ানকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে। এটিকে বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন : তিনি এটিকে ইবনু শিহাব হতে বর্ণনাকারী এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনু সাম'য়ানের নাম নেননি। অতঃপর বলেছেন : এটি মুনকার। সম্ভবত বিপদ ঘটেছে এই ব্যক্তি হতে যার নাম নেয়া হয়নি।

আমি (আলবানী) এর আরেকটি সূত্র পেয়েছি ঃ

ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৯৩/১) বলেন : আবূ আক্বীল আনাস ইবনু সালামাহ্ খাওলানী হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু রাজা সিখতিয়ানী হতে বর্ণনা করেছেন ...।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) পর্যন্ত মারফূ' হিসেবে পৌঁছিয়েছেন এবং কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন যা ভালো নয়। কারণ এ আবূ আক্বীলকে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেননি। আর মুহাম্মাদ ইবনু রাজা হচ্ছেন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেন : আব্দুর রহমান ইবনু আবিয যিনাদ হতে মুয়াবিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর ফাযীলাত বর্ণনা করে মুহাম্মাদ ইবনু রাজা বাতিল হাদীস বর্ণনা করেন। তাকে এ হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার তার এ বক্তব্যকে "আললিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তিনিই এ সূত্রের সমস্যা। তার দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না এবং তার মত ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা হাদীসটি জাল হওয়ার গণ্ডি থেকে বের হতে পারে না, যে হাদীসকে ইবনুল জাওযী, যাহাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٩٢. (لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِيْنَ مِثْلِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ بِهِمْ يُعَافَوْنَ وَبِهِمْ يُرْزَقُوْنَ وَبِهِمْ يُمْطَرُوْنَ).

১৩৯২। যমীন কখনও ইব্‌রাহীম খালীলুর রহমানের ন্যায় ত্রিশ ব্যক্তি হতে খালি হবে না। তাদের কারণেই ক্ষমা করা হয়ে থাকে, তাদের কারণেই রিয্‌ক দেয় হয় এবং তাদের কারণে বৃষ্টি নাযিল করা হয়ে থাকে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে (২/৬১) এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/১৫০-১৫২) আব্দুর রহমান ইবনু মারযূক্ব হতে তিনি আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আতা আলখাফ্‌ফাফ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে ইবনু মারযূকের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। একমাত্র তার ত্রুটি বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে উল্লেখ করা বৈধ নয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়। অতঃপর তিনি ইবনু হিব্বান কর্তৃক উল্লেখিত কথাগুলো উল্লেখ করে আরো বলেন :

আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আতা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং মুযতারিব।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল ওয়াহাবের মধ্যে যদিও দুর্বলতা রয়েছে, তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম তার হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি সমস্যা নন যদিও সুয়ূতী তার সম্পর্কে বর্ণিত কথাগুলো "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৩৩১) সমর্থন করেছেন। সমস্যা হচ্ছে ইবনু মারযূক্ব যেমনটি ইবনু হিব্বানের কথা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু হিব্বানের কথাকে সমর্থন করে বলেছেন : এটি মিথ্যা।

আর হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তিনি ইবনু মারযূক্বের নির্ভরযোগ্য হওয়ার পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন : এ হাদীসটিকে তার উদ্ধৃতিতে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে, হাদীসটি বাতিল।

এতো কিছু এবং সুয়ূতী কর্তৃক ইবনু জাওযী যে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেছেন তা সমর্থন করা সত্ত্বেও তিনি "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনা থেকে

উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

মানাবী যে তার সমালোচনা করেছেন তা সঠিক হলেও এর কোন মূল্য নেই। তা এ কারণে যে, "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ হাদীসের পরে আনাস (রাঃ) হতে অনুরূপ আরেকটি হাদীস দারাকুতনীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ বর্ণনায় তিনি ত্রিশের স্থলে চল্লিশ ব্যবহার করে শেষে আরেকটু বৃদ্ধি করেছেন :

"তাদের মধ্য থেকে যে কোনজন মারা গেলে আল্লাহ্ তা'আলা আরেকজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন।"

সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বলেন : এ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়া হয়েছে।

তিনি এর দ্বারা হায়সামীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ তিনিই হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। তিনি "মাজমা'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১০/৬৩) বলেন : হাদীসটি ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদটি হাসান।

সুয়ূতী তার "আলআবদাল" গ্রন্থে (২/৪৬০) তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে মানাবীও "আলফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেছেন : তার সনদটি হাসান। [মানাবীর এ কথার কারণে আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে তার মন্তব্য অর্থহীন হয়ে গেছে]।

আমি (আলবানী) বলছি : যদি তার নিকটে হাদীসটি হাসানই হয় তাহলে প্রথম হাদীসটির সমালোচনা করার কারণ কী থাকতে পারে।

কিন্তু হায়সামী এবং যারা তার অনুসরণ করেছেন তারা যে হাদীসটির সনদটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন এ ব্যাপারে তারা ঠিক করেছেন নাকি ভুল করেছেন? এ সম্পর্কে (৪৩৪১) নম্বর হাদীসের মধ্যে আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ্।

জেনে রাখুন! আবদাল সম্পর্কে বর্ণিত সব হাদীসই দুর্বল। এ সম্পর্কে বর্ণিত কোন কিছুই সহীহ্ নয়। বরং একেকটি হাদীস অন্যটির চেয়ে বেশী দুর্বল। (৯৩৬) নম্বরে ওবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তার নিচেই আউফ ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আর (২৯৯৩) নম্বরে আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

এছাড়া সুয়ূতী তার "আলখাবরুদ দাল্লু আলা ওজূদিল কুতুবে অল আওতাদ অননুযাবায়ে অল আবদাল" এ গ্রন্থে আবদাল সম্পর্কে যেসব হাদীস উল্লেখ

করেছেন আমি সে সব হাদীসগুলোর সনদগুলোর উপর অনুসন্ধান চালিয়ে সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোর ব্যাপারে সুয়ূতী চুপ থেকেছেন সেগুলোরও সমস্যাগুলো প্রকাশ করে দিয়েছি, এ খণ্ডেরই শেষে (১৪৭৪ হতে ১৪৭৯) পর্যন্ত উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে।

১٣٩٣ . (كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَــى الْحَمَــامِ الْأَحْمَرِ)

১৩৯৩। উতরুজ্জার (বড় কাগজি লেবুর) দিকে তাকানো রসূল (ﷺ)-কে আশ্চর্যান্বিত করত, লাল কবুতরের দিকে তাকানোও তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ কাবাশাহ্ (রাঃ), আলী (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), আনাস (রাঃ) ও তাউস হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

১। আবূ কাবাশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি ইয়া'কূব ইবনু সুফইয়ান তার "তারীখ" গ্রন্থে (২/৩৫৭) এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/৯), ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৪৮), আবুল আব্বাস আলআসাম তার "হাদীস" গ্রন্থে (১/১৪০/১), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১২/২৯৯/২) এবং অনুরূপভাবে 'ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/৩৩৯) বর্ণনা করেছেন।

এর সনদের বর্ণনাকারী আবূ সুফইয়ান আম্মারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি বিপদজনক বর্ণনাগুলোই বর্ণনাকারী। তার দ্বারাই ইবনুল জাওযী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করে আরো বলেছেন : আবূ হাতিম বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনু হাজার "আল্লিসান" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এর আরেক বর্ণনাকারী হাবীব ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আবী কাবশার জীবনী পাচ্ছি না। তিনি অপরিচিতদের অন্তর্ভুক্ত।

[এ সনদটি সম্পর্কে মূল গ্রন্থে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]।

২। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটির সনদে 'ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান এবং ইবনুল জাওযী বলেন : তিনি তার বাপ-দাদাদের উদ্ধৃতিতে কিছু বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অবৈধ।

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৫/১৮৮৩) বলেন : তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো সঠিক নয়। তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি তার বাপ-দাদাদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তার হাদীস লিখা যাবে না। তিনি কিছুই না।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

৩। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদের এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন আম্‌র ইবনু শাম্‌র। ইবনুল জাওযী বলেন : তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। সা'দী বলেন : তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মহাবিপদ বর্ণনাকারী। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই অবৈধ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : এটি মিথ্যা হাদীস। হুসাইন ইবনু উলওয়ানকে এ হাদীসটির সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে আমরা জানতাম। অর্থাৎ তিনিই হিশামের উদ্দেশ্যে হাদীসটি তৈরি করেন।

ইবনু কুদামাহ্ "আলমুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৬৫/২) বলেন : কোন কোন মুহাদ্দিস ধারণা পোষণ করেন যে, আবূ যাকারিয়া সিলহীনী শুরায়েক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা মিথ্যা কথা। সিলহীনী এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি বাতিল।

৪। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে প্রথম "(উতরুজ্জার (বড় কাগজি লেবুর) দিকে তাকানো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আশ্চর্যান্বিত করত" বাক্যটির স্থলে "লাউয়ের দিকে তাকানো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আশ্চর্যান্বিত করত ..." এ ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এ সনদের এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন গুনায়েম ইবনু সালেম। খাতীব বাগদাদী "আলমুওয়ায্যেহ্" গ্রন্থে (২/২৫৭) বলেন : তিনি হচ্ছেন ইয়াগনাম ইবনু সালেম ইবনে কুমবুর।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৪৫) বলেন : তিনি এক শাইখ, আনাস ইবনু মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতিতে তিনি হাদীস জালকারী। তিনি তার উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেন। শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং তার থেকে বর্ণনা করা অবৈধ।

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৫/১৮৮৩) বলেন : তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো সঠিক নয়। তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি তার বাপ-দাদাদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তার হাদীস লিখা যাবে না। তিনি কিছুই না।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

৩। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদের এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন আম্র ইবনু শাম্র। ইবনুল জাওযী বলেন : তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। সা'দী বলেন : তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মহাবিপদ বর্ণনাকারী। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই অবৈধ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : এটি মিথ্যা হাদীস। হুসাইন ইবনু উলওয়ানকে এ হাদীসটির সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে আমরা জানতাম। অর্থাৎ তিনিই হিশামের উদ্দেশ্যে হাদীসটি তৈরি করেন।

ইবনু কুদামাহ্ "আলমুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৬৫/২) বলেন : কোন কোন মুহাদ্দিস ধারণা পোষণ করেন যে, আবূ যাকারিয়া সিলহীনী শুরায়েক হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটা মিথ্যা কথা। সিলহীনী এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেননি। এ হাদীসটি বাতিল।

৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে প্রথম "(উতরুজ্জার (বড় কাগজি লেবুর) দিকে তাকানো রসূল (ﷺ)-কে আশ্চর্যান্বিত করত" বাক্যটির স্থলে "লাউয়ের দিকে তাকানো রসূল (ﷺ)-কে আশ্চর্যান্বিত করত ..." এ ভাষায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এ সনদের এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন গুনায়েম ইবনু সালেম। খাতীব বাগদাদী "আলমুওয়ায্যেহ্" গ্রন্থে (২/২৫৭) বলেন : তিনি হচ্ছেন ইয়াগনাম ইবনু সালেম ইবনে কুমবুর।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/১৪৫) বলেন : তিনি এক শাইখ, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে তিনি হাদীস জালকারী। তিনি তার উদ্ধৃতিতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেন। শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং তার থেকে বর্ণনা করা অবৈধ।

١٣٩٤. (لِكُلِّ أَمْرٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِيْنِ وَالْفُقَرَاءِ وَهُمْ جُلَسَاءُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৩৯৪। প্রতিটি বস্তুর চাবি রয়েছে আর জান্নাতের চাবি হচ্ছে মিসকীন ও ফাকীরদেরকে ভালোবাসা। তারা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে বসবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৬/২৩৭৫), ইবনু হিব্বান "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৪৬-১৪৭), তার থেকে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (৩/১৪১) আহমাদ ইবনু দাউদ ইবনে আব্দিল গাফ্ফার সূত্রে আবূ মুস'য়াব হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন : হাদীসটি বানোয়াট। বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু দাউদ হাদীস জাল করতেন। তার অবস্থা প্রকাশ করে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তাকে উল্লেখ উল্লেখ করাই অবৈধ ...।

ইবনুল জাওযী অনুরূপ কথা বলে আরো বলেছেন : দারাকুতনী বলেছেন : এ হাদীসটিকে উমার ইবনু রাশেদ আলজারী মালেকের উদ্ধৃতিতে বানিয়েছে। আর এ শাইখ (আহমাদ ইবনু দাউদ) তার থেকে চুরি করে আবূ মুস'য়াবের উদ্ধৃতিতে বানিয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : আবূ মুস'য়াবের নাম হচ্ছে মুতার্‌রাফ ইবনু আব্দিল্লাহ্ মাদানী। তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু আদী তার অন্যান্য মুনকার হাদীসের সাথে এ হাদীসটি উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেন : এ হাদীসটি এ সনদে খুবই মুনকার।

এ মুতাররাফকে ইবনু সা'দ, ইবনু হিব্বান ও দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হাতিম বলেছেন : তিনি সত্যবাদী মুযতারিবুল হাদীস।

অতএব এ হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তার থেকে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু দাউদ যেমনটি যাহাবী এবং আসকালানী বলেছেন। কারণ তাকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন :

তিনি হাদীস জাল করতেন। ইবনু তাহেরও অনুরূপ কথাই বলেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে এবং তার অনুসরণ করে

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেছেন : এ হাদীসটি তার মিথ্যা বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বে তার সম্পর্কে দারাকুতনীর উক্তি আলোচিত হয়েছে যে, তিনি হাদীসটি উমার ইবনু রাশেদ আলজারী হতে চুরি করেছেন। সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আলজারী-র এ বর্ণনাটি আবুল হাসান ইবনু সাখ্‌র "আওয়ালী মালেক" গ্রন্থে আর খাতীব বাগদাদী "রুওয়াতু মালেক" গ্রন্থে তার দু'জনের সনদে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী (২/৩২৪) বলেন :

হাদীসটি ইবনু লাল "মাকারিমুল আখলাক্ব" গ্রন্থে এবং ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু আদী হাদীসটি উমার ইবনু রাশেদ আলজারী-র সূত্রে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি আহমাদ ইবনু দাউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম এবং আবূ নু'য়াইম তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মালেক হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন : নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করার দোষে তাকে দোষী করা হতো।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেন : ইবনুল জাওযী হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে উল্লেখ করে বানোয়াট হিসেবে হুকুম লাগিয়েছেন।

কিন্তু তিনি যে বলেছেন : কয়েকটি সূত্রে, তা মযবূত কথা নয়। কারণ হাদীসটির একটি মাত্র সূত্র যেটিকে আলজারী মালেক হতে বানিয়ে অতঃপর তার থেকে এ সূত্রটি চুরি করেছেন আহমাদ ইবনু দাউদ, অতঃপর তিনি আবূ মুস'য়াব হতে, তিনি মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের সনদকে কি বলা যায় কয়েকটি সূত্রে।

এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি "আত্‌তায়সীর" গ্রন্থে হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে স্পষ্ট করেননি। শুধুমাত্র বলেছেন : এর মধ্যে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী ব্যক্তি রয়েছে।

١٣٩٥. (أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الإِيْمَانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ).

১৩৯৫। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে মানুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী “মুখতাসারু মাকারিমিল আখলাক্ব” গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডে ওয়ালীদ ইবনু সুফ্ইয়ান আলকাত্তান বাসরী হতে, তিনি ওবায়েদ ইবনু আম্র হানাফী হতে, তিনি আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ‘য়ান হতে, তিনি সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল :

১। ইবনু জাদ‘য়ান, তিনি দুর্বল হিসেবে প্রসিদ্ধ।

২। ওবায়েদ ইবনু আম্র হানাফীকে দারাকুতনী ও আযদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন : ইবনু আদী তার দু'টি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সে দু'টির একটি। তার ভাষাটি (৩৬৩১) নম্বরে আলোচিত হবে।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে ত্ববারানীর “আলমাকারিম” গ্রন্থের বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন। মানাবী “ফায়যুল কাদীর” গ্রন্থে হাদীসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তবে তিনি “আত্তায়সীর” গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটির সনদ হাসান!

অথচ হাদীসটি কোনক্রমেই হাসান হতে পারে না পাঠকের নিকট পূর্বের আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়েছে।

١٣٩٦. (لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الْقَبْرُ وَالزَّوْجُ، قِيلَ: وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْقَبْرُ).

১৩৯৬। নারীর জন্য দু'টি বস্তুতে পর্দা রয়েছে : কবর এবং স্বামী। কেউ জিজ্ঞেস করল কোন্টি উত্তম? তিনি বললেন : কবর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্ববারানী “আলমু‘জামুল কাবীর” (৩/২৭১/২) এবং “সাগীর” গ্রন্থে (৪৪৮), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১১৫) এ ভাষাটি তারই এবং ইবনু আসাকির তার সূত্রে “তারীখু দেমাস্ক” গ্রন্থে (১৪/৩৭২/১), অনুরূপভাবে ইবনুল জাওযী “আলমওযূ‘য়াত” গ্রন্থে (৩/২৩৭) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আবূ রাওক হামদানী হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর প্রতি বানানো হয়েছে। খালেদ এ দোষে দোষী। তিনি হচ্ছেন খালেদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আসাদ কাসরী।

ইবনু আদী বলেন : তার সব হাদীসেরই ভাষা এবং সনদের মুতাবা'য়াত করা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি : অনুরূপ কথা ওকায়লীও "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৫/৪২৪) বলেছেন : তার হাদীসের মুতাবা'য়াত করা যাবে না।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

ত্ববারানী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের সনদে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে ইবনু আব্বাস (ﷺ) এবং যহ্হাক ইবনু মাযাহিমের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ যহ্হাকের ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। যেমনটি এ সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন : আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীস থেকে এটির শাহেদ রয়েছে। কিন্তু সেটি এ হাদীসটির কোন শক্তি বৃদ্ধি করবে বলে আমি ধারণা করছি না। সেটি নিম্নের হাদীসটি :

١٣٩٧. (لِلنِّسَاءِ عُشْرُ عَوْرَاتٍ، فَإِذَا زُوِّجَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ الزَّوْجُ عَوْرَةً وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ سَتَرَ الْقَبْرُ تِسْعَ عَوْرَاتٍ).

১৩৯৭। নারীদের জন্য পর্দাকারী বস্তু দশটি : মহিলার যখন বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় তখন স্বামী তার জন্য একটি পর্দা, আর যখন মহিলা মারা যায় তখন কবর নয়টি পর্দাকে পূর্ণ করে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি দায়লামী ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ হাসানী সূত্রে হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ আলআশকার হতে, তিনি তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আলী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৪৩৮) এ হাদীসটিকে পূর্বেরটির শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ্" গ্রন্থে (২/৩৭২-৩৭৩) কোন মন্তব্য না করে চুপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মাদ ইবনুল আশকারের নিচের বর্ণনাকারীগণকে আমি চিনি না। তার শাইখ হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু

মুহাম্মাদ, বাহ্যিকতা হতে বুঝা যায় যে তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব আবূ মুহাম্মাদ 'আলাবী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাকবূল।

অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে অন্যথায় তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তার উপরের বর্ণনাকারীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তারা পরিচিত সত্যবাদী হিসেবে এবং "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে তাদের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তাদের নিচের বর্ণনাকারীগণ।

١٣٩٨. (لَوْ دُعِيَ بِهذَا الدُّعَاءِ عَلَى شَيْءٍ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ لاسْتُجِيبَ لِصَاحِبِهِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يا بَدِيعَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ).

১৩৯৮। পূব-পশ্চিমের মাঝে (যে কোন প্রান্তে) জুম'আর দিবসের যে কোন সময়ের মধ্যে যদি (নিম্নের) এ দু'আর দ্বারা কিছু চাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তার দু'আ কবূল করা হবে : লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, ইয়া হান্নানু, ইয়া মান্নানু! ইয়া বাদী'উস সামাঅতি অল আরযি! ইয়া যালজালালি অল ইকরাম!

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৪/১১৬) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ উমারী আবুল ওয়ালীদ হতে, তিনি ইবনু আবী যিইব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এ খালেদ ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে (১/২৮৪-২৮৫) বলেন : তিনি এক শাইখ রায়পন্থীদের মত অবলম্বন করতেন। তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তার থেকে রায়পন্থীরা বেশী বেশী বর্ণনা করেছেন। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন।

ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/১৮) বলেন : তিনি ভুল হাদীস বর্ণনা করেন এবং নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করতেন।

ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৩/৮৯০) বলেন : তার অধিকাংশ হাদীসগুলো মুনকার।

হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে আবূ হাতিম এবং ইয়াহ্ইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

১৩৯৯. (إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ).

১৩৯৯। যখন কোন ফাসেক (পাপাচারী) ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন প্রতিপালক (আল্লাহ্) রাগান্বিত হন এবং এ কারণে আর্‌শ কেঁপে উঠে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবুশ শাইখ আসবাহানী "আলআওয়ালী" গ্রন্থে (২/৩২/১) আবূ ই'য়ালা হতে, ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৩/১৩০৭), আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/২৭৭), খাতীব বাগদাদী "আত্‌তারীখ" গ্রন্থে (৭/২৯৮, ৮/৪২৮), বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৫৯/১), ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৭/২/২) সাবেক ইবনু আব্দিল্লাহ্ সূত্রে আনাসের খাদেম আবূ খালাফ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল :

১। এ আবূ খালাফ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ হাতিম বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তার নাম হাযেম ইবনু আতা, তিনি মাতরূক। তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয ইবনু হাজার যে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১০/৪৭৮) শুধুমাত্র বলেছেন : তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

তার থেকে এরূপ মন্তব্য শিথিলতা প্রদর্শনের শামিল। কারণ এরূপ মন্তব্য খুবই দুর্বলের ভাবার্থ বহন করে না যেরূপ আবূ খালাফের জীবনীতে উল্লেখ করা "তিনি মাতরূক" কথাটি খুবই দুর্বল হওয়ার ভাবার্থ বহন করে।

২। সাবেক ইবনু আব্দিল্লাহ্। হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল এবং তিনি আর্‌রাক্বী নন। তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" এবং "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটি মুনকার।

আবূ নু'য়াইম কর্তৃক উল্লেখকৃত হাদীসটির ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ.

যখন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাগান্বিত হন।

এটি বাইহাক্বীর বর্ণনায় এসেছে। হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহ্ইয়া" গ্রন্থে **(৩/১৩৯) বলেন** : এটিকে ইবনু আবিদ দুনয়া "আস্সমতু" গ্রন্থে ও বাইহাক্বী **"আশশু'যাব"** গ্রন্থে আনাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। আর এর সনদে **আনাস** (রাঃ)-এর খাদেম আবূ খালাফ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

তিনি অন্যত্র বলেছেন : হাদীসটি ইবনু আদী এবং আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু "মুসনাদু আবী ই'য়ালা" এর মধ্যে এটিকে দেখছি না। "মাজমা'উল হায়সামী" এর মধ্যেও এটিকে দেখছি না অথচ এটি তার শর্ত মাফিক হাদীস। স্পষ্টত এই যে, এটি "মুসনাদুল কাবীর" গ্রন্থে এসেছে। তার উদ্ধৃতিতেই হাফিয ইবনু হাজার "আলমাতালিবুল আলিয়াহ্" গ্রন্থে (৩/৩) উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি সংক্ষেপে শেষাংশ "এ কারণে আর্‌শ কেঁপে উঠে" ছাড়া বুরায়দা (রাঃ)-এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৫/১৯১৭) মুহাম্মাদ ইবনু সাবীহ্ আলআগার সূত্রে হাতেম ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি উকবাহ্ আসাম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরায়দাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ..।

তিনি এটিকে উকবাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আসাম রিফা'ঈ বাসরীর হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত **উল্লেখ করে বলেছেন** : তার যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি এগুলো ছাড়াও আরো **হাদীস রয়েছে**। সেগুলোর কোন কোনটি সঠিক আর কোন কোনটির মুতাবা'য়াত **করা হয়নি**।

ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি তার সম্পর্কে বলেন : তিনি কিছুই না। অন্য বর্ণনায় **বলেন : তিনি নির্ভর**যোগ্য নন।

উমার **ইবনু আলী** হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : তিনি দুর্বল ছিলেন, দুর্বল হাদীস বর্ণনা **করতেন। তিনি হাফিয** নন।

আমি (আলবানী) **বলছি** : তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছে হাতেম ইবনু আব্দিল্লাহ্। তাকে ইবনু হিব্বান **"আস্সিকাত"** গ্রন্থে (৮/২১১) উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি ভুলকারী।

ইবনু আবী হাতিম (১/২/২৬০) এবং আবূ নু'য়াইমের নিকট তার নাম হাতেম ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ হিসেবে **উল্লেখ করা হয়েছে**।

ইবনু আবী হাতিম তার পিতার **উদ্ধৃতিতে বলেন** : তার হাদীসের মধ্যে দৃষ্টি দিয়েছি তার মধ্যে মুনকার পায়নি।

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সাবীহ্ আগারকে খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৫/৩৭৩) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার কথা "আলমীযান" এবং "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু সাবীহ্ যিনি উমার ইবনু আইউব মূসেলী হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

সম্ভবত তার দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে এটাই যে, অন্য বর্ণনাকারী তার ভাষার বিরোধিতা করেছেন। আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম ইবনে ইয়াযীদ আখওয়ায়েন বলেন : আমাদেরকে হাতেম ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি উকবাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আসাম হতে ... নিম্নের বাক্যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

(إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْفَاسِقِ: يَا سَيِّدِيْ، فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ)

"যখন কোন ব্যক্তি ফাসেককে বলে : হে আমার সরদার, তখন সে তার প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করে।"

এটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (২/১৯৮) বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ণনাকে আরো দৃঢ় করছে যে হাসান ইবনু মূসা আশইয়াব হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য, বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি হাদীসটিকে (এ ভাষায়) উকবাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আসাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইবনু মূসার বর্ণনাটিকে হাকিম এবং খাতীব বাগদাদী "আত্তারীখ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি এ ভাষায় সহীহ্। কারণ কাতাদাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরায়দাহ্ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৩৭১, ১৩৮৯) আমি উল্লেখ করেছি।

١٤٠٠. (أَلا إِنَّ رَحَى الإِسْلامِ دَائِرَةٌ ، قِيْلَ : فَكَيْفَ نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : اعْرِضُوا حَدِيْثِي عَلَى الْكِتَابِ ، فَمَا وَافَقَهُ فَهُوَ مِنِّي ، وَأَنَا قُلْتُهُ).

১৪০০। সাবধান! ইসলামের চাকা ঘুরপাক খাবে। জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা কী করব? তিনি বললেন : তোমরা আমার হাদীসকে কিতাবুল্লাহর উপর পেশ কর। যেটি তার সাথে মিলে যাবে সেটিই আমার থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং আমি তাই বলেছি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১৪২৯) পুর্বে আলোচিত (১৩৮৪) **হাদীসের সনদে সাওবান** (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী **হাদীসটিকে** "আলজামে'উল কাবীর" গ্রন্থে ত্বাবারানী এবং সামওয়াইহ্ এর উদ্ধৃতিতে **সাওবান** (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আর "আলজামে'উস সাগীর' গ্রন্থে **ত্বাবারানীর বর্ণনা** হতে শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটি বর্ণনা করেছেন। তার উচিত ছিল মোটেই **উল্লেখ** না করা। কারণ হাদীসটি এ পরিমাণ অকাট্যভাবে বাতিল। কারণ তা যিন্দীকরা (ধর্মহীনরা, নাস্তিকরা) অথবা যারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের ভ্রষ্টতায় সাড়া দিয়েছে বুঝে হোক কিংবা না বুঝে হোক তারাই একে তৈরি করেছে। যেমন একদল খারেজী এবং ইবাযিয়্যাহ্ সম্প্রদায় এবং যারা তাদের মনোবৃত্তিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের অনুসরণ করেছে। এ হাদীসটিকে ইমামুল ইবাযিয়্যাহ্ রাবী' ইবনু হাবীব তার "আলজামে'উস সাহীহ্-মুসনাদুল ইমাম রাবী'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ...।

এ হাদীসটি বাতিল, একই সাথে কুরআন এবং সুন্নাত বিরোধী যেমনটি আমাদের আলেমগণ বলেছেন।

তাদের একজন **হচ্ছেন** ইবনু আব্দিল বার। তিনি তার "জামে'উ বায়ানিল **ইলমি অফাযলিহি**" গ্রন্থের (২/১৯০-১৯১) "বাবু মাওযাইস সুন্নাতি মিনাল কিতাবে অ বায়ানিহা লাহু" অধ্যায়ে বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা শর্তহীনভাবে তার নাবী (ﷺ)-এর আনুগত্য এবং অনুসরণ করার **নির্দেশ প্রদান** করেছেন যেরূপ তিনি কিতাবুল্লাহ্র অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান **করেছেন। তিনি** বলেননি যে, যা কিতাবুল্লাহর সাথে মিলবে (তার অনুসরণ কর) যেমনটি **কোন কোন** পথভ্রষ্ট বলেছে।

আব্দুর রহমান **ইবনু** মাহ্দী বলেন : এ হাদীসটি যিন্দীক (নাস্তিক) এবং খারেজীরাই তৈরি **করেছে। অতঃপর** তিনি বলেন : এ শব্দগুলো বিদ্যানদের নিকট নাবী (ﷺ) হতে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়নি। একদল বিদ্যান বলেছেন : সর্ব প্রথম এ হাদীসটিকেই আমরা কিতাবুল্লাহ্র উপর পেশ করছি এবং আমরা কিতাবুল্লাহ্র উপর পেশ করে দেখছি যে, এটি কিতাবুল্লাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক, কিতাবুল্লাহ্ বিরোধী। কারণ কিতাবুল্লাহর মধ্যে এমন কোন নির্দেশনা আমরা পায়নি যে, কিতাবুল্লাহর সাথে রসূল (ﷺ)-এর যে হাদীস মিলবে শুধুমাত্র সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে। বরং কিতাবুল্লাহ্র মধ্যে আমরা যা পাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ব্যাপকভাবে তাঁর

আনুগত্য এবং অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সর্বাবস্থায় তার নির্দেশের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম ইবনু হায্ম "আলইহকাম ফী উসূলিল আহকাম" গ্রন্থে (২/৭৬-৮২) বলেন ঃ

যিন্দীক, মিথ্যুক, কাফির বেকূফ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ কথা বলতে পারে না। ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলায়হি রাজে'উন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীসটিকে তার "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার ভূমিকাতে তিনি বলেছেন : তিনি গ্রন্থটিকে এককভাবে জালকারী অথবা মিথ্যুকের বর্ণনা থেকে হেফাযাত করেছেন। আর তিনি যখন "আলজামি'উল কাবীর" গ্রন্থে (৩৪৮৭) উল্লেখ করেছেন তখন শুধুমাত্র বলেছেন : দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর মানাবী তার দু'গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন এবং আযহারী কমিটিও তার অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানীজনদের জন্য এর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

١٤٠١. (يُقْبِلُ الْجَبَّارُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ عَلَى الْجِسْرِ ، فَيَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلالِي ، لا يُجَاوِزُنِي ظَالِمٌ ، فَيَنْصِفُ الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْصِفُ الشَّاةَ الْجَمَّاءَ ، مِنَ الْعَضْبَاءِ بِنَطْحَةٍ نَطَحَهَا).

১৪০১। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন আগমন করে তিনি তাঁর পা-কে ব্রীজের উপরে ভাঁজ করে রেখে বলবেন : আমার ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ, কোন অত্যাচারী আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তিনি সকল সৃষ্টির পরস্পরের মাঝে ইনসাফ কায়েম করবেন। এমনকি তিনি শিংহীন ছাগলের ক্ষেত্রেও শিংধারী ছাগল থেকে তার দ্বারা (দুনিয়াতে) যে আঘাত করেছিলো কিসাস কায়েম করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্বারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে পূর্বে উল্লেখকৃত (১৩৮৪ নম্বর) হাদীসের সনদে বর্ণনা করেছেন।

তবে ছাগলের সাথে সম্পৃক্ত বাক্যটি সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৫৮৮, ১৯৬৬) সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছি। তাঁর পা-কে ভাঁজ করা সম্পর্কিত অংশটুকু খুবই মুনকার। তার কোন শাহেদ পাচ্ছি না।

١٤٠٢. (سَيَكُونُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَتَعَاطَوْنَ فُقَهَاؤُهُمْ عُضَلَ الْمَسَائِلِ، أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي).

১৪০২। অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্য থেকে কতিপয় লোক এরূপ হবে যাদের ফাকীহ্গণ কঠিন কঠিন মাসআলাগুলো উপস্থাপন (নিয়ে ঝগড়া) করবে। তারাই (এরাই) আমার উম্মাতের নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম ত্ববারানী পূর্বে উল্লেখিত (১৩৮৪ নম্বর) হাদীসের সনদেই বর্ণনা করেছেন।

١٤٠٣. (لَوْ جَاءَتِ الْعُسْرَةُ حَتَّى تَدْخُلَ هَذَا الْجُحْرَ لَجَاءَتِ الْيُسْرَةُ حَتَّى تُخْرِجَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾).

১৪০৩। যদি কঠিনত্ব এসে এ গর্তে প্রবেশ করে তাহলে সহজত্ব এসে তাকে বের করে দিবে। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেছেন : “নিশ্চয় কষ্টের সাথে আছে আরাম”।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে বায্যার (২২৮৮), ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (২/৮০), আবূ নু‘য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১০৭) ও হাকিম (২/২৫৫) হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি আয়েয ইবনু শুরায়হ্ হতে, তিনি বলেন : আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : রসূল (ﷺ) বসে তার চেহারার সম্মুখে একটি গর্তের দিকে তাকিয়ে বললেন : ... ।

ইবনু আদী বলেন : আয়েয হতে হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি না। আর তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীস বর্ণনাকারী। তার হাদীস সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তার মুতাবা‘য়াত করা হয়নি।

হাকিম বলেন : হাদীসটি আজব ধরনের। এ ছাড়া আয়েয ইবনু শুরাইহ্ এর দ্বারা বুখারী ও মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি।

হাফিয যাহাবী বলেন : হুমায়েদ ইবনু হাম্মাদ হাদীসটি এককভাবে আয়েয হতে বর্ণনা করেছেন। আর হুমায়েদ আয়েযের মতই মুনকারুল হাদীস।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে কিন্তু সেটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৫৯/১) ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি আবূ মালেক নাখ'ঈ হতে, তিনি আবূ হামযাহ্ হতে, তিনি ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামাহ্ সূত্রে তার থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। বর্ণনাকারী আবূ মালেক ওয়াসেতী মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর "তাফসীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শু'বাহ্ হাদীসটিকে মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুররাহ্ হতে, তিনি এক ব্যক্তি হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু জারীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে (৩০/১৫১) বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য সেই ব্যক্তি ছাড়া যার নাম নেয়া হয়নি।

এছাড়া আরেকটি মুরসাল হাদীস (৪৩৪২) নম্বরে আলোচিত হবে যেটিকে অজ্ঞতা বশত কেউ কেউ সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন সাবূনী হালাবী এবং শাইখ রেফা'ঈ করেছেন।

١٤٠٤. (كُلُّ مُشْكِلٍ حَرَامٌ ، وَلَيْسَ فِي الدِّينِ إِشْكَالٌ).

১৪০৪। প্রত্যেক মুশকিল হারাম আর দ্বীনের মধ্যে কোন মুশকিল নেই। বা প্রত্যেক সন্দেহজনক বস্তু হারাম আর দ্বীনের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে রুওয়ানী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৬৩), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১২৫৯), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৯৬), ইসহাক ইবনু ইসমা'ঈল রামালী "হাদীসু আদাম ইবনু আবী ইয়াস" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪) ও কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০) ইসমা'ঈল ইবনু আবী উওয়ায়েস হতে, তিনি হুসাইন ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে যামীরাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি তামীমুদ দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : একমাত্র হুসাইন হতেই এ সনদে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আর তিনি হচ্ছেন মুনকারুল হাদীস। তার হাদীসে তার দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : তাকে মালেক, আবূ হাতিম ও ইবনু জারূদ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান “আয্‌যু‘য়াফা” গ্রন্থে (১/২৪৪) বলেন : তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : সহীহ্ সূত্রে এ শব্দগুলো নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়নি।

١٤٠٥. (تَسَحَّرُوا ولَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ، وأَفْطِرُوا وَلَوْ على شَرْبَةٍ مِنْ ماءٍ)

১৪০৫। এক চুমুক পানি দিয়ে হলেও তোমরা সাহ্‌রী খাও এবং এক চুমুক পানি দিয়ে হলেও তোমরা ইফতার কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী (১/৯৬) আবূ বাক্‌র ইবনু উয়ায়েস হতে, তিনি হুসাইন ইব্‌নু আব্দিল্লাহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন :

এ হুসাইন মুনকারুল হাদীস। তার দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণেই তাকে একদল ইমাম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে হাঁ, হাদীসটির প্রথম বাক্যটি সহীহ্ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে :

(تَسَحَّرُوا ولَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ ماءٍ).

“তোমরা এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহ্‌রী খাও।” (১)

এটিকে ইবনু হিব্বান তার “সহীহ্” গ্রন্থে (৮৮৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে, মাকদেসী “আলমুখতারাহ্” গ্রন্থে আনাস (রাঃ) হতে ও ইমাম আহমাদ আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে, খাল্লাল “জুযউ মান আদরাকাহুম মিন আসহাবি ইবনু মানদাহ্” গ্রন্থে আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে ও ইবনু আসাকির “আলজামি‘” গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুরাকাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সনদগুলো যদিও দুর্বলতা হতে মুক্ত নয় তবুও সেগুলোকে একত্রিত করলে শক্তিশালী পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ইবনু হিব্বানের নিকট হাদীসটির সনদ হাসান।

(১) উল্লেখ্য এ হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন ‘সহীহ্ তারগীব অত্‌তারহীব” (১০৭১) ও “সহীহ্ জামে‘ইস সাগীর” (২৯৪৫)]।

١٤٠٦. (فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءٌ لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ).

১৪০৬। উটের পেশাব ও তার দুধের মধ্যে যাদের পেটে বদহজমী রোগ হয়েছে তাদের জন্য আরোগ্য রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১৮৫/১) ইবনু লাহী'য়াহ্ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু হুবায়রাহ্ হতে, তিনি হানাশ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবূ নু'য়াইম "আত্তিব্ব" গ্রন্থে (৯-১০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : দু'টি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল ঃ

১। বর্ণনাকারী খানাশের নাম হচ্ছে হুসাইন ইবনু কায়েস। তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

২। ইবনু লাহী'য়ার নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ তিনি দুর্বল।

١٤٠٧. (عَلَيْكُمْ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ الْبَرِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا).

১৪০৭। তোমরা ভূমির (বিচরণকারী) উটের দুধ ও তার পেশাব গ্রহণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আত্তিব্ব" গ্রন্থে (৪/১০/১-২) দিফা' ইবনু দাগফাল সাদূসী সূত্রে আব্দুল হামীদ ইবনু সায়ফী হতে, তিনি পিতা (সায়ফী) হতে, তিনি তার দাদা সুহায়েব আলখায়ের হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ, দিফা' ও তার শাইখ আব্দুল হামীদ তারা দু'জনই দুর্বল।

١٤٠٨. (مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَ الْأَرْبِعَاءِ، فَرَأَى وَضَحًا، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ).

১৪০৮। যে ব্যক্তি শনিবার এবং বুধবারে শিঙ্গা লাগাবে অতঃপর শ্বেতবর্ণ দেখতে পাবে সে যেন শুধুমাত্র নিজেকেই নিন্দা করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৯৮) উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-এর দাস হাস্সান ইবনু সিয়্যাহ্ সূত্রে সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ...।

তিনি হাদীসটিকে সেই হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে তিনি হাস্সানের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন অতঃপর বলেছেন : তিনি ছাড়া অন্য কেউ এগুলোর অনুসরণ করেননি। আর তার বর্ণনাসমূহে এবং হাদীসে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/২৬৭) বলেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন সব হাদীস নিয়ে এসেছেন যেগুলো নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন তখন তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই না-জায়েয তার বর্ণনায় ভুল প্রকাশিত হওয়ার কারণে ...।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি এ সনদে খুবই দুর্বল। হাদীসটিকে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস হতেও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেটি সহীহ্ নয়, সেটি (১৫২৪) নম্বরে আসবে।

١٤٠٩. (مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَمَرِضَ فِيهِ ; مَاتَ فِيهِ).

১৪০৯। যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে শিঙ্গা লাগিয়ে সেদিনে অসুস্থ হয়ে পড়বে সে সেদিনেই মারা যাবে।

হাদীসটি খুবই মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (২/৩৯৭/২) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র যব্ব'ঈ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে লাইস হতে, তিনি মানসূর ইবনুন নায্র হতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'য়ায হতে তিনি বলেন : আমি আলমু'তাসিমের নিকট তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখার জন্য ছিলাম। আমি তাকে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সুস্থই আছেন। তিনি বললেন : কিভাবে তুমি এ কথা বলছো এমতাবস্থায় যে, আমি রাশীদকে বলতে শুনেছি তিনি তার পিতা মাহদী হতে, তিনি আবূ জা'ফার মানসূর হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতে ধারাবাহিকভাবে সেই সব বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে যাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না ঃ

১। হাফিয ইবনু হাজার এ ইসহাকের জীবনী উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

২। মানসূর ইবনুন নায্র সম্পর্কে খাতীব বাগদাদী (৩/৮২) বলেন : তিনি মানসূরের দলভুক্ত। অতঃপর তিনি তার অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

৩। আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে লাইসের কুনিয়াত হচ্ছে আবুল হাসান যেমনটি খাতীব বাগদাদী (৫/৮৪) বলেছেন। অতঃপর তিনি অন্য একটি হাদীস উল্লেখ তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

৪। আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নাস্র যব্ব'ঈর কুনিয়াত হচ্ছে আবূ বাক্র যেমনটি খাতীব বাগদাদী (৫/১০৮) উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আদী জুরজানী বর্ণনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তার থেকে রিক্কাহ্ নামক স্থানে শুনেছেন। তিনি এর সম্পর্কেও ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

আমি আলবানীর নিকট হাদীসটি খুবই মুনকার।

হাদীসটি সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী হাদীসটি সম্পর্কে তার "আলফায়েয" এবং "আত্তায়সীর" গ্রন্থে কোন কিছুই বলেননি। সম্ভবত তিনি সনদ সম্পর্কে অবহিত হননি।

١٤١٠. (مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ السَّنَةِ).

১৪১০। যে ব্যক্তি মাসের সতেরো তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাবে তা তার জন্য এক বছরের রোগের ঔষুধ হয়ে যাবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আদী, তার থেকে বাইহাক্বী সালাম ইবনু সিল্ম আত্ত্বীল সূত্রে যায়েদ আম্মী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্রাহ্ হতে, তিনি মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী বলেন : সালাম আত্ত্বীল মাতরূক।

অতঃপর তিনি হাদীসটি তার সনদে হুশায়েম হতে, তিনি যায়েদ আম্মী হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্রাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : যায়েদ আলআম্মী দুর্বল। আর হুশায়েম নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি মুদাল্লিস। ইমাম যাহাবী "আলমুহায্যাব" গ্রন্থে বলেন : তার সনদটি

ভালো সে মুনকার হওয়া সত্ত্বেও। মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাকে সমর্থন করেছেন।

কিন্তু হাফিয যাহাবীর এ কথা ভালো নয়। কিভাবে সনদটি ভালো? এমতাবস্থায় যে, তিনি যায়েদকে "কিতাবুয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি শক্তিশালী নন।

অতঃপর বাইহাক্বী বলেন : হাদীসটি আবূ জুযাই নাস্‌র ইবনু তুরায়েফ দু'টি সনদে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক, তাকে উল্লেখ করাই উচিত নয়।

হাদীসটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা (৫৫৭৫) নম্বরে আসবে।

١٤١١. (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَحْتَجِمُ فِيهَا مُحْتَجِمٌ إِلاَّ عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لاَ يُشْفَى مِنْهُ).

১৪১১। জুম'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে ব্যক্তিই সে সময়ে শিঙ্গা লাগাবে তার এমন এক রোগ হয়ে যাবে যা থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি বাইহাক্বী "আস্‌সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৯/৩৪১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্ সূত্রে আত্তাফ ইবনু খালেদ হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

বাইহাক্বী বলেন : আত্তাফ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেহ্-ও তার মতই। তিনি লাইস মিসরীর লেখক ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তার হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। অতঃপর বাইহাক্বী বলেন ঃ

হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা রাযী তার সনদে হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি (ইয়াহ্ইয়া) মাতরূক। তিনি কিছুই না।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি এটি হচ্ছে ঃ

١٤١٢. (إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلاَّ مَاتَ).

১৪১২। জুম'আর দিবসে অবশ্যই এমন একটি সময় রয়েছে কেউ সে সময়ে শিঙ্গা লাগালেই সে মারা যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা (২/৩১৭) জাবারাহ্ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল 'আলা হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি ত্বলহাহ্ ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ ওকায়লী হতে, তিনি হুসায়েন ইবনু আলী (রাঃ) হতে, মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আলা। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন : তিনি মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

তার থেকে বর্ণিত হাদীস পূর্বে (৩৬০) আলোচিত হয়েছে। তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

তার সম্পর্কে কিছু পূর্বে বাইহাক্বীর মন্তব্য আলোচিত হয়েছে : তিনি মাতরূক। তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে কিছুই নন।

এ কারণেই ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে যে পরিমাণ ঠিক করেছেন সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তার সমপরিমাণ ভুল করেছেন।

١٤١٣. (ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوْدَاءِ الْوَلُود ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ ، حَتَّى بِالسِّقْطِ مُحْبَنْطِئًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : حَتَّى يَدْخُلَ وَالِدَايَ مَعِيْ).

১৪১৩। <u>তোমরা সুন্দরী বন্ধ্যা নারীদের ত্যাগ করে বেশী সন্তান প্রসবকারী কালো মহিলাদের গ্রহণ কর</u>। কারণ আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের সামনে অহঙ্কার করব এমনকি (মায়ের পেট থেকে) পড়ে যাওয়া সন্তান দ্বারা যে রাগান্বিত অবস্থায় কিছুর জন্য জান্নাতের দরজার সামনে অপেক্ষা করবে। তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর তখন সে বলবে : আমার সাথে আমার পিতা-মাতা প্রবেশ না করা পর্যন্ত নয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/৯৮) আবূ ই'য়ালা সূত্রে আম্‌র ইবনু হুসায়েন হতে, তিনি হাস্‌সান ইবনু সিয়্যাহ্ হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি যার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : আসেম হতে হাস্‌সান ইবনু সিয়্যাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তার অধিকাংশ হাদীসের অনুসরণ করা হয়নি। তার বর্ণনাগুলোর দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ব্যাপারে ইবনু হিব্বানের কথা প্রমাণ বহন করছে যে, তিনি খুবই দুর্বল। কিছু পূর্বেই আমি তার একটি হাদীস (১৪০৯) উল্লেখ করেছি। তার থেকে বর্ণনাকারী আম্র ইবনু হুসায়েন তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে যেমনটি একাধিকবার পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই সুয়ূতী ইবনু হিব্বানের বর্ণনা থেকে তার হাদীসকে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। তিনি আরো একটি ত্রুটি করেছেন যে তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটিকে উল্লেখ না করে নিচে দাগ দেয়া অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। এতে করে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে হয়তো ইবনু আদীর নিকট এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তার সাথে মানাবীও অংশগ্রহণ করে বলেছেন যে, আবূ ই'য়ালা তার বর্ণনাতে : "কারণ আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের সামনে অহঙ্কার করব ..." পরের অংশগুলো বৃদ্ধি করেছেন।

এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ বর্ধিত অংশ ইবনু আদীর নিকট নেই। সম্ভবত তিনি এ ব্যাপারে অবগত হননি।

অতঃপর মানাবী ইবনু আদীর বক্তব্য উল্লেখ করে সুয়ূতীর চুপ থাকার সমালোচনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী ও অন্যদেরও এরূপ চুপ্ থাকার ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটেছে এবং এটি এমন একটি বিষয় যে, এতে পরের যুগের অনেকে জড়িয়ে পড়েছেন। খুব কম সংখ্যকই এ সমস্যা থেকে বাঁচতে পেরেছেন।

١٤١٤. (أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ).

১৪১৪। হায়যের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিনদিন আর সর্বোচ্চ হচ্ছে দশদিন।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩৬-৫৯৩/৬১০) আহমাদ হতে, তিনি মুহ্রিয ইবনু আউন ও ফায্ল ইবনু গানেম হতে, তারা দু'জনে হাস্সান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আব্দুল মালেক হতে, তিনি 'আলা ইবনু কাসীর হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। ত্ববারানী বলেন : মাকহূল হতে একমাত্র 'আলা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদে 'আলা ইবনু কাসীরকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এর বিপরীত ঘটেছে। তিনি (৮/১৫২/৭৫৮৬/৭৪৬৫) আহমাদ ইবনু বাশীর তায়ালিসী হতে, তিনি ফায্ল ইবনু গানেম

হতে, তিনি হাস্সান ইবনু ইব্রাহীম হতে, তিনি আব্দুল্ মালেক হতে, তিনি 'আলা ইবনু হারেস হতে, তিনি মাকহূল হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী ত্ববারানীর দু' মু'জামের সনদের মধ্যের বর্ণনাকারী 'আলার পিতার ব্যাপারে উল্লেখিত এ ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করেননি। এ কারণে তিনি তার ভাষায় উভয় সনদের 'আলাকে এক করে ফেলে "আলমাজম'উয যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/২৮০) বলেছেন ঃ

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলকাবীর" এবং আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আব্দুল মালেক কূফী রয়েছেন তিনি 'আলা ইবনু কাসীর হতে বর্ণনা করেছেন। জানি না তিনি কে?

"আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে টীকা লেখক হুবহু একই কথা উল্লেখ করেছেন।

অথচ দু'আলার মাঝের পার্থক্যটা বিশাল।

'আলা ইবনু কাসীর হচ্ছেন লাইসী দেমাস্কী, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি মাতরূক। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আর 'আলা ইবনুল হারেস হচ্ছেন হাযরামী দেমাস্কী। তিনি নির্ভরযোগ্য। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী ফাকীহ্। তবে তাকে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ততার দোষে দোষী করা হয়েছিল এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি : আমার নিকট দু'টি কারণে আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ আহমাদ ইবনু কাসীর লাইসী দেমাস্কী, হাযরামী নন :

১। "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে এ সনদটি হাস্সান ইবনু ইব্রাহীম পর্যন্ত সহীহ্। কারণ হাস্সান থেকে বর্ণনাকারী মুহরিয ইবনু আউন নির্ভরযোগ্য, ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। অনুরূপভাবে ইমাম ত্ববারানীর শাইখ আহমাদ ইবনুল কাসেম ইবনে মুসাবির আবূ জা'ফার জাওহারীও নির্ভরযোগ্য। "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৪/৩৪৯-৩৫০) এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের সনদটি এর বিপরীত। কারণ তাতে হাস্সান পর্যন্ত সনদটি সহীহ্ নয়। মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেন :

এ সনদের বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু বাশীর তায়ালিসী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ফায্ল

ইবনু গানেম সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেছেন : তিনি কিছুই না। অন্যরা তাকে চালিয়ে দিয়েছেন। আর ‘আলা ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি : ‘আলা ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইমাম বুখারীর যে উক্তি মানাবী উল্লেখ করেছেন তা তার থেকে ভুলক্রমে ঘটেছে। কারণ ইমাম বুখারীর এ মন্তব্য ‘আলা ইবনু কাসীর সম্পর্কে, ‘আলা ইবনুল হারেস সম্পর্কে নয়।

২। আলেমগণ সনদে উল্লেখিত ‘আলা ইবনু কাসীরকে উল্লেখ করেই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে “আয্যু‘য়াফা” গ্রন্থে (২/১৮১-১৮২) ‘আলা ইবনু কাসীরের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন :

‘আলা ইবনু কাসীর হচ্ছেন বানু উমাইয়্যার দাস, তিনি শামীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মাকহূল ও আম্র ইবনু শু‘য়াইব হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে শামী এবং মিসরীরা বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যেগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলোর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা অবৈধ যদিও সে ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যরা তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। আমাদের সাথীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তাকে ‘আলা ইবনুল হারেস মনে করেছেন। অথচ তিনি এরূপ নন। কারণ ‘আলা ইবনুল হারেস হচ্ছেন হাযরামী ইয়ামানের। আর ‘আলা ইবনু কাসীর হচ্ছেন বানু উমাইয়্যার দাস। তিনি (ইবনুল হারেস) সত্যবাদী আর ইনি (...ইবনু কাসীর হাদীসের ক্ষেত্রে কিছুই নন। ইনিই মাকহূল হতে, আর তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি তিনি আরো পরিপূর্ণরূপে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি (ইবনু হিব্বান) তার সনদে এবং ইবনু আদী “আলকামেল” গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৯৯), দারাকুতনী তার “সুনান” গ্রন্থে (পৃ ৮০) এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী “আলআহাদীসিল ওয়াহিয়্যাহ্” গ্রন্থে (১/৩৮৪) ও বাইহাক্বী (১/৩২৬) বিভিন্ন সূত্রে হাস্সান ইবনু ইব্রাহীম কিরমানী হতে, তিনি আব্দুল মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ‘আলাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি মাকহূলকে বলতে শুনেছি ..যার ভাষাটি নিম্নরূপ :

“কুমারী নারী এবং বিবাহিতা নারী যার মাসিকের রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে তারও হায়যের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিনদিন আর সর্বোচ্চ হচ্ছে দশদিন। দশ দিন থেকেও রক্ত যদি আরো বেশী দিন অব্যাহত থাকে তাহলে তা হচ্ছে মুসতাহাযাহ্। অর্থাৎ হায়যের (নির্দিষ্ট) দিনগুলোর চেয়ে যতদিন বেশী হবে সেদিনগুলোর রক্ত হচ্ছে ইসতিহাযার রক্ত। হায়যের রক্ত হবে কালো গাঢ় যাতে লাল রং প্রাধান্য পাবে। আর

ইসতিহাযার রক্ত হবে পাতলা যাতে পীত বর্ণ প্রাধান্য পাবে। সলাতের মধ্যে যদি কোন মহিলার (ইসতিহাযার রক্ত) বেশী বেশী হয় তাহলে তুলা দিয়ে দিবে। সলাতের মধ্যে যদি এর পরেও রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলেও সলাত ছাড়বে না যদিও ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়তে থাকে। তার নিকটে তার স্বামী আসবে (সহবাসের জন্য) এবং সে সওমও পালন করবে।"

দারাকুতনী এবং তার অনুসরণ করে বাইহাক্বী ও ইবনুল জাওযীও বলেন :

উক্ত আব্দুল মালেক মাজহূল (অপরিচিত)। 'আলা হচ্ছেন ইবনু কাসীর, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর মাকহূল আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে কোন কিছুই শ্রবণ করেননি।

আর ইবনু আদী হাস্‌সান কিরমানীর দ্বারা হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি তার জীবনীতে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি আমার নিকট সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তিনি সে দলের অন্তর্ভুক্ত নন যাদের ব্যাপারে সনদ এবং হাদীসের ভাষা বর্ণনার অধ্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করতেন এরূপ ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে। তার থেকে এটি ভুলবশত ঘটেছে। আমার নিকট তার কোন সমস্যা নেই।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

আমি (আলবানী) বলছি : আল্লাহই বেশী জানেন তবে সমস্যা হচ্ছে তার উপরে। হয় তার শাইখ আব্দুল মালেক যিনি মাজহূল (অপরিচিত) আর না হয় 'আলা ইবনু কাসীর, যাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

এ হাদীসের কারণে কতিপয় পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী গোঁড়া হানাফী পরীক্ষার মধ্যে পড়েছেন। যাদের মধ্যে ইবনুত তুরকুমানী রয়েছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন অথবা কমপক্ষে এটিকে সহীহ্ বলে সন্দেহ্ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি "আলজাওহারুন্নাকী" গ্রন্থে ইমাম বাইহাক্বীর পূর্বোক্ত কথার ('আলা হচ্ছেন ইবনু কাসীর, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল) সমালোচনা করে বলেন :

এ বর্ণনায় 'আলার উদ্ধৃতি নেই। দারাকুতনী যে বলেছেন : 'আলা হচ্ছেন ইবনু কাসীর। তা ইমাম ত্ববারানীর বর্ণনা বিরোধী যিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যার সনদের মধ্যে 'আলা ইবনু হারেস রয়েছেন। আর আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্য, মাকহূলের সাথীগণের মধ্য থেকে তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য হিসেবে আমি কাউকে চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ বিরোধিতার কোনই মূল্য নেই। এর কারণ হিসেবে একটু পূর্বে উল্লেখকৃত ব্যাখ্যাগুলোই যথেষ্ট যদি অন্ধভাবে মাযহাবী গোঁড়ামী

না থাকে তাহলে যে গোঁড়ামীর দ্বারা জ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়। তার পরেও সংক্ষেপে পুনরায় আলোচনা করতে কোন সমস্যা নেই :

১। ইমাম ত্ববারানীর নিকট বর্ণনাকারী 'আলা পর্যন্ত দু'টি সনদ রয়েছে। যার একটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন (খুবই দুর্বল) 'আলা ইবনু কাসীর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'আলা ইবনুল হারেস যিনি নির্ভরযোগ্য। এ কারণে তিনি (ইবনুত তুরকুমানী) ঢালাওভাবে ত্ববারানীর উদ্ধৃতিতে যা বলেছেন তা বাস্তবতা বিরোধী, চাতুরতা হতেই ঘটেছে, যা কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটেই অস্পষ্ট নয়।

২। ত্ববারানীর সে সনদটিও 'আলা ইবনুল হারেস পর্যন্ত দুর্বল যা তার (ত্ববারানীর) 'আলা ইবনু কাসীর পর্যন্ত সনদটির বিপরীত। কারণ এ সনদটি 'আলা ইবনু কাসীর পর্যন্ত সহীহ্। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৩। বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি এবং ভালো আখ্যা দানকারী ইমামগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'আলা ইবনু কাসীর হচ্ছেন খুবই দুর্বল। অতএব পরবর্তী যুগের মধ্য থেকে তাদের বিরোধিতাকারীদের সিদ্ধান্ত মূল্যহীন। বিশেষ করে যদি এ ক্ষেত্রে মাযহাবী গোঁড়ামী উৎসাহিত করে।

৪। তার পরেও জেনে নিন। 'আলা ইবনুল হারেস নির্ভরযোগ্য ঠিক আছে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না যে পর্যন্ত জানা না যাবে যে, তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না।

৫। যদি ধরেই নেয়া হয় যে, জানা গেলো যে, তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বেই বর্ণনা করেছেন অথবা তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল সামান্য পরিমাণ যা ক্ষতিকর নয়। তাহলে এতে কী উপকারিতা রয়েছে যেখানে তার থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক মাজহূল (অপরিচিত)। যেমনটি দারাকুতনী প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনুত তুরকিমানীও এটি স্বীকার করে নিয়েছেন অন্যথায় তিনি টীকা লিখতেন। অতএব তার 'আলাকে ইবনুল হারেস বলে অগ্রাধিকার দেয়ার আকাঙ্ক্ষাটা নিষ্ফল বেকার আকাঙ্ক্ষা।

হানাফী মাযহাবের যারা এ পথ অবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাইখ আলী আলক্বারী। কারণ তিনি "আলআসরারুল মারফূ'য়াহ্" গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম আলজাওযিয়্যাহ্ কর্তৃক "আলমানার" গ্রন্থে (পৃ ১২২/২৭৫) বলা কথাকে উল্লেখ করেছেন : অনুরূপভাবে হায়যের সর্বনিম্ন সময় তিনদিন আর সর্বোচ্চ সময়

দশদিনকে নির্ধারণ করা মর্মে কোন সহীহ্ কিছু (হাদীস) নেই বরং এর সব কিছুই বাতিল।

অতঃপর তিনি (শাইখ আলক্বারী) তার সমালোচনা করে বলেছেন : তার (এ মর্মে বর্ণিত হাদীসের) বহু সূত্র রয়েছে। হাদীসটি দারাকুতনী, ইবনু আদী ও ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছেন যদিও সেগুলো দুর্বল। ফলে হাদীসটি হাসান পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতএব বানোয়াট হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদান করাটা ভালো হচ্ছে না।

আমি (আলবানী) বলছি : তার পূর্বে ইবনুল হুমাম "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে (১/১৪৩) একই দাবী করেন। অতঃপর আইনী "আলবিনায়াতু শারহুল হিদায়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৬১৮) একই পথ অবলম্বন করে তিনি আরো কিছু ভিত্তিহীন কথা বৃদ্ধি করে বলেছেন : সে সূত্রগুলোর কোন কোনটি সহীহ্।

অতঃপর কাওসারী হালাবী তার অন্ধ অনুসরণ করে "আলমানার" গ্রন্থের উপর টীকা লিখে বলেছেন : আল্লামাহ্ আলক্বারী সে সূত্রগুলো উল্লেখ করেছেন যেগুলোর দিকে তিনি তার কিতাবে "ফাতহু বাবিল ইনায়াহ্ বিশারহি কিতাবিন্নুকায়াহ্" (১/২০২-২০৩) ইঙ্গিত করেছেন। যেটিকে আমি তাহ্ক্বীক্ব করেছি।

কিন্তু তিনি যদি সুন্নাত এবং ইনসাফ ভিত্তিক জ্ঞানের খেদমাত করতেন তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনি রেফারেন্স দিতেন "নাসবুর রায়া" গ্রন্থের। কারণ এটি জ্ঞানীজনদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কারণ যায়লা'ঈ এ বিষয়ে সর্বপেক্ষা বেশী বিজ্ঞ, হানাফী মাযহাবের যাদেরকে উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে। কারণ তিনি এ হাদীসগুলো নিয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করেছেন এবং মাযহাবী গোঁড়ামীর উর্দ্ধে থেকে হাদীস শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সনদগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আর যারা তার পরে এসেছেন তারা বিপরীত ঘটনা ঘটিয়েছেন। কারণ তারা হাদীস শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী চলেননি। তাদের দিকে লক্ষ্য করুন কিভাবে তারা কথা বলেছেন ঃ

"বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যদিও সেগুলো দুর্বল, এর দ্বারা হাদীসটি হাসান পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"

তারা জানেন যে, হাসান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াটা ব্যাপকভাবে ঘটে না। বরং তা শর্তযুক্ত এভাবে যে, দুর্বলতাটা যেন শক্তিশালী না হয় যেমনটি "মুস্তালাহুল হাদীস" এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন ইবনু সলাহ্ কর্তৃক রচিত "উলূমুল হাদীস", ইবনু কাসীর কর্তৃক রচিত "আলইখতিসার" ও "হাশিয়াতুশ শাইখ আলী আলক্বারী আলা শারহি নুখবাতুল ফিক্‌র"।

আর এ শর্তটি এ হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি। কারণ এর সূত্রগুলোর সবগুলোর উপরেই মিথ্যুক, মাতরূক, মাজহূল বর্ণনাকারীগণ ঘুরপাক করেছে যাদের দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। এখানে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হলো ঃ

১। মু'য়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে আসাদ ইবনু সা'ঈদ বাজালী- মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সদাফী হতে, তিনি ওবাদাহ্ ইবনু নাসী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন :

لا حيض أقل من ثلاث، ولا فوق عشر.

"তিন দিনের নিচে হায়য হয় না আর দশ দিনের উপরে হায়য থাকে না।"

হাদীসটিকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩৭৫) বর্ণনা করে বলেছেন : বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ নন। তার হাদীস নিরাপদ নয়।

ইবনু হায্ম "আলমুহাল্লা" গ্রন্থে (২/১৯৭) বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। হাদীসটি সন্দেহ ছাড়াই বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি : আমি (মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ শামী আলমাসলূব (মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান) এর যিন্দীক (ধর্মহীন) হওয়ার ব্যাপারটিকে অস্বাভাবিক মনে করছি না। ইবনু আদী হাদীসটিকে "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/২৯১) অন্য সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ শামী হতে বর্ণনা করেছেন আর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনুল হাসান) সনদ থেকে ওবাদাহ ইবনু নাসীকে উহ্য করে ফেলেছেন। সম্ভবত এটি তার মিথ্যা বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি মিথ্যুক ও জালকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার সম্পর্কে সুফইয়ান সাওরী বলেন :

তিনি মিথ্যুক।

আম্র ইবনু আলী বলেন : তিনি বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

ইবনু আদী এ উক্তিসহ তার দোষ বর্ণনা করে অন্য ইমামগণের উক্তিগুলো উল্লেখ করার পর তার কয়েকটি মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আমি যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছি এগুলো ছাড়াও আরো বর্ণনা রয়েছে। সেগুলোর অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

এ কথা বলা যাবে না যে, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সদাফী হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ শামী ছাড়া অন্য কেউ। কারণ তার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি তার নাম একশতবার পরিবর্তন করেছেন। আর তার থেকে বর্ণনাকারী আসাদ ইবনু সা'ঈদ

বাজালী হচ্ছেন অপরিচিত। সম্ভবত তিনি সেই ব্যক্তি যাকে "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

আসাদ ইবনু সা'ঈদ আবূ ইসমা'ঈল কূফী। তার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন : তাকে চেনা যায় না। সম্ভবত তিনিই এ মিথ্যুক ব্যক্তির নাম পরিবর্তন করে ফেলেছেন।

২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস। এটিকে হাসান ইবনু দীনার মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্‌রাহ্ হতে ... মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন :

الحيض ثلاثة أيام و أربعة و خمسة و ستة و سبعة و ثمانية و تسعة و عشرة ، فإذا جاوز العشرة فمستحاضة.

"হায়য হিসেবে গণ্য হবে তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন, ছয় দিন, সাত দিন, আট দিন, নয় দিন ও দশদিন। দশ দিনের বেশী হলে তা মুস্তাহাযাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।"

এটিকে ইবনু আদী (ক্বাফ ১/৮৫) বর্ণনা করে বলেছেন : এ হাদীসটি জিল্‌দ ইবনু আইউব এর সাথে পরিচিত, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্‌রাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বর্ণনাকারী এ জিল্‌দ মাতরূক যেমনটি তার সম্পর্কে আলোচনা আসবে। আর হাসান ইবনু দীনার হচ্ছে মিথ্যুক যেমনটি আবূ হাতিম ও আবূ খায়সামাহ্ প্রমুখ বলেছেন। "আললিসান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তিনি নিকৃষ্ট মিথ্যুক ও দোষীদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি মওকূফ হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে জিল্‌দ কর্তৃক মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু কুর্‌রাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি।

এটিকে দারেমী (১/২০৯), দারাকুতনী (৭৭) ও বাইহাক্বী (১/৩২২) বিভিন্ন সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আদী তার জীবনীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি ইমাম শাফে'ঈ ও আহমাদ এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ

বসরাবাসীগণ বর্ণনাকারী জিল্‌দকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে ওকায়লী বর্ণনা করে বলেছেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বলেন : তিনি দুর্বল শাইখ।

ইবনু আদী ইবনু ওয়াইনাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : হায়যের বিষয়ে জিল্‌দ ইবনু আইউবের হাদীসটি নবাবিস্কৃত ভিত্তিহীন হাদীস।

তিনি ইয়াযীদ ইবনু যুরায়'ই হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আবূ হানীফা হায়যের ব্যাপারে জিলদের হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস পাননি।

দারাকুতনী আবূ যুর'য়াহ্ দেমাস্কী হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে জিল্দ ইবনু আইউবের হাদীসকে অস্বীকার করতে দেখেছি। আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলতে শুনেছি : যদি এটি সহীহ্ হতো তাহলে ইবনু সীরীন বলতেন না যে, আনাস (রাঃ)-এর উম্মু ওয়ালাদ ঋতুবতী হলে তিনি (আনাস) আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, আনাস (রাঃ) জিল্দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এ অর্থ হচ্ছে তিনি খুবই দুর্বল। দারাকুতনী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে (১৬৮/১৪১) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন : তিনি মাতরূক।

বাইহাক্বী ইমাম আহমাদ ইবনু সা'ঈদ দারেমী হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি আবূ আসেমকে বর্ণনাকারী জিল্দ ইবনু আইউব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন : তিনি আরবদের শাইখদের এক শাইখ ছিলেন। আমাদের সাথীগণ তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

আনাস (রাঃ) হতে তার আরেকটি সূত্র রয়েছে সেটিও খুবই দুর্বল। সেটিকে ইসমা'ঈল ইবনু দাউদ ইবনে মিখরাক্ব- আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ দারাওয়ারদী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু উমার হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

هي حائض فيما بينها و بين عشرة ، فإذا زادت فهي مستحاضة.

"মহিলা ঋতুবতী হবে তিন দিন থেকে দশ দিনের সময়ের মধ্যে। যদি বেশী হয় তাহলে সে মুস্তাহাযার অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।"

মওকূফ হওয়া ছাড়াও এ সূত্রটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল। কারণ তিনি খুবই দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

৩। ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস আলোচ্য হাদীসটির ন্যায়। এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আনাস শামী- হাম্মাদ ইবনু মিনহাল বাসরী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদ হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে দারাকুতনী (পৃ ৮১) এবং তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী "আলওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৩৮৫) বর্ণনা করে তারা উভয়েই বলেছেন ঃ

ইবনু মিনহাল মাজহূল (অপরিচিত), আর মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আনাস হচ্ছেন দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদের মধ্যে আরো দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

এক. মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদের মধ্যে দুর্বলতা। তিনি হচ্ছেন মাকহূলী খুযা'ঈ দেমাস্কী। ইবনু হিব্বান "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/২৫৩) বলেন : তার বর্ণনার মধ্যে বহু মুনকারের সমাবেশ ঘটেছে ফলে তিনি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য হয়ে যান।

হাফিয যায়লা'ঈ হানাফী "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (১/১৯২) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

দুই. সনদে বিচ্ছিন্নতা। কারণ মাকহূল ওয়াসিলাহ্ হতে শ্রবণ করেননি যেমনটি ইমাম বুখারী বলেছেন। হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে 'আলা ইবনু কাসীর হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ হতে। আর 'আলা ইবনু কাসীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

৪। আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ) প্রমুখ হতে বর্ণিত হাদীস। ই'য়াকূব ইবনু সুফইয়ান বলেন :

আবূ দাঊদ নাখ'ঈ যার নাম সুলায়মান ইবনু আম্‌র কুদরী। ইনি একজন মন্দ মিথ্যুক ব্যক্তি। তিনি উত্তর দেয়ার সময় মিথ্যা বলতেন। ইসহাক বলেন : আমি তার নিকট এসে তাকে বললাম : আপনি হায়যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময় এবং দু'হায়যের মধ্যবর্তী পবিত্র সময় কতটুকু এ সম্পর্কে কী জানেন?

তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার। আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে আবূ তুওয়ালাহ্ আবূ সা'ঈদ খুদরী হতে এবং জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং কিছু বৃদ্ধি করেছেন ঃ

(...و أقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما).

"দু'হায়যের মাঝের সময়ের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে পনেরো দিন।"

হাদীসটি খাতীব বাগদাদী "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে (৯/২০) এবং তার সূত্রে ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন।

খাতীব হাদীসটিকে উক্ত নাখ'ঈর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বড় একদল ইমাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (নাখ'ঈ) মিথ্যুক হাদীস জালকারী।

"আললিসান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচিত হওয়ার শেষে উদ্ধৃত হয়েছে :

ইবনু আব্দিল বার বলেন : তিনি তাদের নিকট মিথ্যুক, হাদীস জালকারী এবং তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি (ইবনু হাজার) বলছি : তার সম্পর্কে অগণিত সমালোচনা করা হয়েছে। তাকে মিথ্যুক আখ্যা দান এবং হাদীস জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন পূর্ববর্তী এবং পরের যুগের ত্রিশেরও অধিক আলেম (ইমাম) যাদের উক্তি (ভালো অথবা মন্দ হিসেবে) বর্ণনাকারী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে কোন কোন প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী তার (নাখ'ঈ) থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু জাবের হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে ... অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনু হিববান "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে (১/৩৩৩) ইব্রাহীম ইবনু যাকারিয়া ওয়াসেতী সূত্রে সুলায়মান ইবনু আম্র হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে এ সুলায়মানের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি বাহ্যিকভাবে ভালো লোক ছিলেন। তবে তিনি হাদীস জাল করতেন। তিনি কাদরী মতাবলম্বী ছিলেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই বৈধ নয়।

তিনি ইব্রাহীম ওয়াসেতীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে (১/১১৫) বলেছেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন সব হাদীস নিয়ে এসেছেন যেগুলো নির্ভরশীলদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি তা ইচ্ছাকৃত না করলেও তিনি ছিলেন মিথ্যুকদের উদ্ধৃতিতে মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। কারণ আমি তাকে দেখেছি তিনি ইমাম মালেক হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ বালক্বাবী সূত্রে ইমাম মালেক হতেও বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এসব সূত্র যেগুলোর দ্বারা হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে শাইখ আলক্বারী ধারণা পোষণ করেছেন।

এগুলো হুবহূ সেইসব হাদীস যেগুলোকে তিনি তার "ফাতহু বাবিল ইনায়াহ্" গ্রন্থে (১/২০২-২০৪) উল্লেখ করে উল্লেখিত জঘন্য সমস্যাগুলো এবং হাদীসের ইমামগণের উক্তিগুলো বর্ণনা করা থেকে চুপ থেকেছেন তার গবেষণার শেষে এ কথা বলার উদ্দেশ্যে ঃ

নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত এসব হাদীস যেগুলো বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলো হাদীসটিকে দুর্বল থেকে হাসান পর্যায়ে উন্নীত করছে।

কিন্তু এসূত্রগুলোর কিইবা মূল্য আছে যেগুলোর নির্ভরতা মিথ্যুক, মাতরূক ও মাজহূল বর্ণনাকারীদের উপর।

সত্যিই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আজকের কাওসারী এ হাদীসের অনুসরণকারী। অথচ তিনি তার কোন কোন টীকার মধ্যে লিখেছেন 'প্রত্যেক ইলমের ক্ষেত্রে সে ইলমের বিশেষজ্ঞদের নিকট ফিরে যাওয়া ওয়াজিব।' কিন্তু এখানে তার অবস্থান কোথায় যেখানে তার কর্ম দ্বারা তার কথার বিরোধিতা করছেন। তিনি হাদীসের ইমামগণের উক্তিগুলো থেকে (বরং আলোচ্য এ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তাদের ঐকমত্যের উক্তিগুলো থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন!

ফায়েদাহ্ :

বাইহাক্বী তার "সুনান" গ্রন্থে বর্ণনাকারী জিলদের হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন : হায়যের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ দিন সম্পর্কে কতিপয় দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর দুর্বলতার কারণগুলো "আলখিলাফিয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেন : এটি বাতিল, বরং হাদীসের আলেমগণের ঐকমত্যে এটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি তার এ কথাটি "মাজমূ'উ ফাতাওয়া" গ্রন্থ (২১/৬২৩) থেকে উল্লেখ করেছি।

শাওকানী "আস্সায়লুল জারার" গ্রন্থে (১/১৪২) বলেন : হায়যের সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ সময় নির্দিষ্ট করে এমন কিছু বর্ণিত হয়নি যে, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়। বরং এ সম্পর্কে বর্ণিত সবগুলোই হয় বানোয়াট অথবা একেবারে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এটিই হচ্ছে সর্বপেক্ষা ইনসাফ ভিত্তিক উপকারী সংক্ষিপ্ত কথা, যা এ হাদীস সম্পর্কে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ্ আমাকে তা উপস্থাপন করার তাওফীক দান করেছেন।

ফায়েদাহ্ : আলেমগণ হায়যের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে সহীহ্ এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (১৯/২৩৭) যা বলেছেন সেটিই। তিনি বলেছেন যে, হায়যের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। বরং মহিলা যে সময়কে তার অভ্যাস হিসেবে দেখবে সেটিই তার হায়যের সময়। তা যদি এক দিনেরও কম সময় অব্যাহত থাকে তাহলে সে সময়টুকুই তার হায়যের সময়। কারণ শারী'য়াত এবং আরবী ভাষা থেকে জানা গেছে যে, মহিলা কখনও পবিত্র থাকে আবার কখনও ঋতুবতী থাকে। আর তার পবিত্র থাকা অবস্থার জন্য রয়েছে (পৃথক) বিধান এবং ঋতুবতী থাকা অবস্থার জন্যও রয়েছে (পৃথক) বিধান।

১٤١٥. (مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ لِكِتَابِ اللهِ مِنْهُ ، لَمْ يَزَلْ فِي سَفَالٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

১৪১৫। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামাত করবে এমতাবস্থায় যে, সে সম্প্রদায়ের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে তার চেয়ে ভালোভাবে কিতাবুল্লাকে পাঠ করতে পারে, তাহলে সে ব্যক্তির কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে অধঃপতন ঘটতে থাকবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি ত্ববারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/২৯/২), ইবনু আদী (১/১০০), ইবনুস সাম্মাক "আলআমালী" গ্রন্থে (২/১০৩/১) হুসাইন ইবনু আলী ইবনে ইয়াযীদ সুদাঈ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাফ্স ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি হায়সাম ইবনু ইকাব হতে, তিনি মুহারিব ইবনু দিসার হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ত্ববারানী বলেন : একমাত্র এ সনদেই আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। হুসাইন এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি সত্যবাদী। কিন্তু তার পিতার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর হাফ্স ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন গাযেরী। তিনি কিরাআতের ইমাম হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ক্ষেত্রে মাতরূক।

আর হায়সাম ইবনু ইকাব সম্পর্কে আব্দুল হক্ব তার "আহকাম" গ্রন্থে (১/৪১) বলেন : তিনি কূফী, বর্ণনার ক্ষেত্রে মাজহূল (অপরিচিত), তার হাদীস নিরাপদ নয়।

ত্ববারানী যে বলেছেন : হুসাইন হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার এ কথা সঠিক নয়। কারণ ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৫১) সুলায়মান ইবনু তাওবাহ্ নাহ্রাওয়ানী সূত্রে আলী ইবনু ইয়াযীদ সুদাঈ হতে ... বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ

হায়সাম ইবনু ইকাব বর্ণনার ক্ষেত্রে মাজহূল (অপরিচিত)। তার হাদীস নিরাপদ নয় এবং হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই জানা যায়।

١٤١٦. (مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلاَ سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ).

১৪১৬। যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করবে তার গর্দানে প্রহার করা (গর্দান উড়িয়ে দেয়া) বৈধ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরসূলুহু' বলবে, তার বিপক্ষে কারো জন্য কোন কিছু করার কোনই সুযোগ নেই। তবে সে যদি কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার উপরে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (২৫৩৯), ইবনু আদী (১/১০১), হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে (২/২৫/১-২) হাফ্স ইবনু উমার ইবনে মায়মূন আদানী সূত্রে হাকাম ইবনু আবান হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ইবনু আদী বলেন : হাকাম ইবনু আবানের মধ্যে যদিও দুর্বলতা রয়েছে তবুও হাফ্সের মধ্যে তার চেয়ে বহু বেশী দুর্বলতা রয়েছে। বিপদটা এসেছে তার থেকে, হাকাম থেকে নয়। তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : হাকাম ইবনু আবান সত্যবাদী একজন আবেদ। তার কতিপয় সন্দেহযুক্ত বর্ণনা রয়েছে। আর হাফ্স ইবনু উমার আদানী দুর্বল।

হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি তার মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

١٤١٧. (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ).

১৪১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে পবিত্র অবস্থায় মিলিত হতে চায় সে যেন স্বাধীন নারীদের বিয়ে করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (১৮৬২), ইবনু আদী (২/১৬৪), তার থেকে ইবনু আসাকির (৪/২৮৪/১) সালাম ইবনু সিওয়ার হতে, তিনি কাসীর ইবনু সুলাইম হতে, তিনি যহ্হাক ইবনু মাযাহিম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ...মারফূ' হিসেবে।

ইবনু আদী বলেন : কাসীর ইবনু সুলাইম হতে, তিনি যহ্হাক হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এ সূত্রে সালাম ইবনু সিওয়ার ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। অন্যরা বলেন : তিনি কাসীর ইবনু সুলাইম হতে, তিনি যহ্হাক

হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাহ্‌শাল হতে, তিনি যহ্‌হাক হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। সালাম ইবনু সিওয়ার আমার নিকট মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছি। তার শাইখ কাসীর ইবনু সুলায়েমও তার মতই, তিনি হচ্ছেন যব্বী। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে তাদের দু'জনের দুর্বল হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (৩/৬৭) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর মানাবী তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল।

١٤١٨. (شَرُّ النَّاسِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ).

১৪১৮। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে নিকৃষ্ট আলেমরা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী (২/১০১) হাফ্‌স ইবনু উমার আবূ ইসমা'ঈল হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে, তিনি মালেক ইবনু য়ুখামির হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে তাওয়াফ করতেছিলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মানুষ? তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁকে আমি আবার প্রশ্ন করলাম? তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবারও তাঁকে প্রশ্ন করলাম? তিনি বললেন : নিকৃষ্ট আলেমগণ।

ইবনু আদী বলেন : আমি এটিকে একমাত্র হাফ্‌স ইবনু উমার উবুল্লীর হাদীস হতেই চিনি। আর তার সব হাদীসগুলোরই হয় ভাষা মুনকার অথবা সনদ মুনকার। তিনি দুর্বল হওয়ার দিকেই বেশী নিকটবর্তী।

আমি (আলবানী) বলছি : তাকে আবূ হাতিম ও সাজী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। হাদীসটিকে বায্‌যার (১৬৭) খালীল ইবনু মুররা হতে, তিনি সাওর ইবনু ইয়াযীদ ... হতে তার মতই বর্ণনা করেছেন।

এটিকে মুনযেরী "আত্‌তারগীব" গ্রন্থে (১/৭৭) উল্লেখ করে বলেছেন : হাদীসটিকে বায্‌যার বর্ণনা করেছেন। তার সনদে খালীল ইবনু মুররা রয়েছেন। হাদীসটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : এর একটি মুরসাল শাহেদ রয়েছে সেটিকে দারেমী (১/১০৪) নু'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে, তিনি বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি আলআহ্‌ওয়াস ইবনু হাকীম হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি

রসূল (ﷺ)-কে মন্দ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে রসূল (ﷺ) বললেন : তোমরা আমাকে মন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন করো না, আমাকে ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তিনি কথাটি তিনবার বলার পর বললেন : অবশ্যই নিকৃষ্ট আলেমরাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বেশী নিকৃষ্ট। আর ভালো আলেমরা হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বেশী ভালো।"

আমি (আলবানী) বলছি : এটি মুরসাল। হাকীম আবুল আহ্ওয়াস তাবে'ঈ। তিনি সত্যবাদী কিন্তু সন্দেহ পোষণ করতেন। আর তার নিচের বর্ণনাকারী সকলেই দুর্বল।

١٤١٩. (تَدْرُونَ ما يَقُولُ الأَسَدُ فِي زَئِيرِه؟ قَالُوْا: لاَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطْنِي على أحَدٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ).

১৪১৯। তোমরা কি জানো বাঘটি তার চিৎকারের মধ্যে কী বলছে? তারা বললো : না। তিনি বললেন : সে বলছে : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ভালো লোকদের মধ্য থেকে কারো বিপক্ষে নিয়োজিত করো না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ত্বারানী "মুখতাসারু মাকারিমিল আখলাক্ব" গ্রন্থে (১/১৩/১) এবং তার সূত্রে দায়লামী (২/১/৪০) মুহাম্মাদ ইবনু দাউদ সদাফী হতে, তিনি যুবায়ের ইবনু মুহাম্মাদ উসমানী হতে, তিনি আলী ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনিল হুবাব মাদানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে দাউদ মাদানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আজলান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ত্বারানী এবং ইবনু আজলানের মাঝের তিনজন বর্ণনাকারী মাজহূল (অপরিচিত)। জীবনী আলোচনা করার উদ্দেশ্যে লিখা পরিচিত কোন কিতাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি সাম'য়ানীর "আলআনসাব" গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়নি।

হাদীসটি সুস্পষ্ট মুনকার।

١٤٢٠. (إذا أَحْبَبْتَ رَجُلاً فلا تُمَارِه، وَلاَ تُجَارِه، ولا تُشَارَّهُ، وَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ، فَعَسَى أنْ تُوَافِقَ لهُ عَدُوّاً، فَيُخْبِرَكَ بِما لَيْسَ فِيه، فَيُفَرِّقَ ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ).

১৪২০। তুমি যখন কোন (অপরিচিত) ব্যক্তিকে ভালো বাসবে তখন তার সাথে ঝগড়া করো না, তার প্রতিবেশী হবে না, তার সাথে খারাপ আচরণ করো

না যা তাকে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করতে উৎসাহিত করে অথবা তার সাথে ব্যবসা করো না, তার সম্পর্কে অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস করো না। কারণ হতে পারে এমন কোন ব্যক্তি ভাগ্যে মিলে যাবে যে তার দুশমন। ফলে সে তোমাকে তার সম্পর্কে এমন সংবাদ দিবে যা তার মধ্যে নেই। ফলশ্রুতিতে সে তোমার আর তার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/৪৩৪), ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম অললাইলাহ্" (১৯৬) ও আবূ নু'য়াইম "আলহিলয়্যাহ্" গ্রন্থে (৫/১৩৬) গালেব ইবনু ওয়াযের সূত্রে ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি সালেহ্ হতে, তিনি আবুয যাহেরিয়্যাহ্ হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন : জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে মু'য়ায (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে মুত্তাসিল হিসেবে হাদীসটি গারীব। ইবনু ওয়াহাব ছাড়া অন্যরা হাদীসটি মু'য়াবিয়্যাহ্ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ওকায়লী বলেন : বর্ণনাকারী গালেবের হাদীস মুনকার ও ভিত্তিহীন। ইবনু ওয়াহাব থেকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি এবং হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই জানা যায়।

অতঃপর তিনি বলেন : এটি হাসান বাসরীর বাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী বলেন : এ হাদীসটি বাতিল।

١٤٢١. (مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا ، فَذَاكَ حَظُّهُ مِنَ الْقُرْآنِ).

১৪২১। যে ব্যক্তি কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে, কুরআন থেকে তাই তার প্রাপ্য।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৭/১৪২) ইসহাক ইবনুল আম্বারী হতে, তিনি আব্দুল ওয়াহাব সাকাফী হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...। আবূ নু'য়াইম বলেন ঃ

সাওরীর হাদীস হতে এটি গারীব। এটিকে ইসহাক্ব এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন : তিনি (ইসহাক) মিথ্যুক।

এ কারণেই মানাবী হাদীসটির পরে বলেছেন : লেখকের উচিত ছিল হাদীসটিকে কিতাব থেকে বের করে দেয়া। অর্থাৎ "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থ থেকে। তিনি "আত্তায়সীর" গ্রন্থে এ মিথ্যুকের দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٢. (مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا، فَقَدْ تَعَجَّلَ حَسَنَاتِه فِي الدُّنْيَا، وَالْقُرْآنُ يُخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

১৪২২। যে ব্যক্তি কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে সে দুনিয়াতেই তার সাওয়াব লাভের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করল। এমতাবস্থায় কিয়ামাতের দিন কুরআন তার সাথে ঝগড়া করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/২০) হাসান ইবনু আলী ইবনিল ওয়ালীদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু নাফে'-দারাখ্ত- হতে, তিনি মূসা ইবনু শীদ হতে, তিনি আবূ ওবায়েদ শামী হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন : তাউসের হাদীস হতে এটি গারীব। তার থেকে একমাত্র আবূ আব্দিল্লাহ্ শামী বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন মাজহূল (অপরিচিত) আর তার হাদীস মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাউসের নিচের কোন বর্ণনাকারীকে চিনি না। তিনি যে সনদের মধ্যে বলেছেন : আবূ ওবায়েদ শামী, মূল গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এর পরেই আবূ নু'য়াইম বলেছেন : আবূ আব্দিল্লাহ্ শামী। আল্লাহই জানেন কোনটি সঠিক।

١٤٢٣. (كَرِهَ السُّؤَالَ فِي الطَّرِيْقِ).

১৪২৩। তিনি রাস্তাতে প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করতেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১/১৭৮/৫৬১) ইবনু হুমায়েদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু ওয়াযিহ্ হতে, তিনি আবূ মুজাহিদ হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু হামীদ, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ রাযী। হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তাকে একদল নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। উত্তম হচ্ছে তাকে ত্যাগ করা। ই'য়াকূব ইবনু শাইবাহ্ বলেন : তিনি বহু মুনকারের অধিকারী।

ইমাম বুখারী বলেন : তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি ২৪৮ হিজরীতে মারা গেছেন।

আর আবূ মুজাহিদের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু কায়সান মারওয়াযী। হাফিয যাহাবী বলেন : তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার জীবনীতে ইমাম বুখারী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীসটি মুনকার। কারণ তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন :

তার এক ছেলে রয়েছে, তাদের দু'জনের পরিচয় হচ্ছে ইসহাক। তিনি মুনকার আহলেহাদীসদের অন্তর্ভুক্ত নন। এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হাফিয মিয্যী "আত্তাহ্যীব" গ্রন্থে বলেন : ইসহাক নামে তার এক ছেলে রয়েছে। তিনি মুনকারুল হাদীস। সম্ভবত এটিই সঠিক।

١٤٢٤. (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيْهِ فَهُوَ أَمِيْرٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ).

১৪২৪। যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের নিকট প্রবেশ করবে (যাবে) তখন তার নিকট থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সে (তার ভাই) হবে তার নেতা।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/৫৩) উসমান ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আম্বাসা হতে, তিনি জা'ফার ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি জা'ফারের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার আরো কতিপয় হাদীসের মধ্যে এ হাদীসটিকেও উল্লেখ করেছেন। তিনি সেগুলোর শেষে বলেন :

কাসেম হতে তার যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি এগুলো ছাড়াও তার কতিপয় হাদীস রয়েছে। সেগুলোর অধিকাংশের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তার হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছি : শু'বা তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন : তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু তার নিচের বর্ণনাকারী তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ বর্ণনাকারী আম্বাসা ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আম্বাসা ইবনে সা'ঈদ কুরাশী এবং উসমান ইবনু আব্দির

রহ্মান কুরাশী ওকাসী তারা দু'জনই জালকারী। সম্ভবত মানাবী এ ধ্বংসাত্মক সনদটির সমস্যা সম্পর্কে অবগত হননি, এ কারণে শুধুমাত্র বলেছেন : দুর্বল।

তিনি শুধুমাত্র এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি বরং পরক্ষণেই বলেছেন : তবে হাদীসটিকে শক্তি যোগায় দায়লামী কর্তৃক আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হাদীস ঃ

"যখন কোন সম্প্রদায় কোন ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে তখন বাড়ির মালিক তাদের নেতা হয়ে যায় যে পর্যন্ত তারা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যায় এবং তাদের উপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়।"

আমি (আলবানী) বলছি : মানাবীর নিকট যা দেখেছি এটি সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আজব ধরনের। কারণ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীসটিও বানোয়াট। তার থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সনদগুলো যাচাই বাছাই না করার কারণে। অন্যথায় তার মত ব্যক্তির নিকট এরূপ সমস্যা গোপন থাকার কথা নয় ইনশা আল্লাহ্। আবূ উমামা (রাঃ)-এর হাদীসটি বানোয়াট হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, এখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হাদীসটির বানোয়াট হওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করছি :

১٤٢٥. (إِذَا دَخَلَ قَوْمٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ كَانَ رَبُّ الْمَنْزِلِ أَمِيرَ الْقَوْمِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ مَنْزِلِهِ طَاعَتُهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَةٌ).

১৪২৫। যখন কোন সম্প্রদায় কোন ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে তখন বাড়ির মালিক তাদের নেতা হয়ে যায় যে পর্যন্ত তারা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যায় এবং তাদের উপর তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/২৪৫) ও দায়লামী (১/১/১১৪) সাহ্ল ইবনু উসমান হতে, তিনি আলমু'য়াল্লা হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আলমু'য়াল্লা তিনি হচ্ছেন ইবনু হিলাল ত্বহ্হান আলকূফী। তিনি মিথ্যুক, জালকারী। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে সমালোচকগণ তার এ অবস্থার ব্যাপারে একমত যেমনটি তার সম্পর্কে (৩৪১) নম্বর হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর লাইস হচ্ছেন ইবনু আবী সুলাইম, তিনি দুর্বল। হাফিয যাহাবী প্রথমজনের জীবনীতে এ দ্বিতীয়জন হতে অন্য একটি হাদীস আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

"লাঠির উপর ঠেস লাগানো নাবীগণের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। রসূল (ﷺ)-এর একটি লাঠি ছিল তিনি সে লাঠির উপর ঠেস লাগাতেন এবং তার উপরে ঠেস লাগাতে নির্দেশ দিতেন। [এ হাদীসটি ৯১৬ নম্বরে আলোচিত হয়েছে]।

١٤٢٦. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ).

১৪২৬। যে নারী এমতাবস্থায় মারা যাবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট সে (নারী) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (৭/৪৭/১) ইবনু ফুযায়েল হতে, তিনি আবূ নাস্‌র আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি মুসাবির হুমায়রী হতে, তিনি তার মাতা হতে তিনি বলেন : আমি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন : ...।

এ সূত্রেই হাদীসটিকে তিরমিযী (১/২১৭), ইবনু মাজাহ্ (১৮৫৪), সাকাফী "আত্‌তাসকীফাত" গ্রন্থে (খণ্ড ৯ নং ৩০) ও হাকিম (৪/১৭৩) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটির সনদ সহীহ্! হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিরমিযী বলেন : এ হাদীসটি হাসান গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি : সব কথাই বাস্তবতা থেকে দূরে। কারণ বর্ণনাকারী মুসাবির ইবনু হুমায়রী ও তার মা মাজহূলা (অপরিচিতা) যেমনটি ইবনুল জাওযী তার "আলওয়াহিয়্যাত" গ্রন্থে (২/১৪১) বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার প্রথমজন সম্পর্কে (মাজহূল হওয়ার ব্যাপারে) স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

আর তার পূর্বে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেছেন : তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে আর এ হাদীসটি মুনকার।

তিনি মুসাবিরের মাতার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : তার থেকে তার ছেলে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারী মা মাজহূলাহ্ (অপরিচিতা)।

আমি (আলবানী) বলছি : চিন্তা করে দেখুন তার (যাহাবীর) দু'গ্রন্থের দু'ধরনের কথার মাঝে পার্থক্য কতটুকু। সঠিক হচ্ছে এই যে, তার কিতাব "আত্‌তালখীস" এর মধ্যে সন্দেহমূলক বহু কিছু রয়েছে। যদি কোন কোন আহলেহাদীস তার সে

সন্দেহগুলোর অনুসরণ না করতেন তাহলে লোকেরা বড়ই উপকৃত হতেন এবং বহু দুর্বল হাদীস সম্পর্কে অবগত হতেন যেগুলোকে ভুলক্রমে সহীহ্ আখ্যা দেয়া হয়েছে।

মোটকথা আলোচ্য হাদীসটি মুনকার, সহীহ্ নয়। মা এবং ছেলে উভয়েই অপরিচিত হওয়ার কারণে।

١٤٢٧. (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ).

১৪২৭। যে নারীই কাউকে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় সে আল্লাহর নিকট হতে কোন কিছুই পাবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর জান্নাত দিবেন না। আর যে ব্যক্তি তার সন্তানকে অস্বীকার করবে এমতাবস্থায় যে, সে তার দিকে তাকাচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে তার থেকে পর্দা করে ফেলবেন এবং তাকে পৃথিবীর প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মুখে অপদস্থ করবেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২২৬৩), নাসাঈ (২/১০৭), দারেমী (২/১৫৩), ইবনু হিব্বান (১৩৩৫), হাকিম (২/২০২-২০৩) ও বাইহাক্বী (৭/৪০৩) ইয়াযীদ ইবনুল হাদ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউনুস হতে, তিনি সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন : ...।

হাকিম বলেন ঃ

হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ সিদ্ধান্ত তাদের দু'জন থেকে সন্দেহবশতই ঘটেছে কারণ বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউনুসের কোন হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেননি। এছাড়া তাকে চেনা যায় না। যেমনটি হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে নিজেই সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন ঃ

তার থেকে ইয়াযীদ ইবনুল হাদ ছাড়া অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি। অনুরূপ কথা তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থেও বলেছেন। আর "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন : তিনি মাজহূল তাবে'ঈ।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূলুল হাল। তার এ কথা হাদীস শাস্ত্রের থিওরী বিরোধী। কারণ যাকে মাত্র একটি বর্ণনার দ্বারা চেনা যায় তিনি হচ্ছেন মাজহূলুল হাল।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান ও হাকিমের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু ইউনুস হতে বর্ণনা করে বলেছেন : তার থেকে ইয়াযীদ ইবনুল হাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

হাঁ, ইয়াহ্ইয়া ইবনু হারব তার মুতাবা'য়াত করেছেন সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ মাকবুরী হতে তার মত করে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

এটিকে ইবনু মাজাহ্ (২৭৪৩) মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ সূত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়ার অবস্থা অনুসৃত আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউনুসের অবস্থার মতই।

হাফিয যাহাবী বলেন : তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে। তার থেকে মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি : মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ দুর্বল। হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন : তাকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন : তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মুতাবা'য়াত খুবই দুর্বল, তা হাদীসটির কোন শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে না। অতএব হাদীসটি দুর্বলই রয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, দারাকুতনী "আলইলাল" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। অথচ তিনি স্বীকার করেছেন যে, সা'ঈদ মাকবুরী হতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইউনুস এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটিকে একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

١٤٢٨. (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّهُ مَصًّا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ).

১৪২৮। তোমাদের কেউ যখন পান করবে তখন সে যেন চুমুক দিয়ে পান করে কারণ তা বেশী শান্তি দায়ক, বেশী তৃপ্তি দায়ক ও বেশী নিরাপদ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু শায়ান আযজী "আলফাওয়াইদুল মুনতাকাত" গ্রন্থে (২/১২৬/১) আব্দুল ওয়াহেদ সূরী সূত্রে আবূ ইসাম হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল ওয়াহেদ সূরীকে আমি চিনি না। সূরী শব্দটি সূরিয়্যাহ্ (সিরিয়া) দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে। এরূপ সম্পৃক্তকরণ অদ্ভুত ধরনের। কারণ "আলআনসাব" এর মধ্যে এরূপ উল্লেখ করা হয় না।

ই'য়াকূত "মু'জামুল বুলদান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, সূরিয়্যাহ্ খানাসিরাহ্ এবং সুলামিয়্যাহ্ নামক স্থানের মাঝে শামের একটি স্থানের নাম।

আমি (আলবানী) বলছি : যদি সাব্যস্ত হয় যে, তাকে সূরিয়্যাহ্ দেশের সাথে সম্পৃক্ত করে সূরী বলা হয়েছে তাহলে তিনিই সম্ভবত সেই ব্যক্তি যাকে "আলজারহু অত্‌তা'দীল" গ্রন্থে (৩/১/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে :

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু কায়েস, উমার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ শামীর পিতা, আওযা'ঈর সাথী। তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মুরসাল বর্ণনা করেছেন আর উরওয়া ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তাকে পেয়েছিলেন। তার থেকে আওযা'ঈ এবং সাওর ইবনু ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন ...।

তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে যেমনটি বিস্তারিতভাবে "তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব" গ্রন্থে আপনি দেখছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন ঃ

তিনি সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক এবং মুরসাল বর্ণনা রয়েছে।

হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

তবে নিম্নেবর্ণিত ভাষায় তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে ঃ

"তোমরা পানিকে চুসে পান করো, তোমরা নিঃশ্বাস না নিয়ে পানি পান করো না।"

এ হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১১৬) ও বাইহাক্বী "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/২০৬/১) আব্দুল ওয়ারেস সূত্রে আবূ ইসাম হতে, তিনি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ...।

তিনি এ আবূ ইসামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর তার নাম খালেদ ইবনু ওবায়েদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : তার হাদীসের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন এটি সেগুলোর একটি। সেগুলোর মধ্যে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত এ হাদীসটিও রয়েছে। তিনি বলেন : নাবী

(ﷺ) পাত্র হতে পানি পান করার সময় তিন নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন : তা বেশী শান্তি দায়ক, বেশী তৃপ্তি দায়ক ও বেশী নিরাপদ।

তিনি এ কথা বলে শেষ করেছেন যে, তার হাদীসের মধ্যে বেশী মুনকার হাদীস নেই।

কিন্তু বর্ণনাকারী দু'জনই আবূ ইসাম নামে পরিচিত এবং তারা একই সময়ের। দু'জনের একজন নির্ভরযোগ্য, অন্যজন দুর্বল। ইবনু আদী দু'জনের মাঝে পার্থক্য না করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু হিব্বান এবং আবূ আহমাদ হাকিম তার বিপরীত করেছেন। সঠিক হচ্ছে যে, তারা একজন নন বরং তারা হচ্ছেন দু'জন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। যাহাবীও "আলমীযান" গ্রন্থে তাই করেছেন। তিনি "আলআসমা" গ্রন্থে (১/৬৩৪) বলেন :

ইবনু আদী সন্দেহ করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, এ আবূ ইসাম হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য আবূ ইসাম যার থেকে শু'বা ও আব্দুল ওয়ারেস বর্ণনা করেছেন। এ কারণে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করার হাদীসটি তার জীবনীতেই উল্লেখ করেছেন যেটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তিনি "আয্যু'য়াফা" ও "আলকাশেফ" গ্রন্থেও দু'জনকে পৃথক পৃথক দেখিয়ে উল্লেখ করেছেন।

[আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন মূল গ্রন্থ।]

١٤٢٩. (بِرُّ الوَالِدَيْنِ يَزِيدُ فِي العُمرِ، والكَذِبُ يُنقِصُ الرِّزْقَ، والدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءَ، ولله عَزَّ وَجَلَّ فِي خَلْقِه قَضاءان : قَضاءٌ نافذ، وَقَضاءٌ يُنتَظَرُ، وَلِلأَنْبِياءِ على العُلَماءِ فَضْلُ دَرَجَتَيْنِ، ولِلعُلَماءِ على الشُّهَداءِ فَضْلُ دَرَجَةٍ).

১৪২৯। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ বয়স বৃদ্ধি করে। মিথ্যা কথা রিয্ক কমিয়ে দেয়। দু'আ বিপদ প্রতিহত করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে দু'টি ফয়সালা রয়েছে : অবধারিত ফয়সালা আর অপেক্ষমান ফয়সালা। নাবীগণের আলেমগণের উপরে দু'স্তর বেশী ফাযীলাত রয়েছে। আর আলেমগণের শহীদগণের উপরে এক স্তর বেশী ফাযীলাত রয়েছে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবুশ শাইখ "আত্তারীখ" গ্রন্থে (৩২৩) আস্সারিউ ইবনু মিসকীন হতে, তিনি অক্কাসী হতে, তিনি আবূ সুহায়েল ইবনু মালেক হতে, তিনি আবূ সালেহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদেই তিনি হাদীসটিকে "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (২/৮১) উল্লেখ করেছেন তবে (وَفِيْ خَلْقِه) শব্দটি ছাড়া।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। অক্কাসী হচ্ছেন উসমান ইবনু আব্দির রহমান আবূ আম্র। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যারা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট কিছু বর্ণনা করতেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয। আসসাম'য়ানীর "আলআনসাব" গ্রন্থে এরূপই এসেছে। এ ভাষায় বর্ণনাকৃত দোষ ইবনু হিব্বানের "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (২/৯৮) বর্ণিত ভাষা।

ইবনু আসাকির "দারীখু দেমাস্ক" এর মধ্যে (১২/২৩৯/১) সালেহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আলহাফিয হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তার (অক্কাসী) সম্পর্কে বলেন : তিনি হাদীস জাল করতেন। আর আলী ইবনু উরওয়া তার চেয়ে বেশী বড় মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : আস্সারিউ ইবনু মিসকীন সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবা'য়াত পাওয়া গেলে। খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল মাখযূমী উসমান ইবনু আব্দির রহমান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তবে তিনি বলেন : আবূ সুহায়েল হতে ইনি হচ্ছেন নাফে' ইবনু মালেক, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী (১/১২০) মাখযূমীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার কতিপয় হাদীসের মধ্যে এটিকেও উল্লেখ করে বলেছেন : তার অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি : আস্সারিউ কর্তৃক তার মুতাবা'য়াতের কারণে হাদীসের সমস্যাটি মাখযূমী হতে মুক্ত থাকছে। সমস্যা হচ্ছে অক্কাসী।

আরেকটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেটিকে আসবাহানী তার "তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪৭) আর দায়লামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/১/৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিতেও অক্কাসী রয়েছেন। অতএব সব সূত্রগুলোর সমস্যাই হচ্ছে জালকারী অক্কাসী। এ কারণেই সুয়ূতী কর্তৃক "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ না করে বের করে দেয়া উচিত ছিল।

١٤٣٠. (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ).

১৪৩০। মহিলাদের পক্ষ থেকে সালাম নেই এবং তাদেরকেও সালাম দেয়ার বিধান নেই।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৮/৫৮) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমাকে হাদীসটি আবূ তালেব হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আলী ইবনু উসমান নুফায়লী হতে, তিনি হিশাম ইবনু ইসমা'ঈল আত্তার হতে, তিনি সাহ্ল ইবনু হিশাম হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে, তিনি যুবায়দী হতে, তিনি আতা খুরাসানী হতে, তিনি হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। সনদের উপরভাগে বিচ্ছিন্নতার কারণে আর সনদের নিম্নভাগে অজ্ঞতা এবং দুর্বলতা থাকার কারণে।

১। আতা খোরাসানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু সন্দেহকারী। মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন এবং তাদলীস করতেন। তিনি একশত পঁয়ত্রিশ হিজরীতে মারা যান। তিনি ছোট তাবে'ঈ ছিলেন।

২। আবূ নু'য়াইমের বাহ্যিক কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কে তাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন তিনি তাকে উল্লেখ করেননি। আর এ আবূ তালেব হচ্ছেন ইবনু সাওয়াদাহ্ যেমনটি অন্য সনদের মধ্যে এসেছে। আমি তাকে চিনি না।

এছাড়া সাহ্ল ইবনু হিশাম ছাড়া অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ সাহ্লকেও আমি চিনি না। তবে বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে তাতে মুদ্রণগত ভুল সংঘটিত হয়েছে। সঠিক হচ্ছে সাহ্ল ইবনু হাশেম, তিনি হচ্ছেন ওয়াসেতী বায়রূতী। তার জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٤٣١. (لَذِكْرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ خَيْرٌ مِنْ حَطْمِ السُّيُوْفِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ).

১৪৩১। সকাল এবং সন্ধ্যায় যিক্র করা আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করে) তরবারী ভাঙ্গার চেয়েও বেশী উত্তম।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১২৪) ও দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে হাসান ইবনু আলী আদাবী সূত্রে খাররাশ হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) **বলেছেন : ...।**

ইবনু আদী বলেন : এ খাররাশ মাজহূল, পরিচিত নন। তার থেকে নির্ভরযোগ্য অথবা সত্যবাদী কোন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। আর আদাবীকে আমরা হাদীস জাল করার দোষে দোষী করতাম। মিথ্যা বর্ণনা করার ব্যাপারে তার বিষয়টি স্পষ্ট।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যাওয়াইদুল জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে এবং "জামে'উল কাবীর" গ্রন্থে দায়লামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি "যায়লু আহাদীসিল মাজমূ'য়াহ্" গ্রন্থেও (পৃ ৪৯) উল্লেখ করেছেন।

١٤٣٢. (مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ، إِنَّمَا الاِحْتِلاَمُ مِنَ الشَّيْطَانِ).

১৪৩২। কোন নাবীর কখনও স্বপ্নদোষ হয়নি। স্বপ্নদোষ শয়তানের পক্ষ থেকে ঘটে থাকে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১২৭) সুলায়মান ইবনু আব্দিল আযীয যুহ্রী সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু আবী হাবীবাহ্ হতে, তিনি দাউদ ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

তিনি হাদীসটিকে দাউদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসটির বিপদ দাউদ হতে ঘটেনি। কারণ দাউদ হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো যদি তার থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করে তাহলে। এখানে তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইবনু আবী হাবীবাহ্। তাকে এ কিতাবে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব সমস্যা তার থেকেই।

আমি (আলবানী) বলছি : সুলায়মান ইবনু আব্দিল আযীযকে আমি চিনি না। সম্ভবত তিনি সেই যার কথা "আললিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : সুলায়মান ইবনু আব্দিল আযীয বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু উমারাহ্ হতে আর তার থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সুওয়ায়েদ আবুল খুসায়েব হতে বর্ণনা করেছেন। তাকে (সুলায়মানকে) ইবনুল কাত্তান মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : নির্ভরযোগ্য ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির হিযামী তার বিরোধিতা করে আব্দুল আযীয ইবনে আবী সাবেত হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ...।

এ মওকূফটিকে ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/১২৬-১২৭) ও "আলআওসাত" গ্রন্থে (ক্বাফ ৯/২-মাজমা'উল বাহ্রাইন) ও ইবনুল মুযাফ্ফার "আলফাওয়েদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৯৯) বর্ণনা করেছেন।

ত্বাবারানী বলেন ঃ

হাদীসটিকে দাউদ হতে ইবনু আবী হাবীবাহ্ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তার থেকে আব্দুল আযীয ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (আযীয) খুবই দুর্বল। যেমনটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী হাফিযগণের মন্তব্যগুলো এর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তবে আবূ হাতিম একটু বেশী বলেছেন : তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" এবং "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : মুহাদ্দিসগণ তাকে ত্যাগ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটি মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করা হোক যেমনটি হেযামী তার থেকে বর্ণনা করেছেন কিংবা মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করা হোক যেমনটি তার ছেলে সুলায়মান তার থেকে বর্ণনা করেছেন, সর্বাবস্থায় তিনিই হাদীসটির সমস্যা। সমস্যা ইবনু আবী হাবীবাহ্ হতে নয় যেমনটি ইবনু আদী হতে বর্ণিত হয়েছে। কারণ ইবনু আবী হাবীবার অবস্থা আব্দুল আযীয হতে বেশী ভালো।

হাদীসটি মওকূফ হিসেবে খুবই দুর্বল। আর মারফূ' হিসেবে বাতিল। অপরিচিত সুলায়মান মারফূ' হিসেবে এককভাবে বর্ণনা করার কারণে আর নির্ভরযোগ্য হিযামী তার বিরোধিতা করে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করার কারণে।

١٤٣٣. (إِذَا حَجَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّه فَقَالَ : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، قَالَ اللهُ : لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ ، هٰذَا مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ).

১৪৩৩। যদি কোন ব্যক্তি তার অবৈধ সম্পদ দিয়ে হাজ্জ করতে গিয়ে বলে: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা' (আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হে আল্লাহ্ আমি উপস্থিত) তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : লা লাব্বাইকা অলা সা'দায়কা [(তুমি) উপস্থিত নও এবং তুমি সৌভাগ্যবান (সাহায্যপ্রাপ্তও) নও]। এটি তোমার উপর প্রত্যাখ্যাত।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু দোস্ত "আলফাওয়েদুল আওয়ালী" গ্রন্থে (১/১৪/১), ইবনু আদী (১/১৩০), দায়লামী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/১/১৬১), ইবনুল জাওযী "আলওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/৭৫) অনুরূপভাবে আসবাহানী "আত্তারগীব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১০৭) বানু ইয়ারবূ' এর আবুল গুস্ন দাজীন ইবনে সাবেত হতে, তিনি উমার এর দাস আসলাম হতে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এ আবুল গুস্ন সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা নিরাপদ নয়।

ইবনুল জাওযী বলেন : এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। এর সনদে দাজীন ইবনু সাবেত রয়েছেন তার সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি : মানাবী এটাকে "আলফায়েয" গ্রন্থে উল্লেখ করে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি "আত্তায়সীর" গ্রন্থে নিম্নোক্ত মন্তব্যের দ্বারা পূর্বোক্ত সমর্থনকে নষ্ট করে ফেলেছেন ঃ

এর সনদটি দুর্বল কিন্তু শাহেদ রয়েছে।

অথচ আমি তার কোন শাহেদ সম্পর্কে অবগত নই একমাত্র আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত অনুরূপ ভাবার্থের হাদীস ছাড়া। যেটি বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ তার সনদের মধ্যে সুলায়মান ইবনু দাউদ ইয়ামানী রয়েছেন যার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীস।

١٤٣٤. (إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بَرًّا).

১৪৩৪। যখন কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করে তখন তার এবং তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকেও কবূল করা হয়, তাদের দু'জনের আত্মা আসমানে সুসংবাদ গ্রহণ করে এবং তাকে আল্লাহর নিকট সৎ (সন্তান) হিসেবে লিখা হয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে দারাকুতনী "আস্সুনান" গ্রন্থে (২৭২), ইবনু শাহীন "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/২৯৯) ও আবূ বাক্র আযদী মূসেলী তার "হাদীস" গ্রন্থে (১-২) আবূ উমাইয়্যাহ্ ত্বরসূসী হতে, তিনি আবূ খালেদ উমাবী হতে, তিনি আবূ সা'দ বাক্কাল হতে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আবূ সা'দ বাক্কাল হচ্ছেন সা'ঈদ ইবনু মিরযাবান, তিনি দুর্বল মুদাল্লিস যেমনটি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর আবূ খালেদ উমাবীকে আমি চিনি না। মানাবী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন আবূ খালেদ আলআহ্মার। এটি দূরবর্তী কথা। আর আবূ উমাইয়্যাহ্

ত্বরসূসীর নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনে মুসলিম। হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেন :

তিনি সত্যবাদী, হাদীসের অধিকারী, সন্দেহকারী।

আবূ সা‘দ আলবাক্কালের মুতাবা‘য়াত করা হয়েছে ‘ঈসা ইবনু উমারের পক্ষ থেকে, তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন .. তার ভাষাটি নিম্নরূপ ঃ

"যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে এমতাবস্থায় যে, তারা দু’জন হাজ্জ করেনি, এ হাজ্জ তাদের দু’জনের পক্ষ থেকে এবং তার (হাজ্জকারীর) পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের দু’জনের আত্মাকে আসমানে সুসংবাদ দেয়া হবে ...।"

এ হাদীসটিকে সাকাফী "আত্‌তাসক্বীফাত" গ্রন্থে (খণ্ড ৪ নং ৩৪) আবুল ফারাজ উসমান ইবনু আহমাদ ইবনে ইসহাক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনে হাফ্‌স হতে, তিনি ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম শাযান হতে, তিনি সা‘দ ইবনুস সল্‌ত হতে, তিনি ‘ঈসা ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ মুতাবা‘য়াতটি শক্তিশালী নয়। কারণ ‘ঈসা হচ্ছেন আসাদী হামদানী, তিনি নির্ভরযোগ্য যেমনটি "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে। কিন্তু তার নিকট পর্যন্ত সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ এ আবুল ফারাজ ও তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনে হাফ্‌স এর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

উভয় সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে যে বলা হয়েছে ‘এমতাবস্থায় যে, তারা দু’জন হাজ্জ করেননি’ এটা মুনকার। কারণ এ থেকে বুঝা যায় যে, তাদের দু’জন থেকে হাজ্জ রহিত হয়ে যাবে ছেলে কর্তৃক হাজ্জ করার কারণে যদিও তারা দু’জন হাজ্জ করতে সমর্থবান হয়। তবে যদি তারা হাজ্জ করতে সমর্থবান না হয় এরূপ বুঝানো হয় তাহলে মুনকার নয়। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে খাস‘য়ামিয়্যাহ্ কর্তৃক বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসের কারণে।

١٤٣٥. (مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ).

১৪৩৫। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবে অথবা তাদের দু’জনের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে কিয়ামাতের দিন নেককারদের সাথে উঠাবেন।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু শাহীন ‘‘আত্তারগীব’’ গ্রন্থে (২/৯৯), ত্ববারানী ‘‘আলআওসাত’’ গ্রন্থে (নং ৭৯৬৪), দারাকুতনী (২৭২), ইবনু আদী ‘‘আলকামেল’’ গ্রন্থে (২/২০২), আবু বাক্র আয্দী তার ‘‘হাদীস’’ গ্রন্থে (২/৩) ও আসবাহানী ‘‘আত্তারগীব’’ গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৫৮, ২/২৮৫) সিলাতু ইবনু সুলায়মান হতে, তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এ সিলাতু ইবনু সুলায়মান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী ‘‘আয্যু‘য়াফা অলমাতরূকীন’’ গ্রন্থে বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ ত্যাগ করেছেন।

আর তিনি তার ‘‘আলমীযান’’ গ্রন্থে তার দু’টি মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সে দু’টির একটি। হাফিয ইবনু হাজার ‘‘আললিসান’’ গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করে ইবনু মা‘ঈন এবং আবূ দাঊদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা দু’জন তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি মিথ্যুক। ত্ববারানী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু জুরায়েজ হতে সিলাতু ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

তার জীবনীতেই ইবনু হিব্বান হাদীসটিকে ‘‘আয্যু‘য়াফা’’ গ্রন্থে (১/৩৭৬) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে উল্টাপাল্টাকৃত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাদের হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

١٤٣٦. (إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيُهْدِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَ لْيُطْرِفْهُمْ وَ لَوْ كَانَتْ حِجَارَةً).

১৪৩৬। তোমাদের কেউ যখন সফর হতে ফিরে আসবে তখন সে যেন তার পরিবারের নিকট হাদিয়্যাহ্ প্রদান করে এবং তাদের উপঢৌকন হিসেবে নতুন কিছু প্রদান করে যদিও সেটা পাথর হয়।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি দারাকুতনী ‘‘আস্সুনান’’ গ্রন্থে (২৮৯) এবং তার উদ্ধৃতিতে ইবনুল জাওযী ‘‘আলওয়াহিয়্যাত’’ গ্রন্থে (২/৯৭) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনযির ইবনে ওবায়দিল্লাহ্ ইবনিল মুনযির ইবনিয যুবায়ের সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইবনুল মুনযির ব্যতীত সনদটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন : শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখা বৈধ নয়।

হাকিম বলেন : তিনি হিশাম হতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

আবূ নু'য়াইম বলেন : তিনি হিশাম হতে কতিপয় মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহ্শী ইবনু হার্ব ইবনে ওয়াহ্শীর হাদীস হতে তার একটি শাহেদ রয়েছে, তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন : "... সে যেন তার পরিবারকে উপঢৌকন হিসেবে নতুন কিছু প্রদান করে, যদিও তার থলিতে একটি পাথর রেখে দেয়ার দ্বারা হয়।"

এটিকে আবুল কাসেম ইবনু আবিল আকাব "হাদীসুল কাসেম ইবনুল আশইয়াব" গ্রন্থে (কাফ ১/৭) ইব্রাহীম ইবনু আহমাদ ইয়ামানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া বুসতাম আসফার হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার যুবায়দী হতে, তিনি ওয়াহ্শী ইবনু হার্ব হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্ণনাকারীদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য কেউ নেই। হার্ব ইবনু ওয়াহ্শীর অবস্থা অস্পষ্ট।

তার ছেলে ওয়াহ্শী ইবনু হার্ব মাজহূল (অপরিচিত)। আর সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার দুর্বল।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু বুসতাম বিতর্কিত। আবূ হাতিম বলেন : তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান বলেন : তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয়। এ কারণে হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া গালাবী। যিয়াদ ভুলবশত লিখা হয়েছে। ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৫৯) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি উক্ত ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। যদি ইনিই হন তাহলে তিনি জালকারী।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস হতে তার একটি শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটির সনদেও মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ

١٤٣٧. (إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلاَ يَدْخُلْ لَيْلاً ، وَ لْيَضَعْ فِيْ خُرَجِهِ وَ لَوْ حَجَرًا).

১৪৩৭। যখন তোমাদের কেউ সফর হতে ফিরে আসবে তখন সে, রাতে (গৃহে) প্রবেশ করবে না আর সে যেন তার থলিতে কিছু রেখে দেয় যদিও তা পাথর হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "আখবারু আসবাহান" গ্রন্থে (১/১২০, ২/৩৩৮) এবং দায়লামী তার সূত্রে "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/৭৪) আবুল হাসান আহমাদ ইবনু ইসহাক মাদীনী হতে, তিনি হায়সাম ইবনু বিশ্‌র ইবনে হাম্মাদ হতে, তিনি আবূ সালেহ্ ইসহাক ইবনে নাজীহ্ হতে, তিনি অযীন ইবনু আতা হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইসহাক। তিনি হচ্ছেন মালাতী মিথ্যুক এবং জালকারী।

গিয়াস ইবনু ইব্‌রাহীম তামীমী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এ মুতাবা'য়াতটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দামেস্ক" গ্রন্থে (১৫/৯৪/২) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ গিয়াসও জালকারী।

আর ইসহাকের নিম্নের দু'জন বর্ণনাকারীর জীবনী আবূ নু'য়াইম উল্লেখ করলেও তিনি তাদেরকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : কিন্তু হাদীসটির প্রথম বাক্যের ভাবার্থের ন্যায় হাদীস বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে জাবের (রাঃ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ রাতের বেলা সফর হতে ফিরে আসলে পরিবারের নিকট যাতে প্রবেশ না করে যে পর্যন্ত সে নিজেকে প্রস্তুত না করে তুলবে।

١٤٣٨. (مَا مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَيَنْزِلُ مَثَاقِيْلُ مِنْ بَرَكَاتِ الْجَنَّةِ فِي الْفُرَاتِ).

১৪৩৮। এমন কোন দিন নেই যে দিনে ফুরাত নদীতে বহু পরিমাণে জান্নাতের বরকত অবতরণ না করে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১৩২) রাবী' ইবনু বাদ্‌র হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ ওয়েল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন... ।

ইবনু আদী বলেন : হাদীসটিকে একমাত্র রাবী' ইবনু বাদ্‌র এর হাদীস হতে চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু আদী তার জীবনীর শেষে বলেন : তার অধিকাংশ হাদীসের কেউ মুতাবা'য়াত করেনি।

হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা অল মাতরূকীন" গ্রন্থে বলেন : তাকে দারাকুতনী প্রমুখ ত্যাগ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক।

ইবনুল জাওযী বলেন : হাদীসটি সহীহ্ নয়। এর মধ্যে বর্ণনাকারী রাবী' রয়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতিতে উলটপালটকৃত হাদীস আর দুর্বলদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু মারদীবিয়ার উদ্ধৃতিতে আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার নিকট থেকে উপরের উদ্ধৃতি ছুটে গেছে। এ ধ্বংসাত্মক বর্ণনাকারীর আরেকটি হাদীস ঃ

١٤٣٩. (إِنَّ اللهَ لاَ يَهْتِكُ سِتْرَ عَبْدٍ فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ).

১৪৩৯। আল্লাহ্ তা'আলা সেই বান্দার গোপনীয়তাকে প্রকাশ করে বেইজ্জতী করবেন না যার মধ্যে সামান্যতম কল্যাণ রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১২৩) রাবী' ইবনু বাদ্‌র হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি আবূ ক্বিলাবাহ্ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে এ রাবী' আর তার অবস্থা সম্পর্কে একটু পূর্বে অবগত হয়েছেন।

١٤٤٠. (الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا بِكَذِبٍ أَوْ غِيْبَةٍ).

১৪৪০। সওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ যে পর্যন্ত তাকে মিথ্যা এবং গীবাতের দ্বারা ছিন্ন করা না হবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী ও ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৪৬৭৩) রাবী' ইবনু বাদ্‌র সূত্রে ইউনুস ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তারা দু'জন বলেছেন : ইউনুস হতে রাবী' ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি একটু পূর্বে বর্ণনা করেছি।

١٤٤١. (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَلْيُمْسِكْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ).

১৪৪১। যখন তোমাদের কেউ তার খাদেমকে প্রহার করবে আর সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে তখন যেন (প্রহার করা থেকে) বিরত হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে : তখন তোমরা তোমাদের হাতকে উঠিয়ে নাও।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৫৪), আব্দ্‌ ইবনু হুমায়েদ "আলমুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০৪), তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১০৪), বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ্‌" গ্রন্থে (৩/৬৯/২) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দামেস্ক" গ্রন্থে (১/১৩১/১৫) আবূ হারূন আবাদী হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী বলেন :

আবূ হারূন আবাদীর নাম হচ্ছে উমারাহ্‌ ইবনু জুওয়াইন, তাকে শু'বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং তাকে তিনি খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : আমার গরদানে প্রহার করার জন্য এগিয়ে দেয়া আমার নিকট বেশী পছন্দের আবূ হারূন আবাদী হতে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে। এটিকে ওকায়লী সহীহ্‌ সনদে তার (শুবাহ্‌) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেন : তিনি একজন তাবে'ঈ, তিনি একেবারে দুর্বল।

তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার অনুরূপ কথা "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থেও বলে আরো বলেছেন : তাকে কেউ কেউ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

١٤٤٢. (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اللِّسَانُ". قالوا: وَمَا صَدَقَةُ اللِّسَانِ؟ قَالَ:"الشَّفَاعَةُ يُفَكُّ بِهَا الأَسِيرُ، وَيُحْقَنُ بِهَا الدَّمُ، وَيُجَرُّ بِهَا الْمَعْرُوفُ وَالإِحْسَانُ إِلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ).

১৪৪২। সর্বোত্তম সাদাকাহ্ হচ্ছে যবান। তারা বলল : যবানের সাদাকাহ্ কী? তিনি বললেন : এমন সুপারিশ করা যার দ্বারা বন্দীকে ছেড়ে দেয়া হয়। যার দ্বারা রক্তপাত বন্ধ করা হয়, যার দ্বারা তোমার মুসলিম ভাইয়ের নিকট ভালো এবং সৎকর্মকে নিয়ে যাওয়া হয় আর তা তার থেকে মন্দ কর্মকে প্রতিহত করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনুল আ'রাবী "আলমু'জাম" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৯৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আইউব মাখরামী হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু জা'ফার ইবনে সা'দ ইবনে সামুরাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হানী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ হতে, তিনি আলমুসতালিম ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ বাক্র হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি সামুরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন ।

বাইহাক্বী হাদীসটিকে "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (২/৪৫৩/১) অন্য সূত্রে মারওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার থেকে কোন কোন বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে গেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : নিম্নোল্লেখিত কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল ঃ

১। হাসান আন আন করে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাসান বাসরী। তিনি মুদাল্লিস ছিলেন।

২। বর্ণনাকারী আবূ বাক্র দুর্বল। তিনি হচ্ছেন হুযালী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু হানীর অবস্থা অজ্ঞাত। তিনি আবূ বাক্র আসরামের পিতা। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/১১৭) অতঃপর খাতীব বাগদাদী (৩/৩৭০) তার জীবনী আলোচনা করে তারা উভয়েই তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

৪। মারওয়ান ইবনু জা'ফার বিতর্কিত বর্ণনাকারী। আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো। আর তার ছেলে ইবনু আবী হাতিম বলেন : তিনি সত্যবাদী।

তাদের দু'জনের বিরোধিতা করে আযদী বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনা করেছেন।

আযদীর এ কথার কারণেই হাফিয যাহাবী তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে ভালো কাজ করেননি। কারণ আযদীই সমালোচিত ব্যক্তি। আবূ হাতিম এবং ইবনু আবী হাতিম কর্তৃক বিরোধী মন্তব্য আসায় তার (আযদীর) মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

অতঃপর হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে মারওয়ানের জীবনীতে বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীমের নিকট পাঠ করা তার একটি কপি রয়েছে যার মধ্যে মুনকার বর্ণনাও রয়েছে। সেটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন।

তবে সম্ভবত তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ত্বাবারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৬৯৬২) আর কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১০৪) মুহাম্মাদ ইবনু আবী নু'য়াইম ওয়াসেতী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ মুহাম্মাদ হচ্ছেন ইবনু মূসা ইবনে আবী নু'য়াইম। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী। কিন্তু ইবনু মা'ঈন তাকে নিক্ষেপ (ত্যাগ) করেছেন।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ত্বাবারানী ও বাইহাক্বীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন :

হায়সামী বলেন : এর সনদের আবূ বাক্র হুযালী দুর্বল। তাকে আহমাদ প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন : তিনি হাফিয নন। অতঃপর তার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : বাইহাক্বীর নিকটেও মারওয়ান ইবনু জা'ফার সামরী রয়েছেন।

১٤٤٣. (يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلاَ تَسُبُّوا أَبَاهُ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلاَ يَبْلُغُ الْمَيِّت، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؛ اسْتَبْشَرَ ، وَوَثَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِماً عَلَى رِجْلَيْهِ فَرْحاً بِقُدُوْمِه).

১৪৪৩। তোমাদের নিকট ইকরিমাহ্ ইবনু আবী জাহ্ল ঈমানদার মুহাজির হয়ে আসবে। তোমরা তার পিতাকে গালি দিও না। কারণ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া জীবিতকে কষ্ট দেয় অথচ তা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না। সে যখন রসূল (ﷺ)-এর দরজার নিকট পৌঁছল তখন তিনি সুসংবাদ গ্রহণ করলেন এবং তার আগমন উপলক্ষে খুশি হয়ে লাফ দিয়ে তাঁর দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/২৪১) মুহাম্মাদ ইবনু উমার সূত্রে আবু বাক্র ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে আবী সাবরাহ্ হতে, তিনি মূসা ইবনু উকবাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়েরের দাস আবী হাবীবাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন :

যখন মক্কা বিজয় হয়েছিলো তখন ইকরিমাহ্ ইবনু আবী জাহ্ল পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী উম্মু হাকীম বিনতুল হারেস ইবনে হিশাম বুদ্ধিমতি নারী ছিলো। সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করে রসূল (ﷺ)-এর নিকট তার স্বামীর নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। তখন রসূল (ﷺ) স্ত্রীকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করলেন ফলে সে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর সে তাকে (পাওয়ার পর) বলল : আমি তোমার নিকট লোকদের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্পর্ক স্থাপনকারী, সর্বাপেক্ষা সৎ এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি। অতঃপর রসূল (ﷺ) যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন তখন রসূল (ﷺ) তাঁর সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী ও হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন, অথচ এর সনদটি খুবই দুর্বল, বরং বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু আবী সাবরাহ্ অথবা মুহাম্মাদ ইবনু উমার, তিনি হচ্ছেন ওয়াকেদী। তারা দু’জনই মিথ্যুক, জালকারী। আর আবূ হাবীবাহকে চেনা যায় না। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/২/৩৪৫৯) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তবে তিনি বলেছেন ঃ

আবূ হাবীবাহ্ যুবায়েরের দাস, আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়েরের সাথী। তিনি যুবায়ের হতে (রাঃ) বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে মূসা ইবনু উকবাহ্ এবং আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আমি এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করছি এ কারণে যে, এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) ইকরিমাহ্ ইবনু আবী জাহলের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরের যুগের লোকেরা আগমনকারীর (সম্মানের) জন্যে দাঁড়ানো জায়েয বরং মুস্তাহাব এ মতের স্বপক্ষে এ বর্ণনার দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে অভ্যাস্ত হয়ে পড়েছেন। এ কারণেই এ হাদীসের দুর্বলতাকে স্পষ্ট ও প্রকাশ করাকে ভালো মনে করেছি, যাতে করে কেউ এর দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে। এছাড়া এরূপ দাঁড়ানো যে অপছন্দনীয় সে সম্পর্কে সুন্নাতী আমলও এর বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

উস্তায ইয্যাত আদদি'আস "আশশামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ্" গ্রন্থের উপর টীকা দিতে গিয়ে (পৃ ১৭৫) যে ভুলগুলো করেছেন আমি এখানে সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরী মনে করছি। বিশেষ করে তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের টীকায় বলেছেন : "রসূল (ﷺ)-এর চেয়ে তাদের নিকট অন্য কোন ব্যক্তি বেশী ভালোবাসার ছিলেন না, অথচ তারা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতো যে, তিনি এরূপ দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন।"

তিনি লিখেছেন যে, এ সহীহ্ হাদীস নেককার সম্মানিতদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর বিপরীত নয়। এর প্রমাণ ঃ

১। নাবী (ﷺ) তাদের পরস্পরের জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন না।

২। তিনি বানু কুরায়যার বন্দীদেরকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন : তোমরা তোমাদের সরদারের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও (অর্থাৎ সা'দ ইবনু মু'য়াযের উদ্দেশ্যে)।

৩। তিনি নিজে ইকরিমাহ্ ইবনু আবী জাহলের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন।

৪। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) যখনই তাঁর নিকট প্রবেশ করতেন তিনি তখনই তার জন্য দাঁড়াতেন।

৫। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উম্মে মাকতূমের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন।

৬। বর্ণিত হয়েছে যে, সহাবীগণ রসূল (ﷺ)-এর উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন।

এ সব দলীলের উত্তর ঃ

এ দলীলগুলোর কোন কিছুই সহীহ্ নয়। এগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন যেগুলো সুন্নাতের কোন গ্রন্থে নেই। যেমন প্রথম দলীলটি। বরং পূর্ববর্তী কোন একজন আলেম হতেও অবগতি হইনি যে, তিনি এটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তিনি দেখেছেন যে, তাদের কেউ এটিকে নিজ সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর অন্য কেউ এসে সন্দেহবশত সেটিকে হাদীস মনে করেছেন। এছাড়া তার এ কথা "শারহুশ শামায়েল" গ্রন্থে শাইখ আলী আলক্বারী যা উল্লেখ করেছেন তার সাথে সাংঘর্ষিক : সহাবীগণ পরস্পরের জন্য দাঁড়াতেন না। তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তাদের জন্য এরূপ করাই উচিত ছিলো। কারণ তারা ছোট আর বড় সব কিছুর ক্ষেত্রেই রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ আর অনুকরণের ব্যাপারে বেশী উৎসাহী ছিলেন। এর বিপরীত শুধুমাত্র বর্তমান যুগের কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে যারা এ মাসআলার ব্যাপারে বলছেন : এগুলো ছিলকা (চামড়া) মূল্যহীন (বিষয়)! এরূপ ভাষা মু'মিন যুবকদেরকে নাবী (ﷺ)-এর অনুসরণ হতে

বাধা প্রদান করবে বরং তাঁর অনুসরণের বিপরীতে যেতে উৎসাহিত করবে। কারণ ব্যাপারটি এরূপ, যেরূপ বলা হয় যে, তুমি যদি নিজেকে কল্যাণের মাঝে ব্যস্ত না রাখো তাহলে সে তোমাকে মন্দের (খারাপের) সাথে ব্যস্ত করে ফেলবে।

২। যেগুলোর ভিত্তি আছে তবে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি যেমন তিন, চার ও পাঁচ নম্বরে যা বলা হয়েছে। সেগুলোর কোনটিই তার সনদের দিক থেকে সহীহ্ নয়। যার উদাহরণ আপনার সামনেই সেটি হচ্ছে তৃতীয় নম্বরে বলা দলীলটি। রসূল (ﷺ) কর্তৃক তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য দাঁড়ানো মর্মে বর্ণিত হাদীসটিও এর মতই। সেটিও দুর্বল যেটিকে (১১২০) নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। আদীর জন্য দাঁড়ানো মর্মে বর্ণিত হাদীসটিও এরূপই। আর পাঁচ নম্বরে বর্ণিত দলীলটির এমন কোন ভিত্তি নেই যার উপর নির্ভর করা যায়। এ সম্পর্কে বর্ণিত কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যেমনটি "আদ্দুর্‌রুল মানসূর" গ্রন্থে এসেছে যে, ইবনু উম্মে মাকতূম যখন রসূল (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশ করতেন তখন তিনি তাকে সম্মান করতেন। এটা যদি সহীহ্ হয় তাহলে এ থেকে এরূপ কিছুকে অপরিহার্য করে না যে, তিনি তাকে বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান করতেন। হয়তো দাঁড়িয়ে তার নিকটে যেতেন, অথবা তিনি তার জন্য মজলিসের মধ্যে জায়গা করে দিতেন অথবা তিনি তার জন্য বালিশ এগিয়ে দিতেন। এরূপ শারী'য়াত সম্মত সম্মান দেখানোর প্রকারগুলো।

এ প্রকারের দলীলগুলো দুর্বল হওয়ার বিষয়টিকে একাধিক আলেম স্বীকার করেছেন। যেমন ইবনু হাজার হায়তামী। কিন্তু তার পরেও বলেছেন : ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়।

আমরা বলছি : কিন্তু এভাবে দাঁড়ানো যে ফাযায়েলে আমলের অন্তর্ভুক্ত তার প্রমাণ কোথায়? যাতে করে তাদের এরূপ কথাকে সত্যে পরিণত করতে পারে যদি সঠিক হয়?

এ ব্যাপারে শাইখ আলক্বারী সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন : এরূপ উত্তর প্রত্যাখ্যাত। কারণ দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায় সেই পরিচিত আমলের ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যে আমলগুলো কিতাবুল্লাহ্ এবং সুন্নাতের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দুর্বল হাদীসের দ্বারা মুস্তাহাব খাসলাতকে সাব্যস্ত করার জন্য দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি : এ বাস্তবতা থেকে অধিকাংশ আলেম এবং লেখকগণ গাফেল রয়েছেন। তারা ছাড়া অন্যরা সে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার স্থান নয়।

৩। এমন দলীল যার সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর শব্দ অথবা ভাবার্থ অথবা উভয়কেই পরিবর্তন (তাহ্রীফ) করে ফেলা হয়েছে, যদিও তা ইচ্ছাকৃত করা না হয়ে থাক।

যেমন দ্বিতীয় দলীলটি। এ দলীলের ব্যাপারে দু'টি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে : যার একটি পুরাতন আর একটি হচ্ছে নতুন। পুরাতনটি হচ্ছে এই যে, বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে এসেছে : (قوموا إلى سيدكم) "তোমরা তোমাদের সরদারের কাছে দাঁড়াও"। অথচ সাইয়্যেদ ইয্যাত এ ভাষাকে এরূপ বানিয়ে ফেলেছেন : (... قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ) "তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও"। ভাষাকে যে পরিবর্তন করা হয়েছে একে আরো শক্তিশালী করছে অন্য একটি শক্তিশালী বর্ণনা : (قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوْهُ) "তোমরা তোমাদের সরদারের কাছে দাঁড়াও অতঃপর তাকে নামাও।" এ সম্পর্কে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (হা/ ৬৭) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না।

আর নতুন তাহ্রীফ (পরিবর্তন) হচ্ছে সেটিই যেটিকে উস্তায ইয্যাত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে তার এ কথা যে, তিনি বানু কুরায়যার বন্দীদেরকে নির্দেশ প্রদান করে বলেন : তোমরা তোমাদের সরদারের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও (অর্থাৎ সা'দ ইবনু মু'য়াযের উদ্দেশ্যে)।

বাস্তবতা এই যে, এ নির্দেশ ছিলো আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে যারা সা'দের গোত্র আর তিনি তাদের নেতা এবং তাদের সরদার। আর এ নির্দেশ ছিলো তাকে নামানোর উদ্দেশ্যে কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে হাদীসের ভাষার মধ্যে এসেছে : "কূমূ ইলায়হি", তার কাছে দাঁড়াও। "কূমূ লাহু" তার জন্য দাঁড়াও আসেনি। অন্য বর্ণনায় বৃদ্ধি করে শক্তিশালী করা হয়েছে : "ফাআনযিলূহু" "অতঃপর তাকে নামাও"। অতএব যে বিষয়ে বিতর্ক করা হচ্ছে তার সাথে হাদীসটির কোন সম্পর্ক নেই।

রসূল (ﷺ) কর্তৃক তাঁর মেয়ে ফাতিমার দিকে দাঁড়ানো যখন সে তাঁর নিকট প্রবেশ করতো এবং তাঁর দিকে ফাতিমার দাঁড়ানো যখন তিনি তার নিকট প্রবেশ করতেন এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলোর সনদ সহীহ্। কিন্তু এর মধ্যে বিতর্কিত দাঁড়ানোর বিষয়টি নেই। কারণ তিনি তার নিকটে দাঁড়াতেন তাকে তাঁর বসার স্থানে বসানোর জন্যে। আর ফাতিমাও তাঁর নিকটে দাঁড়াতেন তাঁকে তার বসার স্থানে বসানোর জন্যে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কারণ আপনি কি দেখছেন না যারা দাঁড়ানোকে মুস্তাহাব বলছেন তাদের কেউ তার ছেলের জন্য দাঁড়ান না যদিও সে সম্মানিত আলেম হয়!

বরং 'ইসাম আশশাফে'ঈ বলেন : যেমনটি "শামাইল" গ্রন্থের ভাষ্যকার মানাবী উল্লেখ করেছেন ঃ

পুরাতন এবং নতুন সকলেই এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তারা পিতা কর্তৃক ছেলের জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করেন। যদিও সে সম্মানিত হয়। যদি কোন পিতার পক্ষ থেকে এরূপ ঘটে তাহলে একে লোকেরা হাসি এবং উপহাসের বিষয় বানিয়ে থাকে।

মোটকথা : এরূপ দাঁড়ানো মুস্তাহাব হওয়ার স্বপক্ষে স্পষ্ট কোন সহীহ্ দলীল পাওয়া যায় না। মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত : সম্মানিত আর তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। যে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তার নাবী (ﷺ)-এর অনুসরণ করা উচিত, কারণ তিনি অন্যের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দাঁড়ানোকে অপছন্দ করতেন। আর যে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তার উচিত রসূল (ﷺ)-এর সহাবীগণের অনুসরণ করা, কারণ তারা প্রথম প্রকারের জন্য দাঁড়াতেন না।

এ বিষয়ে আমাকে আনন্দিত করেছে "আশশামাইল" গ্রন্থের ভাষ্যকার শাইখ জাসূসের আলোচনা যা তিনি "আলবায়ান" গ্রন্থে উল্লেখিত ইবনু রুশ্দ এর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোটা চার ধরনের ঃ

(১) এক ধরনের দাঁড়ানো যার মধ্যে নিষেধের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে এরূপ দাঁড়ানো অবৈধ। এটি হচ্ছে অন্যকে বড় মনে করে সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে দাঁড়ানো যে, যারা তার জন্য দাঁড়ায় তাদের উপরে অহঙ্কার করে নিজের জন্য দাঁড়ানোকে ভালোবাসে।

(২) এক ধরনের দাঁড়ানো যার মধ্যে মাকরূহ কর্মের সংমিশ্রণ ঘটে। এটি হচ্ছে অন্যকে বড় মনে করে সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে দাঁড়ানো যে, যারা তার জন্য দাঁড়ায় তাদের উপরে অহঙ্কার করে না এবং তার জন্য দাঁড়ানোকে ভালোও বাসে না। তবে এরূপ করা মাকরূহ্ শাসকদের কর্মের সাথে এর সাদৃশ্যতার জন্য এবং যার জন্য দাঁড়ানো হচ্ছে তার পরিবর্তন ঘটার আশঙ্কা থাকার কারণে।

(৩) এক ধরনের দাঁড়ানো যার মধ্যে জায়েয কর্মের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে। এটি সেই ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো যাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে দাঁড়ানো হয় অথচ তিনি তা চান না আর তার অবস্থা শাসকদের অবস্থার মতও না এবং তার মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন (অহঙ্কারের ভাব) আসা হতে তিনি নিরাপদ। কিন্তু এরূপ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি অনুপস্থিত। এরূপ গুণাবলী তার মাঝেই পাওয়া যেতে পারে যিনি নুবুওয়াত লাভের মাধ্যমে নিষ্পাপ।

(৪) এক ধরনের দাঁড়ানো যার মধ্যে ভালো কর্মের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে। আর তা হচ্ছে সফর হতে আগমনকারী কোন ব্যক্তির আগমনে খুশিতে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে তার নিকটে দাঁড়িয়ে যাওয়া, অথবা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আগমন করলে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে তার নিকট দাঁড়ানো। এছাড়া এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কিছু। এগুলোর মাধ্যমে বিতর্ক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং এর দ্বারা বর্ণিত আসারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক অবস্থারও অবসান ঘটবে।

١٤٤٤. (اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ (وَ فِيْ رِوَايَةٍ : أَفْضَلُ) مِنْ مَكَّةَ).

১৪৪৪। মাদীনা মক্কা হতে উত্তম, অন্য বর্ণনায় এসেছে : বেশী মর্যাদাপূর্ণ।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আত্তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে (১/১/১৬০/৪৭৬), আলমুফায্যালুল জুনদী "ফাযাইলুল মাদীনাহ্" গ্রন্থে (নং ১২) ও ত্বারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে" (৪৪৫০) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আমেরী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আম্রাহ্ বিনতু আব্দির রহমান হতে, তিনি বলেন : মারওয়ান ইবনুল হাকাম মক্কায় খুৎবাহ্ দিয়ে মক্কার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করলেন, মক্কার খুব প্রশংসা করলেন। এ সময় রাফে' ইবনু খাদীজ মিম্বারের নিকটে ছিলেন, তিনি বললেন : আপনি মক্কার কথা উল্লেখ করলেন এবং তার ফাযীলাত বর্ণনা করলেন অথচ আপনাকে মাদীনার বিষয়টি উল্লেখ করতে শুনলাম না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ..।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আমেরী, তিনি হচ্ছেন রাদাদ। আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তিনি দুর্বল।

ইবনু আদী বলেন : তার বর্ণনাগুলো নিরাপদ নয়। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেন, এটি সেগুলোর একটি। আর হাফিয যাহাবী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ

এটি সহীহ্ নয়। মক্কাতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত সম্পর্কে ... সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিনি এর দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঃ

"মক্কায় সলাত আদায় করা বেশী উত্তম মাদীনায় সলাত আদায় করার চেয়ে।" অতএব কিভাবে মক্কার চেয়ে মাদীনা উত্তম হবে? এছাড়াও মক্কা সম্পর্কে রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীও আলোচ্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক :

"আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই তুমি আল্লাহ্‌র যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ্‌র যমীনের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দের। আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি তোমার থেকে বের করে দেয়া না হতো তাহলে আমি তোমার থেকে বের হতাম না।" ["সহীহ্ তিরমিযী" (৩৯২৫), "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৩১০৮) ও "মিশকাত" (২৭২৫)]।

আলোচ্য হাদীসটিকে আব্দুল হক্বও তার "আহকাম" গ্রন্থে (২/১০৮) দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন : মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান, এর হাদীস তাদের নিকট কিছুই নয়।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ত্ববারানীর "আলমু'জামুল কাবীর" এবং দারাকুতনীর "আলআফরাদ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে রাফে' হতে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার গ্রন্থ (আলহুজাজুল মুবায়্যিনাহ্ ফিত তাফযীলে বাইনা মাক্কা অল-মাদানীহ্" এর মধ্যে (ক্বাফ ২/২৮) বলেছেন : এটি দুর্বল যেমনটি ইবনু আব্দিল বার বলেছেন।

١٤٤٥. (إِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِيْ مِنْ أَحَبِّ أَرْضِكَ إِلَيَّ ، فَأَنْزِلْنِيْ أَحَبَّ الأَرْضِ إِلَيْكَ ، فَأَنْزِلَنِيْ الْمَدِيْنَةَ).

১৪৪৫। আমি আমার প্রতিপালককে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলাম : হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার সেই যমীন থেকে বের করে দিয়েছো যেটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল। অতএব তুমি আমাকে তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যমীনে অবতরণ করাও। এ কারণে তিনি আমাকে মাদীনাতে অবতরণ করান।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/২৭৭-২৭৮) হুসাইন ইবনুল ফারাজ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে, তিনি যহ্হাক ইবনু উসমান হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবায়েদ ইবনে উমায়ের হতে, তিনি বলেন : আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস ইবনে হিশাম তার পিতার উদ্ধৃতিতে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : আমি রসূল (ﷺ)-কে তার হাজ্জের মধ্যে দেখেছি, তিনি তার বাহনের উপর দাঁড়িয়ে বলেন : ...।

হাদীসটিকে হাকিম হারেস ইবনু হিশামের জীবনীতে উল্লেখ করে এর সনদ সম্পর্কে তিনি এবং হাফিয যাহাবী চুপ থেকেছেন। অথচ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু উমার তিনি হচ্ছেন ওয়াকেদী। কারণ তিনি মিথ্যুক, যেমনটি একাধিক ইমাম তা বলেছেন। আর তার থেকে বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু ফারাজ (দুর্বলতার দিক দিয়ে) তার নিকটবর্তী। হাফিয যাহাবী তাকে (হুসাইনকে) "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি হাদীস চোর।

তিনি "আল মীযান" গ্রন্থে বলেন : ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক হাদীস চোর। আর অন্য ব্যক্তি তাকে চালিয়ে দিয়েছেন। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন : তার হাদীস চলে গেছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আললীসান" গ্রন্থে বলেন : অন্য কেউ তাকে চালিয়ে দিয়েছেন। জানি না তিনি এর দ্বারা কাকে বুঝিয়েছেন।

অতঃপর তিনি এক দল ইমাম হতে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি আবূ হাতিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে ত্যাগ করেছেন।

হাকিমের (৩/৩) নিকট হাদীসটির অন্য সূত্রও রয়েছে। তিনি মূসা আনসারী হতে, তিনি সা'দ ইবনু সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি তার ভাই হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

অতঃপর বলেছেন : এর বর্ণনাকারীগণ মদীনাবাসী আবূ সা'ঈদ মাকবূরীর গৃহের লোকজন।

হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। সাব্যস্ত হয়েছে যে, মক্কা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় শহর আর সা'দ নির্ভরযোগ্য নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : ত্রুটিটা সা'দের ভাই আব্দুল্লাহর উপর বর্তানোই বেশী উত্তম। কারণ তিনি সা'দের চেয়ে বেশী দুর্বল। তাদের দু'জনকেই হাফিয যাহাবী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে সা'দ সম্পর্কে বলেছেন : তিনি সকলের ঐকমত্যে দুর্বল।

আর তার ভাই সম্পর্কে বলেছেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

আবূ হাতিম প্রথমজন সম্পর্কে বলেন : তিনি নিজে ভালো, কিন্তু তার সমস্যা হচ্ছে তিনি তার ভাই আব্দুল্লাহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। অথচ তার ভাই আব্দুল্লাহ্ দুর্বল। আর তিনি তাকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করেননি।

আর মূসা আনসারীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি হচ্ছেন মূসা ইবনু শায়বাহ্ ইবনে আম্‌র আনসারী সুলামী মাদানী। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন:

তার হাদীসগুলা মুনকার।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত।

١٤٤٦. (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ).

১৪৪৬। যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তরবারী দ্বারা (তাকে) একটি আঘাত করা।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (১/২৭৬), দারাকুতনী (পৃ ৩৩৬), হাকিম (৪/৩৬০), ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (নং ১৬৬৫), রামাহুরমুযী "আলফাসেল" গ্রন্থে (পৃ ১৪১), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/৮) আর তার থেকে বাইহাক্বী (৮/১৩৬) ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম মাক্কী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি জুন্দুব (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

তিরমিযী বলেন : হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। আর ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম মাক্কীকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর হাদীসটি জুন্দুব হতে মওকূফ হিসেবে সহীহ্।

হাকিম বলেন ঃ

সনদটি সহীহ্। যদিও দু'শাইখ (বুখারী ও মুসলিম) ইসমা'ঈলের হাদীসকে ত্যাগ করেছেন, কারণ তিনি গারীব সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি : হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন! সত্যিকারেই এটা অদ্ভুত ব্যাপার। কারণ হাফিয যাহাবী নিজেই ইসমা'ঈলকে "আয্‌যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। আর "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেছেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর নাসাঈ তাকে ত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সাথে মুতাবা'য়াতকারী একজন পেয়েছি। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে সায়্যার আবূ আব্দিল্লাহ্, তিনি খালেদ আবাদী হতে, তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন ...।

এটিকে ত্ববারানী (১৬৬৬) ও আবূ সাহ্ল কাত্তান তার "হাদীস" গ্রন্থে (৪/২৪৫/২) বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ মুতাবা'য়াতটি খুবই দুর্বল। কারণ এ খালেদের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারীরও জীবনী পাচ্ছি না। অতএব এরূপ মুতাবা'য়াতের দ্বারা হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায় না। এ ছাড়াও উভয় সূত্রেই হাসান রয়েছেন। তিনি মুদাল্লিস আন্ আন করে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে যিনি হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত দেননি।

তবে হাদীসটি জুন্দুব হতে মওকূফ হিসেবে সহীহ্। [বিস্তারিত দেখুন মূল গ্রন্থ]।

١٤٤٧. (مِنْ خلاَلِ الْمُنَافِقِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا حَدَّثَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَكْذِبُ وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَكْذِبُ (لَعَلَّهُ : يُخْلِفُ) وَإِذَا ائْتُمِنَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ يَخُوْنُ).

১৪৪৭। মুনাফিকের খাসলত হচ্ছে : সে কথা বললে মিথ্যা বলবে, সে ওয়াদাহ্ করে ওয়াদা খেলাফ করবে, তার নিকট আমানাত রাখা হলে সে তার খিয়ানাত করবে। আর মুনাফিক যখন কথা বলে তখন সে নিজের মনের সাথে কথা বলে যে, সে মিথ্যা বলছে। সে যখন ওয়াদা করে তখন সে নিজের মনের সাথে কথা বলে যে, সে মিথা বলছে (সম্ভবত সঠিক হচ্ছে : সে বিপরীত করবে)। আর তার নিকট যখন আমানাত রাখা হয় তখন সে নিজের মনের সাথে কথা বলে যে, সে খিয়ানাত করবে।

হাদীসটি এ ভাষায় মুনকার।

এ হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৬১৮৬) মিহরান ইবনু আবী উমার হতে, তিনি আলী ইবনু আব্দিল আ'লা হতে, তিনি আবুন নু'মান হতে, তিনি আবুল অক্কাস হতে, তিনি সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। আবুন নু'মান ও আবূ অক্কাস তারা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত) যেমনটি ইমাম তিরমিযী অতঃপর হাফিয যাহাবী ও আসকালানী বলেছেন।

তারপরেও তিনি "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেছেন : এর সনদটিতে কোন সমস্যা নেই। কারণ বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে ত্যাগ করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : সনদ দুর্বল হওয়ার জন্য একজন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীই যথেষ্ট। অতএব কিভাবে এটি দুর্বল হবে না যেখানে দু'জন বর্ণনাকারী মাজহূল?

সম্ভবত হাফিয ইবনু হাজার ভুলে গিয়ে উক্ত কথা বলেছেন ...।

এ সনদের মধ্যে আরেকটি সমস্যা রয়েছে সেটি হচ্ছে ইবনু আব্দিল আ'লা কর্তৃক এককভাবে বর্ণনা করা। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে সামান্য ভালো। আবূ হাতিম বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বলেন : তার ব্যাপারে সমস্যা নেই।

হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও সন্দেহ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এরূপ ব্যক্তির হাদীসকে হাসান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যদি তার মত ব্যক্তি কর্তৃক মুতাবা'য়াতকৃত হয়। কিন্তু তিনি হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া সনদের মধ্যে ইযতিরাবও সংঘটিত হয়েছে।

١٤٤٨. (أُحْضُرُوا مَوْتَاكُمْ، وَلَقِّنُوهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَبَشِّرُوهُمْ بِالْجَنَّةِ، فَإِنَّ الْحَلِيْمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُوْنَ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لأَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَصْرَعِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمُعَايَنَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَخْرُجُ نَفْسُ عَبْدٍ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْلَمَ كُلُّ عِرْقٍ مِنْهُ عَلَى حِيَالِه)

১৪৪৮। তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পথিক ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করার তালক্বীন দাও এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো। কারণ পুরুষ এবং নারীদের ধৈর্য্যশীলরা সে মুহূর্তে বিচলিত হয়ে পড়ে। আর সে সময়ে শয়তান সর্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হয়। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার আত্মা, মালাকুল মাওতকে দেখা তরবারীর এক হাজার আঘাতের চেয়েও বেশী কঠিন। সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার আত্মা, কোন বান্দার আত্মাই দুনিয়া থেকে বের হবে না যে পর্যন্ত তার প্রতিটি রগের অগ্রভাগ ব্যথিত না হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে ((৫/১৮৬) ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ সূত্রে আবূ মু'য়ায উৎবাহ্ ইবনু হামীদ হতে, তিনি মাকহূল হতে, তিনি ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আবূ নু'য়াইম বলেন : এটি মাকহূলের হাদীস হতে গারীব। এটি একমাত্র ইসমা'ঈলের হাদীস হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (ইসমা'ঈল) শামী ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল আর এটি অন্যদের থেকে বর্ণনাকৃত। কারণ আবূ মু'য়ায হচ্ছেন বাসরী। এ ছাড়াও তার হেফযের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমনটি হাফিয ইবনু হাজারের কথা থেকে বুঝা যায় ঃ

তিনি সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

মাকহূল হচ্ছেন শামী। তিনি যদিও ওয়াসিলাহ্ হতে শ্রবণ করেছেন তার পরেও তিনি তাদলীসের দোষে দোষী। অতএব আন আন করে বর্ণনাকৃত তার মত ব্যক্তির হাদীস থেকে বেঁচে থাকতে হবে, যেমন এ হাদীসটি।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "যিয়াদাতুল জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে "আলহাবী লিলফাতওয়া" গ্রন্থে (২/১১৯) চুপ থেকেছেন।

١٤٤٩. (مَنْ قَرَأَ فِيْ إِثْرِ وُضُوْئِه : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِيْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا حَشَرَهُ اللهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ).

১৪৪৯। যে ব্যক্তি তার ওযূর পরক্ষণেই একবার "ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কাদ্‌র" পাঠ করবে সে সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি দু'বার পাঠ করবে তাকে শাহীদগণের তালিকাভুক্ত করা হবে। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন নাবীগণকে যেখানে একত্রিত করা হবে সেখানে একত্রিত করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ্ সূত্রে হাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আবূ ওবায়দাহ্ মাজহূল (অপরিচিত)। সুয়ূতীর "আলহাবী লিলফাতওয়া" গ্রন্থে (২/১১) এরূপই এসেছে। এর মধ্যে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে হাসান বাসরী এটিকে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির মধ্যে বানোয়াটের আলামত সুস্পষ্ট। আমার ধারণা এ মাজহূল বর্ণনাকারী হতে অথবা তার নিচের বর্ণনাকারী হতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যাদেরকে সনদে উল্লেখ করা হয়েছে সুয়ূতী তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে উল্লেখ করেননি।

আমি (আলবানী) হাদীসটিকে সংক্ষেপে (৬৮ নম্বরে) উল্লেখ করেছি। আমি হাফিয সাখাবী হতে বর্ণনা করেছি তিনি বলেন যে, এর কোন ভিত্তি নেই। অতঃপর আমি যখন হাদীসটির ভাষা এবং তার সনদের কিছু অংশ সম্পর্কে অবগত হলাম তখন এটিকে তাখরীজ এবং এর সমস্যা প্রকাশ করার জন্য মনোযোগী হই।

١٤٥٠. (لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً وإِمَامًا مُقْسِطًا، وَلَيَسْلُكَنَّ فَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِيْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ).

১৪৫০। ঈসা ইবনু মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ ফয়সালাকারী এবং ন্যায়পরায়ণ ইমাম হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি রাওহার প্রশস্ত দূরবর্তী রাস্তা হতে হাজ্জ অথবা উমরাহ্ করার অথবা উভয়টি আদায় করার জন্য পথ চলা শুরু করবেন। আমার কবরের নিকট এসে আমার প্রতি সালাম প্রদান করবেন, আর আমি তার প্রতি সালামের উত্তর দিবো।

হাদীসটি এভাবে মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (২/৫৯৫) ই'য়ালা ইবনু ওবায়েদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি উম্মু সুবাইয়্যার দাস আতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূল (ﷺ) বলেন : ...।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেননি। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : কখনও নয় বরং সনদটি তিনটি কারণে দুর্বল ঃ

১। বর্ণনাকারী আতা মাজহূল (অপরিচিত)। হাফিয যাহাবী নিজে "আলমীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেছেন : তাকে চেনা যায় না, তার থেকে মাকবুরী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

২। এটিকে ইবনু ইসহাক আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন একজন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী।

৩। সনদের মধ্যে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া। [বিস্তারিত দেখুন মূল গ্রন্থ]

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে আমি এখানে উল্লেখ করেছি হাদীসটির দ্বিতীয়ার্ধের কারণে। কারণ প্রথমার্ধ সহীহ্। প্রথমার্ধকে ইমাম মুসলিম (৪/৬০) প্রমুখ অন্য সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা ...। এ সহীহ্ হাদীসে : (ولياتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه) এ অংশকে উল্লেখ করা হয়নি।

١٤٥١. (لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الْمَاءِ).

১৪৫১। পানির চেয়ে বড় সাওয়াবের কোন সাদাকাহ্ নেই।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (২/১/১৫২) বাইহাক্বীর সূত্রে তার সনদে দাঊদ ইবনু আতা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল মালেক ইবনে মুগীরাহ্ নাওফালী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু খুসায়ফাহ্ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু রূমান হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ...।

বাইহাক্বীর সূত্রে সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী বলেছেন : এটিকে তিনি হাসান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন! অথচ এর সনদে দাঊদ ইবনু আতা রয়েছেন যাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন :

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মাতরূক।

আর ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল মালেক নাওফালীকে তারা (মুহাদ্দিসগণ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আরেক বর্ণনাকারী সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সা'ঈদ মাকবুরী হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তিনিই আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বেশী বেশী হাদীস বর্ণনাকারী

হিসেবে পরিচিত। তিনি নির্ভরযোগ্য। তার পক্ষ থেকে হাদীসটির মধ্যে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা এসেছে তার পূর্বে উল্লেখিত দু'জন থেকে।

তিনি (মানাবী) "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন : তার সনদটি দুর্বল। আর লেখক কর্তৃক কৃত উক্তি 'হাদীসটি হাসান' অসম্ভবমূলক।

١٤٥٢. (خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيهِنَّ الدَّعْوَةُ : أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ ، وَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ ، وَ لَيْلَةُ النَّحْرِ).

১৪৫২। পাঁচটি রাত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না : রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শা'বানের রাত (শবে বারাআত), জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতরের রাত ও কুরবানীর রাত।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (১০/২৭৫-২৭৬) আবূ সা'ঈদ বুন্দার ইবনে উমার ইবনে মুহাম্মাদ রুইয়ানী হতে, তার সনদে ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি আবূ কা'নাব হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

তিনি হাদীসটিকে বুন্দারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি (ইবনু আসাকির) আব্দুল আযীদ নাখশাবী হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : তুমি তার থেকে শ্রবণ করো না, কারণ সে মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি : ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়াও মিথ্যুক যেমনটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন প্রমুখ বলেছেন। তিনি হচ্ছেন ইমাম শাফে'ঈর সেই শাইখদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অবস্থা তার নিকট গোপনই রয়ে যায়।

আর আবূ কা'নাবকে আমি চিনি না।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। মানাবী হাদীসটির সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। এ কারণে তিনি কোন সমালোচনামূলক কিছুই বলেননি। তবে তিনি বলেছেন : আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে দায়লামী "আলফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ... বাইহাক্বী ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু নাসের ও আসকারীও বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হাজার বলেছেন : তার সব সূত্রগুলোই ত্রুটিযুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি : প্রতিটি সূত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মিথ্যুক ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া। [অতএব হাদীসটি বানোয়াটই। বিস্তারিত দেখুন মূল গ্রন্থ]।

١٤٥٣. (سَادَةُ السُّوْدَانِ أَرْبَعَةٌ : لُقْمَانُ الْحَبَشِيُّ ، وَ النَّجَاشِيُّ ، وَ بِلاَلٌ ، وَ مَهْجَعٌ).

১৪৫৩। সুদানের সর্দার হচ্ছে চারজন : লোকমান হাবাশী, নাজাশী, বিলাল ও মাহ্জা'।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" (১০১/৩৩০) আহমাদ ইবনু শাবওয়াইহ্ সূত্রে সুলায়মান ইবনু সালেহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনে জাবের হতে তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এর সনদের মধ্যে আহমাদ ইবনু শাবওয়াইহ্ রয়েছেন তিনি মাজহূল, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে বলেছেন এবং তার একটি হাদীস তার বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ হতে তার সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

হাদীসটি বাতিল। সমস্যা তার থেকে অথবা তার শাইখ হতে। কারণ তিনি দুর্বল।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত মানাবী এর মাজহূল হওয়ার বিষয়টি সতর্ক দৃষ্টিতে দেখেননি ...।

١٤٥٤. (خَيْرُ السُّوْدَانِ أَرْبَعَةٌ : لُقْمَانُ، وَ النَّجَاشِيُّ، وَ بِلاَلٌ، وَ مَهْجَعٌ).

১৪৫৪। সুদানের সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ হচ্ছেন চারজন : লোকমান, নাজাশী, বিলাল ও মাহ্জা'।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আসাকির (১০/৩৩০/৩৩১) আবূ সালেহ্ সূত্রে মুয়াবিয়্যাহ্ হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি মু'যাল। যেমনটি সুয়ূতী "আলজামে'" গ্রন্থে বলেছেন। কারণ আওযা'ঈ হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু আম্র তিনি একজন তাবে' তাবে'ঈ।

আমি (আলবানী) বলছি : তার নিকট পর্যন্ত সনদও দুর্বল। কারণ আবূ সালেহ্ হচ্ছেন লাইসের কাতেব আব্দুল্লাহ্ আবূ সালেহ্, তার হেফযে সমস্যা থাকার কারণে তার সমালোচনা করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী, তার কিতাবের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য, তার মধ্যে গাফলাতি ছিলো।

হাদীসটিকে আওযা'ঈ হতে মওসূল হিসেবে অন্য ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১৪৫৫. (خَيْرُ السُّوْدَانِ ثَلاَثَةٌ : لُقْمَانُ وَبِلاَلٌ وَمَهْجَعٌ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ).

১৪৫৫। সুদানের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন তিনজন : লোকমান, বিলাল ও রসূল (ﷺ)-এর দাস মাহ্জা'।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/২৮৪) ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল ফায্ল শা'রানী হতে, তিনি তার দাদা হতে, তিনি হাকাম হতে, তিনি হাক্ল ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি আওযা'ঈ হতে, তিনি আবূ আম্মার হতে, তিনি ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্।

আর হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন : তিনি এরূপই বলেছেন : "রসূল (ﷺ)-এর দাস"। কিন্তু তাকে চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি এ কথার দ্বারা মুনকার হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু তিনি সনদের ব্যাপারে কোন সমালোচনামূলক কিছু না বলার কারণে সন্দেহ্ সৃষ্টি করছে যে, সনদটি হয়তো সমালোচনা থেকে নিরাপদ। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ ইসমা'ঈল শা'রানীকে হাফিয যাহাবী নিজে "আলমীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি হাকিমের শাইখদের অন্তর্ভুক্ত। হাকিম বলেন : আমি কোন কোন শাইখের সাথে তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করি। অতঃপর বলেন : আমাকে ইসমা'ঈল হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন ... ।

হাকিম ইসমা'ঈল শা'রানীর আরেকটি হাদীস আনাস (রাঃ) হতে ভিন্ন সনদে উল্লেখ করে বলেছেন : এটি গারীব। সম্ভবত তিনি এর দ্বারা ইসমা'ঈল কর্তৃক তার দাদা 'ফায্ল' হতে শ্রবণ করাকে সন্দেহযুক্ত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করছেন। আর এ ফাযলের ব্যাপারেও সমালোচনা করা হয়েছে। ইবনু আবী হাতিম (৩/২/৬৯) বলেন :

ইবনু আবী হাতিম (৩/২/৬৯) বলেন : তার থেকে রাই নামক স্থানে লিখেছি আর তারা তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

١٤٥٦. (إِنَّ الرَّحْمَةَ لاَ تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ).

১৪৫৬। সেই সম্প্রদায়ের প্রতি (আল্লাহর) রহমাত নাযিল হবে না যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী রয়েছে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (৬৩), ত্ববারানী অনুরূপভাবে "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে ও ইবনু আদী (ক্বাফ ২/১৫৫) সুলায়মান আবূ ইদাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী আউফা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। সুলায়মান হচ্ছেন ইবনু যায়েদ আলমুহারিবী। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি মিথ্যুক, তার হাদীস এক পয়সার সমতুল্যও নয়।

নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি শক্তিশালী নন।

হায়সামী "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৮/১৫১) বলেন : হাদীসটিকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদের মধ্যে আবূ ইদাম মুহারিবী রয়েছেন তিনি মিথ্যুক।

١٤٥٧. (مَنْ سَأَلَ فِي الْمَسَاجِدِ فَاحْرِمُوْهُ).

১৪৫৭। যে ব্যক্তি মাসজিদগুলোর মধ্যে চাইবে তাকে তোমরা বঞ্চিত করো।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

যেমনটি সুয়ূতী "আলহাবী লিলফাতাওয়া" গ্রন্থে (১/১২০) বলেছেন। এটি সেই সব হাদীসগুলোর একটি যেগুলো ইবনুল হাজের "আলমাদখাল" গ্রন্থে (১/৩১০) উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ গ্রন্থের মধ্যে কতই না দুর্বল, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে। এ দিক থেকে এ কিতাবটি গাযালীর "ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন" গ্রন্থের ন্যায়। আর বিষয়টি দু'গ্রন্থ পাঠকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

অতঃপর সুয়ূতী বলেন : আমরা মাসজিদের মধ্যে চাওয়াকে মাকরূহ বলেছিলাম, মাসজিদের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বস্তু ঘোষণা দিয়ে অনুসন্ধান করা নিষেধ হওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। আর এ নিষেধ অনুরূপ ভাবার্থের বস্তুগুলোকেও সম্পৃক্ত করবে যেমন ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া দেয়া ইত্যাদি এবং মাসজিদের মধ্যে উঁচু আওয়াজে কথা ইত্যাদি।

ইমাম সুয়ূতী মাসজিদের মধ্যে চাওয়া এবং সাদাকাহ্ করা জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে নিম্নের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেহেতু হাদীসটির সনদ দুর্বল সে কারণে হাদীসটির সমস্যা প্রকাশ করার লক্ষ্যে আমি এখানে উল্লেখ করলাম ঃ

١٤٥٨. (هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ).

১৪৫৮। তোমাদের কেউ এমন আছে কি যে আজ মিসকীনকে খাবার দিয়েছে? আবূ বাক্র বললেন : আমি মাসজিদে প্রবেশ করলাম এ সময় এক ভিক্ষুককে পেলাম সে (কিছু) চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি আব্দুর রহমানের হাতে রুটির একটা টুকরো দেখে তার কাছ থেকে টুকরোটি নিয়ে সে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলাম।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (১/২৬৫), হাকিম (১/৪১২) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৪/১৯৯) মুবারাক ইবনু ফুযালাহ্ সূত্রে সাবেত বুনানী হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলাহ্ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

হাকিম বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এরূপ সিদ্ধান্ত তাদের দু'জনের নিকট থেকে বর্ণিত আজব ধরনের সিদ্ধান্তগুলোর একটি আজব সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে হাফিয যাহাবী হতে। কারণ তিনিই এ মুবারাককে "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তাকে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি তাদলীস করতেন।

আপনি দেখছেন তিনি হাদীসটিকে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী নন। এ থেকে জানা যায় যে, ইমাম নাবাবী যে, "শারহুল মুহায্যাব" গ্রন্থে বলেছেন : হাদীসটিকে আবূ দাউদ ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন, এ কথাটা ভালো (ঠিক) হয়নি। যদিও ইমাম সুয়ূতী "আলহাবী লিলফাতাওয়া" গ্রন্থে (১/১১৮) তাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীসটি দুর্বল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত অনুরূপ সহীহ্ হাদীস। যার মধ্যে আবূ বাক্র (রাঃ) মাসজিদের মধ্যে সাদাকাহ্ করেন কথাটি নেই। এটিকে ইমাম মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। সেটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৮৮) উল্লেখ করেছি।

আপনি যখন এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হলেন তখন ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক এ হাদীস দ্বারা এ মর্মে দলীল গ্রহণ করা সঠিক হয়নি যে, মাসজিদের মধ্যে সাহায্য প্রার্থীকে সাদাকাহ্ করা মাকরূহ নয় এবং মাসজিদের মধ্যে চাওয়া হারাম নয়।

١٤٥٩. (لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ).

১৪৫৯। হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য কোন অসিয়্যাত নেই।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ত্বারানী "আলমু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে (১/১৫২/২), দারাকুতনী তার "সুনান" গ্রন্থে (৪/২৩৬/১১৫) ও বাইহাক্বী বাকিয়্যাহ্ হতে, তিনি মুবাশশির ইবনু ওবায়েদ হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু আরতাত হতে, তিনি আসেম হতে, তিনি যারর হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন : আলী হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটিকে বাকিয়্যাহ্ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মুদ্দাল্লিস বর্ণনাকারী। আর হাজ্জাজ ইবনু আরতাত তার মতই। তবে হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে তাদের উভয়ের মাঝের বর্ণনাকারী। দারাকুতনী তার দ্বারায় সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন :

মুবাশশির ইবনু ওবায়েদ মাতরূকুল হাদীস, হাদীস জালকারী।

বাইহাক্বী বলেন : মুবাশশির ইবনু ওয়ায়েদ হিমসী এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী। আমি এ হাদীসটিকে উল্লেখ করেছি যাতে তার বর্ণনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আমি (আলবানী) বলছি :

ইমাম আহমাদ বলেন : তার থেকে বাকিয়্যাহ্ এবং আবুল মুগীরাহ্ বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরেকবার বলেন : তিনি হাদীস জালকারী।

ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে (৩/৩০) বলেন : তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখাই বৈধ নয়।

উপরের আলোচিত ইমামগণের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, হায়সামী যে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৪/২১৪) বলেছেন : ... এর সনদে বাকিয়্যাহ্ রয়েছেন, আর তিনি হচ্ছেন মুদাল্লিস। এর দ্বারা তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

আর সুয়ূতী আরো ত্রুটিযুক্ত কাজ করেছেন হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে। অথচ তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন : তিনি গ্রন্থটিকে জালকারী অথবা মিথ্যুক ব্যক্তির একক বর্ণনা থেকে হেফাযাত করেছেন।

এ কারণে মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাফিয যাহাবী "আলমুহায্যাব" গ্রন্থে বলেন ঃ

এর সনদে মুবাশশির ইবনু ওবায়েদ রয়েছেন তিনি জাল করার দোষে দোষী। আর ইমাম আহমাদ বলেন : তার হাদীসগুলো মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতো কিছু বর্ণনা করার পরেও মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে শিথিলতা প্রদর্শন করে বলেছেন : হাদীসটি দুর্বল, মুবাশশির ইবনু ওবায়েদ দুর্বল হওয়ার কারণে।

١٤٦٠. (اللهُ اللهُ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ [نَاصِرٌ] إِلاَّ اللهُ).

১৪৬০। আল্লাহই সাহায্যকারী সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ ছাড়া যার কোনই সাহায্যকারী নেই।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/১৩৭) আহমাদ ইবনু উমার ইবনিল মুহাল্লাব আবুত ত্বাইয়্যিব মিসরী হতে, তিনি 'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম ইবনু মাসরূদ হতে, তিনি রুশদীন ইবনু সা'দ হতে, তিনি ইব্রাহীম ইবনু নাশীদ হতে, তিনি ইবনু হুজায়রাহ্ আকবার হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেন : ...।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটিকে আমি একদল বর্ণনাকারী হতে লিখেছি, তারা 'ঈসা ইবনু মাসরূদ হতে বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে ইবনুল মুহাল্লাব

ছাড়া অন্য কেউ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেননি। তিনি ছাড়া অন্যরা হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু মুহাল্লাবের জীবনী পাচ্ছি না। আর সনদটি মুসনাদ এবং মুরসাল উভয়ভাবেই দুর্বল।

'ঈসা ইবনু ইব্রাহীম ইবনে মাসরূদকে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/২৭২) ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি।

তার শাইখ রুশদীন ইবনু সা'দ হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে দুর্বল হওয়ার দিক থেকে পরিচিত।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি দুর্বল। ইবনু ইউনুস বলেন : তিনি দ্বীনী ব্যাপারে নেককার লোক ছিলেন। তাকে অমনোযোগিতা পেয়ে বসে, ফলে তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে গোলমাল করে ফেলেন।

١٤٦١. (كَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَى شَرِّ الْقَوْمِ يَتَأَلَّفُهُ بِذَلِكَ).

১৪৬১। তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর কথার দ্বারা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হতেন। এর দ্বারা তিনি তার প্রতি দয়া করতেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী "আশশামাইল" গ্রন্থে (২/১৮৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক সূত্রে যিয়াদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী হতে, তিনি আম্র ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ...।

তিনি বৃদ্ধি করে বলেছেন : তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর কথার দ্বারা আমার প্রতি দয়া করতেন। এমনকি আমি ধারণা করে ফেলেছিলাম যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম! তাই আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি উত্তম নাকি আবূ বাক্র? তিনি বললেন : আবূ বাক্র। আমি আবারও বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি উত্তম নাকি উমার? তিনি বললেন : উমার। আমি আবার বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি উত্তম নাকি উসমান? তিনি বললেন : উসমান। অতঃপর আমি যখন রসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি আমাকে সত্যায়ন করলেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল ইবনু ইসহাক কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হওয়ার কারণে। কারণ তিনি মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত।

এ কারণে হায়সামী যে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (৯/১৫) বলেছেন : হাদীসটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন আর তার সনদটি ভালো।

তার এ কথার মধ্যে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তবে ইবনু ইসহাক যদি ত্বাবারানীর নিকট হাদীস বর্ণনা করাকে সুস্পষ্ট করে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)।

এ যিয়াদ হচ্ছেন মাখযূমী মাদানী, তিনি নির্ভরযোগ্য।

١٤٦٢. (فَرْخُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ).

১৪৬২। যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/১৮৯) হামযাহ্ ইবনু দাউদ সাকাফী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যাম্বূর হতে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী হাযেম হতে, তিনি সুহায়েল হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন : হাদীসটিকে চেনা যায় সুহায়েলের মাধ্যমে।

আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটিকে চেনা যায় সুহায়েলের বর্ণনা হতে وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ "যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান নিকৃষ্ট তিনজনের একজন" এ ভাষায়।

এভাবেই ইমাম ত্বহাবী ও আবূ দাউদ প্রমুখ বিভিন্ন সূত্রে সুহায়েল হতে বর্ণনা করেছেন। আর ত্বহাবীর বর্ণনায় এ ভাষায় এসেছে : فَرْخُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ, কিন্তু এ সনদে হাস্সান ইবনু গালেব রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

সঠিক হচ্ছে এর পূর্বের وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ "যেনার মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান নিকৃষ্ট তিনজনের একজন" এ ভাষাটি। এ কারণে এটিকে আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৬৭২) উল্লেখ করেছি। [তবে এ হাদীসটি রসূল (ﷺ) বলেছিলেন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করে। যে রসূল (ﷺ)-কে কষ্ট দিতো। এর ফলে সে কাফের হয়ে গিয়েছিলো। ফলে সে তার মায়ের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তির চেয়েও যার দ্বারা সে গর্ভধারণ হয়েছিলো। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন : "একজন অন্যজনের পাপের বোঝা বহন করবে না" (সূরা ফাতির : ১৮)]। আল্লাহই বেশী জানেন।

তবে আলোচ্য হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু যাম্বূর। কারণ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। আর তার সেই বর্ণনা গ্রহণ করা যায় না যে ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ তার বিরোধিতা করেছেন।

আর হামযাহ্ ইবনু দাউদ সাকাফীর জীবনী পাচ্ছি না।

١٤٦٣. (ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ، قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ).

১৪৬৩। তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সর্বদা মদ পানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, জাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। আর যে ব্যক্তি মদ পান করা অবস্থায় মারা যাবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা (জাহান্নামের) নাহরুল গুত্বাহ্ হতে পান করাবেন। প্রশ্ন করা হলো : নাহরুল গূত্বাহ্ কী? তিনি বললেন : এটি একটি নদী যা যেনাকারী নারীদের গুপ্তাঙ্গ হতে প্রবাহিত হবে। তাদের গুপ্তাঙ্গের দুর্গন্ধ জাহান্নামীদেরকে কষ্ট দিবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান (১৩৮০, ১৩৮১), হাকিম (৪/১৪৬), আহমাদ (৪/৩৯৯) ও আবূ নু'য়াইম "আহাদীসু মাশায়েখে আবিল কাসেম আলআসাম" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৩১) ফুযায়েল ইবনু মায়সারাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরায়েয হতে, আবূ বুরদাহ্ তাকে আবূ মূসা হতে হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ্। হাফিয যাহাবীও তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ আবূ হুরায়েযের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হুসাইন। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে নিজেই বলেন :

তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। এ কারণে তিনি তাকে "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : আবূ দাউদ বলেন : তার হাদীস কোন কিছুই না। একদল বলেন : তিনি দুর্বল। আর আবূ যুর'য়াহ্ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

"আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে এসেছে : তিনি সত্যবাদী, ভুলকারী।

١٤٦٤. (لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلاَ كَاهِنٌ وَلاَ مَنَّانٌ).

১৪৬৪। পাঁচ প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না : সর্বদা মদ পানকারী, জাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, গণক ও ইহসান করে খোঁটা দানকারী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/১৪, ৮৩) ও খাতীব বাগদাদী "আলমুওয়াযযিহ্" গ্রন্থে (২/৫৯) আর সাহ্মী "তারীখু জুরজান" গ্রন্থে (২৫৫) আতিয়্যাহ্ ইবনু সা'দ সূত্রে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : আতিয়্যাহ্ আওফী ছাড়া সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারী। তিনি (আতিয়্যাহ্) দুর্বল।

হাদীসটির অংশগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে কয়েকটি হাদীসে সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র কাহেনের (গণকের) সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকুর স্বপক্ষে কিছু পাচ্ছি না যা তাকে শক্তিশালী করে। আর এ কারণেই আমি হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছি।

١٤٦٥. (مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ).

১৪৬৫। যে আল্লাহর সুলতানকে (বাদশাকে) দুনিয়াতে হীন মনে (অপদস্থ) করবে আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করবেন।

হাদীসটি দুর্বল। (কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এটিকে হাসান বা সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন)।

হাদীসটিকে ত্বয়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৮৮৭) হুমায়েদ ইবনু মিহরান হতে, তিনি সা'দ ইবনু আউস হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু কুসায়েব হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ইবনু আমের বের হয়ে মিম্বারে উঠলেন। তার শরীরে পাতলা কাপড় (পোষাক) ছিলো। তখন বিলাল বললেন : তোমরা তোমাদের আমীরের দিকে তাকাও তিনি ফাসিকদের পোষাক পরিধান করেছেন! আবূ বাকরাহ্ মিম্বারের নিচ থেকে বললেন : আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : ... ।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (২/৩৫) ত্বয়ালিসী হতে, আহমাদ (৫/৪২, ৪৯), ইবনু হিব্বান "আস্‌সিকাত" গ্রন্থে (৪/২৫৯), কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৩৫) ও ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে (৯/২৩১/২) অন্য সূত্রে হুমায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ও কাযা'ঈ বৃদ্ধি করে বলেছেন ঃ

(وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ أَكْرَمَهُ اللهُ)

আর যে আল্লাহর বাদশাকে সম্মান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্মান করবেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

বর্ণনাকারী যিয়াদ ইবনু কুসায়েব 'মাজহূলুল হাল', তার থেকে এখানে সা'দ ইবনু আউস আর মুসতালিম ইবনু সা'ঈদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। আর তার জীবনীতেই তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার এ কারণেই "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন : তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবা'য়াত থাকার শর্তে, অন্যথায় তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করার সময় দুর্বল।

আর তার কোন শাহেদ বা মুতাবা'য়াত না পাওয়া যাওয়ার কারণে আমি হাদীসটিকে এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

আর সা'দ ইবনু আউস আদাবী অথবা আবাদী যেমনটি কোন কোন হাদীসের সূত্রে এসেছে। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি সত্যবাদী তবে তার বহু ভুল রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি আবাদী নন। কারণ ইনি নির্ভরযোগ্য। ফলে আযদী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে ভুল করেছেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

হাদীসটির প্রথমে কিছু বৃদ্ধি করেও বর্ণনা করা হয়েছে :

(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ)

অর্থাৎ সুলতান (বাদশা) হচ্ছে যমীনের মধ্যে আল্লাহর ছায়া। আমি এটিকে (১৬৬১) নম্বরে উল্লেখ করেছি।

অতঃপর আলোচ্য হাদীসটির আবূ বাক্রার হাদীস হতে শাহেদ পাওয়ার কারণে আমি হাদীসটিকে "য'ঈফাহ্" গ্রন্থ থেকে নকল করে "সহীহাহ্" গ্রন্থে (২২৯৭) স্থানান্তরিত করেছি।

[অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসটি হাসান বা সহীহ্। যদিও শাইখ আলবানী প্রথমে হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছিলেন। দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (২২২৪), "মিশকাত" (৩৬৯৫), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৬১১১), "যিলালুল জান্নাহ্" (১০১৮)]।

١٤٦٦. (إِنَّ اللهَ يَقُولُ:"أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ

فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ أَشْغِلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ).

১৪৬৬। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই। আমি বাদশাদের বাদশা ও রাজাদের রাজা। বাদশাদের অন্তরসমূহ আমার হাতে। বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করবে তখন আমি তাদের বাদশাদের অন্তরগুলো দয়া এবং রহমাত সহকারে তাদের প্রতি ঘুরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার নাফারমানী করে তখন আমি তাদের অন্তরগুলোকে ক্রোধ ও শাস্তি সহকারে তাদের প্রতি ঘুরিয়ে দেই। ফলে তারা তাদের মন্দ প্রকৃতির শাস্তি দেয়। অতএব তোমরা নিজেদেরকে বাদশাদের (শাসকদের) বিপক্ষে দু'আ করতে ব্যস্ত করো না। বরং তোমরা আমাকে স্মরণ করা এবং আমার কাছে অনুনয় বিনয়ের দ্বারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখো। আমিই তোমাদের জন্য তোমাদের বাদশাদের ব্যাপারে যথেষ্ট।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৩/৭৬), ত্বারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে (৯১৯৫) এবং তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/৩৮৮) আলী ইবনু মা'বাদ রাক্কী হতে, তিনি ওয়াহাব ইবনু রাশেদ হতে, তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে, তিনি খাল্লাস ইবনু আম্র হতে, তিনি আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

তারা উভয়েই বলেছেন : হাদীসটিকে মালেক হতে একমাত্র ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি (ওয়াহাব) খুবই দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি এমন এক শাইখ যে, মালেক ইবনু দীনার হতে আজব আজব বহু কিছু বর্ণনা করেছেন, তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয়।

দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস। তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আলী ইবনু মা'বাদ হতে বর্ণনাকারী মিকদামও দুর্বল। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি

সামান্য ভালো। ইবনু আবী হাতিম বলেন : তার ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। ইবনুল কাত্তান বলেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি দুর্বল।

হায়সামী (৫/২৪৯) বলেন : হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর সনদে ইবনু রাশেদ রয়েছেন তিনি মাতরূক।

١٤٦٧. (أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَلَّذِيْ يَنْزِلُ وَحْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ).

১৪৬৭। আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো না তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কে? তারা বলল : জি হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : যে একাকী অবতরণ করে (একাকী খাই), তার খাদ্যের পেয়ালা হতে অন্যকে দিতে বাধা প্রদান করে এবং তার দাসকে প্রহার করে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ওকায়লী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে (৪৪৮) ও হাকিম (৪/২৬৯-২৭০) মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়্যাহ্ সূত্রে মুসাদিফ ইবনু যিয়াদ মাদীনী হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

হাকিম চুপ থাকায়, হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াবিয়্যাকে দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হাদীসটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি : মুসাদিফ ইবনু যিয়াদ মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী যেমনটি "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে।

তবে তার তিনজন মুতাব'য়াতকারী পেয়েছি ঃ

১। আবুল মিকদাম হিশাম ইবনু যিয়াদ। কিন্তু তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয যাহাবী বলেছেন। এটিকে হাকিম পূর্বেরটির শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নন বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে।

২। কাসেম ইবনু উরওয়াহ্। একে আমি চিনি না। এ সূত্রের মধ্যে তার নিকট পর্যন্ত বর্ণনাকারী হচ্ছেন আহমাদ ইবনু আব্দুল জাব্বার আতারেদী। ইনিও দুর্বল।

এটিকে আবূ উসমান সাবূনী "আক্বীদাতুস সালাফ" গ্রন্থে (১/১২০-১২১) বর্ণনা করেছেন।

৩। 'ঈসা ইবনু মায়মূন মাদানী। ইনিও খুবই দুর্বল। বুখারী বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সবই বানোয়াট।

এটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/৯৭/২) বর্ণনা করেছেন।

١٤٦٨. (عَلَيْكُمْ بِالْحُزْنِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ الْقَلْبِ، قَالُوْا: وَكَيْفَ الْحُزْنُ؟ قَالَ: أَجِيْعُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالْجُوْعِ وَأَظْمِئُوْهَا).

১৪৬৮। তোমরা চিন্তাকে আঁকড়ে ধরো। কারণ চিন্তা হচ্ছে অন্তরের চাবি। তারা বললো : চিন্তা কিভাবে করবো? তিনি বললেন : তোমরা নিজেদেরকে ক্ষুধার্ত এবং পিপাসিত রাখো।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী (৩/১৩২/১) জাবরূন ইবনু 'ঈসা আলমাকরী হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান হাফরী হতে, তিনি ফুযায়েল ইবনু 'ইয়্যায হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি ইকরিমাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলায়মান হাফরী হচ্ছেন কুরাশী। আবূ নু'য়াইম তার সম্পর্কে "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে বলেন : তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে যেমনটি (৩১৬) নং হাদীসের মধ্যে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর তার থেকে বর্ণনাকারী জাবরূনকে আমি (আলবানী) চিনি না।

হায়সামী যে "আলমাজমা'" গ্রন্থে (১০/৩১০) বলেছেন : সনদটি ভালো (হাসান) এ কথাটি ভালো (সঠিক) নয়। যদিও মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন আর "আত্তায়সীর" গ্রন্থে তার অন্ধ অনুসরণ করেছেন।

এ হাফরী ক্ষুধার সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করাকে ভালোবাসতেন। সেগুলোর তিনটি হাদীসকে ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। এটি সে তিনটির একটি আর অন্য দু'টি (৩১৫, ৩১৬) নম্বরে আলোচিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত সেই সূফীদের দলভুক্ত ছিলেন যারা নিজেদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে হারাম করে নিতো।

١٤٦٩. (عَلَيْكُمْ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يُنَوِّرُ وُجُوْهَكُمْ وَيُطَهِّرُ قُلُوبَكُمْ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ).

১৪৬৯। তোমরা মেহেন্দী ব্যবহার করাকে আঁকড়ে ধর। কারণ তা তোমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে, তোমাদের অন্তরগুলোকে পরিষ্কার করে এবং সঙ্গমের শক্তি বৃদ্ধি করে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (ক্বাফ ২/৩২১) আর তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী "আলওয়াহিয়্যাহ্" গ্রন্থে (২/২০১) আহমাদ ইবনু 'আমের হতে, তিনি উমার ইবনু হাফ্স দেমাস্কী হতে, তিনি আবুল খাত্তাব মা'রূফ আলখাইয়্যাত্ব হতে, তিনি ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির হাদীসটিকে অন্য সূত্রে ইবনু 'আমের হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন : মা'রূফ খাইয়্যাত্বের অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

হাফিয যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : এটি নিঃসন্দেহে বানোয়াট। এটির সমস্যা হচ্ছে উমার ইবনু হাফ্স।

তিনি (যাহাবী) উমার ইবনু হাফ্স দেমাস্কীর জীবনীতে বলেছেন : আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি (উমার) মা'রূফ আলখাইয়্যাতের নামে কতিপয় হাদীস বানিয়েছেন। যেমনটি মা'রূফের জীবনীতে আসবে। তিনি ধারণা করতেন যে তার বয়স একশত ষাট বছর দীর্ঘ হয়েছিল।

হাফিয ইবনু হাজার উভয়ের জীবনীর মধ্যেই তা সমর্থন করেছেন। কিন্তু মা'রূফের জীবনীর মধ্যে সন্দেহ্ পোষণ করে তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একশত ...পৌঁছে গিয়েছিলেন।

তিনি "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি একশত ... জীবন লাভ করেন।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

রসূল (সাঃ) হতে এটি সহীহ্ নয়। ইবনু আদী বলেন : মা'রূফ ইবনু আব্দিল্লার হাদীসগুলো খুবই মুনকার। তার বর্ণনাকৃত অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। আর এ হাদীসটি মুনকার।

ইবনুল জাওযী বলেন : এর সনদে উমার ইবনু হাফ্স রয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন : আমরা তার হাদীস পুড়িয়ে ফেলেছি। ইয়াহ্ইয়া বলেন : তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে তার (ইবনুল জাওযীর) বক্তব্যের প্রথম অংশ উল্লেখ করলেও দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ না করে ভুল করেছেন। কারণ এ উমারই হচ্ছেন হাদীসটির সমস্যা যেমনটি হাফিয যাহাবীর কথার মধ্যে এসেছে।

١٤٧٠. (إِذَا أَرَدْتَ سَفَرًا فَقُلْ لِمَنْ تُخَلِّفُ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ).

১৪৭০। তুমি যখন সফরের ইচ্ছা করবে তখন তুমি যাদেরকে ছেড়ে রেখে যাবে তাদের উদ্দেশ্যে বল : 'আসতাওদেউকুমুল্লাহুল লাযী লা তাযীউ অদাইউহু'।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১৩৬) মুহাম্মাদ ইবনু আবিস সারিউ সূত্রে রুশদীন ইবনু সা'দ হতে, তিনি হাসান ইবনু সাওবান হতে, তিনি মূসা ইবনু অরদান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। রুশদীন ইবনু সা'দ আর ইবনু আবিস সারিউ উভয়েই দুর্বল হওয়ার কারণে।

লাইস ইবনু সা'দ এবং সা'ঈদ ইবনু আবী আইউব উভয়েই হাসান ইবনু সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মূসা ইবনু অরদানকে বলতে শুনেছেন : আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর নিকট এসে আমি তাকে সফরের ইচ্ছায় বিদায় জানালাম। তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বললেন : হে আমার ভাইয়ের পুত্র! আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিব না যা আমাকে রসূল (ﷺ) শিখিয়েছেন, যা আমি বলে থাকি বিদায় জানানোর সময়? আমি বললাম : জি হাঁ। তিনি বললেন : তুমি বল : আসতাওদেউকুমুল্লাযী ...। এটিকে নাসাঈ "আমালুল ইওয়ামি অল লাইলাহ্" গ্রন্থে (৫০৮), ইবনুস সুন্নী (৪৯৯) ও অনুরূপভাবে আহমাদ (২/৪০৩) বর্ণনা করেছেন তবে তিনি তার মধ্যে সা'ঈদ ইবনু আবী আইউবকে উল্লেখ করেননি।

এ সনদটি হাসান। দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৬, ২৫৪৭) এবং "আলকালিমুত ত্বাইয়্যিব" গ্রন্থের টীকা (পৃ ৯৩)।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য :</u> সালেম হতে বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলতেন যে সফর করার ইচ্ছা করত : তুমি আমার নিকটে আস আমি তোমাকে সেভাবে বিদায় জানাই যেভাবে রসূল (ﷺ) আমাদেরকে বিদায় জানাতেন। তিনি বলতেন : 'আসদাউদেউল্লাহা দীনাকা অ আমানাতাকা অ খাওয়াতীমা আ'মালিকা' (অর্থাৎ আমি তোমার দ্বীনকে, তোমার আমানাতকে ও তোমার কর্মের শেষকে আল্লাহর নিকট আমানাত রাখলাম)। আর মুসাফির ব্যক্তি উত্তরে বলতেন : 'আসতাওদেউকুমুল্লাহুল লাযী লা তাযীউ অদাইউহু'। (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানাত রাখছি যার আমানাতগুলো নষ্ট হয় না)। [এ হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৪)।

অনুরূপ হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে তাতে হাদীসের প্রথমের ভাষাটি হচ্ছে এরূপ যে, রসূল (ﷺ) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তখন উক্ত ভাষা বলতেন : ... আর মুসাফির ব্যক্তি উক্ত দু'আ বলতেন ...। [দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৬)।

আব্দুল্লাহ্ আলখাতমী হতেও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) যখন কোন সৈন্য দলকে বিদায় জানাতেন তখন তিনি বলতেন ... আর মুসাফির বলতেন ...। [দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৫)]। (অনুবাদক)

١٤٧١. (إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الشَّيْخَ الْغِرْبِيْبَ. قَالَ رِشْدِيْنُ: الَّذِيْ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ).

১৪৭১। আল্লাহ্ তা'আলা শাইখ গিরবীবকে ঘৃণা করেন। রুশদীন বলেন : সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কালো খেযাব লাগায়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (৩/১৩৭) রুশদীন ইবনু সা'দ হতে, তিনি আবূ সাখ্‌র হুমায়েদ ইবনু যিয়াদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু কুসায়েত্ব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : রুশদীন দুর্বল যেমনটি একটু পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আর তার সূত্রেই হাদীসটিকে দায়লামী (১/২/২৪৩-২৪৪) বর্ণনা করেছেন তবে তিনি বলেছেন : আব্দুর রহমান ইবনু উমার হতে, তিনি উসমান ইবনু ওবায়দিল্লাহ্ ইবনে রাফে' হতে (!) হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٢. (قُصُّوْا أَظَافِرَكُمْ وَادْفِنُوْا قُلاَمَاتِكُمْ وَنَقُّوْا بَرَاجِمَكُمْ وَنَظِّفُوْا لِثَاتِكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاسْتَاكُوْا وَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيَّ قُحْرًا بُخْرًا).

১৪৭২। তোমরা তোমাদের নখগুলো কাট আর কর্তনকৃত নখগুলোকে দাফন করে ফেলো, তোমাদের আংগুলের জোড়াগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার কর, তোমাদের মাড়িগুলোকে খাদ্যকণা হতে পরিষ্কার কর, তোমরা মিসওয়াক কর আর লাল রঙের দাঁত ও মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে তোমরা আমার নিকট প্রবেশ করো না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী আলহাকীম আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র এর হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে একজন অপরিচিত (মাজহূল) বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১০/২৭৮) এসেছে।

তার শাইখ ইরাকী বলেন : এর সনদে উমার ইবনু বিলাল রয়েছেন তিনি অপরিচিত যেমনটি ইবনু আদী বলেছেন।

আর আমি (আলবানী) বলছি : এর সনদে আরো রয়েছেন উমার ইবনু আবূ উমার। হাফিয যাহাবী ইবনু আদীর উদ্ধৃতিতে তার সম্পর্কে বলেন : তিনি মাজহূল। আরেক বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইবনুল 'আলাকেও চেনা যায় না। "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীসে উল্লেখিত (قحرا) কাহরান শব্দটি আসলে (قلحاً) কুলাহান হওয়ার কথা। যে কোনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আসলে এ শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁতগুলোর উপর লাল হয়ে যাওয়া এবং সেগুলোতে ময়লা লেগে থাকা। যদিও অনেকে কাহরান শব্দটিই উল্লেখ করেছেন।

١٤٧٣. (سَأَلْتُ رَبِّيْ أَبْنَاءَ الْعِشْرِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ فَوَهَبَهُمْ لِيْ).

১৪৭৩। আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আমার উম্মাতের মধ্য থেকে বিশ বছরের যুবকদের চেয়েছিলাম ফলে তিনি আমাকে তাদের দান করেন।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া কাসেম ইবনু হাশেম সিমসার হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু সুলায়মান রামালী হতে, তিনি আবূ মা'শার হতে, তিনি সা'ঈদ

মাকবূরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবূ মা'শারের নাম হচ্ছে নাজীহ্, তিনি দুর্বল। আর মুকাতিল ইবনু সুলায়মান রামামী, আমার ধারণা তিনি বালখী খুরাসানী মুফাস্সির, তিনি একজন মিথ্যুক। রামালী শব্দটি আসলে বালখী থেকে পরিবর্তনকৃত। এ সনদের মধ্যে যদি তিনিই হন তাহলে হাদীসটি বানোয়াট।

আর বর্ণনাকারী সিমসার সত্যবাদী। "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচিত হয়েছে।

মানাবী "আত্তায়সীর" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٤. (ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مِنَ الأَبْدَالِ الَّذِيْنَ هُمْ قِوَامُ الدُّنْيَا وَأَهْلُهَا الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالصَّبْرُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ وَالْغَضَبُ فِيْ ذَاتِ اللهِ).

১৪৭৪। তিনটি খাসলাত যার মধ্যে একত্রিত হবে সেই আবদালদের অন্তর্ভুক্ত যারা দুনিয়ার নেতৃত্বদানকারী এবং তারা দুনিয়ার সেই অধিবাসী যারা সন্তুষ্ট থাকে (আল্লাহর) ফয়াসায়, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারামকৃত বস্তু থেকে (নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে) ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর সত্ত্বার ক্ষেত্রে কেউ সীমা অতিক্রম করলে (হারামে জড়িত হলে) ক্রোধান্বিত হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

আবূ আব্দুর রহমান সুলামী "সুনানুস সূফিয়াহ্" গ্রন্থে বলেন : হাদীসটিকে আহমাদ ইবনু আলী ইবনিল হাসান বর্ণনা করেছেন জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহাব সারাখসী হতে, তিনি ওবায়েদ ইবনু আদাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হামযাহ্ হতে, তিনি মায়সারাহ্ ইবনু আব্দি রব্বিহি হতে, তিনি মুগীরাহ্ ইবনু কায়েস হতে, তিনি শাহ্র ইবনু হাওশাব হতে, তিনি আব্দর রহমান ইবনু গানাম হতে, তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ... ।

হাদীসটি দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবেই সুয়ূতী "আলহাবী" গ্রন্থে (২/৪৬৩) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে মায়সারাহ্ ইবনু আব্দি রাব্বিহি। কারণ তিনি মিথ্যুক ও প্রসিদ্ধ জালকারী।

আর শাহ্র ইবনু হাওশাব হচ্ছেন দুর্বল বর্ণনাকারী।

আর জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব সারাখসীকে আমি চিনি না।

আর আবূ আব্দুর রহমান সুলামী নিজে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী। তার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ। তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন : তার সমালোচনা করা হয়েছে। খাতীব বলেন : আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ কাত্তান বলেন : তিনি সূফীদের জন্য হাদীস জাল করতেন।

মানাবী হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন শুধুমাত্র আব্দু রাব্বিহির দু'ছেলে এবং হাওশাবের দ্বারা।

এর সনদ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

١٤٧٠. (عَلاَمَةُ أَبْدَالُ أُمَّتِيْ أَنَّهُمْ لاَ يَلْعَنُوْنَ شَيْئًا أَبَدًا).

১৪৭৫। আমার উম্মাতের আবদালদের আলামত হচ্ছে এই যে, তারা কখনও কোন কিছুকেই অভিশাপ দিবে না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল আওলিয়া" গ্রন্থে (৫৯/১১৪) আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ মুহারিবী সূত্রে বাক্‌র ইবনু খুনায়েস হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী হাদীসটিকে "আলহাবী" গ্রন্থে (২/৪৬৬) উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। বরং সনদটি মু'যাল। কারণ বাক্‌র ইবনু খুনায়েস সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন :

তিনি সত্যবাদী তার বহু ভুল রয়েছে।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি তাবে'ঈনদের থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন : তিনি মাতরূক।

তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেন : তিনি খুবই দুর্বল।

আর আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ মুহারেবী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তার কোন সমস্যা নেই। তিনি তাদলীস করতেন। ইমাম আহমাদ এ কথা বলেছেন।

হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে বলেন : তিনি নির্ভরশীল। ইবনু মা'ঈন বলেন : মাজহূলদের উদ্ধৃতিতে তার মুনকার হাদীস রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের ভাষা কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই মুনকার, বরং বানোয়াট। কারণ অভিশাপ প্রদান করাটা রসূল (ﷺ) হতেও বহুবার সংঘটিত হয়েছে। রসূল (ﷺ) নিজেই এ সংবাদ দিয়েছেন একাধিক হাদীসে। অভিশাপ দেয়া মর্মে বহু সহীহ্ হাদীস আমি অন্য গ্রন্থে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্"য় (৮৩, ৮৫, ১৭৫৮) উল্লেখ করেছি। তাহলে কি আবদালরা রসূল (ﷺ)-এর চেয়েও বেশী পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি? (নাঊযুবিল্লাহ্)।

١٤٧٦. (الأَبْدَالُ مِنَ الْمَوَالِي وَلاَ يُبْغِضُ الْمَوَالِيَ إِلاَّ مُنَافِقٌ).

১৪৭৬। আবদালরা হচ্ছে মাওয়ালী। আর মুনাফিক ব্যতীত অন্য কেউ মাওয়ালীকে ঘৃণা করে না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ "আসইলাতু আবী ওবায়েদ আজুরী লাহু" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাকিম "আলকুনা" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে তার সনদে রিজাল ইবনু সালেম হতে, তিনি আতা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

হাদীসটিকে হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী রিজাল এর জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন : জানি না কে তিনি? আর হাদীসটি মুনকার।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : "আলইকমাল" গ্রন্থে যা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন আবুর রিজাল আর তিনিই হচ্ছেন সালেম ইবনু আতা। অতএব আবুর রিজাল হচ্ছে তার কুনিয়্যাত, সালেম হচ্ছে তার নাম আর আতা হচ্ছে তার পিতা, আতা তার শাইখ নয়।

হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলহাবী" (২/৪৬৬) গ্রন্থে এবং "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাকিমের বর্ণনায় দ্বিতীয় অংশটুকু ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

١٤٧٧. (إِنَّ أَبْدَالَ أُمَّتِيْ لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالْأَعْمَالِ إِنَّمَا دَخَلُوْهَا بِرَحْمَةِ اللهِ وَسَخَاوَةِ النَّفْسِ وَسَلاَمَةِ الصُّدُوْرِ وَرَحْمَةٍ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ).

১৪৭৭। আমার উম্মাতের আবদালগণ আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং তারা আল্লাহর রহমাত, আত্মিক বদান্যতা, সালামাতুস সাদ্‌র এবং সকল মুসলিমদের প্রতি দয়া করার দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটি আবূ বাক্‌র কালাবাযী "মিফতাহুল মা'য়ানী" গ্রন্থে (১১/১-২ নং ১১), বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে ইবনু আবী শাইবাহ্ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান ইবনে আবী লাইলা হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু রাজা কূফী হতে, তিনি সালেহ্ মির্‌রী হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) অথবা অন্য কোন সহাবী হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

বাইহাক্বী বলেন : হাদীসটিকে উসমান মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে (এখানে তিনি অথবা অন্য কোন .. হতে কথাটি বলেননি)। কেউ বলেছেন যে, তিনি সালেহ্ আলমিররী হতে, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী সালেহ্ আলমিররী হচ্ছেন ইবনু বাশীর তিনি দুর্বল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস। এটিই হচ্ছে সঠিকের নিকটবর্তী।

তার সনদের মধ্যে মতভেদ করা হয়েছে যেমনটি আপনি দেখেছেন।

আর বর্ণনাকারী হাসান হচ্ছেন হাসান বাসরী, তিনি একজন মুদাল্লিস, আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। মুরসাল হিসেবে ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুস সাখা" গ্রন্থে, বাইহাক্বী "শু'য়াবুল ঈমান" গ্রন্থে, তিরমিয়ী আলহাকীম "নাওয়াদিরুল উসূল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলহাবী" গ্রন্থে (২/৪৬৪, ৪৬৫) এসেছে।

আর কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হাসান সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমার উম্মাতের আবদালগণ সওম এবং সলাতের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে সালামাতুস সদ্‌র, আত্মিক বদান্যতা, মুসলিমদের নাসীহাতের দ্বারা।"

এটিকে দায়লামী (১/২/২৭২) ইবনু লাল সূত্রে মু'য়াল্লাক্ব হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয দীনূরী হতে, তিনি উসমান ইবনু হায়সাম হতে, তিনি আউফ হতে, তিনি হাসান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : উসমান ইবনু হায়সাম নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটেছিলো, ফলে তাকে (ভুল) ধরিয়ে দিতে হতো।

আর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি দুর্বল মুনকারুল হাদীস।

হাফিয ইবনু হাজার "আললিসান" গ্রন্থে তার বর্ণনাকৃত মুনকারগুলোর মধ্যে এ হাদীসটিকেও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেন : তিনি উসমান হতেও বর্ণনা করেছেন। সালেহ্ ইবনু বাশীর মির্‌রী হতেও আবূ বাশার বাসরী, তিনি সাবেত হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটিকে সালেহ্ আলমির্‌রীর বর্ণনা হতে চেনা যায়, তিনি হাসান হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সালেহ্ হচ্ছেন মাতরূকুল হাদীস।

١٤٧٨. (لا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، يَدْفَعُ اللهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ، يُقَالُ لَهُمُ الأَبْدَالُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّهُمْ لَنْ يُدْرِكُوهَا بِصَلاةٍ وَلا صَوْمٍ وَلا صَدَقَةٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَبِمَ أَدْرَكُوهَا؟ قَالَ:بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ).

১৪৭৮। সর্বদাই আমার উম্মাতের চল্লিশ ব্যক্তির অন্তরগুলো ইব্‌রাহীম (আঃ)এর অন্তরের ন্যায় হবে। তাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা যমীনবাসীর বিপদাপদকে প্রতিরোধ করবেন। তাদেরকে বলা হবে : আবদাল। তারা এ মর্যাদা সলাত, সওম ও সাদাকার দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। সহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে তারা তা অর্জন করবে? তিনি বললেন : বদান্যতা ও মুসলিমদেরকে নাসীহাত করার দ্বারা।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ত্ববারানী "আলমু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (১০৩৯০) ও তার থেকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (৪/১৭৩) আহমাদ ইবনু দাঊদ মাক্কী হতে, তিনি সাবেত ইবনু আইয়্যাশ আহদাব হতে, তিনি আবূ রাজা কালবী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু ওয়াহাব হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসাউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আবূ নু'য়াইম বলেন : যায়েদের উদ্ধৃতিতে আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি গারীব। একমাত্র আবূ রাজা হতে এটিকে আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : তার নাম হচ্ছে রাওহ ইবনুল মুসায়্যিব। ইবনু আদী বলেন : তার হাদীসগুলো নিরাপদ নয়।

ইবনু হিব্বান (১/২৯৯) বলেন :

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী এবং মওকূফ হাদীসকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনাকারী, তার থেকে বর্ণনা করাই বৈধ নয়।

ইবনু মা'ঈন তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন এ ভাষায় ঃ

তিনি সামান্য ভালো।

আর বর্ণনাকারী সাবেত ইবনু আইয়্যাশ আহদাবকে আমি চিনি না। তার থেকে বর্ণনাকারীও এরূপই।

হায়সামীও আবূ রাজাকে চিনেননি। তিনি (১০/৬৩) বলেছেন : হাদীসটিকে ত্বাবারানী সাবেত ইবনু আইয়্যাশ আহদাব হতে, তিনি আবূ রাজা কালবী হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমি তাদের দু'জনকেই চিনি না। আর অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী।

হায়সামী এখানে অন্যান্য বর্ণনাকারীর দ্বারা আবূ রাজার উপরের বর্ণনাকারীগণকে বুঝিয়েছেন, নিচের বর্ণনাকারীগণকে বুঝাননি।

১٤٧٩. (إِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ ثَلاَثُمِائَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَلِلّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ أَرْبَعُوْنَ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَلِلّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ سَبْعَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَلِلّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ خَمْسَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَلِلّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ ثَلاَثَةٌ قُلُوْبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، وَلِلّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَلْقِ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاَثَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْخَمْسَةِ أَبْدَلَ اللهُ تَعَالَى مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ السَّبْعَةِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الأَرْبَعِيْنَ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الأَرْبَعِيْنَ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلاَثِمِائَةِ، وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلاَثِمِائَةِ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ مِنَ الْعَامَّةِ، فَبِهِمْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَيُمْطِرُ وَيُنْبِتُ وَيَدْفَعُ الْبَلاَءَ).

১৪৭৯। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে তিনশত ব্যক্তি এরূপ রয়েছেন যাদের অন্তরগুলো আদম (আঃ)এর অন্তরের ন্যায় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ চল্লিশজন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অন্তরগুলো মূসা (আঃ)-এর অন্ত

রের ন্যায় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ সাতজন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অন্তরগুলো ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের ন্যায় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ পাঁচজন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অন্তরগুলো জিবরীল (আঃ)-এর অন্তরের ন্যায় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ তিনজন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অন্তরগুলো মীকাঈল (আঃ)-এর অন্তরের ন্যায় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ একজন ব্যক্তি রয়েছেন যার অন্তর ইসরাফীল (আঃ)-এর অন্তরের ন্যায় হবে। এ একজন যখন মারা যায় তখন তিনজনের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। তিনজনের মধ্য থেকে যখন কেউ মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচজনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। পাঁচজনের মধ্য থেকে যখন কেউ মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সাতজনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। সাতজনের মধ্য থেকে যখন কেউ মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশজনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। চল্লিশজনের মধ্য থেকে কেউ যখন মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিনশ জনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। আর যখন তিনশ জনের মধ্য থেকে কেউ মারা যায় তখন সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেন। তাদের দ্বারাই জীবন দান করেন, মৃত্যু দেন, বৃষ্টি নাযিল করেন, শষ্যদানা উৎপন্ন করেন এবং বিপদাপদ প্রতিরোধ করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১/৮-৯), হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে আব্দুর রহীম ইবনু ইয়াহ্ইয়া আরমানী সূত্রে উসমান ইবনু আম্মারাহ্ হতে, তিনি আলমু'য়াফা ইবনু ইমরান হতে, তিনি সুফইয়ান সাওরী হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আলআসওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ..।

আবূ নু'য়াইম বৃদ্ধি করে বলেছেন :

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : কিভাবে তাদের দ্বারা জীবিত করবেন আর মৃত্যু দান করবেন? তিনি বলেন : কারণ তারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিকট উম্মাতকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রার্থনা করেন, ফলে তারা সংখ্যায় বেশী হয়ে যায়। আর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তারা পানির (বৃষ্টির) জন্য প্রার্থনা করে ফলে তাদেরকে পানি (বৃষ্টি) দেয়া

হয়। তারা প্রর্থনা করে ফলে যমীন তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করে। তারা দু'আ করে ফলে তাদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদকে প্রতিরোধ করা হয়।

এটিকে হাফিয যাহাবী উসমান ইবনু আম্মারার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন যে এ মিথ্যাকে বানিয়েছে।

হাফিয যাহাবী "আললিসান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করে আব্দুর রহীমের জীবনী আলোচনা কন্বার সময় বলেছেন : এ হাদীসটি জাল করার দোষে আব্দুর রহীমকে অথবা উসমানকে দোষানো হয়েছে।

অর্থাৎ এ হাদীসটি জাল করার অপবাদ লাভকারী হচ্ছে হয় আব্দুর রহীম আরমানী অথবা এ উসমান। কারণ তারা দু'জনই মাজহূল (অপরিচিত), একমাত্র এ বাতিল হাদীসটি বর্ণনা করা ছাড়া অন্যত্র তাদের দু'জনকেই চেনা যায় না।

উল্লেখ্য : 'আলআরমানী' শব্দটি "আলহিলইয়্যাহ্" এবং "আলহাবী" গ্রন্থে (২/৪৬৪) তার থেকে বর্ণনা করে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু "আলমীযান" গ্রন্থে 'আলআদামী' উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই বেশী জানেন।

١٤٨٠. (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اللهِ، وَتُعْرَضُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَعَلَى الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَإِشْرَاقًا، فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُؤْذُوْا أَمْوَاتَكُمْ).

১৪৮০। সোম ও বৃহস্পতিবারে আমলগুলোকে আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয় আর নাবী, পিতা ও মাতাগণের নিকট শুক্রবারে উপস্থাপন করা হয়। ফলে তারা তাদের সৎকর্মগুলোর কারণে আনন্দিত হয় এবং তাদের চেহারাগুলোর শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি পায়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কষ্ট দিও না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে তিরমিযী আলহাকীম "নাওয়াদিরুল উসূল" গ্রন্থে আব্দুল গফূর ইবনু আব্দিল আযীযের হাদীস থেকে তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

"আলহাবী লিলফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/৩৬০) এরূপ এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি বানোয়াট। এ হাদীসটির ব্যাপারে আব্দুল গফূর দোষী। তার দাদার নাম হচ্ছে সা'ঈদ আনসারী যেমনটি কোন কোন সনদের মধ্যে এসেছে "আলমীযান" গ্রন্থে বর্ণিত তার জীবনীতে। তিনি ইমাম বুখারী হতে তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : তাকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম বুখারীর নিকট এ কথার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, তিনি হাদীসটি জাল করার দোষে দোষী এবং তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হিব্বান আরো স্পষ্ট করে (২/১৪৮) বলেছেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করার দোষে দোষী।

ইবনু মা'ঈন বলেন : তার হাদীস কিছুই না।

আবূ হাতিম বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

এ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, হাদীসটিকে সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে এবং "আলহাবী" গ্রন্থে হাদীসটিকে দৃঢ়তার সাথে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে ত্রুটি করেছেন যে, মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেগুলোর কোনটির দ্বারাই দলীল গ্রহণ করা যায় না। যেমন একটি হাদীস হচ্ছে : "তোমাদের আমলগুলোকে তোমাদের নিকটাত্মীয় মৃত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করা হয় ...। এ হাদীসটি (৮৬৩) নম্বরে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হাদীসটি সম্পর্কে মানাবী কোন কিছুই বলেননি। সম্ভবত তিনি এর সনদ সম্পর্কে অবগত হননি। আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমাকে অবহিত করেছেন। যদিও তা ইমাম সুয়ুতীর মাধ্যমেই।

١٤٨١. (لَغَزْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ حَجَّةً).

১৪৮১। চল্লিশটি হাজ্জের চেয়েও আল্লাহর পথে একটি যুদ্ধ করা আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে কাযী আব্দুল জাব্বার খাওলানী "তারীখু দারিয়া" গ্রন্থে (পৃ ৯০-৯১) মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আম্মারাহ্ হতে, তিনি মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ্ হতে, তিনি আবূ ইসহাক ফাযারী হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনুস সাম্ত হতে, তিনি নু'মান ইবনুল মুনযির হতে, তিনি মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন :

তাবূক যুদ্ধের সময় হাজ্জে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রসূল (ﷺ) বলেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযিহ্ সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন : তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন : তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুলকারী। জুয্জানীও তার মতই কথা বলেছেন : তিনি বহু ভুলকারী এবং সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আম্মারাহ্ ছাড়া সকল বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

١٤٨٢. (إنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أنْ تُرْضِيَ الناسَ بِسَخطِ اللهِ تَعالى وأنْ تَحْمَدَهُمْ على رِزْقِ اللهِ تعالى وأنْ تَذُمَّهُمْ على ما لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ تعالى، إنَّ رِزقَ اللهِ لا يَجُرُّهُ إلَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ ولا يَرُدُّهُ كُرْهُ كارِهٍ، وإنَّ اللهَ بِحِكْمَتِه وجَلالِه جَعَلَ الرَّوْحَ والفَرَجَ في الرِّضا، وجَعَلَ الهَمَّ والحُزْنَ في الشَّكِّ والسُّخْطِ).

১৪৮২। আল্লাহর ক্রোধে লোকদের সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিযকের উপরে তাদের প্রশংসা করা, আল্লাহ্ তোমাকে যা দেয়নি তার জন্য লোকদের বদনাম করা ইয়াকীনের (ঈমানের) দুর্বলতার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আল্লাহর রিযক তোমার নিকট কোন লোভী ব্যক্তির লোভ নিয়ে আসে না আর কোন অপছন্দকারীর অপছন্দ করা তাতে বাধা প্রদানও করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হিকমাত ও মর্যাদার দ্বারা আরাম আয়েশ এবং স্বচ্ছলতাকে তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রেখেছেন আর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে সন্দেহ্ ও ক্রোধের মধ্যে নিহিত রেখেছেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে আবূ নু'য়াইম "আলহিলইয়্যাহ্" গ্রন্থে (১০/৪১), আবূ আব্দুর রহমান সুলামী ত্ববাকাতুস সূফিয়্যাহ্" গ্রন্থে (পৃ ৬৮-৬৯) আহমাদ ইবনুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাহ্ল বাসরী (ইবনুল হিমসী নামে পরিচিত) হতে, তিনি আলী ইবনু জা'ফার বাগদাদী হতে, তিনি আবূ মূসা দুআলী (আত্তবাকাত গ্রন্থে এসেছে : আদদীবলী) হতে, তিনি আবূ ইয়যীদ বুসতামী হতে, তিনি আবূ আব্দুর রহমান সুদ্দী হতে, তিনি আম্র ইবনু কায়েস মলাঈ হতে, তিনি আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আবূ নু'য়াইম বলেন : এ হাদীসটিকে আবূ ইয়াযীদের উপর জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ কাজটি করেছেন আমাদের শাইখ ইবনুল হিমসী। তার থেকে অবগত হওয়া গেছে যে, তিনি এ হাদীসটি ছাড়াও অন্য হাদীসকে এভাবে (অন্যের সাথে) জড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : "আলমীযান" গ্রন্থে এসেছে : বলা হয়েছে যে, তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। এ কথা যিয়া বলেছেন।

অতঃপর আবূ নু'য়াইম (৫/১০৬) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান সুদ্দী সূত্রে তার পিতা হতে, তিনি আম্‌র ইবনু কায়েস মুলাঈ হতে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

আমরের এ হাদীসটি গারীব। এটিকে আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান তার পিতা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সুদ্দী মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী এবং তিনি এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। আর তার ছেলে আলীকে আমি চিনি না। হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাহ্‌যীব" গ্রন্থে তাকে সেই সব বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি অথবা তার পিতা হাদীসটির সমস্যা।

অতঃপর আমি (আলবানী) হাদীসটিকে "আশশু'য়াব" গ্রন্থে (১/১৫২-১৫৩) দেখেছি সেটিকে অন্য সূত্রে আবূ আব্দুর রহমান সুদ্দী হতে এবং আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সমস্যাটা আবূ আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আস্‌সুদ্দী হতেই হয়েছে।

١٤٨٣. (آجَرْتُ نَفْسِيْ مِنْ خَدِيْجَةَ سَفْرَتَيْنِ بِقَلُوْصٍ).

১৪৮৩। আমি খাদীজার নিকট থেকে দু'সফরে এক যুবক উটনীর বিনিময়ে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করেছিলাম।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে বাইহাক্বী "আস্‌সুনানুল কুবরা" গ্রন্থে (৬/১১৮) মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল সূত্রে রাবী ইবনু বাদ্‌র হতে আর মু'য়াল্লা ইবনু আসাদ আম্মী সূত্রে হাম্মাদ ইবনু রাবী' ইবনে বাদ্‌র হতে, তিনি আবুয যুবায়ের হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : খাদীজাহ্ (রাঃ) রসূল (ﷺ)-কে জুরাশের উদ্দেশ্যে দু'টি সফরে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগ দিয়েছিলেন, প্রতিটি সফরের জন্য একটি করে যুবক উটনীর বিনিময়ে।

এ ভাষাটি মু'য়াল্লার হাদীসের। আর ইবনু ফুযায়েলের ভাষাটি হচ্ছে এর উপরে উল্লেখিত ভাষাটি।

আমি (আলবানী) বলছি এ সনদটি দুর্বল। কারণ আবুয যুবায়ের হচ্ছেন মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন করে বর্ণনা করেছেন। আর আলোচ্য ভাষাটি খুবই দুর্বল। কারণ রাবী' ইবনু বাদ্র হচ্ছেন মাতরূক, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেছেন। এছাড়া ভাষার মধ্যে নির্ভরযোগ্য হাম্মাদ ইবনু মুস'য়াদাহ্ এ ভাষার বিরোধিতাও করেছেন তিনি বলেছেন : "খাদীজাহ্ দু'সফরে জারাস পর্যন্ত আমাকে কর্মে নিয়োজিত করেছিল, প্রত্যেকটি সফর একটি করে উটনীর বিনিময়ে।"

এটিকে হাকিমও (৩/১৮২) এ ভাষায় হাম্মাদ ও রাবী' হতে বর্ণনা করে বলেছেন : সনদটি সহীহ্ এবং হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সম্ভবত আবুয যুবায়ের যে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি দেননি। ইবনুল কাইয়্যিম "আয্‌যাদ" গ্রন্থের প্রথমে এবং ইবনু কাসীর "আলবিদায়্যাহ্" গ্রন্থে (২/২৯৫) এরূপই করেছেন। তারা দু'জন শুধুমাত্র রাবী'র দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের নিকট থেকে এ বিষয়টি ছুটে গেছে যে, হাম্মাদ ইবনু মুস'য়াদাহ্ তার মুতাবা'য়াত করেছেন। অথচ ইবনুল কাইয়্যিম হাদীসটিকে হাম্মাদ ইবনু মুস'য়াদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত ভাষায় উল্লেখ করেছেন, রাবী'র ভাষায় উল্লেখ করেননি। "যাদুল মা'দ" গ্রন্থের টীকা লেখক তার বিপরীত করে মুতাবা'য়াত থাকার কারণে শুধুমাত্র আবুয যুবায়েরের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি দু'ভাষার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি লক্ষ্য করেননি।

١٤٨٤. (آيَةُ الْكُرْسِيِّ رُبُعُ الْقُرْآنِ).

১৪৮৪। আয়াতুল কুরসী হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৩/২২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু অরদান হতে, তাকে আনাস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, রসূল (ﷺ) তাঁর সহাবীগণের মধ্য থেকে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন : হে অমুক! তুমি কি বিয়ে করেছো? সে বলল : না। আমার নিকট এমন কোন কিছু নেই যা দিয়ে আমি বিয়ে করব। তিনি বললেন : তোমার সাথে কি 'কুল হুঅল্লাহু আহাদ নেই? সে বলল : জি হাঁ (আছে), তিনি বললেন : তা হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তিনি

আবার বললেন : তোমার সাথে কি 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন" নেই? সে বলল : জি হাঁ (আছে), তিনি বললেন : তা হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তিনি আবার বললেন : তোমার সাথে কি 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহ্' (সূরা) নেই? তিনি বললেন : জি হাঁ (আছে), তিনি বললেন : তা হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তিনি আবার বললেন : তোমার সাথে কি আয়াতুল কুরসী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ...) নেই? সে বলল : জি হাঁ (আছে), তিনি বললেন : তা কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তিনি তিনবার বললেন : তুমি বিয়ে করো, তুমি বিয়ে করো, তুমি বিয়ে করো।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। সালামাহ্ ইবনু ওরদান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি দুর্বল।

তার সূত্রেই ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৭০) এটিকে সেই সব হাদীসগুলোর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে সালামার উদ্ধৃতিতে মুনকার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাফিয যাহাবীও তার অনুসরণ করে বলেছেন ঃ

হাকিম বলেন : আনাস (রাঃ) হতে তার অধিকাংশ বর্ণনা মুনকার। হাকিম সঠিকই বলেছেন।

আলোচ্য হাদীসটি মুনকার হওয়ার আরো প্রমাণ বহন করছে এই যে, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ গ্রন্থে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একদল সহাবী হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত সহীহ্ হাদীস বিরোধী (এতে এসেছে) : "কুলহু অল্লাহু আহাদ' হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।"

তিরমিযী আলোচ্য হাদীসটিকে অন্য সূত্রে সালামাহ্ ইবনু অরদান হতে বর্ণনা করেছেন সেখানে আয়াতুল কুরসীর প্রসংগটি উল্লেখ করা হয়নি এবং 'কুলহু অল্লাহু আহাদ' কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি হাসান।

সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আলোচ্য হাদীসটিকে "কিতাবুস সাওয়াব" গ্রন্থের আবুশ শাইখের বর্ণনা হতে আনাস (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী বৃদ্ধি করে বলেছেন যে, ত্বাবারানীও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের দু'জন হতেই "মুসনাদু আহমাদ" এর মধ্যেও যে বর্ণিত হয়েছে তা ছুটে গেছে। অতঃপর মানাবী সালামার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন : তাকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা অলমাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আর লেখক (সুয়ূতী) হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, সম্ভবত অন্য সূত্রের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে।

আমি (আলবানী) বলছি : আল্লাহ্ তাকে দয়া করুন যিনি বলেছেন যে, সম্ভবত। কারণ এ হাদীসটিকে একমাত্র এ দুর্বল সূত্রেই দেখছি। আর সুয়ূতী শিথিলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীসকে হাসান, সহীহ্ ও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন অক্ষরের দ্বারা আলামাত ব্যবহার করে যেমন সহীর ক্ষেত্রে (صح), হাসানের ক্ষেত্রে (ح) আর দুর্বলের ক্ষেত্রে (ض)। কিন্তু এরূপ আখ্যা দানের উপর নির্ভর করা যায় না। কপিকারকগণ কর্তৃক উল্টা-পাল্টা হয়ে যাওয়ার কারণে যেমনটি মানাবী নিজেই (১/৪১) বলেছেন।

উল্লেখ্য : 'কুলহইয়া আইউহাল কাফিরূন' কুরআনের এক চতুর্থাংশ সমতুল্য এ মর্মে নাবী (ﷺ) হতে হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে।

١٤٨٥. (آدَمُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ ذُرِّيَّتِه وَيُوسُفُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَابْنَا الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَإِدْرِيسُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وهارُونُ فِي السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ ومُوسى فِي السَّماءِ السَّادِسَةِ وَإِبْرَاهِيمُ فِي السَّماءِ السَّابِعَةِ).

১৪৮৫। আদম (আঃ) আছেন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে। তাঁর সন্তানের আমলগুলোকে তার নিকট পেশ করা হয়। ইউসুফ (আঃ) দ্বিতীয় আসমানে। খালার দু'ছেলে ইয়াহইয়া ও 'ঈসা (আঃ) তৃতীয় আসমানে। ইদরীস (আঃ) আছেন চতুর্থ আসমানে। হারূন পঞ্চম আসমানে। মূসা আছেন ষষ্ট আসমানে আর ইব্রাহীম আছেন সপ্তম আসমানে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু মারদুবিয়্যাহ্ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এসেছে। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন :

এর সনদটি দুর্বল কিন্তু হাদীসটির ভাষা সহীহ্। কারণ এটি ইসরার ঘটনার হাদীসের অংশ বিশেষ যেটিকে বুখারী ও মুসলিম আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কোন্ আসমানে কে রয়েছেন এ ক্ষেত্রেও উল্টা-পাল্টা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে (تعرض عليه أعمال ذريته) "তাঁর সন্তানের আমলগুলোকে তার নিকট পেশ করা হয়" এ ভাষাটুকু নেই। অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীসের মধ্যেও এটিকে দেখছি না, না বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আর না এ দু'গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে। অতএব এ বর্দ্ধিত অংশটুকু মুনকার।

কোন্ আসমানে কে রয়েছেন সে ক্ষেত্রে যে উল্টা-পাল্টা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে মানাবী যা বলেছেন তা সঠিক। কারণ হাদীসটি ইসরার হাদীসের অংশ বিশেষ। বুখরী (৩২০৭), মুসলিম (১৬৪) ও নাসাঈ (৪৪৮) প্রমুখ সা'সা' ইবনু মালেক হতে মারফূ' হিসেবে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে এসেছে : ইয়াহ্ইয়া এবং 'ঈসা (আঃ) আছেন দ্বিতীয় আসমানে আর ইউসুফ (আঃ) আছেন তৃতীয় আসমানে।

মুসলিম, নাসাঈ প্রমুখ গ্রন্থে আনাস (রাঃ)-এর হাদীস হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অন্য কিছু হাদীসে এর বিপরীতও এসেছে যেদিকে হাফিয ইবনু হাজার "আলফাত্হ" গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সা'সা' ও আনাস (রাঃ)-এর হাদীস বেশী নির্ভরযোগ্য।

١٤٨٦. (آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ).

১৪৮৬। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তোমরা নারীদের পরামর্শ গ্রহণ কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২০৯৫), তার থেকে বাইহাক্বী (৭/১১৫) ইসমা'ঈল ইবনু উমাইয়্যাহ্ সূত্রে এক নির্ভরযোগ্য হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে। কারণ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে এরূপ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া হলেও তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় যেমনটি হাদীস শাস্ত্রের নীতিমূলক গ্রন্থগুলোতে এসেছে। এ কারণে সুয়ূতী কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়ার চিহ্ন ব্যবহার করাটা সঠিক হয়নি, যদি সত্যিকারে তিনিই এ চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। কারণ মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে বলেছেন : এ চিহ্নগুলোর উপর নির্ভর করা যায় না (ভাবার্থ)। তা সত্ত্বেও তিনি বহু হাদীসের ক্ষেত্রে যেমনটি এ হাদীসটির ক্ষেত্রেও করেছেন : লেখক এটির ব্যাপারে হাসান আখ্যা দানের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন ...।

١٤٨٧. (آمِيْنَ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى لِسَانِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ).

১৪৮৭। 'আমীন' হচ্ছে সারা জাহানের প্রতিপালকের (আল্লাহর) আংটি তাঁর মু'মিন বান্দাদের ভাষায়।

হাদীসটি দুর্বল।

এ হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (৬/২৪৩২) ও দায়লামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে (১/১/৭৬) মুয়াম্মেল ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আবূ উমাইয়্যাহ্ ইবনু ই'য়ালা হতে, তিনি সা'ঈদ মাকবুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন ...।

ইবনু আদী বলেন :

বর্ণনাকারী মুয়াম্মিল ছাড়া আবূ উমাইয়্যাহ্ ইবনু ই'য়ালা (যদিও তিনি দুর্বল) হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়।

হাদীসটিকে সুয়ূতী তার দু'জামে'র মধ্যে ইবনু আদী ও ত্ববারানীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন আর মানাবী "আলফায়েয" গ্রন্থে বলেছেন :

এ মুয়াম্মিল সাকাফীকে হাফিয যাহাবী "আয্যু'য়াফা" গ্রন্থে আবূ উমাইয়্যাহ্ ইবনু ই'য়ালা হতে বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন : তিনি কিছুই নয়। এ থেকেই সুয়ূতী "হাশিয়াতুশ শিফা" গ্রন্থে বলেছেন : এর সনদটি দুর্বল। এখানে তিনি কোন চিহ্ন ব্যবহার করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : এ কারণেই শাইখ যাকারিয়া আনসারী "ফাতহুল জালীল" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/১৪) দৃঢ়তার সাথে এর সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "মুখতাসারুদ দায়লামী" গ্রন্থে বলেছেন : আবূ উমাইয়্যাহ্ দুর্বল।

١٤٨٨. (آمِيْنُ قُوَّةٌ لِلدُّعَاءِ).

১৪৮৮। আমীন হচ্ছে দু'আর জন্য শক্তি।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/৮৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনু বাযী' হতে, তিনি হাসান ইবনু আম্মারাহ্ হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি আবূ সালামাহ্ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দু'টি কারণে খুবই দুর্বল ঃ

১। ইবনু আম্মারাহ্ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি মাতরূক। বরং ইমাম আহমাদ বলেছেন : তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন আর তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

২। আব্দুল্লাহ্ ইবনু বাযী' হচ্ছেন দুর্বল। ইবনু আদী হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন : এটি নিরাপদ নয়।

١٤٨٩. (يَا حَرْمَلَةُ ، ائْتِ الْمَعْرُوفَ ، وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ، وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ أُذُنَكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ ، إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأْتِهِ ، وَانْظُرِ الَّذِي تَكْرَهُهُ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ ، إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَاجْتَنِبْهُ).

১৪৮৯। হে হারমালাহ্! তুমি সৎকর্ম কর আর অসৎ (মুনকার) কর্ম থেকে বিরত থাক। তোমার জাতির নিকট থেকে তুমি যখন উঠে দাঁড়াবে তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে যা বলে, সেটি যদি তোমার কর্ণকে আশ্চর্যান্বিত করে তাহলে সেদিকে তুমি তাকাও এবং তা গ্রহণ কর। আর তোমার জাতির নিকট থেকে তুমি যখন উঠে দাঁড়াবে তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে যা বলে সেদিকে তুমি তাকাও, তাকে যদি তুমি অপছন্দ কর তাহলে তুমি তা বর্জন কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম বুখারী "আলআদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (২২২) ও ইবনু সা'দ "আত্‌ত্ববাকাত" গ্রন্থে (১/৩২০-৩২১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু হাস্‌সান আম্বারী হতে, তিনি হিব্বান ইবনু আসেম হতে (হারমালাহ্ তার মায়ের পিতা ছিলো), তিনি সফিয়্যাহ্ ইবনাতু অলাইবাহ্ এবং দুহায়বাহ্ ইবনাতু অলাইবাহ্ হতে (হারমালাহ্ এদের দু'জনের দাদা, দু'জনের পিতার পিতা), তিনি (অলাইবাহ্) তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হারামালাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে :

তিনি বের হয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসেন। তিনি তাঁর নিকট সে সময় পর্যন্ত ছিলেন যে সময় পর্যন্ত নাবী (ﷺ) তাকে চিনে ফেলেন। অতঃপর তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমি আমার মনে মনে বলছি : আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসা অব্যাহত রাখব জ্ঞান বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর আমি চলা শুরু করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম : আপনি আমাকে এমন কি নির্দেশ প্রদান করবেন যা আমি করব? তিনি বললেন : হে হারমালাহ্! তুমি সৎকর্ম কর আর অসৎ (মুনকার) কর্ম থেকে বেঁচে থাক। এরপর আমি ফিরে আমার বাহনের নিকট চলে আসলাম। অতঃপর আমি পুনরায় অগ্রসর হয়ে আমার পূর্বের দাঁড়ানোর স্থানের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কিছু নির্দেশ প্রদান করবেন যা আমি করব? তখন তিনি বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে দু'দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে ঃ

১। আব্দুল্লাহ্ ইবনু হাস্সান আম্বারী মাজহূলুল হাল। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন :

তিনি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ তার মুতাবা'য়াত মিলার সময়। এখানে তার মুতাবা'য়াত পাওয়া গেছে, কিন্তু তার সনদের বিরোধিতা করে যেমনটি সামনে আসবে।

২। আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের কপিতে হারমালার পূর্বে 'আন' অক্ষরটি আছে কি নাই এ নিয়ে মতবিরোধ ঘটেছে। এ গ্রন্থের ছাপানো দু'কপিতে 'আন' রয়েছে। আর পাণ্ডুলিপিতে 'আন' নেই। আর কপির ভিন্নতার কারণে হাদীসের উপরে হুকুম লাগানোর বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যদি 'আন' আছে ধরা হয় তাহলে অলাইবার দু'মেয়ে বর্ণনা করেছেন অলাইবাহ্ হতে, আর তিনি হারমালাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। আর যদি হারামালার পূর্বে আন না থাকে, তাহলে তার দু'মেয়ে দাদা হারমালাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।

যদি 'আন' থাকে তাহলে এ অবস্থায় হাদীসটির সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে অপরিচিত বর্ণনাকারী। কারণ অলাইবাহ্ মাজহূল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)। তাকে ইবনু আবী হাতিম "আলজারহ্ অত্তাদীল" গ্রন্থে (৩/২/৪০) শুধুমাত্র বলেছেন :

তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার ছেলে যরগানাহ্ বর্ণনা করেছেন।

আর 'আন' কে উহ্য করে দেয়া হলে, এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে অলাইয়্যার দু'মেয়ে তাদের দাদার নিকট থেকে হাদীসটি কি শুনেছে? আমাদের নিকট এ সনদটি ছাড়া এমন কোন তথ্য নেই যা প্রমাণ করে যে তারা তার থেকে শুনেছে। এ সনদটি বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু হাস্সান এর উপর নির্ভরশীল আর আপনারা অবগত হয়েছেন যে, তার অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহূলুল হাল)। অতএব তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। এর পরেও তার সনদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

[সনদের মধ্যের বিরোধগুলোকে শাইখ আলবানী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন]।

১৪৯০. (جِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الصَّنِيْعَةِ لِمَنْ تَحِقُّ ؟ لاَ تَنْبَغِيْ الصَّنِيْعَةُ إِلاَّ لِذِيْ حَسَبٍ أَوْ دِيْنٍ، وَجِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الرِّزْقِ وَمَا يَجْلِبُهُ عَلَى الْعَبْدِ ؟ فَاسْتَجْلِبُوْهُ وَاسْتَنْزِلُوْهُ بِالصَّدَقَةِ، وَجِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ جِهَادِ الضُّعَفَاءِ ؟ فَإِنَّ جِهَادَ الضُّعَفَاءِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ، وَجِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ ؟ وَإِنَّ جِهَادَ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ

وَجِئْتُمْ تَسْأَلُوْنِيْ عَنِ الرِّزْقِ ؟ مِنْ أَيْنَ يَأْتِيْ ؟ وَكَيْفَ يَأْتِيْ ؟ أَبَى اللهُ أَن يَّرْزُقَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ).

১৪৯০। তোমরা আমার কাছে এসে অনুগ্রহের হক্বদার হবে কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? একমাত্র মর্যাদার অধিকারী এবং দ্বীনদার ব্যক্তিই অনুগ্রহের হক্বদার হবে। তোমরা আমার কাছে এসে রিয্ক এবং কোন বস্তু রিয্ক উপার্জনে বান্দাকে সহযোগিতা করবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? তোমরা সাদাকা করার দ্বারা রিয্ক উপার্জন কর এবং তার নাযিল হওয়াকে কামনা কর। তোমরা আমার নিকট এসে দুর্বলদের জেহাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছো? দুর্বলদের জেহাদ হচ্ছে হাজ্জ এবং উমরাহ্। তোমরা আমার নিকট এসে নারীদের জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো? মহিলার জেহাদ হচ্ছে ভালোভাবে স্বামীর অনুগত থাকা। তোমরা আমার নিকট এসে রিয্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? কোথা থেকে রিয্ক আসবে এবং কিভাবে আসবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে এমনভাবে রিয্ক দান করবেন যে, সে সম্পর্কে সে কিছুই জানবে না।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে আবূ সা'ঈদ ইবনু আল'আরাবী "আলমু'জাম" গ্রন্থে (১/৯৯) এবং তার সূত্রে কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" গ্রন্থে (ক্বাফ ১/৪৮) আবূ আব্দিল্লাহ্ আহমাদ ইবনু তাহের ইবনে হারমালাহ্ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে হারমালাহ্ ইবনে ইমরান ইবনে কুরাদ তুজায়নী হতে, তিনি দাদা হারমালাহ্ হতে, তিনি উমার ইবনু রাশেদ মাদানী হতে, তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে তিনি বলেন : আবূ বাক্‌র, উমার ও আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ্ কোন কিছু নিয়ে ঝগড়া করছিলেন। এ সময় আলী তাদেরকে বললেন : আপনারা রসূল এর নিকট যান। অতঃপর তারা যখন রসূল এর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। তিনি বললেন : তোমরা চাইলে প্রশ্ন কর। আর তোমরা চাইলে যার জন্য তোমরা এসেছো আমিই তোমাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিব। তারা বলল : আপনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। উমার ইবনু রাশেদ মাদানী হচ্ছেন আবূ হাফ্স জারী। আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন ঃ

আমি তার হাদীসকে মিথ্যা হিসেবে পেয়েছি।

ওকায়লী বলেন : তিনি মুনকারুল হাদীস।

আহমাদ আত্‌তাহের বলেন : দারাকুতনী বলেন : তিনি মিথ্যুক।

হাফিয যাহাবী বলেন : তিনি একটি মুনকার হাদীস নিয়ে এসেছেন। যার ভাষা হচ্ছে : **"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাকে এমনভাবে রিয্‌ক দান করেন যে, সে সম্পর্কে সে কিছুই জানবে না।"**

আমি (আলবানী) বলছি : এটিকে হাকিম তার "তারীখ" গ্রন্থে তার সনদে উমার ইবনু খালাফ মাখযূমী হতে, তিনি উমার ইবনু রাশেদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু হারমালাহ্ হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ...।

হাকিম বলেন : এ হাদীসটির সনদ ও ভাষা গারীব। আব্দুর রহমান ইবনু হারমালাহ্ মাদীনী ...।

আমি (আলবানী) বলছি : তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। সমস্যাটা হচ্ছে উমার ইবনু রাশেদ। আর আপনারা তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। আর তার সূত্রেই দায়লামী (১/১/৮০) শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওযী "আলমওযূ'য়াত" গ্রন্থে (২/১৫২-১৫৩) ইবনু হিব্বানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু হিব্বান এটিকে তার সনদে "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে (১/১৪৭) আহমাদ ইবনু দাউদ ইবনে আব্দিল গাফ্‌ফার হতে, তিনি আবূ মুস'য়াব হতে, তিনি মালেক হতে, তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

তারা দু'জনই (ইবনুল জাওযী ও ইবনু হিব্বান) বলেছেন : হাদীসটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আহমাদ ইবনু দাউদ ইবনে আব্দিল গাফ্‌ফার।

হাফিয সুয়ূতী তার পরক্ষণেই "আললাআলী" গ্রন্থে (২/৭১) বলেন : ইবনু আব্দিল বার বলেন : এ হাদীসটি মালেকের হাদীস হতে গারীব। হাদীসটি হাসান, তবে তাদের নিকট এটি মালেকের হাদীস হতে মুনকার। তার থেকে বর্ণিত এ হাদীস সহীহ্ নয় এবং তার হাদীসের মধ্যে এর ভিত্তিও নেই।

অতঃপর সুয়ূতী তার অন্য একটি সূত্র 'আলী হতে উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে হারূন ইবনু ইয়াহ্ইয়া হাত্বেবী রয়েছেন। যাকে ওকায়লী "আয্‌যু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু আব্দিল বার বলেছেন : আমি তাকে চিনি না।

বাইহাক্বী বলেন : এভাবে হাদীসটিকে আমি একমাত্র এ সনদেই হেফ্‌য করেছি। তিনি একেবারে দুর্বল।

١٤٩١. (ابْتَدِرُوْا الأَذَانَ، وَلاَتَبْتَدِرُوْا الإِمَامَةَ).

১৪৯১। তোমরা আযানের জন্য প্রতিযোগিতা কর। ইমামাতের জন্য প্রতিযোগিতা করো না।

হাদীসটি দুর্বল

হাদীসটিকে ইবনু আবী শাইবাহ্ "আলমুসান্নাফ" গ্রন্থে (১/৯৫/২) ওয়াকী' হতে, তিনি আলী ইবনু মুবারাক হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল যদিও এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। কারণ এটি মু'যাল (অর্থাৎ এর সনদের উপর দিক থেকে সহাবী এবং তাবে'ঈ দু'জন বর্ণনাকারী নেই)। এটি মুরসাল নয় যেমনটি সুয়ূতী বলেছেন আর মানাবী তাকে সমর্থন করেছেন। কারণ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর আনাস (রাঃ)-কে দেখেছেন কিন্তু তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি। তিনি অন্য কোন সহাবী হতেও বর্ণনা করেননি যেমনটি "আত্‌তাহ্যীব" গ্রন্থে ইবনু হিব্বান প্রমুখের উদ্ধৃতি হতে বর্ণিত হয়েছে।

আর মানাবী যে তার দু'ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে বলেছেন : তার কতিপয় শাহেদ রয়েছে। আমি সে শাহেদগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না।

١٤٩٢. (أَبَى اللهُ أَن يَّقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ).

১৪৯২। আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতির আমল কবুল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যে পর্যন্ত সে তার বিদ'আতকে ত্যাগ না করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (নং ৫০), ইবনু আবী আসিম "আস্‌সুন্নাহ্" গ্রন্থে (ক্বাফ ২/৪) ও দায়লামী (১/১/৮০) আবুশ শাইখ সূত্রে বিশ্‌র ইবনু মানসূর হান্নাত্ব হতে, তিনি আবূ যায়েদ হতে, তিনি আবুল মুগীরাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি দুর্বল। এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন ঃ

আমি আবূ যায়েদ, তার শাইখ ও বিশ্‌রকে চিনি না।

হাফিয যাহাবী তাদের প্রথমজন সম্পর্কে বলেন : তিনি অপরিচিত। আর পরের দু'জন সম্পর্কে বলেন : জানা যায় না তারা দু'জন কারা।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১১) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

হাদীসটি এর চেয়েও নিকৃষ্ট সনদে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٤٩٣. (لاَ يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلاَ صَلاَةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ).

১৪৯৩। আল্লাহ্ তা'আলা বিদ'আতির সওম, সলাত, সাদাকাহ্, হাজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, তার নফল ইবাদাত বা ফিদইয়াহ্, ফরয ইবাদাত বা তাওবাহ্ কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে সেভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে চুল মদিত আটা থেকে বেরিয়ে যায়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৪৯) মুহাম্মাদ ইবনু মিহ্সান সূত্রে ইব্রাহীম ইবনু আবী আবলাহ্ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু দায়লামী হতে, তিনি হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

আমি (আলবানী) বলছি : এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনু মিহ্সান। কারণ তিনি মিথ্যুক যেমনটি ইবনু মা'ঈন ও আবূ হাতিম বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

বুসয়রী তার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/১০) বলেছেন ঃ

এ সনদটি দুর্বল। এর মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু মিহ্সান রয়েছেন, তারা তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

١٤٩٤. (مَن يَّعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا).

১৪৯৪। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করবে তার বদলা দুনিয়াতেই নেয়া হবে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে হাকিম (৩/৫৫২-৫৫৩), ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১৪২), আহমাদ (১/৬) ও ইবনু মারদিবিয়্যাহ্ যিয়াদ আলজাস্সাস হতে, তিনি

আলী ইবনু যায়েদ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন : তুমি সে স্থানের দিকে লক্ষ্য কর যেখানে আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) শুলে দেয়া অবস্থায় রয়েছে। তবে সে স্থানটি অতিক্রম করো না। তিনি বললেন : দাস (যুবক) ভুল করল, অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর দিকে তাকিয়ে তিনবার বললেন : আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে বেশী বেশী সওম পালনকারী, বেশী বেশী কিয়ামুল লাইলকারী এবং বেশী বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হিসেবে জেনেছি। আল্লাহর কসম! তোমাকে যে মন্দ অবস্থা পেয়ে বসেছে আমি অবশ্যই আশাবাদী যে, এরপরে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে আর শাস্তি দিবেন না। অতঃপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ভাষাটি ইবনু মারদিবিয়্যাহ্ এবং হাকিমের। কিন্তু এর মধ্যে উল্টা-পাল্টা কিছু ঘটেছে আর তিনি (হাকিম) কোন মন্তব্য করা থেকে চুপ থেকেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : তার সনদটি দুর্বল। যিয়াদ হচ্ছেন ইবনু আবী যিয়াদ জাস্সাস। তিনি দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জাদ'য়ানও তার মতই।

ইবনু কাসীর হাদীসটির একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন বায্যারের "মুসনাদ" গ্রন্থের (৩/৪৬) বর্ণনা হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সুলাইম ইবনু হাইয়্যান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হাইয়্যান ইবনু বুসতাম হতে বর্ণনা করেছেন, বুসতাম বলেন :

আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়ের (রাঃ)-কে শূলে দেয়া অবস্থায় অতিক্রম করে বললেন : তোমার প্রতি আল্লাহর রহমাত নাযিল হোক হে আবূ খুবায়েব। আমি তোমার পিতা যুবায়ের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...। তিনি বৃদ্ধি করে বলেছেন : "এবং আখেরাতে"।

ইবনু কাসীর বলেন : যুবায়ের হতে একমাত্র এ সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে বলে জেনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি দুর্বল। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র হাইয়্যান ইবনু বুসতাম ছাড়া কোন একজনকেও আমি চিনি না। হাফিয যাহাবী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনিও (হাইয়্যানও) মাজহূল (অপরিচিত)। তিনি বলেছেন : তার ছেলে সুলাইম তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তবে ইবনু হিব্বান তাকে "আস্সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, মূসা ইবনু ওবায়দাহ্ সূত্রে ইবনু সিবা'র দাস হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ)-কে আবূ বাক্র সিদ্দীক এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ

আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট ছিলাম এমতাবস্থায় নাযিল হলো : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً﴾ "যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করবে, তাকেই তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে, আর এ ব্যক্তি সেদিন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না" (সূরা নিসা : ১২৩) তখন রসূল (ﷺ) বললেন : হে আবূ বাক্র! আমি তোমার নিকট এমন একটি আয়াত কি পাঠ করব না যেটি আমার উপর নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন : আমি বললাম : জি হাঁ হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর তিনি সেটি আমাকে পাঠ করালেন। আমি আমার অজান্তেই আমার পিঠে ব্যথ্যা অনুভব করলাম, এমনকি আমি তার জন্য আমার হাতকেও প্রসারিত করে ফেললাম। এমতাবস্থায় রসূল (ﷺ) বললেন : আবূ বাক্র তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমাদের কে এমন রয়েছে যে, মন্দ কর্ম করেনি? আর আমাদের কৃত প্রত্যেক মন্দ কর্মের বদলা নেয়া হবে? তখন রসূল (ﷺ) বলেন :

তুমি হে আবূ বাক্র এবং তোমার মু'মিন সাথীদের মন্দ কৃত কর্মের বদলা এ দুনিয়াতেই নিয়ে নেয়া হবে আর তোমরা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তোমাদের কোন গুনাহই থাকবে না। আর অন্যদের জন্য তাদের কৃত মন্দ কর্মগুলোকে একত্রিত করা হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাদের বদলা নেয়া হবে।

এটিকে ইবনু মারদিবিয়্যাহ্ এবং তিরমিযী (৩০৩৯) বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন : মূসা ইবনু ওবায়দাহকে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে, আর ইবনুস সিবা'র দাস মাজহূল (অপরিচিত)।

আমি (আলবানী) বলছি : মোটকথা এই যে, হাদীসটি দুর্বল। এর বর্ণনাকারীগণ দুর্বল এবং তাদের কেউ কেউ অপরিচিত হওয়ার কারণে এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের ভাষাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে। তাদের কেউ কেউ সেভাবে উল্লেখ করেছেন যেভাবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ "এবং আখেরাতে" শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। আবার ইবনু ওবায়দাহ্ হাদীসটিকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

তবে আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ "যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করবে, তাকেই তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে" (সূরা নিসা : ১২৩) এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন মুসলিমদেরকে তা কঠিন চিন্তিত করেছিল। এ কারণে রসূল (ﷺ) বলেন : তোমরা তোমাদের কর্মসমূহের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো আর সেগুলোর ব্যাপারে অতিরঞ্জন এবং ঘাটতি করাকে ত্যাগ কর। কারণ আক্রান্ত মুসলিম ব্যক্তির প্রতিটি বিপদের মাঝেই রয়েছে কাফ্ফারাহ্। এমনকি সেই দুর্ঘটনা যাতে সে কষ্ট পাবে অথবা সেই কাঁটা যা তাকে বিঁধবে।" এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম (৮/১৬-২৫৭৪), আহমাদ (২/২৪৮) ও হুমায়দী (১১৪৮) বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩০৩৮) বর্ণনা করে বলেছেন : হাদীসটি হাসান গারীব।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এর শাহেদও বর্ণিত হয়েছে।

١٤٩٥. (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَنَهْرًا، مَا يَدْخُلُهُ جِبْرِيلُ مِنْ دَخْلَةٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ فَيَنْتَفِضُ إِلاَّ خَلَقَ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ مَلَكًا).

১৪৯৫। জান্নাতের মধ্যে একটি নদী রয়েছে। তাতে জিবরীল যখনই প্রবেশ করে অতঃপর তার থেকে বের হয় তখনই পানি ঝরতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে ঝরা প্রতি ফোঁটা পানি থেকে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (২/১৪২) ও দায়লামী "আলমুসনাদ" গ্রন্থে (১/২/২৮৭) যিয়াদ ইবনুল মুনযির সূত্রে আতিয়্যাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

ইবনু আদী বলেন : এ হাদীসটি নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি : এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী এ যিয়াদ। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে বলেছেন : ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ প্রমুখ বলেন : তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান (১/৩০৬) বলেন : তিনি একজন রাফেযী ছিলেন। তিনি নাবী (ﷺ)-এর সাথীগণের এবং আহলেবাইতের ফাযীলাত বর্ণনা করে হাদীস জাল করতেন। তার হাদীস লিখাই বৈধ নয়।

আর তার শাইখ আতিয়্যাহ্ আওফী হচ্ছেন দুর্বল ও মুদাল্লিস।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে‘উস কাবীর” গ্রন্থে (১/২০৫/২) আবুশ শাইখের “আলআজমা‘” ও হাকিমের “তারীখ” গ্রন্থের এবং দায়লামীর উদ্ধৃতিতে আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন।

১٤٩٦. (أَلاَ إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ وَالنَّمِيْمَةُ (يَعْنِي فِيْهِ) عَذَابُ الْقَبْرِ).

১৪৯৬। সাবধান! মিথ্যা কথা চেহারাকে কালো করে দেয় আর নামীমার কারণে কবরের আযাব হয়।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি আবূ ই'য়ালা তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (৪/১৭৯৭), তার থেকে ইবনু হিব্বান তার “সহীহ্” গ্রন্থে (১০৪), ইবনু আদী (১/১৪৩) ও বাইহাক্বী “শু‘য়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (২/৪৮/১) যিয়াদ ইবনুল মুনযির হতে, তিনি নাফে‘ ইবনুল হারেস হতে, তিনি আবূ বারযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : রসূল (ﷺ) বলেছেন : ...।

বাইহাক্বী বলেন : এ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : বরং বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে যিয়াদ। কারণ তিনি মিথ্যুক যেমনটি একটু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনু হিব্বানের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয়, কারণ তিনি যিয়াদকে হাদীস জালকারী হিসেবে উল্লেখ করে তিনিই আবার এ হাদীসকে তার “সহীহ্” গ্রন্থে কিভাবে উল্লেখ করলেন! সম্ভবত তিনি সন্দেহ করেছেন যে, এ যিয়াদ হয়তো অন্য কেউ।

হাদীসটিকে সুয়ূতী “আলজামে‘উস সাগীর” গ্রন্থে শুধুমাত্র বাইহাক্বীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

তিনি (লেখক) বলেছেন : হাদীসটিকে বাইহাক্বী বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। অথচ ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ তিনি (বাইহাক্বী) হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন : এ সনদটি দুর্বল। তিনি আসলে এ সনদটিকে দুর্বল আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ এর অবস্থা আরো খারাপ। হায়সামী প্রমুখ বলেন : এর মধ্যে যিয়াদ ইবনুল মুনযির রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক। এ কারণে লেখকের (সুয়ূতীর) উচিত ছিলো হাদীসটিকে কিতাব থেকে বের করে দেয়া।

١٤٩٧. (خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِيْ فِي الْمَسْجِدِ: لاَ يُتَّخَذُ طَرِيْقًا، وَلاَ يُشْهَرُ فِيْهِ سِلاَحٌ، وَلاَ يُنْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ، وَلاَ يُنْثَرُ فِيْهِ نَبْلٌ، وَلاَ يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِيْءٍ، وَلاَ يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ، وَلاَ يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُتَّخَذُ سُوْقًا).

১৪৯৭। কতিপয় কর্ম যেগুলো মাসজিদের মধ্যে করা উচিত নয় : মাসজিদকে রাস্তা বানিয়ে নেয়া যাবে না, তার মধ্যে হাতিয়ার (অস্ত্র) প্রকাশ করা যাবে না, তার মধ্যে শব্দ করার জন্য ধনুকের তারে আঘাত করা যাবে না। তার মধ্যে তীর প্রকাশ করা যাবে না। তার মধ্যে কাঁচা গোশ্ত নিয়ে চলাচল করা যাবে না। তার মধ্যে শাস্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না। তার মধ্যে কারো কিসাস গ্রহণ করা যাবে না এবং মাসজিদকে বাজার বানিয়ে ফেলা যাবে না।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু মাজাহ্ (৭৪৮) ও ইবনু আদী (১/১৪৫) যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ আনসারী হতে, তিনি দাঊদ ইবনুল মিহসান হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন : ... ।

ইবনু আদী বলেন : হাদীসটি নিরাপদ নয়। যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি খুবই দুর্বল যেমনটি তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজারের কথা থেকে বুঝা যায় : তিনি মাতরূক।

বুসয়রী "আয্যাওয়াইদ" গ্রন্থে (১/৯৫) বলেন : এর সনদটি দুর্বল, যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হওয়ার কারণে। ইবনু আব্দিল বার বলেন : তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

তবে 'মাসজিদকে রাস্তা বানিয়ে নেয়া যাবে না' হাদীসের এ অংশটুকু অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদটি হাসান। আমি এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১০০১) উল্লেখ করেছি।

١٤٩٨. (خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيْفَةُ الْغَلِمَةُ).

১৪৯৮। তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে কাম উত্তেজনায় ভরা যৌবনে থাকা সতী নারী [যে হারামে জড়িত হয় না, সচ্চরিত্রবান থাকে]।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

হাদীসটিকে ইবনু আদী (১/১৪৫) আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ সন'য়ানী হতে, তিনি যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আনসারী

হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন : ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : ইবনু জুবায়রার কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ তিনি মাতরূক যেমনটি একটু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

আর দেমাস্কের সন'য়ার আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ সন'য়ানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন : তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

সুয়ূতী "আলজামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র দায়লামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন কিছুটা বৃদ্ধি করে ঃ

عَفِيْفَةٌ فِيْ فَرْجِهَا، غَلِمَةٌ عَلَى زَوْجِهَا.

অর্থাৎ "তার ইজ্জতের ব্যাপারে সচ্চরিত্রবান সতী নারী এবং তার স্বামীর জন্য কাম উত্তেজনায় ভরা যুবতী।"

মানাবী বলেন : বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ সন'য়ানী কর্তৃক যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ হতে বর্ণনা সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন : তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না-জায়েয। হাফিয যাহাবী বলেন : তারা তাকে ত্যাগ করেছেন ... ।

আমি (আলবানী) বলছি : তার অন্য একটি সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সেটিও ক্রটিযুক্ত। ইবনু আবী হাতিম (১/৩৯৬) বলেন : আমি আমার পিতাকে সেই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ হিমসী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবুল ইয়ামান হতে, তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে .. ।

অতঃপর আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : তারা যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর যায়েদ ইবনু জুবায়রাহ্ হচ্ছেন হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সূত্রের সমস্যা হচ্ছে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়্যাশ। কিন্তু শামী ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল। আর এটি অন্যদের থেকে বর্ণনাকৃত।

١٤٩٩. (فُلِقَ الْبَحْرُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ).

১৪৯৯। আশুরার দিন বানু ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া হয়েছিল।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে ইবনু আদী "আলকামেল" গ্রন্থে (২/১৪৪, ১/১৬৩) আবূ ই'য়ালা প্রমুখ সূত্রে সালাম আত্‌ত্বীল হতে, তিনি যায়েদ আলআম্মী হতে, তিনি ইয়াযীদ রুকাশী হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে, তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী দু'স্থানের প্রথম স্থানে যায়েদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

সম্ভবত হাদীসটির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বর্ণনাকারী সালাম হতে অথবা তারা দু'জন হতেই। কারণ তারা দু'জনই দুর্বল।

আর দ্বিতীয় স্থানে সালামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

তার অধিকাংশ বর্ণনার অন্য কেউ মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি : তিনি মিথ্যুক। আর তার উপরের দু'জন বর্ণনাকারী হচ্ছেন দুর্বল। অতএব তিনিই (সালামই) হাদীসটির (প্রধান) সমস্যা।

"ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে : ইবনু কাত্তান বলেন : এর মধ্যে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হায়সামী বলেন : এর মধ্যে বর্ণনাকারী ইয়াযীদ রুকাশীর ব্যাপারে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : এ হাদীসের ভাবার্থ বুখারী এবং মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহূদীরা এ কথা বলেছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ

রসূল (ﷺ) মদীনায় আগমন করে ইয়াহূদীদেরকে আশুরার দিনে সওম পালন করতে দেখে বললেন : এটা কী? তারা বলল : এটা ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা বানূ ইসরাঈলকে তাদের দুশমনদের থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ইমাম মুসলিম বৃদ্ধি করে বলেছেন : "আর ফির'আউন ও তার জাতি ডুবে গিয়েছিল।" এ হাদীসের মধ্যেই এসেছে, রসূল (ﷺ) বলেন : "মূসার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমিই বেশী হকদার। অতঃপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং এ দিনের সওম পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন।"

"আলমুসনাদ" গ্রন্থে (২/৩৫৯) আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এসেছে তিনি বলেন :

রসূল (ﷺ) কতিপয় ইয়াহূদীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় যে, তারা আশুরার দিন সওম পালন করছিল। তাই তিনি তাদেরকে বললেন : এটা কিসের সওম? তারা উত্তরে বলল : এ দিনে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ) ও বানূ ইসরাঈলকে ডুবে যাওয়া হতে বাঁচিয়ে ছিলেন। আর ফির'আউনকে এ দিনে ডুবিয়ে দিয়ে ছিলেন। এ দিনে নৌকা জূদী পর্বতের উপর উঠে গিয়েছিল। ফলে নূহ্ ও মূসা (আঃ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সওম পালন করেছিলেন। তখন রসূল (ﷺ) বললেন : আমি ..."। আলহাদীস।

কিন্তু মুসনাদু আহমাদের সনদে হাবীব ইবনু আব্দিল্লাহ্ আযদী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন : তিনি মাজহূল (অপরিচিত)।

এ কারণে তার সম্পর্কে "আলফাত্হ" গ্রন্থে (৪/২১৪) কিছু না বলে ভালো কাজ করেননি।

١٥٠٠. (اسْتَحْيِ اللهَ اسْتِحْيَاءَكَ مِنْ رَجُلَيْنِ مِنْ صَالِحِيْ عَشِيْرَتِكَ).

১৫০০। তুমি আল্লাহকে সেরূপ লজ্জা কর যেরূপ তোমার বংশের নেককার দু'ব্যক্তির সামনে তুমি লজ্জা করে থাক।

হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/৫৩, ১/২০৩) সুগদী ইবনু সিনান হতে, তিনি জা'ফার ইবনুয যুবায়ের হতে, তিনি কাসেম হতে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : এ সনদটি খুবই দুর্বল। ইবনু আদী এটিকে প্রথম স্থানে জা'ফার ইবনুয যুবায়েরের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন :

তার অধিকাংশ হাদীসের মুতাবা'য়াত করা হয়নি। তার হাদীসে দুর্বলতা সুস্পষ্ট।

অতঃপর তিনি বুখারী ও নাসা'ঈর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন তারা দু'জন বলেছেন : তিনি মাতরূকুল হাদীস।

আর তিনি তাকে দ্বিতীয় স্থানে সুগদীর জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন : এ হাদীসকে এ সনদে সুগদী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর তিনি জা'ফার থেকে উত্তম। তার হাদীসে তার দুর্বলতা স্পষ্ট। ইবনু মা'ঈন বলেন : তিনি কিছুই না।

অতএব হাদীসটি খুবই দুর্বল। মানাবী যে তার দু'ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে বলেছেন : এর সনদটি দুর্বল, তিনি আসলে কম বলেছেন। সম্ভবত তিনি সনদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হননি।

উল্লেখ্য হাদীসটিকে এর চেয়ে ভালো সনদে বর্ণনা করা হয়েছে তবে সেখানে দু'ব্যক্তির স্থলে এক ব্যক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

أُوْصِيْكَ أَنْ تَسْتَحْيِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحْيِ رَجُلاً مِنْ صَالِحِيْ قَوْمِكَ.

আমি তোমাকে এ মর্মে অসিয়্যাত করছি যে, তুমি আল্লাহ হতে সেরূপ লজ্জা কর যেরূপ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নেককার কোন ব্যক্তি হতে লজ্জা করে থাক।

এটিকে "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (৭৪১) উল্লেখ করা হয়েছে। [অর্থাৎ এ ভাষার হাদীসটি সহীহ।

আল-হামদু লিল্লাহ ৩য় খণ্ড সমাপ্ত